



চতুর্থ অধ্যায়

- দেশের নদ-নদী সরেজমিন পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ
- বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় অনুষ্ঠিত র্যালি, সেমিনার, কর্মশালা ও সভার কার্যক্রম/প্রতিবেদন

**জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক দেশের নদ-নদী সরেজমিন পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ এবং
বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় অনুষ্ঠিত র্যালি, সেমিনার, কর্মশালা ও সভার কার্যক্রম/
প্রতিবেদন**

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সেমিনার /ওয়ার্কশপ প্রতিবেদন	জানরক সজা ও তার	র্যালি	নদী পরিদর্শন	
ঢাকা	ঢাকা	কালীগঞ্জ, কেয়ারীগঞ্জ	বুড়িশাড়া ও তুরাগ নদীর অবৈধ দখল, দূষণ সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন [সদরঘাট-গাজীপুরের তুরাগ]	২৮/০১/১৮	-	বুড়িশাড়া ও তুরাগ	
	ঢাকা ও মুন্সিগঞ্জ	সদরঘাট ও মুন্সিগঞ্জ সদর	সদরঘাট থেকে শুরু করে মুন্সিগঞ্জ মুক্তারপুর ব্রিজ পর্যন্ত। বুড়িশাড়া ও শীতলক্ষ্যা নদীর অবৈধ দখল, দূষণ সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন।	০৫/০২/১৮	-	বুড়িশাড়া ও তুরাগ	
	ঢাকা	সাতার	চামড়া শিল্প নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ধলেশ্বরী নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন	১১/০২/১৮	-	ধলেশ্বরী	
	মুন্সিগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ সদর	মুন্সিগঞ্জ জেলার ইছামতি ও ধলেশ্বরী নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন	২৮/০২/১৮	-	ইছামতি ও ধলেশ্বরী	
	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর	ধলেশ্বরী ও বাংশী নদী এবং নদী সংলগ্ন খালসমূহ পরিদর্শন প্রতিবেদন।	০৮/০৩/১৮	-	ধলেশ্বরী ও বাংশী	
		গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ জেলার বিভিন্ন নদী এবং সাতলা-বাগধা প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন।	১২/০৩/১৮	-	মধুবাতি, মলগাঙ্গা, কুমার, কাচা, সাতলা-বাগধা প্রকল্প পরিদর্শন
	ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা শহরের কল্যাণপুর 'ক' 'চ' খাল, মোহাম্মদপুর রায়চন্দ্রপুর খাল, হাজারীবাগ খাল পরিদর্শন।	২১/০৩/১৮	-	বিভিন্ন খাল পরিদর্শন	
	ঢাকা	গাবতলী থেকে গাজীপুর	গাবতলী ব্রিজ হতে ময়মনসিংহ রোডের টঙ্গী ব্রিজ পর্যন্ত তুরাগ নদী ও টঙ্গী খাল পরিদর্শন সূচী এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন	০৪/০৪/১৮	-	তুরাগ নদী ও টঙ্গী খাল	
	ঢাকা	ঢাকা	ঢাকাসহ পার্শ্ববর্তী জেলার নদ-নদীর অবৈধ দখল, দূষণ রোধকল্পে সহকারী কমিশনার [ভূমি] এর দায়িত্ব কর্তব্য এবং প্রায়োগিক আইনসমূহ বিশ্লেষণ কর্মশালা	০৭/০৫/১৮	-	-	
	ঢাকা	ঢাকা	নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার ফ্রমিকা শীর্ষক সেমিনার	০৯/০৫/১৮	-	-	

মানসিরীপুর	মানসিরীপুর সদর	মানসিরীপুর জেলায় নদ-নদী রক্ষায় করণীয় বিষয়ে সভাবিনিময় সভা ও পরিদর্শন প্রতিবেদন।	৩১/০৫/১৮	-	-
শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর	শরীয়তপুর জেলায় নদ-নদী রক্ষায় করণীয় বিষয়ে সভাবিনিময় সভা ও পরিদর্শন প্রতিবেদন।	০১/০৬/১৮	-	-
গাজীপুর	গাজীপুর সদর	গাজীপুরের চিলাই নদী, ঘোপরা খালের অবৈধ দখল, দূষণ সরেজমিন পরিদর্শন এবং বাংলাদেশ নদী পরিদ্রোক্তক মল কর্তৃক দখল-দূষণে সংকটাপন্ন গাজীরের নদ-নদী পুনরুদ্ধারে করণীয় শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ প্রতিবেদন।	০২/০৬/১৮	-	চিলাই নদী, ঘোপরা খাল পরিদর্শন
নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ সদর	নারায়ণগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং পীতলাক্যা নদীর দখল, দূষণ, ভরাট কর্তৃকময় পরিদর্শন প্রতিবেদন।	০৬/০৬/১৮	-	শীতলাক্যা পরিদর্শন
ঢাকা	সভার	সভার চামড়া শিল্প নগরী সংলগ্ন ধলেশ্বরী নদীর পানির দূষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন, খপ্পা ব্রিকের পাশে খপ্পা সৌজায় চাকর নর্দান পাওয়ার জেনারেশন লি: এর অবৈধ দখল অংশ পরিদর্শন এবং মানিকগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় অংশগ্রহণ প্রতিবেদন।	২৬/০৬/১৮	-	ধলেশ্বরী নদী পরিদর্শন
মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর	মানিকগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান এবং সভার চামড়া শিল্প নগরী সংলগ্ন ধলেশ্বরী নদী পরিদর্শন।		-	চামড়া শিল্প নগরী পরিদর্শন
নারায়ণগঞ্জ	সোনারগাঁও উপজেলা	নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলা	২২/০৭/১৮	-	-
নারায়ণগঞ্জ	সোনারগাঁও	নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান এবং নুনেরটেক নদী পরিদর্শন	২২/০৭/১৮	-	নুনেরটেক নদী পরিদর্শন
ঢাকা	মহাবলগঞ্জ	ঢাকা জেলার নরায়ণগঞ্জ উপজেলার ইছামতি নদীর উৎসস্থ ও পতিত মুখ সরেজমিনে পরিদর্শন	৩০/০৭/১৮	-	ইছামতি নদী পরিদর্শন
ময়সিংগী	ময়সিংগী সদর	ময়সিংগী জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা ও ময়সিংগী জেলাধীন নদ-নদীর দখল পানি ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন।	০৫/০৯/১৮	-	পুত্রাতন ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, হাড়িনোয়া পরিদর্শন
কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির			পুত্রাতন

		সদর	সভা ও জেলাধীন নদ-নদীর দখল, গাঙ্গি ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ।	০৬/০৬/১৮	-	ব্রহ্মপুর, নয়সুন্দা, নিকশি-মিঠামইন হাওর পরিদর্শন
	ঢাকা	কেরানীগঞ্জ	কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন নীরেরবাগ ও কালীগঞ্জ মৌজা চাকার বুড়িগাছা নদীর তীরভূমিতে অবৈধভাবে পড়ে ওঠা ৩৩টি ডকইয়ার্ড পরিদর্শন কমিটির পরিদর্শন প্রতিবেদন	৩১/১০/১৮	-	বুড়িগাছা তীরে স্থাপিত ৩৩টি ডকইয়ার্ড পরিদর্শন
	ঢাকা	মিরপুর	চাকার চারপাশের নদীর সীমানা জটিলতা নিরসনকল্পে গঠিত কমিটির তুয়াগ নদী সংলগ্ন গোড়ান চাউবাড়ি, বিজন খাল (মিরপুর রোড বাঁধ ইত্যাদি) মৌজা পরিদর্শন প্রতিবেদন	২৬/১১/১৮		তুয়াগ নদী পরিদর্শন

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সেমিনার /জরুরকরণ প্রতিবেদন	জ্ঞানরত সভা ও তার	স্থান	নদী পরিদর্শন
চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুরের মেঘনা-খালসদা প্রকল্প পরিদর্শন এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান	০৪/০৩/১৮	-	মেঘনা-খালসদা প্রকল্প পরিদর্শন
	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং গোমতী নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন	০৫/০৩/১৮	-	গোমতী নদী পরিদর্শন
	কুমিল্লা	দাউদকান্দি উপজেলা	দাউদকান্দি উপজেলার নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান ও মেঘনা নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন	১৮/০৪/১৮	-	মেঘনা ব্রিজের উভয় পাশের অবৈধ বিল্ডিংকারখানা পরিদর্শন
	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম সদর	চট্টগ্রাম বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভা। নদী রক্ষায় জেলাস্তরের বৃদ্ধিকূলক স্থান, সেমিনার। কর্ণফুলি ও হালদা নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন। কর্ণফুলি রক্ষায় চট্টগ্রাম স্বনামের সাথে সভা, হালদা নদী বিষয়ে চট্টগ্রাম জেলাস্তরের সাথে মতবিনিময় সভা।	২০-২২/০৫/১৮	স্থান	কর্ণফুলি ও হালদা নদী পরিদর্শন
	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম সদর	চট্টগ্রাম জেলাস্তরের কর্ণফুলি নদীর আউটার অ্যাংকরেজ থেকে কর্ণফুলি	১০/১২/১৮	-	কর্ণফুলি ইকোনোমি

			ক্রমিক শি: কর্ণকুলি ইকোনোমিক জোনসহ কর্ণকুলি নদীর অবৈধ দখল, পরিদর্শন ও প্রতিবেদন			ক জোনসহ অবৈধ দখল, পরিদর্শন
--	--	--	---	--	--	----------------------------

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সেমিনার /ওয়ার্কশপ প্রতিবেদন	জানরক সভা ও তার	স্থান	নদী পরিদর্শন
খুলনা	খুলনা	খুলনা সদর	খুলনা, বাপেরহাট, যশোর, ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা সফর ও পরিদর্শন প্রতিবেদন। বিভাগীয় স্থান, সেমিনার, বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান। যশোর জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান।	৬- ০৮/০৪/১৮	স্থান	-
		যশোর	যশোর সদর	যশোর জেলার জৈরব, কপোতাক্ষ, মাথাভাঙ্গা পরিদর্শন ও সেমিনার	০৭- ০৮/০৪/১৮	-
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নদী ও জীবন: সুরক্ষা কৌশল' এক আশাদের অধীকার শীর্ষক সেমিনার এক বিভিন্ন মাস-নদী পরিদর্শন	০৪/০৮/১৮	-	গড়াই নদী পরিদর্শন
	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর	চুয়াডাঙ্গা জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এক নবগঙ্গা এবং মাথাভাঙ্গা নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন।	০৫- ০৬/০৮/১৮		নকস্কা এবং মাথাভাঙ্গা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সেমিনার /ওয়ার্কশপ প্রতিবেদন	জানরক সভা ও তার	স্থান	নদী পরিদর্শন
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর	বরিশাল জেলার পৌরনদী, উজিরপুর ও অইসলাবরা উপজেলার সাতলা-বাগতা প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন।	০৯- ১১/০৩/১৮	-	সাতলা-বাগতা প্রকল্প, তরকি, পালহদি, আড়িয়াপ ঠা পরিদর্শন

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সেমিনার /ওয়ার্কশপ প্রতিবেদন	জানরক সভা ও তার	স্থান	নদী পরিদর্শন
রাঙ্গশাহী	রাঙ্গশাহী	রাঙ্গশাহী সদর	বড়াল নদী পুনরুদ্ধার বিষয়ক সভায় যোগদান এবং রাঙ্গশাহী বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায় কার্যবিবরণী	১৩- ১৫/০৩/১৮	স্থান	পদ্মা [গলা, বড়াল,

৩০৬

বার্ষিক প্রতিবেদন '১৮ ১ নদীরক্ষা কমিশন

						আব্রাহী নন্দকুমার
পাবনা	পাবনা সদর	পাবনা জেলা ইছামতি ও বড়াল নদী পরিদর্শন এবং নদ নদীর বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন।	০৩/০৭/১৮			ইছামতি ও বড়াল নদী পরিদর্শন
নাটোর	নাটোর সদর	নাটোর জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং নাটোরের বড়ইয়ায় উপজেলায় বড়াল নদীর দখলকৃত জলাকা ও ফির্জী আজিলা খাল পরিদর্শন প্রতিবেদন।	০৪- ০৫/০৭/১৮	-		বড়াল ও ফির্জী আজিলা খাল পরিদর্শন
বগুড়া	বগুড়া সদর	বগুড়া জেলার বিভিন্ন নদ-নদী রক্ষায় করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় সভা এবং করতোয়া, যমুনা ও বাঙ্গালী নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন।	০৬/০৭/১৮	-		করতোয়া, যমুনা ও বাঙ্গালী নদী পরিদর্শন

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সেমিনার /ওয়ার্কশপ প্রতিবেদন	ছানসক সভা ও তার	স্থান	নদী পরিদর্শন
রাংপুর	রাংপুর	রাংপুর সদর	রাংপুর, নীলফামারী ও নালন্দারহাট জেলা সফর পরিদর্শন প্রতিবেদন। রাংপুর বিভাগীয় স্থান, সেমিনার বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভার যোগদান।	১৪- ১৬/০৪/১৮	স্থান	ঘাট, শ্যামসুন্দরী খাল, ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুড়িভাঙ্গা, দুখকুমার, তিজা পরিদর্শন
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর	কুড়িগ্রাম জেলা চিলমারী উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর দখল, দুখল সরেজমিন পরিদর্শন।	১৬/০৪/১৮	-	ব্রহ্মপুত্র নদী পরিদর্শন
	কুড়িগ্রাম	চিলমারী	কুড়িগ্রাম জেলা চিলমারী উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর দখল, দুখল সরেজমিন পরিদর্শন।	২১/১০/১৮		ব্রহ্মপুত্র নদীর দখল, দুখল সরেজমিন
	কুড়িগ্রাম	চিলমারী	কুড়িগ্রাম জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং ধরলা, তিজা, চিলমারী রমনা ঘাটসহ ব্রহ্মপুত্র নদীর দখল, দুখল সরেজমিন পরিদর্শন।	২১/১০/১৮		ধরলা, তিজা, চিলমারী রমনা ঘাটসহ ব্রহ্মপুত্র

						নদীর দখল, দূষণ সমস্যা পরিদর্শন
	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর জেলা সফর প্রতিবেদন।	২২/১০/১৮	-	-
	রংপুর	রংপুর সদর	রংপুর জেলার নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং শ্যামাসুন্দরী, ছাথট-খোকসা, ইছামতি নদী ও খালের দখল দূষণ সমস্যা পরিদর্শন প্রতিবেদন।	২২/১০/১৮		শ্যামাসুন্দরী , ছাথট- খোকসা, ইছামতি নদী ও খালের দখল দূষণ সমস্যা পরিদর্শন
	শালমনিরহাট	শালমনিরহাট সদর	শালমনিরহাট জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং ধরলা, সতী, ঘর্নাতি,সাকোয়া খাল, রত্নাই নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন।	২২/১০/১৮	-	ধরলা, সতী, ঘর্নাতি,সাকোয়া খাল, রত্নাই

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সেমিনার /জয়র্কল্প প্রতিবেদন	জানরক সভা ও তার	যাঙ্গি	নদী পরিদর্শন
সিলেট	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	সিলেট বিভাগীয় সুনামগঞ্জ জেলা পরিদর্শন প্রতিবেদন।	১৪/০৫/১৮	-	-
	সিলেট	জৈন্তাপুর, জামালপুর	সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলায় সারি নদী এবং জামালপুর এর ডাউনকি ও পিয়ারাইন নদী সমস্যা পরিদর্শন প্রতিবেদন।	১৬/০৫/১৮	-	জামালপুর, ডাউনকি সারি ও পিয়ারাইন
	সিলেট	সিলেট সদর	সিলেট বিভাগের নদ-নদী রক্ষা করণীয় বিষয়ে সেমিনার ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভার প্রতিবেদন।	১৬/০৫/১৮	যাঙ্গি	
	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	সুনামগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা, সুনামগঞ্জের টাকুয়ার হাওর ও বিভিন্ন নদী পরিদর্শন, সিলেট বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভার যোগদান	১৭/০৫/১৮	-	টাকুয়ার হাওর ও বিভিন্ন নদী পরিদর্শন
	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং সোনাই, সুভাং নদীর দখল, দূষণ সমস্যা পরিদর্শন প্রতিবেদন।	১৪/০৯/১৮	-	সোনাই, সুভাং নদী পরিদর্শন
	সিলেট	সিলেট সদর	সিলেট জেলার জামালপুর ও তামাকিল এলাকার নদ-নদী দখল, পানি ও	১৫/০৯/১৮	-	

			পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় সভা এবং ডাউকি-পিয়াইন নদীর দখল, দূষণ পরিদর্শন প্রতিবেদন।			ডাউকি-পিয়াইন নদী পরিদর্শন
	সিলেট	সিলেট সদর	সিলেট জেলার জামালপুর-এর ডাউকি ও পিয়াইন নদী পরিদর্শন এবং সিলেট জেলা নদী রক্ষা কমিটির বর্ধিত সভা	১৬/০৯/১৮		-

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সেমিনার /জরুরীকরণ প্রতিবেদন	জানরক সভা ও তার	স্থাপি	নদী পরিদর্শন
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহে বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান। ময়মনসিংহে নদ-নদী রক্ষায় জনসচেতনতাসৃষ্টক স্থাপি, সেমিনার অনুষ্ঠান	২৪/০৪/১৮	স্থাপি	-
	নেত্রকোণা	নেত্রকোণা সদর ও দুর্গাপুর	নেত্রকোণা জেলা সদর প্রতিবেদন। ঝপরা নদী পরিদর্শন, সোমেশ্বরী নদী পরিদর্শন। দুর্গাপুর উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা, নেত্রকোণা জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভার প্রতিবেদন।	২৫-২৬/০৪/১৮	-	সোমেশ্বরী ও মগরা নদী পরিদর্শন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলাধীন ধনু মৌজায় মানিকগঞ্জ শাওরায় প্রায় ১৫ কর্তৃক ধলেশ্বরী নদীর জমি দখল সংক্রান্ত বিষয়ে সিংগাইর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন।

ঢাকার চারপাশের নদীসমূহের দখল ও নৃশন প্রতিরোধ এবং নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুক্তিভূর রহমান হাওলাদারের উপস্থিতিতে কমিশির নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ২/১২/২০১৮ তারিখে সিংগাইর উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে মানিকগঞ্জ শাওরায় প্রায় ১৫ কর্তৃক ধলেশ্বরী নদীর নথীকৃত জমি সংক্রান্ত রেকর্ড, শর্তা, ম্যাপ, দলিল ও রেজিস্টারসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা, সনাক্তি এবং ও নদী পরিদর্শন করেন:

- [১] জনাব মো: আলতাফুল হক, সার্বজনিক সাক্ষা, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
- [২] জনাব মো: আনিসুল্লাহমান, পরিচালক (প্রশাসন), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর;
- [৩] জনাব মো: শফিকুল হক, পরিচালক (বন্দর ও পরিবহন), বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ);
- [৪] জনাব মো: শাহাদাত হোসেন, সেন্টেলসেট কর্মকর্তা (উপসচিব), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর;
- [৫] জনাব পঞ্চক ঘোষ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), মানিকগঞ্জ;
- [৬] জনাব মো: আব্দুলক্বাদির খান, উপপরিচালক ও চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন;
- [৭] ড. অশোক কুমার বিশ্বাস, উপপরিচালক, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন;
- [৮] জনাব হামিদুর রহমান, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সিংগাইর উপজেলা, মানিকগঞ্জ;
- [৯] জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ);
- [১০] জনাব মো: আব্দুলক্বাদির, সহকারী সেন্টেলসেট অফিসার, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর;
- [১১] জনাব মো: হাসান রেজা শিকদার, কারিগরি উপদেষ্টা, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর;
- [১২] জনাব মোহাম্মদ মুর হোসেন, সহকারী পরিচালক, ঢাকা নদী বন্দর, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ);
- [১৩] জনাব মো: আহম্মদুর রহমান, উপসহকারী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ);
- [১৪] জনাব আবু জাফর শাকির আহম্মদ, উপসহকারী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;
- [১৫] জনাব মো: হজরাত মিয়া, সার্কুলার, সিংগাইর উপজেলা, মানিকগঞ্জ;
- [১৬] জনাব মো: মুর ইসলাম মিয়া, স্টা ইন্সপেক্টর ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, সিংগাইর উপজেলা, মানিকগঞ্জ;

২। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুক্তিভূর রহমান হাওলাদার এর উপস্থিতিতে ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তরের সেন্টেলসেট কর্মকর্তা (উপসচিব), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), মানিকগঞ্জ, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সিংগাইরও বিআইডব্লিউটিএ এর উপপরিচালকসহ উপরোক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ কর্তৃক সিংগাইর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে মানিকগঞ্জ শাওরায় প্রায় ১৫ কর্তৃক দখলীকৃত জমির মালিকানা দাবিরসমর্থনে দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি, রেকর্ড, নামজারী, সৃষ্টিত কেস নথি এবং প্র্যাটের নিকট জমি হস্তান্তরকারীদের মালিকানা দাবির সমর্থনে দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি কেসভিত্তিক যাচাই বাছাই করা হয়। একই সাথে উক্ত জমি সংক্রান্ত নিষ্কাশন/আরওস/বিএস/ দিয়ার জরিপের শর্তা, ম্যাপ, দলিল ও রেজিস্টারসমূহ পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, শাওরায় প্রায় ১৫ কর্তৃক দখলীকৃত জমির পরিমাণ ১১.৩০ একর। তথাকথিত চর্চা ম্যাপ করে এসব এক মৌজুমে জেগে চর্চা জমি এলাকার দখলিত কৃষকদেরকে কৃষিকাজের শর্তে অনুমতি দেয়া হয়। রেকর্ডে দেখা যায় যে, "সরকারি কৃষি খাস জমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব পর" শীর্ষক ফরমে ১৯৮৬ ও ১৯৮৭ সালে এলাকার দখলিত কৃষকদেরকে এসব জমি প্রদান করা হয়। এ ধরনের ১২ টি প্রস্তাব পর পরীক্ষা করা হয় [গরিপরি-১]।

৩। তথাকথিত বন্দোবস্তের আবেদন ও প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করা হয়। নতুনতরঙ্গ জনাবআ: রশিদ মোস্তা, পিতা মৃত ইমান মোস্তা জার "সরকারি কৃষি খাস জমি বন্দোবস্তের আবেদন পর" শীর্ষক ফরমে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ভূমিহীন (অমিক ৪)। কিন্তু একই আবেদনে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি ধনু মৌজায় ২০৭নং খতিয়ানে ৪১৬ ও ৬৫৫ নং দাগে মোট ৩৫শতক জমির মালিক হওয়ারগক্ষে "সরকারি কৃষি খাস জমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব পর" শীর্ষক ফরমেভূমিদার তাকে ভূমিহীন কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে শর্তাধীনেজমি প্রদানের সুপারিশ করেছেন। উক্ত বন্দোবস্তের ফরমে তাকে ৮০ শতাংশ নদীর জমি টিরিয়ায় বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), মানিকগঞ্জ তাকে ৮০ শতাংশ নদীর জমি প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। প্রকৃত্তে লক্ষণীয় জটিলি হল: [ক] তর্কিত জমি খাস জমি নয়, সিএস ম্যাপ অনুযায়ী এটি

নদীর জমি, কাজেই কৃষি খাল জমি বন্দোবস্তের পদ্ধতিতে ও ধরমে এ জমি কাউকে প্রদান করা বেআইনী; [খ] সিএস যোগ অনুযায়ী এ জমি খাল শ্রেণির নয়, এটিনদী; অথচ খাল জমি উল্লেখ করে কৃষককে প্রদান করা হয়েছে এবং শ্রেণি পরিবর্তন করা হয়েছে, অথচ নদীর জমির শ্রেণি পরিবর্তনের এক্ষতিয়ার কারো নেই; [গ] বার্ষিক ব্যক্তি ভূমিহীন নন, অথচ তাকে ভূমিহীন কৃষক আখ্যা দিয়ে নদীর জমি প্রদান করা হয়েছে; [ঘ] তিনি শিকড়ি বগরা জমির মালিক না হওয়ার কারণে পরম্পর জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার উপযুক্ত নন; [ঙ] কৃষককে এ জমি কেবল চাষাবাদের জন্য প্রদান করা হয়েছে, তার নামে জমির নামজারি করা হয়নি, কাজেই তিনি জমির মালিক মন বিধায় তিনি তা হস্তান্তর করতে পারেন না, অথচ তিনি হস্তান্তর করেছেন যা বেআইনী কাজ; [চ] তিনি হস্তান্তর করেছেন একটি শিল্পকারখানার নিকট বা জমির প্রকৃত শ্রেণির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। কাজেই তথাকথিত এ বন্দোবস্ত প্রদান বেআইনী যা SATA 1950 এর ৮৬ ও ৮৭ ধারা এবং প্রজ্ঞাপত্র বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ২২ ও ২৩ নং বিধির সরসারি লঙ্ঘন। পরবর্তীতে হস্তান্তর ও শ্রেণি পরিবর্তনও বেআইনী, অকার্যকর ও বাতিলযোগ্য।

৪। উপরোক্ত জমির মালিকানা ও স্বত্ব স্বার্থের বিষয়ে ভূমির মালিক দাবিদারদের মধ্যে ১০ জনের বক্তব্য গ্রহণ করা হয় ও তাদের প্রদর্শিত কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়। সকল কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, তথাকথিত এ বন্দোবস্ত প্রদান উক্তরূপে বেআইনী এবং পরবর্তী হস্তান্তর ও শ্রেণি পরিবর্তনও বন্দোবস্তের শর্তাদি অকার্যকর ও বাতিলযোগ্য। তারা জানান যে, চাষাবাদের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জমি মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্রায়টের নিকট চাশে ও তথ্যে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। বাধ্য হয়ে বিক্রির সময় তারা নামমাত্র মূল্য পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেন। অনেকে এখনও কোনো টাকা পাননি মর্মে দুঃখ প্রকাশ করেন।

৫। মহানগরী সুরীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ৩৫০৩/২০০৯নং সিটি সিটিশনের যারে প্রদত্ত নির্দেশনা এবং তা SATA 1950 এর ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধানবলী পর্যালোচনার এটি স্পষ্ট যে, নদীর জমির মালিক জনগণের পক্ষে সরকারের এবং নদীর জমির শ্রেণি পরিবর্তনযোগ্য নয় ও বন্দোবস্তযোগ্য নয়। মন নদীর জমি, উীরভূমি ও ফেরেশোর রক্ষা ও ব্যবস্থাপনার আইন ও বিধি বিধান সহকারী কৃষি খাল জমি বন্দোবস্ত দেয়ার বিধি বিধান/ শীতিমালা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। SATA 1950 এর ৮৬ [৪] ধারার বিধান অনুযায়ী শিকড়িকৃত নদীর জমি যখনই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরম্পর ঘটলেই কেবল তার প্রকৃত মালিক বা উত্তরাধীকারীকে ৮৬[১], ৮৬[২], ৮৬[৩] ও ৮৬[৫]ধারার বিধান এবং ১৯৫৫ সালের প্রজ্ঞাপত্র বিধিমালায় সংশ্লিষ্ট বিধানাবলিগণন সাপেক্ষে কেবলমাত্র বরাদ্দ [allo:] করা যায়। এ ব্যক্তিত্ব পরম্পর জমি বন্দোবস্ত দেয়ার আর কোন বিধান নেই। মন নদীর জমি বন্দোবস্ত কিংবা উক্তরূপে হস্তান্তর ও শ্রেণি পরিবর্তন আইন পরিগণী বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের জন্য কর্তৃক হাচোঁ। আলোচ্যকালে ৮৬[২ ও ৮৬[৫] ঘটনি বিধায় কৃষকদেরকে নদীর তল মৌসুমে ক্রমে গুঁটা জমি প্রদান স্পষ্ট বেআইনীভাবে করা হয়েছে।

৬। দিয়ারা জরিপের জন্য কালেক্টর এর বিকুইজিশন ছিল কিনা তা জানতে চাইলে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের দিয়ারা সেক্টরমেন্ট অফিসার জনাব মো: শাহাদাত হোসেন বলেন যে, খালধারী নদীর বর্ষিক অংশে দিয়ারা জরিপের জন্য কালেক্টরের বিকুইজিশন ছিল। এ জমি দিয়ারা জরিপের সময় কিভাবে ব্যক্তিগতভাবে রেকর্ড হল তার ব্যাখ্যায় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন যে, ব্যক্তির নামে কবুলিয়ত থাকায় তা ব্যক্তির নামে রেকর্ড করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সহকারী কমিশনার [ভূমি], সিংগাইর বলেন যে, এ জমি ব্যক্তির নামে রেকর্ড না করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছিল [অনুলিপি সংযুক্ত]; কিন্তু এতদসত্ত্বেও ব্যক্তির নামে তা রেকর্ডভুক্ত হয়েছে এবং তত্ত্ববিধি করে ২০১৮ সালে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক পরিদর্শন ও উচ্চতর নির্দেশনা/ পরামর্শ দেয়ার পর পরই বি.এস. নামে গেজেট নোটিফিকেশন করা হয়েছে যা আইনের লঙ্ঘন এবং অসং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এ প্রসঙ্গে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের দিয়ারা সেক্টরমেন্ট অফিসার জনাব মো: শাহাদাত হোসেন বলেন যে, সহকারী কমিশনার [ভূমি], সিংগাইর এর অনুরোধের জবাবে তাদেরকে উক্ত জমির কবুলিয়ত বাতিল করার অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু সহকারী কমিশনার [ভূমি], সিংগাইর কবুলিয়ত বাতিল করেননি। তবে উপস্থিত সকল পক্ষ [জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, কালেক্টর ও তার প্রতিনিধি সহকারী কমিশনার [ভূমি] ও সহকারী ভূমি কর্মকর্তা, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, বিআইডব্লিউটিএ এর প্রতিনিধিগণ] উক্ত জমি সংক্রান্ত ভূমি অফিসের সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ পত্র/ কেসনবি/ রেকর্ডপত্র, সিএস/আইএস/বিএস পত্রী, নকশা ও নমূলি এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য পর্যালোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর একমত হল যে, ব্যক্তির নামে দেয়া কবুলিয়ত ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজ্ঞাপত্র আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। উক্ত পাওয়ার প্রায়ট কর্তৃপক্ষের নানামুখী চাপের মুখেও জমির কারণে তারা নদীর জমি বেআইনীভাবে হস্তান্তর বাধ্য হয়েছেন যা বাতিল যোগ্য এবং ব্যক্তির নামে প্রদত্ত রেকর্ড সংশোধন করে নদীর জমি কালেক্টর এর ১ নং খাল স্থিতিমানভুক্ত করতে হবে।

৭। সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনার দেখা যায় যে, মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্রায়ট জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ করাবর পাওয়ার প্রায়ট স্থাপনের বিষয়ে অনাপত্তি চেয়ে আবেদন করে। ভূমি অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা প্রশাসক উক্ত আবেদন নামঞ্জুর করেন।

বেআইনীভাবে এ জমি ব্যক্তির নামে বনান্দ প্রদান করা হয়েছে বলে পরীক্ষায়ে প্রমাণিত হয়। উক্ত রেকর্ড হাসানাবাদ পুর্ক শিপ্পতি কনভে কাপেইন/ রাখয কর্মকর্তা আইনগতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ও দায়বদ্ধ। ইতোমধ্যে আদালতে জাতীয় নদী বক্ষা কমিশনকে নিয়ন্ত্রিতর ছন্দ্য দারী করে হাসানাবাদ রেসপনডেন্ট করা হয়েছে। কাজেই চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী বক্ষা কমিশন জেলা প্রশাসক ও কাপেইন, মানিকগঞ্জ-কে যথারথ পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান। এভাবে যাবেরকে নদীর জমি উক্ত আইন শব্দনপুর্ক বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রদানের জন্য জাতীয় নদী বক্ষা কমিশন/ কমিটি কর্তৃক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাখয] এর মাধ্যমে সহকারী কমিশনার [ভূমি], সিংগাইর-কে অনুরোধ জানানো হয়।

৮। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সিংগাইর বলেন যে, বন্দোবস্ত প্রদানের কাগজে শর্ত দেয়া ছিল যে, এ জমি কৃষিকাজ তিন্ন অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না, সাব লিজ দেয়া যাবে না এবং বর্ষা ঋতুর চাষাবান করা যাবে না। তারা শর্ত ভঙ্গ করে তিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য এবং প্রত্যাবাসী ক্ষেতাদের অবৈধ তৎপরতা ও ভয়ভীতির মুখে পাণ্ডয়ারপ্র্যাটের নিকটস্থিতনকরতে বাধ্য হয়েছেন। জরিপকালে তাদের লিখিত আপত্তিকে পুরূক না দিয়ে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ব্যক্তিনামে রেকর্ড করে মারাত্মক ভুল করেছে।

৯। স্ত্রী শ্রীমতী দেবীর পর কমিটির সকল সদস্য মানিকগঞ্জ পাণ্ডয়ার প্র্যাটের দখলকৃত জায়গায় সরেজমিন পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, সিএস মোতাবেক এ জায়গা নদীর জায়গা। প্র্যাটের পশ্চিম সীমা হতে আরও ৩০০ ফুট পশ্চিমে নদীর সীমাবদ্ধিত বলে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কর্মকর্ত এবং সৃষ্টি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাখয]সহ রাখয কর্মকর্তাগণ সিএস পর্টা ও যাপের ডিভিডে মতমত প্রদান করেন। কমিটির সদস্যকুল সরেজমিন পরিদর্শন করে আরও জানান যে, প্র্যাটের দক্ষিণ পার্শে অবস্থিত শহীদ হফিক সেকুর এই সংক্রীণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ত্রিভুজি মদীর সীমানা সংকুচিত করে প্রাবন ভূমি দখল করে নির্মাণ করা হয়েছে।

১০। সিংগাইর উপজেলার সহকারী কমিশনার [ভূমি] জনাব হামিদুর রহমান, মানিকগঞ্জ পাণ্ডয়ার প্র্যাট কর্তৃক দখলকৃত জমির যাপ, পর্টা, নালিাদি, রেজিস্টার ইত্যাদি উপস্থাপন করেন। এসব কাগজপত্র, সিএস, আরএস, এস এ পর্টা/নকশা বন্দোবস্ত প্রাপ্তদের জবানবন্দি ও সৃষ্টি দপ্তরসহৃহের কর্মকর্তাদের জবানবন্দি পর্যালোচনায় উক্ত রাখয কর্মকর্তাগণ ও জরিপ বিশেষজ্ঞ দল এর পরিদর্শনকারী কমিটির নিকট প্রতীচনায় হয় যে, আইন বহির্ভূতভাবে জোরপুর্ক নদী ও নদীর তীরভূমি [জোরপেইনসহ জেপে ত্তা জমি] দখল করা হয়েছে।

১১। কমিটির সুপারিশসমূহ

[১] মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার দ্তা সৌজিহিত কৃষকদের নামে প্রাবন নদীর ও নদীতীরের জমি হস্তান্তরের অযোগ্য ও শ্রেণি পরিবর্তন অযোগ্য [১৯৫০ সালের রট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাবদ্ধ আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারাসহ বিধানবালী এবং প্রাকৃতিক জলাধার আইন, ২০০০ এর ২[৮] ও [জ] এবং ৫ ধারার বিধানানুযায়ী]। উক্তরূপ বেআইনী বন্দোবস্ত ও তার উপর তিষ্টি করে হস্তান্তরিত নদী ও নদীর জমি কাপেইন কর্তৃক এখনই সরকারের নিরঙ্কুল মালিকানায ১ নং খাস খতিয়ানে উক্ত আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার অধীনে ১৪৩/১৪৯ [প্র] নম্বর সৃষ্টি ধারা ও পদ্ধতিতে জকিমে হাসানাবাদ কনভে হবে। আইনের আলোকে এসব বনুলিয়ত অগ্রহণযোগ্য ও বাতিলযোগ্য। কাপেইন বাহাদুর এসব বনুলিয়ত বাতিল করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অবিলম্বে গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২৩/৯/২০১৫ তারিখের পরিপত্র নং ৩১.০০.০০০০.০৪২.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ নং স্মারকে প্রদত্ত আদেশপরিপালনীয়। [২] মানিকগঞ্জ পাণ্ডয়ার প্র্যাট কর্তৃক দখলকৃত বিশেষত্বী নদীর সকল জমি প্রাবন ভূমির অন্তর্গত। উক্ত প্র্যাট কর্তৃক রূপ করা জমি রেজিস্ট্রি ও বিএস জরিপভুক্ত করে তা জারী করা উক্ত আইনের সরাসরি লংঘন ও গর্হিত কাজ এবং এভাবে নদীর জমি উক্ত রূপে প্র্যাট তৈরির মাধ্যমে জরাতসহ স্থাপনা তৈরির কর্মকর্তের মাধ্যমে শ্রেণি পরিবর্তনের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে বেআইনী। প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন ২০০০ এর ধারা ২[৮], ৫ ও ৬ এর সরাসরি লঙ্ঘন এবং উক্ত আইনের ৮ ধারা মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সংশ্লিষ্ট কর্তৃগক এক্ষেত্রে কৌশলদারী ও উচ্ছেদ মানসা নিয়ে করেছে। তাদেরকে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। [৩] ২০০৬-২০১৬ তে দিয়ারা জরিপের সময় সিংগাইর উপজেলার সহকারী কমিশনার [ভূমি] ধলেশ্বরী নদীর জমি ব্যক্তি নামে রেকর্ডের বিষয়ে আপত্তি প্রদান করেন যার লিখিত প্রমাণ উপস্থাপন করেন। অপরদিকে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড অধিদপ্তর লিখিতভাবে সিংগাইর উপজেলার সহকারী কমিশনার [ভূমি] কে বনুলিয়ত বাতিলের অনুরোধ করে। এতদন্বয়েও ২০১৮ সালে দিয়ারা জরিপে বন্দোবস্তপ্রাপ্তদেরকে ব্যক্তি মালিক সেবিধে পেকেটভুক্ত করা হয়েছে, যা উক্ত আইন অনুস এবং ডকুমেন্টস এর ডিভিডে বেআইনী। উক্ত জমি মানিকগঞ্জ পাণ্ডয়ার প্র্যাট কর্তৃক জোরপুর্ক রেজিস্ট্রি করিরে দেয়ার প্রমাণের প্রেক্ষিতে পাণ্ডয়ার প্র্যাটের অনুকূলে কোন নামজারী করা হয়নি এবং করা যাবে না [আরএস/বিএস জরিপে ব্যক্তি মালিকানায উক্ত নদীর জমি রেকর্ডভুক্তি সহকারী কমিশনার [ভূমি]/ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাখয] অবিলম্বে সংশোধন করবে বলে বর্ণিত প্রমাণাদিরভিত্তিতে

সম্মত হন এবং পরবর্তীতে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে সমগ্র ধলেশ্বরী নদীর দিয়ারা জরিপ সুসম্পন্ন করবে। [৪] সিএস ও আর এস উভয় স্কের্ভে মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট কর্তৃক দখলীকৃত সম্পূর্ণ জমি নদীর অর্ধাংশ; উপরন্তু পাওয়ার প্ল্যান্ট যে পর্যন্ত দখলে রেখেছে তার পশ্চিমেও প্রায় ৩০০ ফুট পর্যন্ত নদীর জমি রয়েছে বলে সরেজমিন পরিদর্শনকালে কমিটির সকল সদস্য [জানক, ডিজিএলজার, জেলা প্রশাসক ও ফসেল্টর, মানিকগঞ্জ এর প্রতিনিধি, বিআইডব্লিউটিএ ও জমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি] কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে ঐকমত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ এলাকার নদীর সীমানা নির্ধারণের পিলার বা ধাকার সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ নদী রক্ষায় অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। কালেক্টর বাহাদুর ও তার অধীনস্থ সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি] ও রাজস্ব কর্মকর্তা এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের করিগরি ও জরিপ সংক্রান্ত আধুনিক প্রযুক্তিবিদগণ অবিলম্বে সরেজমিনে যৌথভাবে পরিমাপ করে ধলেশ্বরী নদীর রক্ষিক সেতু থেকে উত্তর দিকে মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট কর্তৃক দখলীকৃত এলাকার নদীর স্থায়ী সীমানা পিলার স্থাপন করবে। পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত স্থানে ধলেশ্বরী নদীর ও রক্ষিক সেতুর উত্তর প্রান্তের নদী ও নদীর তীরভূমি এবং একইরূপ বিবেচনার একই পদ্ধতিতে অব্যাহতভাবে গোটা নদীতেই স্থায়ীভাবে সীমানা পিলার স্থাপন করতে হবে। বিআইডব্লিউটিএ গৃহীত প্রকল্পের আওতায় এ নদীর নির্ধারিত সীমানায় অস্বাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী পিলার স্থাপন করবে। পিলার স্থাপনের সময় উক্ত কমিটি সরেজমিন উপস্থিত থেকে পিলার স্থাপন পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। [৫] মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট এর উত্তর দিকে নর্দান পাওয়ার প্ল্যান্টসহ আরো কয়েকটি স্থাপনা দেখা যায়, যা নদীর তীরবর্তী জমির উপর বসে পরিদর্শনেপরিপাকিত হয়। রক্ষিক সেতুর দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ফুল ও একটি মসজিদ ধলেশ্বরী নদীর জমিতে স্থাপিত বলে প্রতীয়মান হয়। সরেজমিনে ও পর্টার/ নদ্রার ভিত্তিতে পরিদর্শন ও সীমানা চিহ্নিত করে অবৈধ স্থাপনগুলি অবিলম্বে ফসেল্টর/ সহকারী কমিশনার [ভূমি] উচ্ছেদ করবে। [৬] বাঘা নদীর তীরভূমি ও স্নেগে ওঠা বর্ধিত জমিতে শর্তাধীনে অস্থায়ীভাবে কুচ মৌসুম চাষবাস করছে তাদেরকে কোনরূপ কৃষিরত দেখা যাবেনা; যদিও পূর্বে সেয়া হয়ে থাকে তা বাতিলপূর্বক অবিলম্বে দখলকারীকে উচ্ছেদপূর্বক স্থায়ীভাবে সীমানা পিলার স্থাপন করতে হবে। কালেক্টর/ জেলা প্রশাসক ও রাজস্ব কর্মকর্তাও জরিপ অধিদপ্তরের করিগরি সহায়তায় তা নিশ্চিত করবে বলে শাস্যক হয়। [৭] কৃষকদেরকে ভয়ভীতি দেখিয়ে মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট জমি ক্রয় করেছে বলে তাদের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ এখনো জমির নসিল হস্তান্তর করে সেননি। কিন্তু মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট তাদের জমি দখল করে নির্মাণ কাজ পরিচালনা করছে। মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষের এহেন ভয়ভীতি প্রদর্শন ও ভয়ভীতি দেখিয়ে জমি ক্রয় কৌশলদারী মাফা কৌ.কা.বি. ১৩৩ ধারার অপরায় বসে বিবেচিত। আইনানুসারে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। [৮] মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯ এর আবেশ অনুযায়ী এ নদী ও নদীর তীরভূমি / ফোরশোর ও বর্ধিত পরজিল্ল জমি রক্ষার্থে ওজরগত্রে/ পেভসেট নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/ পৌরসভা/ জেলা পল্লিবন অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। [৯] নদীর তীরভূমি / ফোরশোর ও বর্ধিত পরজিল্ল জমিতে জোরার অটায় পরিবেশসম্মত সংরক্ষণশীল ও লেবেদনশীল পাছপালা/ বৃক্ষরাজি/ ইকোপার্ক ইত্যাদি রোপন/ তৈরি করতে হবে। [১০] নদীর তীরস্থ সরকারি খাস জমি হতেও সকল ধরণের অবৈধ দোকানসহ সকলঅবৈধ স্থাপনা আগামী ১ মাসের মধ্যে উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক/ চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। একাধি ধলেশ্বরী নদীসহ ঢাকা ও তার চারিপার্শ্বের অন্যান্য নদী- বুড়িগঙ্গা/ আলি বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ, যশী ও বাশু এর ক্ষেত্রে অন্যান্যভাবে যৌথভাবে পরিচালিত হবে যা জেলা প্রকান ২১০০ এর অধীনে সীমানা নির্ধারণ ও উচ্ছেদ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হিসেবে চলমান থাকবে।

হামিদুর রহমান
সহকারী কমিশনার [ভূমি], সিংগাইর
মানিকগঞ্জ

পঙ্কজ বোষ
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব] মানিকগঞ্জ

মোঃ শোমিনুর রশীদ
সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা [জিএসটিবি]
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

এ, কে, এম কায়সারুল ইসলাম
উপ-পরিচালক [ঢাকা নদী বন্দর]
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ [বিআইডব্লিউটিএ]

মোঃ আলডিন্দিন
সার্বক্ষণিক সদস্য
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

ড. মুজিবুর রহমান হাফিজাদার
চেয়ারম্যান [সরকারের সচিব]
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও
আইস্বয়ক

ঢাকার চারপাশের নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে গঠিত কমিটি

বিতরণে অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য:

- ১। মন্ত্রিপরিচালক, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
- ২। সচিব, ভূমি/ মৌসুমি/ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ৩। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড অফিস অধিদপ্তর।
- ৪। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ
- ৫। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড।
- ৬। সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় নদী সুরক্ষা কমিশন।
- ৭। জেলা প্রশাসক ও কলেস্ট্রর, মানিকগঞ্জ।
- ৮। পরিচালক [প্রশাসন], ভূমি রেকর্ড ও অফিস অধিদপ্তর।
- ৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মানিকগঞ্জ।
- ১০। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সিংগাইর, মানিকগঞ্জ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নদী সুরক্ষা কমিশন

বিষয়: কেরানীগঞ্জ উপজেলায় মীরেরবাগ ও কাশীগঞ্জ মৌজা, চাকর বুদ্ধিগঙ্গা নদীর তীরভূমিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ৩০টি ডকইয়ার্ড পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদন।

পরিদর্শনের তারিখ: ৩১/১০/২০১৮

স্থান: বুদ্ধিগঙ্গা নদীর তীরভূমি, কেরানীগঞ্জ উপজেলা।

মৌজা: মীরেরবাগ ও কাশীগঞ্জ

উপস্থিত সদস্যদের তালিকা: সংযুক্ত

গত ৩১/১০/২০১৮ তারিখ সকাল ৭.৩০ ঘটিকায় বুদ্ধিগঙ্গা নদীর তীরে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা মীরেরবাগ মৌজায় ২৫টি এবং কাশীগঞ্জ মৌজায় ৮টি ডকইয়ার্ড তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান ড. হুজিপুর রহমান হাওলাদার এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কমিটিতে সদস্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, জনাব মো: হাকিমুল্লাহ রহমান, বিআইডব্লিউটিএ এর সদস্য [পরিচালনা ও পরিচালনা] মো: শহিদুল ইসলাম, ভূমি রেকর্ড ও অফিস অধিদপ্তরের পরিচালক [প্রশাসন], জনাব মো: আনিসুল্লাহমান, অরুণিঙ্গি জাকার জনাব আবুল্লাহ মামুন, ডকইয়ার্ড মালিক সমিতির সেক্রেটারী, মো: মাসুদ হোসেন এবং কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মো: আলআমিন এবং উপ-পরিচালক ড. অশোক কুমার বিশ্বাস ও সদস্যগণ কবর অফিসার, মো: আরিফুল্লাহ উল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কমিটি মীরেরবাগ মৌজায় নজরুল ইসলাম ডকইয়ার্ড, ফারহান ডকইয়ার্ড, আজিম ডকইয়ার্ড, তালুকদার ডকইয়ার্ড, মেসার্স সানার ডকইয়ার্ড, মেসার্স আলী ডকইয়ার্ড, উজ্জ্বল আলী ডকইয়ার্ড, জাকা ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, বেগমদাশীয়া অ্যান্ড মনুর ডকইয়ার্ড, মেসার্স সিটি ডকইয়ার্ড, জনতা ডকইয়ার্ড, মাদারীপুর ডকইয়ার্ড, জিল ডকইয়ার্ড, ফারুক [শাবেক সাগর] ডকইয়ার্ড, এশিয়াটিক মেরিন ডকইয়ার্ড, কুমিল্লা শিপকল্ডর্গ, আগরপুর ডকইয়ার্ড, বায়েজিদ ডকইয়ার্ড, হোসেন ডকইয়ার্ড, লাট ডকইয়ার্ড, হিল আডালান ডকইয়ার্ড, সামছ ডকইয়ার্ড, আলগতি ডকইয়ার্ড, শাহাবুদ্দিন ডকইয়ার্ড, বিসমিল্লাহ ডকইয়ার্ড, পরিদর্শন করেন। একই সঙ্গে কাশীগঞ্জ মৌজায় অবস্থিত মদিনা ডকইয়ার্ড, বিসমিল্লাহ ডকইয়ার্ড, লাট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ডকইয়ার্ড, সাগর খান ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ফারুক খান ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, জেনারেল ডকইয়ার্ড, পারজোয়ার ডকইয়ার্ড পরিদর্শন করেন।

২। আলোচ্য ৩০টি ডকইয়ার্ড [তালিকা সংযুক্ত] এর অবস্থান, ডকইয়ার্ডের মোট আয়তন, ট্রীপওয়ার এবং নির্মাণস্থান ও সংস্কারস্থান আনুমানিক বিস্তারিত তথ্যপাতি ও সাক্ষরসহ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনপূর্বে ডকইয়ার্ড মালিক সমিতির সেক্রেটারি ও সভাপতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ডকইয়ার্ড মালিকদের সকল কাগজপত্রসহ পরিদর্শনের সময় ডকইয়ার্ড প্রাক্ষেপ উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। তদনুসারে অল্প সংখ্যক ডকইয়ার্ড মালিক ও তাঁদের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে কেরানীগঞ্জ উপজেলার কেরানীগঞ্জ দক্ষিণ এর সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও সংশ্লিষ্ট তহশিলের সহকারী ভূমি কর্মকর্তা, সার্ভেয়ারগণ উপস্থিত ছিলেন।

৩। যে কয়েকজন ডকইয়ার্ড মালিক/ ডকইয়ার্ড প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন তাদের কাগজপত্র প্রাথমিকভাবে যাচাই করা হয়। কাগজপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে, যে-স্থানে/ভূমিতে ডকইয়ার্ড স্থাপন করা হয়েছে ঐ সকল ভূমি ক্রমসূত্রে প্রাপ্ত। উক্ত জমির ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনের দলিল নামজারিকরণ, খাজনার দাখিলা, পর্চা, সবই RS অরিপের ভিত্তিতে করা হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়। প্রসবত উল্লেখ্য, মীরেরবাগ ও কালীগঞ্জ মৌজায় বিএস বা সিটি জরিপ হয়েছে বলেও স্থানীয়ভাবে জানা গিয়েছে। স্থানীয় পোক্ষমদ আনিয়েছেন যে, বিএস অরিপের কার্যকারিতা উক্ত দুই মৌজার জন্য পরবর্তীকালে রহিত করা হয়েছে। RS ভিত্তিতে নির্মিত RoR, নামজারিকরণ, কাগজপত্রাদি পরীক্ষাকালে দেখা যায়, অধিকাংশ ডকইয়ার্ডের জমি 'নাল' শ্রেণিভুক্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে, আবার কেমনো ডকইয়ার্ডের জমি 'বালুচর' হিসেবে দেখানো হয়েছে। বাস্তবে অলোচ্য ৩৩টি ডকইয়ার্ড বুদ্ধিগঙ্গা নদীর মধ্যে তীরবর্তী অংশে জেগে ওঠা চরে স্থাপন করা হয়েছে। মীরেরবাগ মৌজায় বুদ্ধিগঙ্গা নদীর দক্ষিণ-পূর্ব পূর্বে বুদ্ধিগঙ্গা নদীর সীমানা পিলার স্থাপন করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, বুদ্ধিগঙ্গা নদীর সীমানার মধ্যে অলোচিত ডকইয়ার্ডগুলো চরভূমিতে স্থাপন করা হয়েছে।

৪। পরিদর্শনকালে সহকারী কমিশনার (ভূমি), কেরানীগঞ্জ দক্ষিণ একে সংশ্লিষ্ট তহশিলেয় তহশিলদারগণ CS নকশা ও পর্চা প্রদর্শন করতে পারেননি। তারা জানিয়েছেন যে, তাদের দপ্তরে মীরেরবাগ ও কালীগঞ্জ মৌজার CS স্থাপ নেই। বিআরভিউটিএ এর প্রতিনিধি CS স্থাপ প্রদর্শন করেন। CS স্থাপ অনুসারে উক্ত স্থান যেখানে ডকইয়ার্ডগুলি বর্তমানে রয়েছে নদীভুক্ত জায়গা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে বুদ্ধিগঙ্গা সীমানা পিলার স্থাপনের সময় মৌজা দুটি বুদ্ধিগঙ্গা নদীর তীরভূমিতে জেগে ওঠা বালুচর হিসেবে দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কালীগঞ্জ মৌজার ১৯৭২ সালে একটি পুনর্বিবেশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এবং কেন্দ্রসংলগ্ন স্থানে ১৯৭৬ সালে পারগেভারিয়াতে চর মীরেরবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছে। পরিদর্শিত ডকইয়ার্ডগুলো নদীর মধ্যে ও তীরভূমিতে পরজি হওয়া চরভূমিতে স্থাপন করা হয়েছে বলে দৃশ্যমান হয়।

৫। স্থাপিত ডকইয়ার্ডগুলোর মালিকানা ও কাগজপত্রাদি অধিকতার ঝাড়াই-ঝাড়ুই করার জন্য বিকাশ ঠটার কমিটির সকল সদস্য, সহকারী কমিশনার (ভূমি), দক্ষিণ, কেরানীগঞ্জ অফিসে গমন করে। সংশ্লিষ্ট ডকইয়ার্ড এর বিপরীতে রেজিস্ট্রার, ডলিউম ও অন্যান্য কেস নথিগুলো পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনার দেখা যায় যে, ডকইয়ার্ড এর নামে জারিকৃত নামজারি নোটিশ পর্চা, দাখিলা, সবই RS অরিপের ভিত্তিতে করা হয়েছে। একটি ডকইয়ার্ডের ক্ষেত্রেও CS পর্চা /নকশা অনুসরণ করা হয়নি। নদীর জমি শ্রেণি পরিবর্তন করে RS ভিত্তিতে নামজারিকরণ, স্বত্বসিপি তৈরিকরণ ও নিয়মিতভাবে ভূমি উন্নয়ন কর গ্রন্থ বিবিসাফিক হয়নি। সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে ৫/৬টি নামজারি কেস পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষাতে দেখা যায় যে, নামজারিকরণ কেসটি সূচনা করা হয়েছে RS অরিপের তথ্যাদির ওপর ভিত্তি করে, যা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাঘত্ব আইন ১৯৫০ এর ৮৬ ও ৮৭ ধারা এবং প্রজাঘত্ব বিধিমালা ১৯৫৫-এর ২২ ও ২৩ ধারাসহ সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন, বিধি-বিধান লঙ্ঘিত হয়েছে। এর পেছনে পরাম্পরিক যোগসাজশ না থাকলে এভাবে বুদ্ধিগঙ্গা নদীর শেট্ট এলাকার রাষ্ট্রীয় জমি ব্যক্তি মালিকানায পর্চা করে দেয়া যায় না।

৬। পরিদর্শনের সময় কেসকল ডকইয়ার্ড মালিক কাগজপত্রসহ ডকইয়ার্ড প্রাসনে উপস্থিত থাকতে পারেননি এবং তারা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঠিকভাবে প্রদর্শন করতে পারেননি তাদের ০৩ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র আতীয় নদী রক্ষা কমিশন অফিসে জমা দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উক্ত স্থানে ডকইয়ার্ড স্থাপনের জন্য BIWTA/সৌপরিবহণ অধিদপ্তর কেন্দ্রনীগড়ে উপজেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন সময়ে শাইসেল, ব্রৈড শাইসেল ও ছাড়পত্র প্রদান করেছে। এসব পত্রের সাহায্যে অবৈধভাবে পড়ে ওঠা ডকইয়ার্ডকে নদীর দখল-দৃষণে সহায়তা করেছে।

৭। উপস্থিত কমিটির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কর্তৃক পরিদর্শনকালে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর অফিসে উপস্থাপিত, নামজারি কেস নথি ও সিএস পর্চা ও নকশার ভিত্তিতে ডকইয়ার্ডগুলির মালিকানা, স্বত্ব ও হার্বের দলিলাদি ঝাড়াইয়াতে প্রকৃষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, "নদীর জমির শ্রেণি পরিবর্তন করা হয়েছে। CS এর স্বত্বাধ্য ঘট হয়েছে বা যোগসাজশ ও নদীর জমি অবৈধভাবে দখল করার মানসেই কৃত। মীরেরবাগ ও কালীগঞ্জ অঞ্চলে গড়ে ওঠা ডকইয়ার্ডগুলো বুদ্ধিগঙ্গা নদীর তীরের নদীমধ্যে জেগে ওঠা চরে তৈরি করা হয়েছে। এসব ডকইয়ার্ড মালিকদের ভূমির কাগজপত্র পরীক্ষা করে আরও দেখা যায় যে, নদীর এসব চরভূমির শ্রেণি কোথাও নাল একে কোথাও বালুচর হিসেবে দেখানো হয়েছে। SATA, ১৯৫০ এর আইন-কানুন বিবেচনায় নদীর জমি প্রথমতঃ শ্রেণি পরিবর্তন করা যায় না এবং কতিকে দলিল করে বা স্বপোষিত পেওয়া যায় না। সিএস এ নদীর জমি পরীক্ষা করে পাওয়া গেলে সেসব স্থান পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম চর সৃষ্টি করে কাউকে বিলিবেসোক করে মালিকাদীন ভূমিতে রূপান্তরিত করা উক্ত ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনবিরুদ্ধ কাজ। আরএস রেকর্ডের ভিত্তিতে এসব ভূমি ব্যক্তিদানে নামজারি করা হয়েছে, যা নদীর ক্ষেত্রে আইনবিরুদ্ধ হয়নি। এসব জমি সিএস রেকর্ডে নদী ধারা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যহীনোদিত হয়ে, যাচাই না করে মিথ্যা দলিল সূচন করা হয়েছে একে বুদ্ধিগঙ্গার নদীগর্ভে ও তীরভূমিতে অবৈধ দখলে নিয়ে ডকইয়ার্ডের বাসনা করা হয়েছে।

অনেকক্ষেত্রেই ডকইয়ার্ডের মালিকানার বাবদার চুক্তি/সিদ্ধ/স্বাবলিঙ্গ দিয়ে আমাদেরকে তা ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন অর্থাৎ বিনিময়ে। ভূমি অফিসে কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায়, ৩৬৬ দাগে ১৬ একর জমি। শ্রেণি 'বালুচর' হিসেবে উল্লিখিত। 'বালুচর' মানেই হল নদীর জেগে ওঠা জমি, যা কোনো ব্যক্তিমালিকানায সেরা বার না। সেটা আইনের ও রঞ্জীয় খার্বের লক্ষণ। এফসে যেখানে যে সীমানা শিল্পরঙমি [৪-৫ টি] রয়েছে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয়নি; এবং বালুচরকে ব্যক্তি মালিকানায় ধরে করা হয়েছে বলেই ডকইয়ার্ডগুলিকে যোগাযোগের মাধ্যমে অবৈধ সুযোগ দেয়া হয়েছে। কালেক্টর বাহাদুর তার নিয়ন্ত্রণাধীন রাজস্ব কর্মকর্তাগণ এবং ডিবি,এলআর-এর এক্সপ সীমানা নির্ধারণ ও RS-এর জিজ্ঞাসিত বুদ্ধিপতার নদীপর্ন্ত ও তীরভূমি উক্ত ডকইয়ার্ড মালিকদের নামে নামজারি করে সেটা অবৈধ কাজ বলে বিবেচিত যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। IT is a fake and false case. IT will be rejected immediately counting as Fraudulent Entry or clerical mistake CS 149 [4], SATA, 1950. এসব অঞ্চলে বুদ্ধিগতা নদীতে কুমিলজবে Sand filling করে alluvian পরীক্ষা করা হয়েছে ফলেও সফলভাবে জরুরী পরিদর্শনে দেখা যায়। এসব জমি জেলা প্রশাসক অফিসে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ অথবা ১৪৯ [৪] ধারার অধীনে ব্যক্তিমালিকানা বাতিল করে সরকারি ১ম খতিয়ানভুক্ত করে রঞ্জীয় মালিকানায় ফিরিয়ে নেবেন।

উক্ত আহিনানুযায়ী "নদীর ভূমি অপরাধর বাস জমির ক্ষতো বাস জমি নয়। এ জমি জেলা রাজস্ব সংগ্রাহক [Deputy Collector] বন্দোবস্ত দিতে পারেন না। সরকার যদি কোনো উন্নয়ন কর্মকাজ করেন তাহলে নদীর জমি সরকারের নিয়ন্ত্রণ হোকাজতেই তা সংরক্ষিত থাকবে। এ জমি স্বল্পসংরক্ষণ নয়। কালেক্টরের ক্ষমতা সহকারী কমিশনার ভূমি প্রয়োগ করে থাকেন। নামজারি ফুলরনে করা হয়ে থাকলে জুল ধরা গড়ার সঙ্গে সঙ্গে সহকারী কমিশনার ভূমি সেটি রিভিউ করে যে কোনো সময় SATA, ১৯৫০ এর ১৩৩ [৬] ধারা প্রয়োগ করে বাতিল করবেন।"

ভূমি অফিস পরিদর্শনকালে দেখা যায়, বুদ্ধিপতা নদীর কোরশোরে ও চরভূমিতে ব্যক্তি মালিকানা দলিলপত্র সৃজন করা হয়েছে। এগুলো কোনোটাতেই সিলে ব্রেকের্ডে ব্যক্তিমালিকানা নেই। এর কোনো ট্রেসিং ম্যাপও নেই, সজেসমিনে পরিদর্শন প্রতিবেদনও নেই। নদীর জমি সিলে ব্রেকের্ড পরীক্ষা না করে বুদ্ধিপতা নদীর এসব জমি ভূমি অফিসের কর্মচারীপন ষোগসরসে ব্যক্তিমালিকানার নামজারি করে স্বল্পসংরক্ষণ করেছে, যা সঠিক হয়নি। আরও উল্লেখ্য যে নদীর জমি কেবলমাত্র দিয়ারা জরিপ করেই CS পরচর/নকশার সঙ্গে তুলার্বি বিচার-বিপ্রেষণ করেই কেবলমাত্র কালেক্টর বাহাদুর যথার্বি সিদ্ধান্ত/আদেশ/গ্রায় দিতে ক্ষমতাবান, অধীনস্থ রাজস্ব কর্মকর্তাদের এরূপ চরভূমি সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতার অবৈধ চর্চা বর্ষা নয়। কালেক্টর বাহাদুর অফিসে এসব নামজারি নথি Review/Revision করে আহিনানু আদেশ দিবেন। RS এফসে একেবারেই মূল্যহীন।

বুদ্ধিপতার সদরঘাট টার্কিনালের অপর তীরে) মধ্যে ও তীরভূমিতে ৩৪ টি ও অন্যান্য ডকইয়ার্ডগুলি স্থাপনের করণে নদীর চরভূমি, অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে। নদীর পর্ন্ত পর্ন্ত বেঙ্গাইনীভাবে স্থিগুতে নির্মাণ করা হয়েছে যা অনুমোদিত/নবায়নকৃতও নয়। নির্মাণাধীন বা সংস্কারাধীন জাহাজ নদীর মধ্যে ত্রেখে মেয়ামত ও ২ং পলিগ করা হয়েছে। জাহাজের ময়লা-আবর্জনা, রং ইত্যাদি নদীতে পড়ে নদীর পানি ও পরিবেশ দূষণ করছে একটা চরম অঘাঙ্কর অবস্থা তৈরি হয়েছে। নদীর ষতাবিক চলারলের পন বাঁধাঙ্ক করা হয়েছে। এছাড়া সাগর ডকইয়ার্ডের সামনে ৫/৬টি জাহাজ নদীতে অধিনিয়ঙ্কিত অবস্থায় রাখা হয়েছে, যা নদীর অবৈধ পতিশখ বাধাঙ্ক করাসহ নদী দূষণ করেছে। সদরঘাট একটা স্বল্পতম নৌ-বন্দর। এ বন্দরে দক্ষিণপাশে প্রায় পূর্ব-পশ্চিমে প্রলঙ্কিত দুই কিলোমিটারব্যাপী ডকইয়ার্ড সংস্কারাধীন জাহাজ ডাঙ্পিং জাহাজ করে বুদ্ধিপতা নদীর নৌপন্থকে সংকীর্ণ করা হয়েছে। এই সংকীর্ণ পন নৌ চলাচলের সময় যে কোনো দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। নৌপন্থা নিরাপদ ও নির্বিপে রাখার জন্য BIWTA/নৌপরিবহন অধিদপ্তর এর ভূমিকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু তাঁরা তাদের অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে তৎপর হয়নি। সদরঘাটের সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নৌ-চলাচলকে বাঁধাধীন ও নাস্ত রাখতে হবে যে কোন মূল্য। নৌপন্থের নৌযান তৈরিতে ডকইয়ার্ডের ভূমিকা থাকলেও নদীর তীরভূমি অবৈধ দখল করে/পরিবেশ দূষণ করে/নৌ-চলাচল বাধাঙ্ক করে স্বল্পতম সদরঘাট এলাকা ও অপর তীর জমিতে ডকইয়ার্ড স্থাপন অবৈধ।

সুপারিশ:

- ১) ডকইয়ার্ডের সকল মালিক বা তাদের প্রতিনিধি ডকইয়ার্ড স্থাপনকৃত জমি, ডকইয়ার্ড লংপ্রিট সকল কাগজপত্র জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে আপাতী ৩ দিনের মধ্যে জমা দিবেন।
- ২) সাগর ডকইয়ার্ডের সামনে নদীতে অবস্থানরত পুরাতন জাহাজ এবং ডাঙ্পিংকৃত জাহাজ জরুরি ভিত্তিতে অনায়ম সরিয়ে নেয়ার জন্য করা হলো। এ বিষয়েও নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর ও বিআইডব্লিউটিএ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করবে।

[৩] শীতেরবাণ ও কালীগঞ্জ মৌজাধীন আশোচিত স্থানের সিএস ম্যাপ পর্যালোচনা করে উক্ত ডকইয়ার্ডগুলির নামস্বাক্ষরিত নথি ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডসহ সতীকভাবে পরীক্ষা করে সহকারী কমিশনার [ভূমি] কেরানীগঞ্জ কলেজের অনুমোদন নিয়ে এ কমিটিকে অসাময়িকভাবে কার্যনির্বাহের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

এছাড়া উক্ত প্রতিবেদনে উক্ত দুটি মৌজায় ডকইয়ার্ডের নামে নামস্বাক্ষরিত জমি, জমির স্রেণি পরিবর্তন, যত্নসিপি খাজনা দাখিল সিএস মোকাবেলা করা হয়েছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট তহশীলদারসহ সহকারী কমিশনার [ভূমি] পুনরায় পরীক্ষা করে কমিটির দিকট মতামত প্রদান করবেন।

যে সকল ডকইয়ার্ডের নামস্বাক্ষরিত সিএস-ভিত্তিক হয়নি, তা রাত্নীয় অধিগ্রহণ ও প্রচাষত্ব আইনের ধারা ১৪৩, ১৪৭, ১৪৯, ১৫০ প্রয়োগ করে রেকর্ড সংশোধনের পরামর্শ প্রদান করা হয়।

ড. মুজিবুর রহমান হাট্টালাদার
চেয়ারম্যান

তারিখ: ০৫ নভেম্বর ২০১৮

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.৯৯.০০৮.১৮-

প্রাপক: কার্যার্থে

- ১। মো: মুজিবুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২। মো: শহিদুল ইসলাম, সদস্য [শিক্ষকসহ ও পরিচালনা], বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বারিষ্কার এলাকা, ঢাকা-১০০০
- ৩। মো: আনিসুল্লাহমান, পরিচালক (প্রশাসন), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৪। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/অতিরিক্ত, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা
- ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
- ৬। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন [মহোদয়ের সদর অফিসের জন্য]
- ৭। সার্বজনিক সেবার স্বতন্ত্র সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন [মহোদয়ের সদর অফিসের জন্য]
- ৮। মো: মনুজ হোসেন, সেক্রেটারি, ডকইয়ার্ড মালিক সমিতি, ১০৩ মতিঝিল, ঢাকা
- ৯। অফিস কপি।

ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
উপসচিব

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন**

বিষয়: নরায়নগঞ্জ/মুলীগঞ্জ জেলাধীন শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী ও মেঘনা নদীর দক্ষ, দূষণ সরঞ্জামে পরিদর্শন প্রতিবেদন।

গত ০৯/০২/২০১৯ খ্রি: তারিখে 'দি ডেইলি স্টার' পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদে মেঘনা নদী অবৈধভাবে দূষণ হয়ে যাচ্ছে মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়। উক্ত সংবাদের বরাতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাট্টালাদার ও সার্বজনিক সদস্য মো: আলাউদ্দিন মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলা এবং নরায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলাধীন মেঘনা নদী পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উপসচিব ড. অশোক কুমার বিশ্বাস পাটওয়ারী, বিভাগীয় পরিদর্শক জনাব জলদার হোসেন, গজারিয়া উপজেলা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং গজারিয়া রাজস্ব অফিসের কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত পরিদর্শনের দৃশ্যমান প্রতিবেদন নিম্নে পেশ করা হলো:

১। মুলীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার হোসেননদী ইউনিয়নের চরবেতানি গ্রামের মেঘনা নদীর পশ্চিম তীর সংলগ্ন চরবেতানী নামক স্থানে নদীর জায়গায় ডকইয়ার্ড নির্মাণের জন্য মেঘনার ফোরশোর এলাকায় খান ব্রাদার্স প্রিন্টের এক ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস নামে একটি প্রাইভেট লি: কোম্পানি আনুমানিক ৪০ একর জায়গার মধ্যে ৬০০ ফুট লম্বা ও ১৫ ফুট চুটি প্রিন্টের নির্মাণ করা হচ্ছে। চরবেতানীর সংলগ্ন চরবেতানী নামক স্থানে যেখানে শীতলক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী মেঘনার মোহনায় এলে মিলিত হয়েছে উক্ত জায়গায় নদীর নাব্যতা প্রতিহত করে খান ব্রাদার্স কর্তৃক নদীর জায়গায় প্রিন্টের নির্মাণ করা হচ্ছে। মেঘনা নদীর প্রবাহ কোনোভাবেই বন্ধ করা যাবে না। জরুরিস্থিতিতে উক্ত স্থানে নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে হবে। নদীর জমি স্বীকৃত কোম্পানির নামে দেয়া হয়েছে অর্ধ

নদী পর্যবেক্ষণ কমিশন বোর্ড ও বেকজিভিত্তিক অংশীদারিত্বের ব্যবস্থা করতে হবে। বাস্তবায়ন : জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ একে সহকারী কমিশনার (ভূমি), গাজিয়া।

২। মেঘনা নদীর উপর নির্মিত মেঘনা ব্রিজ সংলগ্ন নদীর বিশাল এলাকা দখল করে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, গ্লেশ সিমেন্টসহ বিভিন্ন ফ্যাক্টরি, ওরিয়ন গ্রুপ, বসুন্ধরা গ্রুপ, শাহ সিমেন্ট, সার্মিট গ্রুপ, দেশ গ্রুপ, আলফা সিমেন্টার্ট, হোলসিম প্রভৃতি কোম্পানি নদী দখল করে বিভিন্ন ধরনের মিল কলকারখানা/ডকইয়ার্ট নির্মাণ করছে এবং বাসাইনভাবে নির্মাণ করে যাচ্ছে। এসব অবৈধ স্থাপনা আগামী ০৭/১০/২০২৩ নিদের মধ্যে দখলমুক্ত করার জন্য বিআইডব্লিউটিএ এবং জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়ন : বিআইডব্লিউটিএ, জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ।

৩। সোনারগাঁও উপজেলা প্রত্যয়ের চর, মেঘনা ব্রিজের আড়তে মেঘনা গ্রুপ নদীর মধ্যে বাঁধ দিয়ে মেঘনা ডকইয়ার্ট নিশাচ করছে। নদীর জায়গা কোনভাবে ডকইয়ার্ট নির্মাণ করা হবে না। অবিলম্বে এ ডকইয়ার্টেও স্থাপনা নদী হতে অপসারণ করতে হবে। বাস্তবায়ন : জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনারগাঁও।

৪। সোনারগাঁও উপজেলার মেঘনা নদীতে হোসেন্দী নামক জায়গায় আনুমানিক ৫০ একর নদীর ঘোরণের দখল করে সিটি গ্রুপের মলিক জনাব ফকরুল রহমান কর্তৃক হোসেন্দী ইকোনমিক জোন গড়ে তুলেছে। উক্ত ইকোনমিক জোন সিটি গ্রুপের মিলেট হতে ক্রয় করে খান ব্রাদার্স কর্তৃক নদীর জায়গায় অবৈধ নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এতে নদীর নাব্যতা প্রায় বিলীন হওয়ার সম্ভাব্য। জরুরিভিত্তিতে নদী দখলমুক্ত করতে হবে। বাস্তবায়ন : জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ও চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

স্মারক নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫-১২৭

তারিখ: ৮/০২/২০১৯

বিতরণ: অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (স্বাক্ষরিত জনস্বাক্ষরে দণ্ড)

- ১। মহাপরিচালক সচিব, মহাপরিচালক বিজ্ঞান/ভূমি সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
- ২। সচিব, নৌ পরিবহন অঞ্চল/ভূমি অঞ্চল/পানি সম্পদ অঞ্চল/বিদ্যুৎ অঞ্চল/বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩। নির্বাহী পরিচালক (BEZA), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
- ৪। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, জয়াশদা ককন (৪৫ তলা), মতিঝিল বা/র, ঢাকা-১০০০।
- ৫। চেয়ারম্যান, অঞ্চলগত পৌরস্বত্ব কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/র, ঢাকা-১০০০
- ৬। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ ও সভাপতি, বিজ্ঞান নদী রক্ষা কমিটি, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
- ৭। জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ ও সভাপতি, জেলা নদী রক্ষা কমিটি, মুন্সীগঞ্জ/জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ও সভাপতি, জেলা নদী রক্ষা কমিটি, নারায়ণগঞ্জ
- ৮। পুলিশ সুপার, মুন্সীগঞ্জ/নারায়ণগঞ্জ

ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: ঢাকার চারশাশের নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত অটলতা নিয়ন্ত্রনকল্পে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক গত ২৬/১১/২০১৮ তারিখে মিরপুর সার্কেলের সহকারী কমিশনার [ভূমি] এর অধিভুক্ত গোড়ান চাটবাড়ি মৌজা পরিদর্শনের প্রতিবেদন।

ঢাকার চারশাশের নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত অটলতা নিয়ন্ত্রনকল্পে টায়গফোর্স কর্তৃক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি গত ২৬/১১/২০১৮ তারিখে মিরপুর সার্কেলের সহকারী কমিশনার [ভূমি] এর অধিভুক্ত গোড়ান চাটবাড়ি মৌজা পরিদর্শন করে। পরিদর্শন প্রতিবেদন নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

২। পরিদর্শনের শুরুতে গোড়ান চাটবাড়ি মৌজার বিগুন খালের দক্ষিণ পাশে উন্মুক্ত স্থানে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এক প্রাথমিক সভার বিলিতি হল। সভার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সার্বজনিক সদস্য ছনাব মো: আলাউদ্দিন; ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তরের পরিচালক ছনাব মো: আনিছুলকামান ও সহকারী সেন্টেলমেট অফিসার ছনাব মো: আক্তারুজ্জোব; কালেক্টর ও জেলা প্রশাসক, ঢাকার পক্ষে মিরপুর সার্কেলের সহকারী কমিশনার মির্জা আয়েশা সিনীকা; পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী ছনাব দেওয়ান আইনুল হক ও সহকারী পরিচালক ছনাব হুম্মৈসেব শোভামী; বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ [বিআইডব্লিউটিএ] এর মুখ্য পরিচালক ছনাব এ কে এম আরিফ উদ্দিন, সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ নূর হোসেন ও উপসহকারী প্রকৌশলী মো: আজিজুর রহমান এবং গনপূর্ত জরিপ অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী আবু জাকর শাব্বির আহাম্মদ, নদী রক্ষা কমিশনের উপপরিচালক ড. অশোক কুমার বিশ্বাস, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব ছনাব আশতারুজ্জামান তাপুকদার, মিরপুর সার্কেলের ভূমি সহকারী কর্মকর্তা দ্বীপংকর চন্দ্র চন্দ, সার্কেয়ার মোছা: নিশাত খানম, মো: মাহবুবুর রহমান ও মো: মজিবুল হক জোনাথ সেন্টেলমেট অফিস, ঢাকা এর করিগরি উপস্টা মো: হাসান রেজা শিকদার উপস্থিত ছিলেন। তুরাগ নদীর সীমানা পিলারের আপত্তিকারীদের পক্ষে ছনাব মো: আব্দুল হালিম, ছনাব মো: মোশাররফ হোসেন, প্রকৌশলী মোরশেদ আলম ও মো: মেজবাহ উদ্দিন মোশ্রা উপস্থিত ছিলেন।

৩। সভাপতির অনুমোদনক্রমে সভার প্রয়োজ্য উপস্থাপন করতে গিয়ে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সার্বজনিক সদস্য ছনাব মো: আলাউদ্দিন বলেন যে, তুরাগ নদীর পিলার স্থাপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মালিকদের আপত্তি রয়েছে এবং এ বিষয়ে আদালতের নির্দেশনাও রয়েছে। পিলার স্থাপনে হুল করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার ক্ষেত্রে এর বিঘ্নপ প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই বিষয়টির আইনানুগ সঠি সমাধান চায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। পানি উন্নয়ন বোর্ড সচেতন থাকলে নদীর এতটা দখল হতনা। সহকারী কমিশনার [ভূমি] অফিস নদীর দখল রাখার যে দায়িত্ব ছিল তারা তা করেননি। তুরাগকে বাংলাদেশ জেলা প্রশাস আওতাভুক্ত করা প্রোগ্রামে দখলভুক্ত করতে চায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, এজন্য পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। আতলিয়া ব্রিজ থেকে আইনবাজার পর্যন্ত সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে।

৪। পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী দেওয়ান আইনুল হক বলেন যে, পানি উন্নয়ন বোর্ড কোন ভূমি মালিককে কেবল সংযোগ সড়ক তৈরি ও ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করে। বোর্ড কাউকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমিতে শিল্প কারখানা স্থাপন করার অনুমতি প্রদান করেনা। তারা সিমেট কারখানা, রেডি মিক্স তৈরির কারখানা ও বস্ত্র ব্যবসা করার জন্য কাউকে তারা ভূমি শিল্প দেননি। তবে অত্রপূর্বক বাঁধ দেয়া সত্ত্বেও অধিগ্রহণকৃত ও অবৈধ দখল জমিতে এসব কারখানার মালিকগণ প্রভাব বিস্তার করে দখল করে গেলেছে।

৫। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন যে, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ [বিআইডব্লিউটিএ] এবং কালেক্টর বাহাদুর ও সহকারী কমিশনার [ভূমি] তুরাগ নদী অবৈধ দখলের হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। জনসাধারণের মনে সন্দেহ তৈরি হতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির দায়িত্বশীল কর্মকর্তার কোনো কিছুর বিনিময়ে এ কৌশলগত নিয়ন্ত্রণা গলন করেছে কিনা। ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তর তুরাগ নদী সমরে সহজে উপস্থিতভাবে দিয়ারা জরিপ করে দিতে পারেনি, ফলে নদীর সীমানা অস্পষ্ট ও অরকিত থেকেছে। তিনি এ প্রসঙ্গে কয়েকটি নির্দেশনা প্রদান করেন। [ক] তুরাগসহ ঢাকার আশে-পাশের সব নদীর ডিজিটাল দিয়ারা সার্ভে করার জন্য ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তরকে পত্র দিতে হবে। জেলা প্লানের আওতাধীন প্রশাস নিজে এ সার্ভে সম্পন্ন করতে হবে। এজন্য স্পারসো ও সিভিআইএস এর সহযোগিতা দিতে পারে ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তর; [খ] দিয়ারা জরিপ সম্পন্ন করতে হবে নদীর দুই দিকে। অবৈধ দখলকারীদের তালিকা করবে সহকারী কমিশনার [ভূমি] মিরপুর, ক্যান্টনমেন্ট, টঙ্গী, সাতার, আতলিয়া, আইনবাজার,

দলবদ্ধ ও ধানমন্ডি। নদীর দুই সিকে খাল জমি ছিল কিনা, থাকলে তা কোথায় গেল এর বিবরণ তৈরি করবেন তারা একইসঙ্গে অবৈধ দখলদারদের নদী দখলের তালিকাও চূড়ান্ত করতে হবে অবিলম্বে; [গ] বিআইডব্লিউটিএ তাদের নির্ধারিত ল্যাউন্স স্টেশনের জন্য কতটুকু ভূমি লাগবে তা পুনর্মূল্যায়নপূর্বক স্তর চাহিদা নির্ধারণ করে প্রেরণ করবে; [খ] বেড়িবাঁধ ও তুরাগ নদীর ফোরশোর এর মধ্যবর্তী যে সমস্ত টিলাতে জমি রয়েছে তা নদী ও বাঁধ রক্ষার্থে নদী উন্নয়নের যার্থে Pathway তৈরির জন্য সকল জমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন; [ঙ] এসব কাজ করতে গিরে স্বাস্থ্য মালিকদের সজ্জিকার স্বপ্ন থাকলে তাদেরকে বঞ্চিত করা হবে না। তাদের জমি নদী রক্ষার্থে সরকারি প্রয়োজনে ব্যবহার করা হলে বিধি হেতুবেক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কিংবা অধিগ্রহণ করা যাবে; [চ] তুরাগ, বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা ও বাসু নদী রক্ষার্থে নদীগুলির সীমানা নির্ধারণ চূড়ান্তকরণে আগামী ১ [এক] বছরের কার্যক্রমের কাঙ্ক্ষিত তৈরি করবে নদী রক্ষা কমিশন। এর প্রথম পর্ষায়ে আগামী ৫/১২/২০১৮ তারিখে মিরপুর সার্কেলের সহকারী কমিশনার [ভূমি] এর দপ্তরে কাগজপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে সকাল ১০ টায়; [ছ] পানি উন্নয়ন বোর্ড এর আওতাধীন ভূমি দখলকারীদের তালিকা ও দখল হেতু সেবার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নোটিশের কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করতে হবে; [জ] ঢাকার চারপাশের নদীগুলির ডিজিটাল দিয়ারা ম্যাপ তৈরির জন্য স্পারসোর সহায়তা গ্রহণের বিষয়টিসভা করেজাতীয় নদী রক্ষা কমিশন চূড়ান্ত করবে।

৬। ভূমি রেজিস্ট্রার জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী সেক্টরমেন্ট অফিসার জনাব মো: আওরুলজব বলেন যে, তুরাগ ও বাসু নদী আওরুলজব নদ, অন্যান্যিক বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা আওরুলজব। তুরাগ নদেজাজন না হওয়ার কারণে দিয়ারা জরিপ হরনিকলে সম্ভব করেন জনাব মো: আওরুলজব। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান এ সম্বন্ধে গ্রহণ না করে বলেন যে, SATA ১৯৫০ সালের ৮৬ ও ৮৭ ধারা অনুযায়ী নদী যোগে নেয়ার দায়িত্ব কলেস্টর বাহাদুরের। কলেস্টর না ডাঙ্কলেও দিয়ারা জরিপ করে নদীরসীমানা বুঝে নিতে হবে। SATA ১৯৫০ সালের আইনের ১৪৩(৪) ধারা অনুযায়ী জরিপ অধিদপ্তরের সহায়তা নিয়ে হালনাগাদ করার প্রয়োজনে কলেস্টর/রাজব কর্মকর্তা মাপতে/নির্ধারণ করতে পারেন। Port Act, ১৯০৮ অনুযায়ী নদ-নদীর কোমশোর থাকবে। নদী জাহলে ফোরশোর বেড়ে যাবে। তিনি বলেন যে, তুরাগ নদীর বাঁধ ওয়াটার মার্ক ডিহিত করতে হবে। তিনি উপস্থিত পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদেরকে ব্যাখ্যা করার জন্য জিজ্ঞাসা করেন, খোড়ান চটবাড়ি মৌজার বিগুন খালের বিপরীত পাশে পানি উন্নয়ন বোর্ডেরজায়গায় মাইশা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি, রেডিবিব্ল সিমেট কারখানা, কয়েকটি টাইলস কোম্পানি হলো কিভাবে? সরকারি টাকায় জমি অধিগ্রহণ করে পানি উন্নয়ন বোর্ডকে দিয়েছে, বেআইনিভাবে লিজ নেয়ার জন্য নয়। যাদের কারণে নদীর জমি বেদখল হলো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭। স্থানীয় বাসিন্দা বলেন যে, ফোরশোরে ৫০০ ফুট দূরে পিলার স্থাপন করা হয়েছে যার অবস্থান সঠিক নয়, এটি সরিয়ে নেয়ার দাবি জানান। জনস্বদের পক্ষে অলিম্পিক সিমেটের জনাব এস এম কাউলার, বেসরকারি ভূমি মালিক দাবিদার জনাব মোকশেদ আদালতের সিদ্ধান্তের আলোকে তাদের জমির পিলার সরাসরি দাবি জানান। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান তাদেরকে জমির স্বত্ব প্রদানের জন্য আইনানুগ সকল পর্যা, ম্যাপ ও দলিনাদি প্রদান মিরপুর সার্কেলের সহকারী কমিশনার [ভূমি] এর দপ্তরে দাখিল করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, সরকারের পক্ষে নদী রক্ষা কমিশন ও কলেস্টর ন্যানানুগ ও নিরপেক্ষভাবে কাগজপত্র পরীক্ষা করে যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ে পিলারের অবস্থান সহক্রেক বিষয়ে ডিজিটাল জরিপ করে তাদের মতামত জানাবেন ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। আদালতের আদেশ বাস্তবায়নে এ ক্ষেত্রে ভূমি রেজিস্ট্রার ও জরিপ অধিদপ্তর/কলেস্টর বাহাদুর অবিলম্বে তা সূরাহা করবেন।

৮। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নদী পরিদর্শনকরা আবশ্যিক। অন্যথায় বাস্তবতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায় শীতি নির্ধারণে সীমানকতা থাকবে।

৯। সভাক্ষেত্র নদীর পিলার ও নদীর সীমানা পরিদর্শন করেন উপস্থিত সদস্যকর্ম। দেখা যায়, বিংশ শতাব্দীর মুখে গ্রহ ১৮০ ফুট। আদিন বাকার থেকে আওলির পর্যন্ত তুরাগ নদীতে অনেকগুলি খাল আছে এবং ৫১ টি মুইস গেট রয়েছে মর্মে জানা যায়। খোড়ান চটবাড়ি মৌজার মুইস গেটের পাশে নদীর তীরে একটি বিশাল কনস্ট্রাকশন কোম্পানি [মাইশা কনস্ট্রাকশন] দেখা যায়। বাসু তরাটি করে নদীর Flood flow zone এলাকায় এটি নির্মাণ করার ফলে বর্ষাকালে নদীর পানি প্রবাহে বাধা প্রদান করছে এ স্থাপনাটি। এর পাশে রয়েছে এবিবি রেডি বিব্ল সিমেট কারখানা, কয়েকটি টাইলস কোম্পানি। এসব কোম্পানি পানি উন্নয়ন বোর্ডের জায়গা অবৈধ দখল করে রয়েছে সকলে প্রত্যক্ষ করেন। এসব স্থাপনা অবিলম্বে তুলে দেয়ার নোটিশ প্রদান ও কার্যকর করার নির্দেশ প্রদান করা হয় নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ডকে। বেড়ি বাঁধ ও নদীর মাঝে জ্যাকের সিমেটের জায়গা দেখা যায়। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান পরামর্শ প্রদান করেন যে, তুরাগ নদীর ফোরশোর এবং বেড়ি বাঁধের অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত জমি, যা এসব কোম্পানি জবরদখলপূর্বক ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছেন বা রেখেছেন। তা অবিলম্বে অধিগ্রহণের মাধ্যমে নদী ও বাঁধ রক্ষার

করণে এক পৃথারে পর্যাপ্ত Pathway তৈরি ও জনগণের জন্য ইকোপার্ক কিংবা waterbody সৃষ্টির জন্য কার্যে বিধি মোতাবেক অগ্রিহণ করাই প্রেরণ করে বিবেচিত।

১০। পরিদর্শন শেষে পানি উন্নয়ন বোর্ডের পাম্প হাউজের সফেলন কক্ষে কমিটির সদস্যবৃন্দ পুনরায় মিলিত হন। সেখানে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়। ত্রয়োময়ান বলেন যে, কালেক্টর, ভূমি রেকর্ড অফিস অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ সকল নদী ও সংযোগ খাল রক্ষায় চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এ প্রেক্ষাপটে সরকার আদালতের পরামর্শে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন তৈরি করেছে। রাষ্ট্রীয়/জাতীয় সার্বে নদী রক্ষায় কার্যক্রম কোন সুযোগ নেই। ভবিষ্যত প্রজন্মের অস্তিত্ব ও ক্রমবর্ধিত হারে পানির জোগান দান ও সভ্যতা টেকসই করার সার্বে নদীগুলি রক্ষা করতেই হবে। এক্ষেত্রে সন্নিহিত প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রবণের বিকল্প নেই। তবে অধিদপ্তর/কোম্পিউটার ও ডিপ্লোম্যা/কমিউনিকেশন/সিওএফ/কমিউনিকেশন/সিওএফ/কমিউনিকেশন সমীক্ষা করে টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। Bangladesh Delta Plan 2100 এর আওতায় এসব প্রকল্প বাস্তবায়নযোগ্য। ঢাকার চারপাশের বছরের ৩৬৫ দিনই নৌপরিবহণযোগ্য করে গড়ে তুলতে নদীগুলির সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি স্থায়ী মনোরম circular waterway/shipping facilities সৃষ্টি/সাল করতে হবে। তুরাগ, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, বাসু নদী ঢাকার প্রাণ। এগুলিকে দখল, লুপ্তের হাত থেকে রক্ষা করতে, এগুলির নব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

১১। কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সর্বসম্মতভাবে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	ভূমি রেকর্ড ও অফিস অধিদপ্তর বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বাসু, ধলেশ্বরী ও তুরাগসহ ঢাকার চারপাশের সব নদীর ডিজিটাল অফিস ১ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে শুরু করে অব্যাহতভাবে চলবে। 'Bangladesh Delta Plan 2100' এর আওতায় ক্রম প্রয়োজন নিয়ে এ অফিস টাফ ফোর্স কর্তৃক গঠিত কমিটি ও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সার্বিক তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। প্রকল্প ভূমি রেকর্ড অফিস অধিদপ্তর প্রয়োজনে স্পর্শে ও সিদ্ধান্ত/ইএস এর সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারে।	১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড অফিস অধিদপ্তর। ২। বিভাগীয় কমিশনার ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভাপতি, ঢাকা বিভাগ ৩। জেলা প্রশাসক ও কালেক্টর, ঢাকা ৪। ত্রয়োময়ান, বিআইডব্লিউটিএ
২	সহকারী কমিশনার (ভূমি) মিরপুর, ক্যান্টনমেন্ট, টঙ্গী, সাতার, আওলিয়া, আমিনবাজার, শালবাগ ও খানমন্ডি তুরাগ নদীর অবৈধ দখলকারীদের তালিকা প্রণয়ন করবেন এবং অবৈধ দখলদার/হস্তান্তর/সোপানী বেই সেকেন্দা কেন মেমোরান্ডাম ২০১৯ এর মতে উচ্ছেদ ও উদ্ধারপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও টাফফোর্স কমিটি বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। নদীর দুই দিকে খাস জমি ছিল কিনা, থাকলে কিভাবে তার দখলে আছে এর বিবরণ তৈরি করতে হবে।	১। বিভাগীয় কমিশনার ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভাপতি, ঢাকা বিভাগ ২। ত্রয়োময়ান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুর, ঢাকা। ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, পাটবা ৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি), মিরপুর, ক্যান্টনমেন্ট, টঙ্গী, সাতার, আওলিয়া, আমিনবাজার, শালবাগ ও খানমন্ডি।
৩	বিআইডব্লিউটিএ ল্যান্ডিং স্টেশনের জন্য কি পরিমাণ ভূমি প্রয়োজন হবে তার চাহিদা নির্ধারণ করে অক্লিমে জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর নিকট প্রেরণ করবে। বিআইডব্লিউটিএ/নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় পোর্ট এ্যান্ড ১৯০৮ মোতাবেক এবং নৌ চলাচল ল্যান্ডিং স্টেশন উপস্থাপন ব্যবস্থাপনার বাস্তব প্রয়োজনীয়তার নিরীখে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও কালেক্টর বাহাদুর এবং প্রকৌশল জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও টাফফোর্সকে ফোরশোর এর চাহিদা সুনির্দিষ্টরূপে প্রদান করবে, যার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও উচ্চরূপ কমিটির তত্ত্বাবধানে সীমানা উচ্চরূপে	১। ত্রয়োময়ান, বিআইডব্লিউটিএ ২। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও কালেক্টর ৩। অফিস অধিদপ্তরের উপস্থিত অফিস কমিটি

	আইন অনুসরণে তীব্রভাবে নির্ধারিত হবে ও শিগার স্থাপন করতে হবে।	
৪	আমিনবাজার থেকে আতলিয়া পর্যন্ত বেড়িবাধ থেকে ফুরাণ নদী পর্যন্ত কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি থাকলে তা নদী ও বেড়িবাধ সংরক্ষণের স্বার্থে ফুটপাথ/সার্কুলার গ্যারিটর ওয়ে তৈরির লক্ষ্যে/প্রয়োজনে অধিগ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বেড়ি বাধ ও নদীর মধ্যবর্তী টিলতে পরিমাপ বন্ধ [closed] জমিতে অ্যাংকর পিমেট, মাইশা কনস্ট্রাকশন ও টাইলস কারখানাসহ যেসকল অবৈধ অধিগ্রহণ স্থাপন করা হয়েছে সেগুলি আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ এর মধ্যে উচ্ছেদ করতে হবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে জানাতে হবে। এছাড়া জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সকলের সহযোগিতা কামনা করে।	১। টাঙ্কফোর্স কর্তৃক গঠিত কমিটির সকল সদস্য ২। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩। জেলা প্রশাসক ও কালেক্টর বাহাদুর, ঢাকা। ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মিরপুর। ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (জুমি), মিরপুর, ক্যান্টনমেন্ট, টঙ্গী, সাতার, আতলিয়া, আমিনবাজার, শালবাগ ও ধানমন্ডি।
৫	উন্নয়ন করতে গিয়ে নদীর তীরবর্তী ব্যক্তি মালিকদের প্রকৃত স্বত্ব থাকলে তাদেরকে বক্ষিত করা যাবে না। তবে নদী সংরক্ষণ ও পোর্ট এন্ড মোতায়েন কোর্সের ও ল্যান্ডিং স্টেশন ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সরকারি প্রয়োজন অনুযায়ী এসব জমি অধিগ্রহণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট আইন মোতাবেক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুর, ঢাকা। ২। সহকারী কমিশনার (জুমি), মিরপুর, ক্যান্টনমেন্ট, টঙ্গী, সাতার, আতলিয়া, আমিনবাজার, শালবাগ ও ধানমন্ডি।
৬	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও টাঙ্কফোর্স কর্তৃক গঠিত কমিটি আগামী ১ (এক) বছরের জন্য উক্ত নদীগুলির সীমানা নির্ধারণসহ পাথরসেলস, সার্কুলার গ্যারিটর ওয়ে/নৌপথ তৈরির পথ সুগম, সুনিশ্চিত, বাধাধীন, অটিলতায়ুক্ত করার কার্যক্রমের ক্যালেন্ডার তৈরি করবে। এর প্রথম পর্যায়ে ৫/১২/২০১৮ তারিখ সকাল ১০টার মিরপুর রাজস্ব সার্কেলের সহকারী কমিশনার (জুমি) এর দপ্তরে পিলার স্থাপন সংক্রান্ত আপত্তির কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে।	১। সার্বজনিক সদস্য, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। ২। টাঙ্কফোর্স কর্তৃক গঠিত কমিটির সকল সদস্য ৩। সহকারী কমিশনার (জুমি), মিরপুর রাজস্ব সার্কেল, ঢাকা।
৭	পানি উন্নয়ন বোর্ড ফুরাণ নদীর পাড়ে বেড়িবাধের দু'দিকে অধিগ্রহণকৃত জমিতে অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রণয়ন করে জরুরিতাবে উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণান্তে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ও টাঙ্কফোর্স কর্তৃক গঠিত কমিটির আদায়ক এর নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	১। প্রধান প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড। ২। জেলা প্রশাসক ও কালেক্টর, ঢাকাসহ সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ।
৮	ঢাকার চারপাশের নদীগুলির ডিজিটাল ম্যাপ তৈরির বিষয়ে স্পার্সেসহ অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ/ব্যবহারকারী টেকনিক্যাল সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে একটি লভা করে কারিগরি সহায়তা গ্রহণ নিশ্চিত করবে।	১। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। ২। চেয়ারম্যান, স্পার্সেস। ৩। মহাপরিচালক, পাউবো
৯	গোড়ান চাটবাড়ি মৌজার ও দিগপ মৌজার নুইস গেটের পাশে নদীর তীরে মাইশা কনস্ট্রাকশন, এবিসি রেডি মিল শিমেন্ট কারখানা ও কলকট টাইলস কোম্পানি পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভারগা দখল করে ব্যবসা পরিচালনা করছে। তারা ময়লা আবর্জনা ও কারখানার বর্জ্য ফেল নদী ভরাট ও নদীর পানি দূষণ করছে। কাজেই নদীর পাড় রক্ষা, নদী ভরাট প্রতিরোধ ও দূষণ প্রতিরোধে অবিলম্বে এ সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। প্রধান প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড। ২। জেলা প্রশাসক ও কালেক্টর, ঢাকা। ৩। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ
১০	ফুরাণ নদীর হাইড্রোগ্রাফিক্যাল সার্ভে করে হাইড্রোগ্রাফিক্যাল, জিওটেকনিক্যাল ও জিওকিমিক্যাল ডাটাবেইজ গাটাই বাছাই/	১। চেয়ারম্যান, অভিজাতীয় নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ।

	পরীক্ষা নিরীক্ষাতে তুরাগসহ ঢাকার আশে পাশের জেলাগুলির নদীর সীমানাসহ হাই জমাটির মার্ক ও লো জমাটির মার্ক চিহ্নিত করতে হবে।	২। প্রধান প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড। ৩। চেয়ারম্যান, স্পার্সো
১১	তুরাগ নদী ও বেড়িবাঁধের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তিনতে পরিমাপ করেকতক জমি ব্যক্তিগত/শিক্ষার্থী/স্বামী রয়েছে। সেসব জমি মালিকগণ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধিগ্রহণকৃত জমি ও তুরাগ নদীর জমি অবৈধভাবে ব্যবহার করছে। এজন্য নদী ও জলগাণের স্বার্থে এসব তিনতে জমি পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অবিলম্বে পুনঃঅধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব পেশ করতে হবে। তুরাগ নদীর মোরশোর এবং বেড়ি বাঁধের অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত জমি, বা বিভিন্ন কোম্পানি জবরদখলপূর্বক ব্যবসায়ের নিয়োজিত হয়েছেন বা রেখেছেন তা অবিলম্বে অধিগ্রহণের মাধ্যমে নদী ও বাঁধ রক্ষার জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থে দু'ধাত্রে পর্যাপ্ত Pathway তৈরি ও জনস্বপ্নের জন্য ইকোপার্ক কিংবা waterbody সৃষ্টির জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি মোতাবেক অধিগ্রহণ করাই প্রের মর্মেসিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। সচিব, জুনি মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/বৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড। ৩। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৪। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ৫। জেলা প্রশাসক ও কালেক্টর, ঢাকা। ৬। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সহকারী কমিশনার (জুমি)

১২। কমিটির সদস্যকূলে উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

ড. সুজিবুর রহমান আশুপানার

চেয়ারম্যান

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

ও

সভাপতি,

রক্ষার চারপাশের সর্কার সীমানা জটিলতা নিরসনকল্পে গঠিত কমিটি

স্মারক নং-১৮.২০.০০০০.৯১৮.১০.০০১.১৪-৮৫০

তারিখ: ১১/১২/২০১৮

বিতরণ: অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য [স্বাক্ষরকারী অনুসারে নয়]

- ১। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/বৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়/জুনি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, জুনি সেক্টর অফিসার, সেক্টর-১২০৮।
- ৩। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আশাশুনি, গেরে বরগাঙ্গা, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। চেয়ারম্যান, অফিসের বৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), ১৪১-১৪৩ মহাকিল্প পথ/এ, ঢাকা-১০০০।
- ৫। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, জরগা ভবন [৩য় তলা], মহাকিল্প পথ/এ, ঢাকা-১০০০।
- ৬। প্রধান প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কেন্দ্রীয় অফিস, বাগাইচা, এলিট হাউস, মহাকিল্প পথ/এ, ঢাকা-১০০০।
- ৭। হানসীর মন্ত্রীর একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৮। জেলা প্রশাসক ও কালেক্টর, ঢাকা।
- ৯। পরিচালক (প্রশাসন), জুনি সেক্টর অফিস অধিদপ্তর, সেক্টর-১২০৮।
- ১০। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মিরপুর।
- ১১। সহকারী কমিশনার (জুমি), মিরপুর সরকারি রাস্তা সার্কেল, সীটফন, নীলক্ষেত্র, ঢাকা।
- ১২। চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদর আওতাধীন)।
- ১৩। দায়িত্বক পলি।

ড. অশোক কুমার বিশ্বাস

উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও বিশেষায়িত জেলা নদী রক্ষা কমিটি কর্তৃক যৌথভাবে আরোপিত বিশেষায়িত জেলাধীন নদ-নদীর দক্ষা, পানি ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে করণীয় নীর্বিক সেমিনারে অংশগ্রহণ।

তারিখ: ০৬ সেপ্টেম্বর/২০১৮। | স্থান: বিশেষায়িত

জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ সাজওয়ার মুর্শেদ চৌধুরী সেমিনারের শুরুতে উপস্থিত সকলের সাথে পরিচিতি হল। তিনি বলেন যে, অদ্য সকালে চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, সার্বজনিক সদস্য, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজহা], উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের সকল মন্ত্রকের কর্মকর্তাদের সাথে মিঠামইন এলাকার পরিদর্শন করি। পরিদর্শনের বিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তিনি বলেন এই সেমিনারে দুই পেশার উপস্থাপন করা হবে, একটি জেলা প্রশাসন কর্তৃক এবং অপরটি নির্বাহী প্রকৌশলী পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উপস্থাপন করা হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজহা] মৃগাল চন্দ্র সাহা তাঁর পেশার উপস্থাপন করে বলেন যে, বিশেষায়িত নদী মাতৃক জেলা। এখানে নদ-নদী সহ অসংখ্য শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তিনি বিশেষায়িত জেলার নদ-নদীর সামগ্রিক চিত্র পাওয়ার পরেই প্রকৌশলীদের মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, জেলার পূর্ব সীমানার মেঘনা, পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে মেঘনা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কংস, মগরা নদী এবং রয়েছে এদের অসংখ্য শাখা সংযুক্ত নদী ও খাল। নদীগুলো দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে অধিকাংশ শাখা-প্রশাখা তৈরির নিকট মিলেছে এবং তৈরির সৃষ্টি হয়েছে একটি ফানেল সদৃশ আকৃতি [Funnel shape], যার এক দিকে মেঘনা ও অপর দিকে ব্রহ্মপুত্র আর ভালপালা হিসাবে অন্যান্য নদী ও খালগুলোর অবস্থান। বিশেষায়িত জেলায় ছোট-বড় মোট ৩৩টি নদ-নদী রয়েছে। নদীসমূহের মধ্যে ১টি নদীর তীরে ১৪টি ছোট/বড় বাজার রয়েছে এবং ১২টি নদীতে নাব্যতা নেই।

নদ-নদী দক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, নদী তীরে অবৈধ স্থাপনার মাধ্যমে দক্ষা, অবৈধ ছোট-বাজার গড়ে উঠার কারণ দক্ষা, প্রকাবশালী ও ভূমিদস্যু কর্তৃক দক্ষা, অবৈধভাবে মাছ চাষের মাধ্যমে দক্ষা, নদীতে স্থায়ী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে মাছ ধরার মাধ্যমে দক্ষা এবং অবৈধভাবে বাসি উত্তোলন।

নদ-নদীর দূষণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, জনসচেতনতার অভাব, শিল্প ও কৃষি বর্জ্য নিক্ষেপ, ইঞ্জিনচালিত নৌযানের তেল, মাল্টিরিজিট কীটনাশক ব্যবহার, পৌরসভা কর্তৃক শোধনহীন গৃহস্থালির বর্জ্য এবং নদীতে কাঁচা পয়ানিক্ষেপন।

নদ-নদীর ভরাট সম্পর্কে তিনি বলেন যে, প্রাকৃতিকভাবে নদীর তলদেশে বাসি/পানি জমে ভরাট, নদী ডাঙরের ফলে ভরাট, নদীর জেবে গুঁড়া জমি অবৈধভাবে দক্ষা করে চাবানান, কৃষি জমি সম্প্রসারণ দরুন ভরাট, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যেমন বাধ/সেতু/কালভার্ট/সুইচগেট নির্মাণের দরুন ভরাট, ত্রুটিপূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য এবং দীর্ঘদিন ধরে কচুরিশানা জমে ভরাট।

নদ-নদী রক্ষার্থে জেলা প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, সিএস নকশা ও খতিয়ান অনুযায়ী নদী প্রেসি রেকর্ড হালকরণের নির্দেশনা প্রদান, নদীর অবৈধ দক্ষা উচ্ছেদ এবং উচ্ছেদ কার্যক্রম যেসবান মাঝে নির্দেশনা প্রদান, জনসচেতনতা জন্ম সার্বিনবোর্ড টানানো, গুরুত্বপূর্ণ ১৫টি নদী ধরনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ এবং নদী রক্ষার্থে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ।

নদ-নদী রক্ষার্থে করণীয়/সুপারিশ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, অবৈধ দক্ষাদার উচ্ছেদ করতে হবে, সিএস রেকর্ড অনুযায়ী নদীর সীমানা চিহ্নিত করে নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে, দিয়ারা জরিপ প্রয়োজন, কচুরিশানা অপসারণ করতে হবে, নব্যতা কিরিয়ে আনতে জরিপ করতে হবে, দক্ষা/দূষণ রোধে নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে, নদী থেকে অবৈধে বাসি উত্তোলন বন্ধ করতে হবে, নদীর তীরে দেশী এবং পরিবেশবান্ধব গাছ লাগাতে হবে।

করণীয়/সুপারিশ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, নদীর দূষিত পানিকে ব্যবহার উপযোগী করা, নদী দূষণরোধে জনসচেতনতা পাশাপাশি আইনের আওতায় আনা, মাছের প্রজননের জন্য অজরার তৈরি করা, নৌপথ উন্মুক্ত করতে হবে, প্রধান নদ-নদীর সাথে ছোট নদীর পানির প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য সার্ভে করে ব্যবস্থা নিতে হবে, মনিটরিং এর জন্য কালেক্টরেটে নদী বিষয়ক শাখা/সেল গঠন করা যেতে পারে, নদী রক্ষার্থে সকল বিভাগ সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করতে হবে, নদ-নদীর নাব্যতা কিরিয়ে আনতে সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।

শৌহসভার বর্গ নদীতে নিক্ষেপ নিষেধ করা হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি আরও বলেন যে, নদীর প্রতি যারা/সরদ সৃষ্টি করার জন্য নদীর দান, আরতন, সম্বলিত সাইন বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। যদিও এটি এত জল্য কালেক্টর নদী বিষয়ে খাখ/সেল ঠঠন করার আবহান জানান। নদী বাটলে সেল বাটবে। একথা বলে তিনি বলব্য শেষ করেন।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মো: শকিবুল ইসলাম ফরমতে একটি ভিডিও প্রদর্শন করে অত্র এলাকার নদ-নদীর সঠিক প্রতিবেদন তুলে ধরেন এরপর তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার নদ-নদীর বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন। কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রবহমান প্রবান ছয়টি নদী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ১। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র; ২। নরসুন্দা; ৩। সিংগুরা; ৪। ধনু; ৫। সোড়গুড়া; ৬। কালদী নদী কিশোরগঞ্জ জেলার প্রবহমান অন্যান্য ছোট নদী সনু সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ১। ধলেশ্বরী; ২। ঢাকী চরিয়াম; ৩। বিনুকা; ৪। হাটুঘিয়া; ৫। পোপড়া; ৬। ফরতারা; ৭। আক্তিরাম; ৮। ফুড়িয়াই; ৯। সূতী; ১০। অপিয়ুখা; ১১। নদী; ১২। সমারচর ফরা; ১৩। জল কইরাইল; ১৪। বেতাগা; ১৫। বেতাই ধামিনী; ১৬। উছান ধনু; ১৭। কালী; ১৮। ছুবি নদী; ১৯। সোয়াহিছান; ২০। করগাঁও; ২১। রোদা; ২২। মশরা; ২৩। চিনাই; ২৪। দামিহা; ২৫। বর্গি; ২৬। বেতাই; ২৭। চমতালজাঙ্গা নদী।

তিনি আরো বলেন যে, নরসুন্দা নদীটি বর্তমানে প্রায় মুক্ত। তিনি নদী রক্ষায় সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আবহান জানান।

জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আনোয়ার হোসেন বাচ্চু বলেন যে, এই শহরের ব্যাপক জলাবহতা রয়েছে। নরসুন্দা নদীর টোহলি কিরিয়ে আনার দাবি জানান। তিনি চলমান প্রকল্পের ব্যাপক সুনীতি রয়েছে বলে অভিযোগ করেন। এই বিষয়ে তিনি উপস্থিত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বাণার সদস্য বিশকিহ কোথ বলেন যে, হাওর উন্নয়ন বোর্ড নরসুন্দা নদী নিয়ে কি কাজ করছে সে সম্পর্কে জনগণ ছাত মন্ত্র। তিনি ১৮ কোটি টাকার নদী খনন প্রকল্পের কাজ দৃশ্যমান নয় এবং এর ড্রাক তয়ে নির্মাণ বর্ধাব্য হরনি। নদী খনন করে নদীতেই গুদাকত্রে নির্মাণ করা হয়েছে, যা কাম্য নয়। বর্তমানে নরসুন্দা নদী খালে পরিশত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের সাথে সংযোগ খাল খনন করে নরসুন্দা নদীর পানিপ্রবাহ পাওয়া যাবে বলে তিনি জানান। নরসুন্দা নদীর তীরে যে সব অবৈধ দখল রয়েছে তাদের উচ্ছেদ করতে হবে। আড়িয়ালা খা নদীতে বাধ সেগুয়ার কারণে পানি প্রবাহ ক্রাস পেয়েছে। বাসু উত্তোলন করে ব্রহ্মপুত্র নদীতেই ফেলা হচ্ছে। সিংস পর্গ অনুসারে ব্রহ্মপুত্র নদী অনেক বড় ছিলো। বর্তমানে নদীটি অনেক ক্রাস পেয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধি গেলে নরসুন্দা নদীতে প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে।

ফার সভাপতি জনাব আলম সরোয়ার টুট বলেন যে, শহরে অত্র জাহাণায় পর পর অনেকগুলো ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে উপস্থিত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এর পাশে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের আবহান জানান। তিনি নরসুন্দা নদীর আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবি জানান।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [ব্রাহ্মণ] বলেন যে, পাকুপিরা নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদ করতে গেলে মামলার কারণে করা যায় নি। বর্তমানে আদালত কর্তৃক স্থগিত নিবেদাছা রয়েছে। ফলে উচ্ছেদ করা যাচ্ছে না।

বিজ্ঞ জিপি বিজয়নগরর হায় বলেন যে, নদীর দখল দূষণের বিষয়টি অত্রও আপেই আলোচনা করা উচিত ছিল। সিংস বেকর্ড অনেক পুরনো। বর্তমানে আরএস বেকর্ড সংশোধন না করে উচ্ছেদ করতে গেলে সংশ্লিষ্ট আদালতে যাবেন। এতে করে হাইকোর্ট নিবেদাছা দিতে পারেন। ফলে উচ্ছেদ কার্য করা যাবে না। সিংস অনুসারে কখনও নোটিশ করা যাবে না। এতে আইনের কাটিশতা বাড়বে। শ্যাক সার্ভেতে প্রায় ৫০০০ মামলা রয়েছে। অথচ আমাদের বকেয়া প্রায় ১ কোটি টাকা আদ্যও পেলাম না।

আড়াইল উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার শুবুল শাহর বলেন যে, নদ-নদী রক্ষার আন্তরিকতা থাকলে নদী রক্ষা করা সম্ভব। স্ব অনস্থান থেকে আন্তরিকভাবে কাজ করলে সরকারি স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব।

জেলা ট্রাবের সভাপতি জনাব মোছমা কামাল বলেন যে, নদীর দূষণ রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এখনকার নদ-নদীর দাব্যতা অনেক ক্রাস পেয়েছে। ফলে জেজিং এর উপোগ্য নেয়া হয়েছে। নরসুন্দা নদীর সীমানা নির্ধারণে সুনীতির অভিযোগ রয়েছে। শুধু খনন নয় সীমানা নির্ধারণের সুনীতি হয়েছে বলে জনগণের অভিযোগ রয়েছে। স্বতনিনা এলাকার বাধ সেগুয়া হয়েছে। এই বাধ অপসারণ করতে হবে। এতে নরসুন্দার প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। ব্রহ্মপুত্র সঠিকভাবে জেজিং করা হলে নরসুন্দার পানির প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। নদ নদী খাল খনন নকরলে কু-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ ক্রাস পাবে।

ইটনা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মশিউর রহমান খান বলেন যে, আগ্রহ বন্যার কারণে ব্যাপক ফসল হানি ঘটে। এ বছর যে পরিমাণ পানি পাওয়ার কথা সে পরিমাণ পানি পাওয়া যায় নি। তিনি আরো জানান যে, তিনিই নদী খননের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সিনাই নদীতে প্রায় ২ কিঃমিঃ এলাকার কাটা বালু অপসারণ করা হয়েছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন থেকে যাচাই এলাকার মনিটরিং টিম পাঠানোর আহ্বান জানান।

বাগিচাপুর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন যে, বালু উত্তোলনে বাধা দিলে বালু উত্তোলনকারীরা সীমানা অতিক্রম করে অন্য উপজেলার চলে যায় [সরাইল উপজেলা] ফলে আমরা তাদের আইনের আওতায় আনতে পারি না। এ বিষয়ে তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন যে, ড্রেজিং সফল বিক্রি করা যেতে পারে।

বাগার সদস্য বলেন যে, নরসুপ নদীর খনন কাজে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ভৈরব পৌরসভার মেয়র জনাব স্বধরলা আলম আকাস বলেন যে, নরসুদ এবং পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী কিলুঙ/মৃত। সেনাবাহিনী কর্তৃক ড্রেজিং এর কোন সুফল পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন যে, নদীতে জেগে গঠা চর ড্রেজিং করে সেই মাটি ঘাগা নদীর তটন রোধ করা যেতে পারে। অপরিষ্কৃত ব্রিজ নির্মাণ করার নদী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

স্বার্থকমিক সদস্য বলেন যে, নদী সংক্রান্ত বিষয়ে জনসচেতনতা/জনসংযোগ বৃদ্ধি করতে জেলা পর্যায়ের এই সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। নরসুদ নদীর খনন প্রকল্পের দুর্নীতির দায়ে জড়িতদের অবশ্যই বিচারের আওতায় আনা হবে। সন্যাসী চরের নিকট খনন করলে ব্রহ্মপুত্র নদীতে মাছ/প্রাণী বৃদ্ধি পাবে। অন্য এলাকার ৩৩টি মদ নদীর দখল দুখ বিবরে পরিষ্কার প্রকল্পের আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, নদ নদীর দখলদারদের বিরুদ্ধে জিমিনাল মামলা করতে হবে। প্রেসক্রিপশনের সভাপতির নিকট নদী সংক্রান্ত দুর্নীতির বিষয়ে পত্রিকা কাটিং দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি পরিবেশ অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দুখের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান। অপরিষ্কৃত ব্রিজ নির্মাণ না করার আহ্বান জানান। কোন রাজ্য যাতে নদী খননের প্রবাহ/মাছ/মাছ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সমস্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে কাজ করতে হবে। ইউনিয়ন ভূমি সংরক্ষণ/অননুগেদের নিয়মিত নদী পরিদর্শনের আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন যে, কোন বর্জ্য/আবর্জনা কোনোক্রমে নদীতে নিক্ষেপ/নিষ্কাশন করা যাবে না। বিজ্ঞানভাবে নদী খনন না করে সমন্বিতভাবে নদী খনন করতে বলেন। নদীর জমি বন্দোবস্তযোগ্য নয়। তিনি ইকোনমিক জোন/সংরক্ষণের জন্য নদীর জায়গা প্রস্তাব না দেওয়ার আহ্বান জানান।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজেশ্বা বলেন যে, জুনি অফিসে লোকবলের সংকট রয়েছে। সার্ভেয়ার কানুনগো নিয়োগ/পদায়ন এর বিবরে তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সেমিনারে আলোচনাকালে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও ছবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদী কমিশনের সুপারিশে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন এ এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের যে সকল সমস্যার কথা এখানে কথা হয়েছে তা কম-বেশি দেশের সামগ্রিক চিত্র। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান যে এ সমস্যাকে হ্রাস দিয়ে রাখার জন্য। তিনি আরও বলেন যে ইংরেজরা ভারতবর্ষ প্রায় ১৯০ বছর শাসন করেছে। তখন প্রায় ৫০ কোটি লোক ছিল। এই ৫০ কোটি লোক ছিল এদেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করতে প্রায় ১৯০ বছর লেগেছে। অন্যবাদ জানান জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁর সখ, বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্ব মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল মাত্র ২০ বছরে। আমরা সবাই এ দেশের স্বাধীন নাগরিক। আমরা যখন দুর্নীতির কথা শুনি তখন আমরা লজ্জায় অবনত হয়ে যাই। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার শিখতে হবে। সভাটা নির্ধারণ মাধ্যমে তিনি কাজ করার আহ্বান জানান। ইভেন্টমাথে যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সেই প্রকল্পগুলো পুনরাবহ যাচাই-বাছাই করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড , এঞ্জিনিয়ারিং, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নদী সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নদী কমিশনের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। Natural Reservoir তৈরির জন্য খাল, হাওর খনন করতে হবে। তিনি নদীর ব্যবহৃত নাট করে কোন ব্রিজ, কালভার্ট না করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, জলগণ এখন অনেক সচেতন। তিনি জেলা প্রশাসককে নদীর অবনয় দখলদারদের বিরুদ্ধে দ্রুত উচ্ছেদ কার্য চালানোর আহ্বান জানান।

চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক (বর্তমান ও আগামীরা) জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কলেজের বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক ও রাষ্ট্রীয় স্বত্বক। তিনিই [কলেজীয় বাহাদুর] নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা জড়ক সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া যায় না তা স্বাধীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে

দলিল করলেও তা SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষয়ভাবলে স্বাভাবিক কালেক্টর বাহাদুর ও চোরায়মান, ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক অতীতের প্রমাণে ভিত্তিক [Evidence on incorrectness] ব্যক্তি করার সুপার্ট আইন নির্যাস। জনপদের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Basement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার পবিত্র দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাসরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সর্বশ্রেষ্ঠ জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। সেই-পথে সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আদ্যাদেশকে সম্বলিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বঙ্গর এলাকার বিআইডব্লিউটিএ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে যাঠ পর্বত্রে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সক্ষম প্রকায় সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গায় দায়িত্ব বিমোচন কর্তৃকটির আওতায় নির্মিত আব্রশ্রণ/আদর্শ গ্রাম/ওজ্জ্বায় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনার অশ্রুত খল অস্মিতে ছানাত্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোনো প্রকার আক্রমণ বা ওজ্জ্বায় প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও কোরশোর এলাকার বাছবান্দ্যোগ্য 'নর' মর্মে তিনি অর্ন্ত বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

নদীর সিক্তি ও পয়ত্তির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চোরায়মান বলেন যে, ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাপত্ব আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্তাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকদের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে বেখালে ছিল আক্রমণ ম্যাপেও এর কোনো ব্যক্তিক্রম স্বায় আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অস্মিত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও কোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আক্রমণ ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যক্তিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে। সিএস পর্টা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাস্তার পক্ষে [‘জেলা কালেক্টর’ পদের বিপরীতে ১ নং খতিয়ানভুক্ত আছে] এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড করার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বাচাই-বাহাইপূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষয়ভাবান। এক্ষেত্রে মাধ্যম্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ ফুন, ২০০৯ খোবিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদায়কে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারতে যে ক্ষমতা নেয়া আছে তার স্বার্থ প্রয়োণের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকাদার প্রকল্পভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চোরায়মান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bona fide mistake পথে সহজেই সত্শোধনী/ওছ করে নেয়া যায়, যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের অস্মিততা গ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান হুঁজে পাত্তা যাবে বিত্তির দত্তর/সহজ্ঞা প্রসজ্জিইতি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিবর্তিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ ছয়কির সম্পূর্ণ হয়ে পড়েছে বলে চোরায়মান মহোদয় অস্মিত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না মর্মে সন্তোষ উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে হাধ্যাধ সসীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাছবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার নাব্যতা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও হুইল পেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী বিলুপ্ত পথে ছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তার বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মুজ্জ্বায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। খুলনার তেরখাদার ভূজিয়ার বিলের ছলাবদ্ধতার কারণ ও একইরূপ বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-বনগোনা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রান্তের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনাসম্মত। ভবিষ্যতে বিভিন্ন অরণালয়/দপ্তর/সহজ্ঞা কর্তৃক নদী সর্পিত্তির বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করা হবে মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সর্পিত্তির যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ার জাতীয় নদী

রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো যুগ্মে আইনের স্বার্থ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। ডায়েকই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে স্থানীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের zero tolerance নীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উল্লয়নের নামে নদীর জারণ অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ খণ্ড আর্ডিন্যান্স রায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গল মাথ অনুযায়ী নদ-নদী নীসাদা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CEGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উন্নতরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে। Transboundary Interlink/ Uperlink বর্ধিত ভৌগোলিক বিভাজনের কারণেই পানির কর্ম্য গ্রহণে গাওয়ার যাবে না-এটা ধরেই আমাদের নদী খননের পরিকল্পনা করতে হবে। আমন্ত্রণ বন্ডার সময় যে পানি পাই তা Bay of Bengal-এ সেমে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে এবং বৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদেরকে Delta plan এর মধ্যে নদীর/পানির সমস্যার অনেক সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পরীক্ষা আলোচনা ও অনুমোদন নিতে হবে। বিহীনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। Basin/Catchment বিবেচনায় নদী সংক্রান্ত সুস্থ ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে। চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে নদী হতে সফল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ধার কার্যে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসকে উদ্ধার কাজ শুরু করার আহ্বান জানান। নদীর জারণা জবরদখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি সূচনাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে যৌক্তিক মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/পৌর নদীর উল্লয়নে অর্থাৎ কোনো সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান বলেন যে, নদী বিষয়ে পূর্বে আমাদের তেমন কোন সচেতনতা ছিল না। নদী কমিশন গঠিত হওয়ার পর আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ব্রেকড সয়েল এর মাটির ব্যবস্থাপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সুসম্পন্ন করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, নদীর ক্ষেত্রে কোন ক্রমে আরএস করা যাবে না। নদীর ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক নিয়ন্ত্রণা জরিপ করবে। অবৈধ দখলদারকে নোটিশ না দিয়েই অকিলে উচ্ছেদ করতে হবে।

চেয়ারম্যান আরও বলেন যে, নদীর জমি বন্দোবস্ত যোগ্য নয়। চেয়ারম্যান বলেন, প্রচারণা চলতে হবে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরকে বর্জ্য/ব্যবস্থাপনা কার্যকর তুমিক রাখতে হবে। প্রত্যেক টিহি ছ্যানেলে নদী বিষয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে। পুকুরকে ধনন করতে হবে। পুকুরকে ভরাট করা যাবে না। নদীর প্রৈণি পরিবর্তন করা যাবে না।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান নরসুন্দা নদী বনন কাজের দুর্নীতির বিষয়ে বলেন যে, প্রয়োজনে নদী কমিশন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুর্নীতি দমনে মামলা করবে এবং অন্য এলাকায় পঞ্চজন্যীর অনুষ্ঠান করা হবে এবং নদী সংক্রান্ত সকল মামলা নিশ্চিত্তে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সহায়ক তুমিকা পালন করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান পাঞ্চবর্জী উপজেলার সাথে সন্ধানের মাধ্যমে বাসু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

ইটিভাটা আইনকে যুগোপযোগী করার আহ্বান জানান। পরিবেশ অধিদপ্তরকে ছাড়পত্র দেওয়ার আগে স্বাধিক তদন্ত করার কথা বলেন। কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার না করার নির্দেশনা দেন। টপ সয়েল এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। টপ সয়েল কাটা বন্ধ করার আহ্বান জানান।

সরকার/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন সঞ্চালকের উদ্যোগে অকিলে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রবৃদ্ধি অকিলে দেশে আনতে হবে। কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [ভরল কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিসারণ/নিষ্ক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অকিলে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিসারণ/ নিষ্ক্ষেপ/নিসারণ কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপবৃক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থায়ী লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান [সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] যাতে আকর্ষণ

উপর্যুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেদিকে বেয়াস রেখে কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 312 প্রযুক্তি স্থানান্তরপূর্বক কার্যকর এপিএস নিয়ে পরীক্ষিতভাবে সক্ষমতা, সক্ষমতা ও রোগ্য করে তুলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ গাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সচিব/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এক পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট এজিকিউটনের বিরুদ্ধে কমিশন যামলা করবেন। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সজ্ঞতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, সঙ্গতিমূলক ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন মহলা-আবর্তনা কিভাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারণার আহ্বান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়। তিনি আরও বলেন খন্দনকৃত মাটি ব্যবস্থাপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে করতে হবে। পরিশেষে জেলা প্রশাসক, বিশেষায়িত সেক্টরকে ধ্যেবাদ জানিয়ে সেমিনার শেষ করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	যন্ত্রায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	[ক] বঙ্গবন্দু নদী অধিকাংশের স্থান দখল, দূষণ আক্রমণ হয়ে পড়েছে। নদীর তীর ভূমিতে যে সকল অবৈধ স্থাপনা নির্মিত হয়েছে অকিমে সেই সব অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। [খ] সিএস পর্চা ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] অনুসরণ ও প্রয়োগ পূর্বক] এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং ডিট সিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া আদালতে পক্ষান্তর হয়ে আইনি লড়াই যার্ক ও সক্ষমভাবে করতে হবে। অবৈধ দখল থেকে নদীকে রক্ষা করতে CrPC এর ১৫৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, বিশেষায়িত। ২। পুলিশ সুপার, বিশেষায়িত। ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিশেষায়িত সদর, বিশেষায়িত। ৪। সহকারী কমিশনার (ভূমি), বিশেষায়িত সদর, বিশেষায়িত।
০২।	হাওর অঞ্চলে নদ-নদী, খাল, কিল এর উপর জরিপ পরিচালনা করা আবশ্যিক। হাওড় অঞ্চলাধীন নদ-নদী ও খালের প্রকৃত সংখ্যা, বর্তমান অবস্থা ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকা প্রয়োজন। হাওর ভিত্তিক তথ্য তালিকা গড়ে তোলার জন্য CBGIS, বাংলাদেশ হাওর ও কলাশয় উন্নয়ন অধিদপ্তর কে সুপারিশর হলো।	১। জেলা প্রশাসক, বিশেষায়িত। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিশেষায়িত। ৩। উপপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও কলাশয় উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিশেষায়িত সদর, বিশেষায়িত। ৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি), বিশেষায়িত সদর, বিশেষায়িত।
০৩।	নদী সিকিউরিটি বা পরিষ্কার কারণে যথাক্রমে জমির ডাঙন কিংবা দখল হলে ১৯৫০ সনের প্রচাষত্ম আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান স্বত্বস্বায়ত্বার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির স্থাননাগাদ RoR প্রকৃত করবেন/করাবেন এক সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারক্রম [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা হলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এক এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়ানুগ ও সমরামিত্ত আবশ্যিক/যথাযথ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, বিশেষায়িত ৩। পুলিশ সুপার, বিশেষায়িত ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] বিশেষায়িত ৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি), [সকল] বিশেষায়িত

	HS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পঠার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিতর্কিত/তুল-ত্রাস্তি সরেকজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/ আইনের ব্যত্যয় গ্রেব করতে পারেন।	
০৪।	নদীর জায়গার বা নদীর তীরে বে-সম্মত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জলগণ, রটে তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সরেকশ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নকিল হিসেবে পণ্য করে অবিলম্বে কোনোরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সম্মু সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, কিশোরগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা] কিশোরগঞ্জ ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা]কিশোরগঞ্জ
০৫।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক)সহ ১৪৭-১৫১ ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি তুলনামে শিল্প মালিকানার রেকর্ডভুক্ত হলে অ কালেক্টর বাহ্যসুর অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মালিকানি/পঠা/ সিএস ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেকজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড স্থাপনাপাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/অপিল এর মাধ্যমে হাইকোর্ট পক্ষে রেকর্ড স্থাপনাপাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯(৪) ধারায় বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্ডে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সম্বন্ধেই সংশোধনি/তদ্ব করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১,০০,০০০০,০৪১.৬৭.০৩১,১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অগ্রগণ্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান বুঝে পাওয়া যাবে।	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ৫। পুলিশ সুপার, কিশোরগঞ্জ ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা] কিশোরগঞ্জ ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা] কিশোরগঞ্জ
০৬।	িকা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলাচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস মাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের মদ-নদীসমূহের সীমানা কালকিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সমন্বায়িত কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দক্ষাদারদের কবল থেকে কালকিলম্ব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনসূায়ী মৌজা ম্যাপ/নিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরকারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ৫। পুলিশ সুপার, কিশোরগঞ্জ ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা] কিশোরগঞ্জ ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা] কিশোরগঞ্জ

	<p>শেলে কার্যদির সমন্বয়ের ও সযোজিতায় পাঠে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোনো অসুস্থ্যত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ করা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উন্নয়নের কাজকে বিলম্ব করা বাবে না। মহাপরিচালক, জমি ত্রেবর্ত ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ অবিশেষে নিশ্চিত করবেন। এই নিষায় জরিপের মাধ্যমে এক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর নাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও স্বাক্ষরিতিক পুনর্প্য়াক্ষর করে ম্যারামূল সীমানা/নদীর বড় এক দার্ঘ নির্ধারণ করবেন।</p>	
০৭।	<p>বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর কোরশোরে যে সমস্ত নিচ/সাব নিচ এবং অনাপত্তি পত্র ও নাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর কোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।</p>	<p>১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কিশোরগঞ্জ ৫। সহকারী কমিশনার (জমি), [সকল] কিশোরগঞ্জ</p>
০৮।	<p>ক। হাওর অঞ্চলের নদী, খাল তুলো কমতয়ে জরুরি হতে যাচ্ছে, মল নদীগুলোর দূষণ বিবেচনা করে খননের ব্যবস্থা করা অতি জরুরি। খ। ভূগর্ভস্থ পানির চাপ কমানোর জন্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর খনন করতে হবে। খাল খননে কর্মসম্পন্ন সৃষ্টির সার্বে স্থানীয় জনসাধারণদের সম্পৃক্ততার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অস্বাভিকার জিজ্ঞাসিত খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে প্রসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে দূরত্ব সঠিক নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে চুল/কলেক্টর/মসজিদ/মন্দিরসহ অন্যান্য জায়গায় উন্নয়নের জন্য খননকৃত মাটি ব্যবহার করা যেতে পারে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি ব্যবস্থাপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সুস্পন্ন করতে হবে।</p>	<p>১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কিশোরগঞ্জ ৪। উপপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও অশাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ। ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কিশোরগঞ্জ ৬। সহকারী কমিশনার (জমি), [সকল] কিশোরগঞ্জ</p>
০৯।	<p>জেলার মধ্যে পড়িবো কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত অনেক জমি অব্যবহৃত রয়েছে হাওয়াং ব্যবহার না করার ফলে জমিগুলো বে-দখল হয়ে যাচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবহৃত অতিরিক্ত জমি প্রয়োজনে রিজিউম করা যেতে পারে। একেটাও কৃষি জমির টপ সফল বিক্রি বন্ধ করতে হবে।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কিশোরগঞ্জ ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ ৪। সহকারী কমিশনার (জমি), কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ</p>
১০।	<p>উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় জরুরি করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় জরুরি করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ২। পুলিশ সুপার, কিশোরগঞ্জ ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কিশোরগঞ্জ</p>
১১।	<p>ক। সরস্বতী নদীতে বিদ্যমান কচুরিশানা এক নদীর সীমানা নির্ধারণ করা জরুরি। খ। Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন</p>

	<p>তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পূর্বে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিজ্ঞপ্তি নদী রক্ষা কমিশনের নিয়মিত সভার আনোচনক্রমে/পৃথীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থানীয় সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষণার্থে ও স্থানীয় অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।</p>	<p>বোর্ড, কিশোরগঞ্জ ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কিশোরগঞ্জ ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কিশোরগঞ্জ</p>
১২।	<p>নদীর বিভিন্ন অংশে অপরিকল্পিত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর মাঝে মাঝে কালের হলে না-দাঁড়ার এবং ব্রিজের ছত্র সৈর্য হেতু নদীর দু'পাড়ের জন্য হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া এবং নদী দখলের কারণে সৃষ্টি না হয়।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কিশোরগঞ্জ ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কিশোরগঞ্জ ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কিশোরগঞ্জ ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কিশোরগঞ্জ</p>
১৩।	<p>নদীর তীরে বা নদীর ছায়পায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ/আনন্দমায়/স্বাস্থ্য বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রাধিকার বিবেচনায় তা বাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], কিশোরগঞ্জ ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল], কিশোরগঞ্জ</p>
১৪।	<p>[ক] জেলাধীন যে সকল নদী সংক্রান্ত অবৈধ দখলের উপর হাইকোর্টের Stay Order রয়েছে তার ডালিকা নদী কমিশনে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। [খ] জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান কোর্টে নদী সংশ্লিষ্ট বিলম্বমান মামলাগুলি আইনি মোকাবিলা করে সড়ক নিষ্কৃতি করতে হবে। বিদ্যমান মামলার ডালিকা প্রকল্প, পিপি/জিপি নিয়োগ এবং এস,এক [Statement of Facts] যথাযথভাবে তৈরি করে মামলাগুলি মোকাবিলা করতে হবে।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], কিশোরগঞ্জ ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল], কিশোরগঞ্জ</p>
১৫।	<p>[খ] নদীর তীরে স্থাপিত ইন্টারভালসমূহ সম্পর্কে বিচ্ছিন্নত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইন্টারভাল ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মাফা দাখল করবে। প্রয়োজনে হান্ড লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে নিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।</p>	<p>১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, কিশোরগঞ্জ ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], কিশোরগঞ্জ ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল], কিশোরগঞ্জ</p>
১৬।	<p>অনুমোদনবিহীন বাসু চর হতে বাসু উত্তোলন করা বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের জটন ত্রুণানিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাসু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যিক হয়। সংশ্লিষ্ট</p>	<p>১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, কিশোরগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কিশোরগঞ্জ</p>

	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন একক প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বাস্তু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে আইন লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বাস্তু মফস ৩ মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা] কিশোরগঞ্জ
১৭।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। সকল উপজেলার উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় দিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিভিল সোলাইটিংর প্রতিনিধি, পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অধাধিকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের নদী রক্ষা কমিটিতে প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যিক।	১। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা] কিশোরগঞ্জ ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা], কিশোরগঞ্জ
১৮।	[ক] সকল শিল্প কারখানায় ইটিপি স্থাপন এবং ২৪ ঘণ্টা চালু রাখার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। [খ] নদীতে ময়লা-আবর্জনা ডাম্পিংকারীদের বিরুদ্ধে কৌশলগত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র জরিমানা ফরমেই চলবে না। আইনের উপবৃত্ত ও যুগসই প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-প্রধানসহ দায়ীদের বিরুদ্ধে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের সেন্সরশপ অবস্থা কিংবা শিবিলাজ নদী ও নদী সম্পদ, পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। [গ] কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য তিরল কিংবা কঠিন, নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিষ্কাশন/নিষ্কাশ/কেন্দ্রা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিষ্কাশন/নিষ্কাশ/নিষ্কাশন কার্যক্রমের যত্ন করবে। তারা উপবৃত্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থানীয় ল্যামসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [ঘ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ সূক্ষণকারী কিংবা কর্তৃকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈল্পিক প্রদর্শন কিংবা নিষিদ্ধতার জন্য সশ্রো/পরিষদ/ ব্যক্তি/সংস্কারীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে Compliance Report প্রদান করবে।	১। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ২। মেয়র পৌরসভা, কিশোরগঞ্জ ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ ৪। পুলিশ সুপার, কিশোরগঞ্জ ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা] কিশোরগঞ্জ ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা] কিশোরগঞ্জ
১৯।	১। কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলে মিঠামাইন, অইগ্রাম ও নিকলাতে হাওর এলাকায় সরকারি কর্মকর্তাদের নদী, খাল, বিল, হাওর পরিদর্শন ও যোগাযোগ করার জন্য Sea Truck/Rescue Boat থাকা আবশ্যিক। ২। হাওর অঞ্চলে বর্জ্যপাতের সংঘটনের সংখ্যা অনেক বেশি। বর্জ্যপাত জনিত সূঁচনা হতে রক্ষার জন্য হাওর অঞ্চল অধিক সংখ্যক স্তালপাহ রোপন করার পরামর্শ দেওয়া হলো। ৩। হাওর অঞ্চলে বর্ষাকালে বা বৃষ্টির সময় খান বা অন্যান্য পল মাড়াই করার কোন সুযোগ নেই। গ্রাম গ্রামে কমিউনিটি ডিক্রিক "কৃষি আদিন" তৈরি করা প্রয়োজন। এতে করে কৃষকেরা সহজে মসলা মাড়াই করতে পারবে। উপজেলা কৃষি অফিসার এন্যাপারে প্রকল্প প্রস্তুত পেশ করবেন।	১। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ২। মেয়র, কিশোরগঞ্জ, পৌরসভা ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা] কিশোরগঞ্জ ৫। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা] কিশোরগঞ্জ
২০।	জেলা পলসংযোগ অফিস, খিট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ

<p>রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বাস্তব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।</p>	<p>অবিদগ্বর/পলসায়োগ অবিদগ্বর ২। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ও সভাপতি জেলা নদী রক্ষা কমিটি ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, কিশোরগঞ্জ ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি), [সকল], কিশোরগঞ্জ</p>
---	--

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

তারিখ: ২৮ অক্টোবর ২০১৮

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১১৫(৪১)-

সময় অবসতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (স্বাক্ষরিত) তির্যক নমঃ:

- ০১। মহাপরিচালক সচিব, মহাপরিচালক বিজ্ঞপ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীন দপ্তর/অবিদগ্বরকে আইনের
ব্যবধানমূলক প্রমোদ স্থিতিত করণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গদেশ প্রদানের অনুরোধক্রমে।
- ০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৩। সচিব, নৌ-পরিবহন অঞ্চলসহ/ভূমি অঞ্চলসহ/পানি সম্পদ অঞ্চলসহ/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন অঞ্চলসহ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। কমিশনার, ঢাকা বিজ্ঞপ, ঢাকা।
- ০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা-১০০০।
- ০৬। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন অঞ্চলসহ (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সময় অবসতির জন্য)।
- ০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ত্রয়পুরা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
- ০৮। চেয়ারম্যান, জিআইসি/সিআইসি, মতিঝিল, ঢাকা।
- ০৯। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১০। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ।
- ১১। পুলিশ সুপার, কিশোরগঞ্জ।
- ১২। সেরস, পৌরসভা, কিশোরগঞ্জ।
- ১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/এল.জি.ইউ/সড়ক ও জনপথ, কিশোরগঞ্জ।
- ১৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], কিশোরগঞ্জ।
- ১৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি), [সকল], কিশোরগঞ্জ।
- ১৭। সার্বজনিক সম্পদ মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৮। অফিস কপি [সংরক্ষণার্থে]।

ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: গাঙ্গীপুরের টিলাই নদী, মোক্ষা খালের অবৈধ দখল, দূষণ সংশ্লিষ্ট পরিদর্শন এবং বাংলাদেশ নদী পরিচালকালয় দল কর্তৃক
দখল-দূষণে সংকটাপন্ন গাঙ্গীপুরের নদ-সদী পুনরুদ্ধারে করণীয় কার্যকর সেবিকায়ে প্রস্তাবনা।

তারিখ: ০২ জুন ২০১৮।। স্থান: গাঙ্গীপুর

পত্ন ২/৬/১৮ তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বজনিক
সম্পদ মো: অশোক কুমার বিশ্বাস গাঙ্গীপুর জেলা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার গাঙ্গীপুর সদর, নদী

পরিব্রাজক দলের সভাপতি ও স্থানীয় পরিবেশ কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে তারা টিলাই নদীর উপর নির্মিত DBL পল্লী, মার্কেস ব্রিজ, শশাংঘাটসহ টিলাই নদীর বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে নদী ও খালগুলোর দখল ও দূষণ চিত্র প্রত্যক্ষ করে তথ্যগোষ্ঠীকে তা অংশস্বত্ব/উচ্ছেদ করার জন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করেন। নদী ও খাল বিশেষ করে কোন ধরনের কর্তৃক ব্যক্তি/সংস্থা বা সংগঠন নিষ্কাশন/নিষ্কাশ না করে তার জোরালো নির্দেশনা প্রদান করেন।

পরিদর্শন শেষে বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল কর্তৃক 'দখল-দূষণে সংকটাপন্ন গাজীপুরের নদ-নদী রক্ষা করণীয়' শীর্ষক এক বিশেষ আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন। গাজীপুর নগর ডবল সেশন কক্ষে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় সাধারণ সম্পাদক মীন মোহাম্মদ সেলিমের সভাপত্য বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় নদী কমিশনের সার্বজনিক সদস্য মো. আলাউদ্দিন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীর, গাজীপুর জেলা প্রশাসক ড. সেতুরান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর, পাসিকের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মুন্সির রহমান কাছল, ধলাদিয়া ডিম্বি কলেজের অধ্যক্ষ বোরহান-উল-কবীর, ভাষা শহীদ কলেজের অধ্যক্ষ মুকুল কুমার মল্লিক ও ডা. খোদকার শাহিদুল হক। নদ-নদী ও খালের বেহাল অবস্থা নিয়ে সচিব প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ আলী হোসেন, গাজীপুর জেলা শাখার সভাপতি মোহাম্মদ সোহেল রানা চৌধুরী।

নদী পরিব্রাজক দলের সহ সভাপতি মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন এবং নদ-নদী ও খালের বেহাল অবস্থা নিয়ে সচিব Documentary হতে জানা যায় যে স্থানীয় কৃষকেরা লবল খালের পানি দ্বারা কোন শস্য উৎপাদন করতে পারছেন। কলকারখানার রাসায়নিক মিশ্রিত বর্জ্য (ভরল/কঠিন বর্জ্য) নিষ্কাশন/নিষ্কাশ করার লবনাক্ত খাল ব্যাপক দূষণের শিকার। খালের দূষিত পানির কারণে কৃষি কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কৃষি পেশা চলমান রাখার জন্য উদ্ধৃত অবস্থা নিরসনের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

জেলা প্রশাসক, গাজীপুর বলেন যে সকল ষ্টেকহোল্ডারদের একত্রে কাজ করতে হবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, জরিপ অবিদগুর এবং জেলা প্রশাসন কর্তৃক বৌদ্ধভাবে নদীর সীমানা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। উচ্ছেদ কার্য পরিচালনার জন্য অর্থ ও লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়া হবে তিনি দ্রুত উচ্ছেদ করবেন বলে জানান।

সার্বজনিক সদস্য টিলাই নদী রক্ষার জন্য প্রথমে সীমানা নির্ধারণ, অবৈধ দখলদারদের তালিকা তৈরিকরণ, রাজনৈতিক অধীকার, জনসংগঠন সচেতনতা, প্রশাসনিক কার্যক্রম, বৌদ্ধভাবে নদী রক্ষার কর্তব্যিকরণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়, উচ্ছেদের জন্য বাজেটের ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি ফুলে করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে নদ-নদীর সমস্যা, নদ-নদী নিয়ে জনগণের চিন্তা-চেতনা সত্যিকারভাবে অবহিত হওয়ার জন্য দেশের সমস্ত বিভাগ, জেলা, উপজেলা সফর করে সভা, সেমিনার, র্যালিতে অংশগ্রহণ করে কর্তব্য আইনানুগ ও প্রশাসনিক দিকনির্দেশনা রেখেছেন। নির্বাচনী ইশতেহারে নদীর দখল, দূষণ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে জনপ্রতিনিধিদের অধীকার অন্তর্ভুক্ত করার আহবান জানান। তিনি DBL কর্তৃক টিলাই নদী দখল হওয়ায় ফোড প্রকাশ করেন।

তিনি নদী উদ্ধারের রাজনৈতিক নেতৃত্ববৃন্দের এগিয়ে আসার জোর আহবান জানান। তিনি জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে অধিবেশ উচ্ছেদ কার্য পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি এগি ল্যাভা-সের অবৈধ দখল উচ্ছেদের জোর তালিম দেন। জেজি করা হচ্ছে তবে মাটি কোথায় জেলা হবে তা পূর্বে নির্দিষ্ট করতে হবে। ঘারা নদী উদ্ধারে আইনের প্রয়োগে সঠিকভাবে কাজ করবে না তাদের বিরুদ্ধেও যাকলা হবে। তিনি বড়াল নদী উদ্ধারের সাক্ষ্যের কথা বলেন। এখন থেকে নদী সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন স্তরারিক করতে বলে তিনি জানান। সমীক্ষা ছাড়া কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না। তিনি সমীক্ষা করে প্রকল্প নেওয়ার আহবান জানান। বিভিন্ন প্রকল্প চলমান থাকলে সশ্রুটি এলাকার প্রকল্প তথ্য সঞ্চয়িত সহিববোর্ড প্রদর্শন বাস্তবায়নকৃত থাকতে হবে বলে তিনি জানান।

গাজীপুর জেলার নদ-নদীর দখল দূষণ পরিদর্শন এবং সেমিনার শেষে কমিশনের পক্ষ থেকে সিন্ডিক মুদ্রাঙ্কিত পেশ করা হলো:

ক্রমিক নং	কমিশনের সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১।	গাজীপুর জেলা টাউনের উপর দিয়ে প্রবাহিত টিলাই নদী দখল ও দূষণে সাক্ষ্যপ্রমাণে আনত। DMR. কারখানা কর্তৃক নদী দখল করা হয়েছে। নদীতে নির্বিচারে ময়লা/আবর্জনা ডাম্পিং করা হচ্ছে নগরবাসীর স্বাস্থ্য, চলাচল বিবেচনা করে জরুরি ভিত্তিতে নদীতে	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ২। সেরর গাজীপুর নিটি কর্পোরেশন ৩। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ৪। পুলিশ সুপার, গাজীপুর

	ডাংশিং বন্ধ করতে হবে। বাসাবাড়ির পর প্রশাসী, মনুষ্য বর্জ্য নিঃসরণও বন্ধ করতে হবে।	৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাজীপুর সদর
২।	মার্কাঙ্ক ব্রিজের ডাউনে নদী দখল করে সিটি কর্পোরেশন রাস্তা তৈরি করেছে। নদীর প্রবাহ বন্ধ করে বা নদী জরাজীর্ণ করে কোন রাস্তা তৈরি করা যাবে না। নদী জরাজীর্ণ জন্য যে বেড়া সেটা হয়েছে তা বন্ধ করার জন্য সুপারিশ করা হল।	১। জেলা প্রশাসক গাজীপুর ২। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৩। মেয়র গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর
৩।	সিলাই নদীতে সিটি কর্পোরেশনের সন্নিহিত বর্জ্য, তরল বর্জ্য এবং বাসাবাড়ির সেবারে পড়ছে। সিলাই নদীতে কোন ময়লা আবর্জনা ডাংশিং করা যাবে না। সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব স্থানে ময়লা-আবর্জনা স্বাস্থ্যসম্মত উন্নত, লক্ষসই ও ফুৎসই পদ্ধতিতে [3R Reduce, Reuse and Recycle] কেমবে/কংশ করবে।	১। জেলা প্রশাসক গাজীপুর, ২। মেয়র গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর ৩। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, গাজীপুর
৪।	ছান্দ ক্ষেত্র যে সিলাই নদীর উপর মুখে VERGO কারখানা স্বীকৃত নদীর পানি দূষিত করেছে। জরুরিভাবে নদীর উপর মুখ পরিদর্শন করে VERGO কর্তৃক সৃষ্টি দূষণ বন্ধ করতে হবে এবং এ কারখানার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগে দৃষ্টি বন্ধ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, গাজীপুর ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাজীপুর
৫।	২৩ কিমি দৈর্ঘ্য সিলাই নদীর উপর ৭ টি ঘাট স্থাপিত আছে। প্রতিজাত ঘাটেই দখল, দূষণ ও জরাজীর্ণ রয়েছে। সরঞ্জাম পরিদর্শন করে এ সকল প্রতিবন্ধকতা অবিলম্বে দূর করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে জানানো হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাজীপুর
৬।	গাজীপুর জেলাধীন ১৮টি নদী (ঘা-সবলং, তুরাগ, ব্রহ্মপুত্র, বীক, শীতলক্ষ্য, বালু, সিলাই) এর সীমানা চিহ্নিত করার কাজ অবিলম্বে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনে প্রদত্ত আদেশ অনুসরণ ও সকল বাস্তবায়নার্থে সিএল-এর ডিক্রিতে করতে হবে। দখল ও দূষণ প্রতিরোধে এখনই কর্তব্য বাস্তব উদ্যোগ নিতে হবে। অবৈধ দখলদার/বাতি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোম্পানী মামলা দায়েরসহ অপসারণে উচ্ছেদ অভিযান চলাতে হবে এবং এ কমিশনকে রাসিক/পাকিস মেয়াদে প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাজীপুর
৭।	স্বীকৃত নদীর শাখা নদী লবঙ্গ খালের উপর এক খালের মধ্যে সতাবিক অবৈধ শিল্প কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এই সকল কারখানার কেমিক্যাল বর্জ্য পানি নদীর পরিবেশ ও প্রতিবেশ চরমভাবে ধ্বংস করেছে। এই সকল শিল্প কারখানা লবঙ্গ নদী হতে উচ্ছেদ করতে হবে। খালের প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য কারখানার পরিশোধিত পানি খালে ছাড়তে হবে অথবা অন্য প্রত্যেক কারখানা RTP স্থাপন করতে হবে এবং তা সার্বক্ষণিকভাবে কার্যকরভাবে চালানো নিশ্চিত করলে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণসহ আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, গাজীপুর ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাজীপুর
৮।	Documentary হতে জানা গেছে যে স্থানীয় কৃষক লবঙ্গ খালের দূষিত পানি ছারা কোন শস্য উৎপাদন করতে পারছেন না। খালের দূষিত পানিতে ত্রাসাকার কৃষি কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কৃষি পেশা চলমান রাখার জন্য উচ্চতর অবস্থা নিরসনের উদ্যোগ নিতে হবে।	১। জেলা কৃষি অফিসার গাজীপুর, ২। শিল্প ও কারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক, গাজীপুর ৩। স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা, গাজীপুর
৯।	গাজীপুর শহরে যোদ্ধার খালের জলস্রাব পাড় পূর্বে চন্দনা-মাইগ্রান হয়ে সিলাই নদীতে পড়ছে। খালটি সর্বত্রই দখল দূষণের শিকার হচ্ছে। খালটি উদ্ধার ও মানব সৃষ্ট দূষণ হতে উদ্ধার করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, গাজীপুর ৩। পুলিশ সুপার, গাজীপুর

		৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাজীপুর
১০।	কপাসিরা-শ্রীপুর উপজেলায় প্রবাহিত সুরুলিয়া নদী দখল ও দুৰ্ঘণে জারাক্রম। গাজীপুর শহরেও মোগার খালের জঙ্গলপাড়, পূর্বে চান্দনা-মইরাম-চিশাই হয়ে বালু নদীতে পড়েছে। মোগার খালটি হায়দরাবাদ খালে যুক্ত হয়েছে। খালটি পুরোপুরিভাবে দখল হয়ে গেছে। খালটির অবৈধ দখল মুক্ত ও দুৰ্ঘণ প্রতিরোধ করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৩। মেয়র সিটি কর্পোরেশন গাজীপুর ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার গাজীপুর সদর
১১।	গাজীপুরের কপাসিরা-শ্রীপুর জেলার প্রবাহিত পারুলিয়ার নদী দখল ও দুৰ্ঘণে সংকটাপন্ন। নদীতে ভরাট, দখল, দুৰ্ঘণ চলছে। জরুরি ভিত্তিতে নদীটি উদ্ধার করতে হবে। তার জন্য সম্মিলিতভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আইনের উপযুক্ত ও সহ-সাহসী প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে জানাতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৩। উপজেলার নির্বাহী অফিসার, গাজীপুর সদর।
১২।	বালু নদী সোলিংকা হতে উৎপত্তি হতে ২০টি গ্রাম অতিক্রম করে বালু নদীতে পড়েছে। বালু নদীর গর্ভ ও নদীর তীরভূমি দখল করে স্বতন্ত্রিক হুজুরি গড়ে উঠেছে। একইসঙ্গে ব্যক্তি পর্যায়েও নদী বে-দখল হয়েছে/হচ্ছে। অবিলম্বে নদীর জমি উদ্ধারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আইনের কর্তার, নির্ভর, সাহসী প্রয়োগ নিশ্চিত করে এ স্বতন্ত্রিক নদ ও নদী সঙ্গম পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং নদী রক্ষা কমিশনকে জানাতে হবে। উল্লেখ্য যে নদীর জমি, তীরভূমি ও ফোরেশার SATA, ১৯৫০-এর ১৬ ও ১৭ ধারা মোতাবেক রাষ্ট্রের মালিকানাধীন সংরক্ষিত সম্পত্তি যা হস্তান্তরযোগ্য নয়। সরকারি পয়তালিকা বহির্ভূত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেও তার মালিকানা সরকারেরই রয়ে যাবে। নদীর জমি সৃষ্টি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা হবার কোনই আইনমত সুযোগ নেই।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা, গাজীপুর
১৩।	গাজীপুর জেলার সুরমা নদী দখল দুৰ্ঘণে জারাক্রম। ৬ টি কোম্পানি ও কারখানার বর্জ্য পদার্থ নদীটিকে প্রাস করছে। একইসঙ্গে দখলও হচ্ছে নদীর জায়গা। দ্রুত নদীর সীমানা চিহ্নিত করে সীমানা পিলার স্থাপন করতে হবে এবং অবৈধ স্থাপনা আইনের সাহসী প্রয়োগের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা, গাজীপুর
১৪।	অনুমাননির্ভর বালু চুর হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও যাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ডাঙন সুরক্ষিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিমুক্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যিক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই স্বীকৃতিশীল হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও যাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ৩। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল], গাজীপুর। ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি), [সকল], গাজীপুর।
১৫।	নদী সিক্কি বা পয়তালিকা করণে ঘর্ষণক্রমে জমির ডাঙন কিংবা লক্ক হলে ১৯৫০ সনের রিজালভু আইনের ১৬ ও ১৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির বাস্তবায়নার্থে ROR প্রেরণ করা/করা/কেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাছুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিষয় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ৩। পুলিশ সুপার, গাজীপুর

	আইন-আনুমে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে লঙ্ঘন করবেন, বা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব একে এ ক্ষমতা তিনি যে কোন সময় [at any Time] কার্যকর ধরোণে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়নুগ ও সমন্বিত আবশ্যিক/যথার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা JS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্টার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/খার্ব সংক্রান্ত বিচ্ছাদি/ভুল-ত্রুটি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের বাজায় রোধ করতে পারেন।	
১৬।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত স্থির প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকৃত প্রতিষ্ঠান/অবেধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিম্নমিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; একে অবেধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রুটি তথা সরকারের ট্রাষ্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ৩। পুলিশ সুপার, গাজীপুর
১৭।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [কসহ ১৪৭-১৫১] ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভূলাক্রমে স্থির মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাঙ্গ মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-খার্ব সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্চা/সিএস ও আরএস, ভুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/আপীল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারায় বিধান অনুযায়ী bonafide mistake ধণ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধনী/তুল করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্বয়ং-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অঙ্গগণ্য। এটি করা যলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান ক্রমে পাওয়া যাবে।	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর
১৮।	কি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কাপবিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সমন্বিত কার্যপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবেধ দক্ষল ও দক্ষলদারদের কল থেকে কাল কিলম্ব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর

	<p>করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি সন্ত্রাসাদয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাস্তরোতে প্রয়োজন্যকারী নৌজা ছাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সনস্করণে স্ববস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতার পার্শ্ব থাকবে। এক্ষেত্রে অধিকতর কোন অঙ্কন নাড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর প্রসি উদ্ধারের কাজকে কিলম করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের বিধিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ারা সক্রিয় অবিলম্বে নিশ্চিত করবেন। এই দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাস্তুদূর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরেশার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সক্ষম হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্সুচন করে স্যারাসুগ সীমানা/সীমার স্বস্থ এবং স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।</p>	
১৯।	<p>বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফোরেশোতে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও শাইসেল দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সে সাথে নদীর ফোরেশোতে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার ছাপনা উচ্ছেদের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।</p>	<p>১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর</p>
২০।	<p>নদীর তীরে স্থাপিত ইন্টেকটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সক্রম তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইন্টেকটাস ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর যামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রকৃত শাইসেল অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করত দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার স্ববস্থা নিতে হবে।</p>	<p>১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ৪। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, গাজীপুর</p>
২১।	<p>[ক] কোনক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য তিরল কিংবা কঠিন, নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিষ্ক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সময়সূচপূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিষ্ক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যক্রমে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য স্ববস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R] Reduce, Reuse and Recycle/ স্থানীয় সাপসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [খ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর স্ববস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈক্ষিক প্রশাসন কিংবা সিক্সিয়ারতা তথা সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠির বিষয়ে কর্তৃত্বভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবেন।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, গাজীপুর ৩। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৪। উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, গাজীপুর ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] গাজীপুর</p>

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০১৮

নং ১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫ (৬০) -৫১৯

অনুলিপি (সদস্য জন্মতারিখ ও কর্মসূচি):

- ১। পরিদর্শন সচিব, স্থায়ী পরিদর্শন বিভাগ, বাংলাদেশ পরিদর্শন দপ্তর।
- ২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও দপ্তর।
- ৩। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বাংলাদেশ পরিদর্শন দপ্তর।
- ৪। সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/চুম্বি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিদর্শন দপ্তর।
- ৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অফিস/আঞ্চলিক, ঢাকা।
- ৬। স্থানীয় সচিব, একমুখ সচিব, বাংলাদেশ পরিদর্শন দপ্তর।
- ৭। মেয়র, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।
- ৮। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর।
- ৯। পুলিশ সুপার, গাজীপুর।
- ১০। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) গাজীপুর।
- ১১। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১২। অফিস কপি (সংরক্ষণার্থে)।

ইক্বাকুল হক
পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: গাজীপুর জেলা পরিদর্শন প্রতিবেদন।

পত ২/৬/১৮ তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বক্ষণিক সদস্য মো: আলআউদ্দিন গাজীপুর জেলা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার গাজীপুর সদর, নদী পরিদ্রোহক দপ্তর সভাপতি ও স্থানীয় পরিবেশ কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে তারা চিলাই নদীর উপর নির্মিত DBL পয়েন্ট, মার্কাইস ব্রিজ, শশপঘাটসহ চিলাই নদীর বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে নদী ও খালগুলোর দখল ও দূষণ চিত্র প্রত্যক্ষ করে তাত্ক্ষণিকভাবে তা অপসারণ/উচ্ছেদ করার জন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করেন। নদী ও খাল বিশেষ যাত্রে কোন ধরনের বর্জ্য ব্যক্তি/সংস্থা বা সংগঠন নিঃসরণ/নিষ্ক্ষেপ না করে তার জোরালো নির্দেশনা প্রদান করেন।

পরিদর্শন শেষে বাংলাদেশ নদী পরিদ্রোহক সল কর্তৃক 'সকল-দূষণে সংকটাপন্ন গাজীপুরের নদ-নদী রক্ষায় কর্মসূচী' শীর্ষক এক বিশেষ আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন। গাজীপুর নগর সভন সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় সাধারণ সম্পাদক মীন মোহাম্মদ সেলিমের সম্মেলনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় নদী কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মো. আলআউদ্দিন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীর, গাজীপুর জেলা প্রশাসক ড. সেওয়ারান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর, গাসিকের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মুজিবুর রহমান কামল, ফলাদিয়া ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ বোরহান-উল-কবীর, ভাষা শহীদ কলেজের অধ্যক্ষ মুতুল কুমার সন্ত্রিক ও ডা. খোন্দকার শাহিদুল হক। নদ-নদী ও খালের বেহাল অবস্থা নিয়ে সচিব প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, মুখ্য সম্পাদক মোহাম্মদ আলী হোসেন, গাজীপুর জেলা শাখার সভাপতি মোহাম্মদ লোহেল রানা চৌধুরী।

নদী পরিদ্রোহক দপ্তর সহ সভাপতি মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন এর- নদ-নদী ও খালের বেহাল অবস্থা নিয়ে সচিব Documentary হতে জানা যায় যে স্থানীয় কৃষকেরা দলবেগে খালের পানি দ্বারা কোন শস্য উৎপাদন করতে পারছেন। কৃষকরা খালের হ্রাসজনিত মিশ্রিত বর্জ্য [তরল/কঠিন বর্জ্য] নিষ্ক্ষেপ/নিঃসরণ করায় শব্দময় খাল ব্যাপক দূষণের শিকার। খালের দূষিত পানির কারণে কৃষি কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কৃষি পেশা চলমান রাখার জন্য উল্লুত অবস্থা নিরসনের জন্য উপোষ্য নিতে হবে।

জেলা প্রশাসক, গাজীপুর বলেন যে সকল স্ট্রেকহোল্ডারদের একত্রে কাজ করতে হবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, জরিপ অধিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসন কর্তৃক বৌদ্ধভাবে নদীর সীমানা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। উচ্চের কার্য পরিচালনার জন্য অর্থ ও মন্ত্রিত্বিক সাপোর্ট দেয়া হচ্ছে তিনি প্রকৃত উচ্ছেদ করবেন বলে জানান।

সার্বক্ষণিক সদস্য টিলাই নদী রক্ষার জন্য প্রথমে সীমানা নির্ধারণ, অবৈধ দখলদারদের ডালিকা তৈরিকরণ, রাজনৈতিক অঙ্গীকার, জনসংঘের সচেতনতা, প্রশাসনিক কার্যক্রম, বৌদ্ধভাবে নদী রক্ষার কর্মপরিকল্পনা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়, উচ্ছেদের জন্য বাজেটের ব্যবস্থাকল্পন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি তুলে ধরেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে নদ-নদীর সফলতা, নদ-নদী নিয়ে জনসংঘের চিন্তা-চেতনা সমন্বয়ভাবে অবহিত হওয়ার জন্য দেশের সমস্ত বিভাগ, জেলা, উপজেলা সফর করে সভা, সেমিনার, র্যালিতে অংশগ্রহণ করে কার্যকর আইনানুগ ও প্রশাসনিক দিকনির্দেশনা রেখেছেন। নির্বাচনী ইশতেহারে নদীর দূষণ, দূষণ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে জনপ্রতিনিধিদের অঙ্গীকার অঙ্গীকৃত করার আহবান জানান। তিনি DBL কর্তৃক টিলাই নদী দূষণ হ্রাসের কোড প্রকাশ করেন।

তিনি নদী উদ্ধারের বাস্তবায়ন সেতুবৃন্দের এগিয়ে আসার জোর আহবান জানান। তিনি জেলা প্রশাসনের সেতুবৃন্দ অধিদপ্তর উচ্ছেদ কার্য পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি এসি [ল্যান্ড]-কে অক্টো দখল উচ্ছেদের জোর তালিম দেন। ড্রেজিং করা হচ্ছে তবে মাটি কোথায় ফেলা হবে তা পূর্বে নির্দিষ্ট করতে হবে। যারা নদী উদ্ধারে আইনের প্রয়োগে সঠিকভাবে কাজ করবে না তাদের বিরুদ্ধেও মামলা হবে। তিনি বড়াল নদী উদ্ধারের সাক্ষাৎের কথা বলেন। এখন থেকে নদী সত্তোষ সকল কর্মকাণ্ড জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন তত্ত্বাবধি করবে বলে তিনি জানান। সন্নীকা ছাড়া কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না। তিনি সন্নীকা করে প্রকল্প দেওয়ার আহবান জানান। বিভিন্ন একক চলমান থাকলে সহশ্রীট প্রকায় একক তথ্য সফলিত সাইনবোর্ড প্রদর্শন বাধ্যতামূলক থাকতে হবে বলে তিনি জানান।

গাজীপুর জেলার নদ-নদীর দূষণ পরিদর্শন এবং সেমিনার শেষে কমিশনের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত সুপারিশ পেশ করা হলো:

ক্রমিক নং	কমিশনের সুপারিশ	ব্যবস্থায়সকলী সংস্থা
১।	গাজীপুর জেলা টাউনের উপর দিয়ে প্রবাহিত টিলাই নদী দূষণ ও দূষণে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। DBL কারখানা কর্তৃক নদী দূষণ করা হয়েছে। নদীতে নির্বিচারে ময়লা/আবর্জনা ডালিকা করা হচ্ছে নগরবাসীর যাত্রা, চলাচল বিঘোনে করে ক্ষতিগ্রস্ত তিস্তিতে নদীতে ডালিকা বন্ধ করতে হবে। বাসাবাড়ির পয় এনাশী, মনুষ্য বর্জ্য নিঃসরণও বন্ধ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ২। মেয়র গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ৩। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ৪। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাজীপুর সদর
২।	মার্কাই ব্রিজের ডাউনে নদী দূষণ করে সিটি কর্পোরেশন রাজ্য তৈরি করেছে। নদীর প্রবাহ বন্ধ করে বা নদী ভরাট করে কোন রাজ্য তৈরি করা যাবে না। নদী ভরাটের জন্য যে বেড়া দেয়া হয়েছে তা বন্ধ করার জন্য সুপারিশ করা হল।	১। জেলা প্রশাসক গাজীপুর ২। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৩। মেয়র গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর
৩।	টিলাই নদীতে সিটি কর্পোরেশনের শক্তি বর্জ্য, তরল বর্জ্য এবং বাসাবাড়ির সোয়াজেজ পড়ছে। টিলাই নদীতে কোন ময়লা আবর্জনা ডালিকা করা যাবে না। সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব স্থানে ময়লা-আবর্জনা যাত্রাসমত উন্নত, লফসই ও যুফসই পদ্ধতিতে [3R Reduce, Reuse and Recycle] ফেলবে/ধ্বংস করবে।	১। জেলা প্রশাসক গাজীপুর, ২। মেয়র গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর ৩। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, গাজীপুর
৪।	জানা গেছে যে টিলাই নদীর উপর মুখে VERGO কারখানা বীর নদীর পানি দূষিত করেছে। ক্ষতিকারকভাবে নদীর উৎসস্থ পরিদর্শন করে VERGO কর্তৃক সৃষ্টি দূষণ বন্ধ করতে হবে এবং এ কারখানার বিরুদ্ধে সশ্রীট আইন প্রয়োগে দূষণ বন্ধ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, গাজীপুর ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাজীপুর
৫।	২৩ কিমি দৈর্ঘ্য টিলাই নদীর উপর ৭ টি খাট স্থাপিত আছে। প্রত্যেক খাটেই দূষণ, দূষণ ও ভরাট রয়েছে। সচেতনতা পরিদর্শন করে এ সকল প্রতিবন্ধকতা অবিলম্বে দূর করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে জানাতে	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৩। সশ্রীট উপজেলা নির্বাহী অফিসার,

	হবে।	গাজীপুর
৬।	গাজীপুর জেলাধীন ১৮টি নদী [ঝা-লবলাং, তুরাগ, ব্রহ্মপুত্র, খাঁক, শীতলকা, বাসু, টিলাই] এর সীমানা চিহ্নিত করনের কাজ অবিলম্বে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনে প্রদত্ত আদেশ অনুসরণ ও সঞ্চাল বাস্তবায়নকর্তে সিএস-এর ভিত্তিতে করতে হবে। দখল ও নৃশণ প্রতিরোধে এখনই কার্যকর বাস্তব উদ্যোগ নিতে হবে। অবৈধ দখলদার/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যৌজন্যমী মাফা দাখলেরসহ অপসারণে উচ্ছেদ অভিযান চালাতে হবে এবং এ কমিশনকে মাসিক/পাক্ষিক মেয়ানে প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাজীপুর
৭।	খাঁক নদীর পাখা নদী লবলাং খালের উপর এক খালের মধ্যে শতাধিক অবৈধ শিল্প কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এই সকল কারখানার কেমিক্যাল বর্জ্য পানি নদীর পরিবেশ ও প্রতিবেশ চরমভাবে ধ্বংস করেছে। এই সকল শিল্প কারখানা লবলাং নদী হতে উচ্ছেদ করতে হবে। খালের প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য কারখানার পরিশোধিত পানি খালে ছাড়তে হবে তার জন্য প্রত্যেক কারখানা BTP স্থাপন করতে হবে এবং তা সার্বক্ষণিকভাবে সর্জনস্বরূপে চালাতে নিশ্চিত করলে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণসহ আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, গাজীপুর ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাজীপুর
৮।	Documentary হতে জানা গেছে যে স্থানীয় কৃষক লবলাং খালের দূষিত পানি দ্বারা কোন শস্য উৎপাদন করতে পারছেন। খালের দূষিত পানিতে কৃষকের কৃষি কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কৃষি শেখা চলমান রাখার জন্য উদ্ধৃত অবস্থা নিরসনের উদ্যোগ নিতে হবে।	১। জেলা কৃষি অফিসার গাজীপুর, ২। শিল্প ও কারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক, গাজীপুর ৩। স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা, গাজীপুর
৯।	গাজীপুর শহরে হোগার খালের জলার পাড় পূর্বে চান্দনা-সাইরান হয়ে টিলাই নদীতে পড়েছে। খালটি সর্বত্রই দখল দূষণের শিকার হয়েছে। খালটি উদ্ধার ও মানব স্ট্র দূষণ হতে উদ্ধার করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, গাজীপুর ৩। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাজীপুর
১০।	কাপাসিয়া-শ্রীপুর উপজেলায় প্রবাহিত সারুলিয়া নদী দখল ও দূষণে ভয়াবহ। গাজীপুর শহরের মোগার খালের জলারপাড়, পূর্বে চান্দনা-মইরা-টিলাই হয়ে বাসু নদীতে পড়েছে। হোগার খালটি হারদরাবাদ খালে যুক্ত হয়েছে; খালটি পুরোপুরিভাবে দখল হয়ে গেছে। খালটির অবৈধ দখল মুক্ত ও দূষণ প্রতিরোধ করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৩। মেয়র সিটি কর্পোরেশন গাজীপুর ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার গাজীপুর সদর
১১।	গাজীপুরের কাপাসিয়া-শ্রীপুর জেলার প্রবাহিত পারুলিয়া নদী দখল ও দূষণে সংকটাপন্ন। নদীতে ভরাট, দখল, দূষণ চলছে। তারি ভিত্তিতে নদীটি উদ্ধার করতে হবে। তার জন্য সম্মিলিতভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আইনের উপযুক্ত ও নং-সাহসী প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে জানাতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাজীপুর সদর।
১২।	বাসু নদী পোশিফা হতে উৎপত্তি হলে ২০টি গ্রাম অতিক্রম করে বাসু নদীতে পড়েছে। বাসু নদীর গর্ভ ও নদীর তীরভূমি দখল করে শতাধিক প্রাইভেট পড়ে উঠেছে। একইসঙ্গে ব্যক্তি পর্যায়ের নদী বে-দখল হয়েছে/হচ্ছে। অবিলম্বে নদীর জমি উদ্ধারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আইনের কঠোর, নির্ভর, সাহসী প্রয়োগ নিশ্চিত করে এ রাষ্ট্রীয় নদ ও নদী সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং নদী রক্ষা কমিশনকে জানাতে	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা, গাজীপুর

	হবে। উল্লেখ্য যে নদীর জমি, তীরভূমি ও ফোরশোর SATA, ১৯৫০-এর ৮৬ ও ৮৭ ধারা মোতাবেক রাষ্ট্রের মালিকানাধীন সংরক্ষিত সম্পত্তি বা স্বত্বস্বত্বাধার্য নয়। সরকারি পরিকল্পিত ক্ষতিতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেও তার মালিকানা সরকারেরই রয়ে যাবে। নদীর জমি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাঘ ঘাবার কোনই আইনগত সুযোগ নেই।	
১৩।	গাজীপুর জেলার সুব্রমা নদী দখল দূর্যে ত্বরাজনক। ৬ টি কোম্পানি ও কারখানার বর্জ্য পদার্থ নদীটিকে এল করছে। একইসঙ্গে দখলও হচ্ছে নদীর জায়গা। দ্রুত নদীর সীমানা চিহ্নিত করে সীমানা পিলার স্থাপন করতে হবে এবং অবৈধ স্থাপনা আইনের সাহাযী প্রয়োগের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সফ্রিট উপজেলা, গাজীপুর
১৪।	অনুমোদনবিহীন বাধু চর হতে বাধু উত্তোলন করে বাধু মহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের জটন ত্বরাজিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাধু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যিক হয়। সফ্রিট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালি হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বাধু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বাধু মহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ৩। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৪। সফ্রিট উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল], গাজীপুর। ৫। সফ্রিট সহকারী কমিশনার [ভূমি, সকল], গাজীপুর।
১৫।	নদী নিকটস্থ বা পরতির কারণে যথাক্রমে জমির জটন কিংবা লক হলে ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাসমূহ আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাক্রমে নদীর জমির মালিকানাগত ROR প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সফ্রিট কলেজের বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাস্তার পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সফ্রিট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা হলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পরিবেশ দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোন সময় [at any Time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়নাশ ও সমন্বয়িত্ত আবশ্যিক/ঘর্ষার্থ প্রয়োগ করে কলেজের বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্তার নদীর মালিকানা ও হতু/ঘর্ষ সংক্রান্ত বিচ্ছিন্ন/মূল-স্বত্তি সংক্রমিত তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ৩। পুলিশ সুপার, গাজীপুর
১৬।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত নিষ্ক প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিম্নমিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম প্রাথমিক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জলগণ, রাস্তা তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। স্বয়ংক্রিয় বাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনরূপ অবহেলা কিংবা কিলম ব্যতিরেকে সফ্রিট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ৩। পুলিশ সুপার, গাজীপুর

	সহযোগিতা প্রদান করবেন।	
১৭।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রক্ষণ আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ কিসমত ১৪৭-১৫১ ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ফেরেশোর রক্ষণ করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানাধীন রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অফিসে পূর্বাধিকার মালিকানাধীন রেকর্ড/বহু-বার্ষিক সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্চা/সিঙ্গেল ও আর্কাইভ, ভুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড স্থানান্তরিত করবেন। রিভিউ/রিভিশন/আপীল এর মাধ্যমে রাইটের পক্ষে রেকর্ড স্থানান্তরিত করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯(৪) ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্ডে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধন/তদ্বূ করে নেয়ার কার্যকর হওয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্বাক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অগ্রগণ্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের অটপিত ক্রম গাবে ও দ্রুত সমাধান হুঁকে পাওয়া যাবে।	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, পাবনা
১৮।	[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং স্মিট পিটিশনের সারের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিঙ্গেল ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা আলবিশয় ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়সীমা কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্চতর অভিযান চালায়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে কাল কিলব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাস্তরোতে প্রয়োজনীয় মৌজা ম্যাপ/দিয়েরা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যক্রম সমন্বয় ও সহযোগিতায় পার্শ্ব থাকবে। এক্ষেত্রে অযেতুক কোন অসুস্থতা দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়েরা জরিপ অফিসে নিশ্চিত করবেন। এই দিয়েরা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফেরেশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সক্ষম হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্ব্যায়ন করে ন্যায়ানুগ সীমানা/নদীর স্বত্ত্ব এবং সার্ব নির্ধারণ করবেন।	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, পাবনা
১৯।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফেরেশোরে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সে সাথে নদীর ফেরেশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্চতর বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, পাবনা
২০।	নদীর তীরে স্থাপিত হটেল/জটাসন/বৃহৎ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সহগ্রহণপূর্বক	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা

<p>পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত জখ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর স্বাধীন হায়েন্স করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করবে: দাখী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।</p> <p>২১। [ক] কোনক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [ভরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিসারণ/নিষ্ক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিসারণ/নিষ্ক্ষেপ/ নিষ্কাশন কার্যক্রমের বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R] Reduce, Reuse and Recycle/ স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [খ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যক্রম ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈল্পিক প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠির বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির আ নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবেন।</p>	<p>২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ৪। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, গাজীপুর</p> <p>১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, গাজীপুর ৩। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৪। উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, গাজীপুর ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] গাজীপুর</p>
--	---

ড. মুহিবুল হুসেইন হাওলাদার
চেয়ারম্যান

তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০১৮

১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫ [৬০] -৫১৯

অনুলিপি প্রাপ্তি ও কার্যক্রম:

- ১। মহাপরিচালক সচিব, মহাপরিচালক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।
- ২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।
- ৪। সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়/পরিবেশ বন ও জনস্বাস্থ্য পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।
- ৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগাচাঁও, ঢাকা।
- ৬। দাখী মন্ত্রীর একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।
- ৭। মেজর, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।
- ৮। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর।
- ৯। পুলিশ সুপার, গাজীপুর।
- ১০। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] গাজীপুর।
- ১১। সার্বজনিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত সংসদী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১২। অবিলম্বে পি [সংক্রান্ত]।

ইকবাল হক
পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাটলাবার-এর গোপালগঞ্জ জেলার বিভিন্ন নদী এবং সাতলা-বাগধা প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন।

পরিদর্শনের তারিখ: ১১-১২ মার্চ/২০১৮ । সময়: সকাল ৯:০০- ৫:০০ ঘটিকা

১। পরিদর্শনের উদ্দেশ্য:

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় মদ-নদী দখল, দূষণ ও শস্যতা রক্ষায় করণীয় বিষয়ে পর্যবেক্ষণ এবং সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোস্তায়- ১ সংলগ্ন এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা নিরসন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকাবাসীর জ্ঞান-মাল রক্ষা, খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ এবং বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনে করণীয় বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ করা এবং গোপালগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিশনের সভায় বোঝান।

২। পরিদর্শনকালে মো: সফিউদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গোপালগঞ্জ, শান্তি মনি চাকমা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ, মীর শাহিদুর রহমান, উপ-বিজ্ঞপ্তীয় প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গোপালগঞ্জ, নুরুন্নাহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গোপালগঞ্জ, মোহাম্মদ উদ্দাহ, সহকারী কমিশনার ভূমি, টুঙ্গিপাড়া এবং স্থানীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

৩। পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

কোটালীপাড়া ১ নং পোস্তায়ের অন্তর্ভুক্ত তারাইল-পাটুড়িয়া বেকীবাঁকের চাপড়াইল [Boat-Pass] ব্রিজের কাছ এখনও অসম্পন্ন রয়েছে। টুঙ্গিপাড়া জাতীয় পিডার সমাধির পাশ দিয়ে প্রবাহিত লেকের পানি উন্নয়নবোর্ড কর্তৃক সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য লেকের দু'পাড়া বাধা এবং চলাচল পথ [Pathway] তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। জামাইবাজার নামক স্থানে নির্মিত [Boat-Pass] লক্ষ্য করা যায়। বেড়ীবাঁকের উপর দিয়ে জামাইবাজার রেলস্টেশনের দিকে যেতে দেখা যায় সাতলা-বাগধা প্রকল্প এলাকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত এপ্রোচ খালগুলির [Approach Canals] মধ্যে কতবাড়ি নির্মাণ পূর্বকর্তা অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে এবং খালগুলি পলি পাড়ে ভরাট হয়ে যাতায়াত পানি নিষ্কাশন এক গমন ব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়েছে। জামাইবাজার রেলস্টেশনের দু'পাশে আবসিনি স্থাপনা ফাটল ধরেছে। রেলস্টেশনের চেইন কল্লা, হ্যাঙ্কল ইত্যাদি অকেজো হয়ে পড়েছে।

সুপারিশসমূহ:

- ০১। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক চাপড়াইল [Boat-Pass] ব্রিজের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার এয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- ০২। টুঙ্গিপাড়া জাতীয় পিডার সমাধির পাশ দিয়ে প্রবাহিত লেকের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য লেকের ঘাটস্থানে বখাঘাট কর্তৃক দর্শকদের সুরক্ষিত উপভোগ্য পানির ফোয়ারা তৈরির বিষয়ে বিবেচনা করতে পারেন।
- ০৩। সাতলা-বাগধা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এপ্রোচ খালগুলিতে বিদ্যমান অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে অক্লিয়ে ড্রেজিং/খনন করার এয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ যৌথ প্রকল্প গ্রহণে তৎপর হতে পারেন।
- ০৪। যে সকল রেলস্টেশনের দু'পাশে আবসিনি স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা রেলস্টেশনের চেইন কল্লা- হ্যাঙ্কল ইত্যাদি অকেজো হয়ে পড়েছে সে গুলি দ্রুত সংস্কার করতে হবে।
- ০৫। মধুমতি নদীর বিভিন্ন স্থানে অবৈধ স্থাপনা ও দখল উচ্ছেদের কার্যক্রম বাস্তব উদ্যোগ অক্লিয়ে এবং নদীর শস্যতা আদায়নে পর্যাপ্ত ড্রেজিং/খনন করতে প্রকল্প হাতে নিতে হবে।
- ০৬। পৌরসভা ও উপজেলার হাট-বাজার, হাসপাতাল-ক্লিনিকসহ ব্যবসায়িক কার্য সন্ন্যাসি নদী-নালার ফেলা অক্লিয়ে ক্রমের কার্যক্রম উদ্যোগ পরিবেশ অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করবে। নদীর পানি দূষণ রক্ষায় পরিশোধনে হুসই কৌশল/শলিসই প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

০৭। বর্ষা মৌসুমে লগিসই উচ্চফলনশীল আসন ফসল জন্মানোর সকল উদ্যোগ কৃষি বিভাগকে গ্রহণ করতে হবে। বর্ষা মৌসুমে জমির মালিকানা ভিত্তিক আনাদা ফসল জন্মানো সম্ভব না হলে সামাজিক মধ্য চাষে বৌদ্ধভাবে-মধ্য বিভাগ উপজেলা পরিষদ এবং জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে ও ভদারকার্বে বাস্তবায়ন করবে।

বাস্তবায়নে:

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লিবেশ অধিদপ্তর/ জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ/ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, গোপালগঞ্জ/নির্বাহী প্রকৌশলী পানি উন্নয়ন বোর্ড, গোপালগঞ্জ/সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার-প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

তারিখ: ১৪ মার্চ, ২০১৮

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৯.০০৩.১৪-

সদস্য অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (স্বাক্ষরিত ভিত্তিতে নয়):

- ০১। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ০২। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ০৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
- ০৪। মানসীর হাটী মহোদয়ের একক সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (মানসীর হাটী মহোদয়ের সদর অবগতির জন্য)
- ০৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গুরুপদা ভবন, মতিবিল, ঢাকা
- ০৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গোপালগঞ্জ
- ০৭। জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ
- ০৮। উপজেলা চেয়ারম্যান, টুঙ্গিপাড়া/কোটালীপাড়া
- ০৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, টুঙ্গিপাড়া/কোটালীপাড়া
- ১০। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একক সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
- ১১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কলকিনি, মানসীরহাট/পৌরনী, উজিরপুর, হাটেশ্বর, বরিশাল
- ১২। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: ধলেশ্বরী ও বংশী নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বক্ষণিক সদস্য জন্ম মো. আলাউদ্দিন গত ০৮/০৩/২০১৮ তারিখ সন্টার ও ধামরাই উপজেলাধীন বংশীনদী, ফটাংল, কর্মতলী খাল ও ধলেশ্বরী নদী পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় সহকারী কমিশনার (ভূমি), সন্টার সঙ্গে ছিলেন। নির্দেশনাগুলি অবিলম্বে বাস্তবায়নপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলা নদী রক্ষা কমিটির মানিক কার্যবিবরণীসহ প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো:

২। ধলেশ্বরী ও বংশী নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন নিম্নে দেয়া হলো:

তাত্ক্ষণিক সন্টার আলোচনা ও পরিদর্শনের ভিত্তিতে কমিশনের লক্ষে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রম নং	সিদ্ধান্ত সমূহ	বাস্তবায়নে
০১।	ব্যাংকটাজিন ব্রিজের পূর্ব পার্শে ব্যাংক টাজিনের প্রাচীর সীমা কাটাখাল নদীর সীমানার মধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। ব্রিজের মাথ অনুসারে ব্যাংক টাজিনের দক্ষকৃত জায়গা নদীর। নকশানুসারে ঘাট দিয়ে সীমানা নির্ধারন করা এবং নদীর তীরে ও অভ্যন্তরে স্ট অবেধ দক্ষল/ছাপনা	কালেকটর বাহাদুরের নেতৃত্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সন্টার, ঢাকা এবং সহকারী কমিশনার, ভূমি।

	উচ্ছেদ করতে হবে।	
০২।	ব্রিজের উজানে কাটাখালে পৌর আবার্জনা স্থপ করে রাখা হয়েছে। নদীর তীর ভূমিতে পাকা বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। নদীর সীমানা নির্ধারণ করে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাতার, ঢাকা। সফট্রিট জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা
০৩।	এলাকার নদীর তীর ভূমিতে অবৈধভাবে শত শত বাড়ি ও স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে এই এলাকার নদীর সীমা চিহ্নিত করে সীমানা পিলায় স্থাপন করতে হবে এবং সকল অবৈধ বাড়িঘর উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সকল অবৈধ বাড়িঘর উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাতার ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
০৪।	কর্ণপাড়া নদীর তীর ভূমি বিআইডব্লিউটিএ এর ট্রোল কালেকশন সেটায়ের পার্শ্ব নদীর তীরে ঘর নির্মাণের কাজ চলছে। শার্শে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। নদীর জায়গায় তীরে বিবা সীমানায় কোন স্থাপনাই নির্মাণ করা যাবে না। অবিলম্বে উচ্ছেদের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাতার ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
০৫।	কর্ণপাড়া খালের সীমানা চিহ্নিতকরণ, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে সাত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাতার ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
০৬।	এখানে নিউল-টাটা এপের বাৎসো নির্মাণ করা হয়েছে। বাড়ির কিছু অংশ নদীর জমির মধ্যে পড়েছে। নিউল-টাটা এপের প্রাণ জায়গায় বাহিরে নির্মিত বাড়ি বা অন্য স্থাপনা অপসারণ ও উচ্ছেদ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাতার ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা ও বিআইডব্লিউটিএ।
০৭।	ফুলেশ্বরী নদীর উত্তর পাড়ে জেলে পল্লীতে পার্শ্ব কাপড় ও খ্রিপিং কারখানার ময়লা আবার্জনা জেলে নদী দূষণ করেছে। পেপারস মিলের কাগজ ও আবার্জনা সরানোর জন্য মিল মালিককে নোটিশ দিতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাতার এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কর্মকর্তা।
০৮।	কুশী-ধলেশ্বরী অংশে নদীর মধ্যে ৩-৪টি ইটের ভাটা স্থাপন করা হয়েছে। মাটি দিয়ে ভাটা ভরাট করে নদী দখল করেছে। অবিলম্বে দখল, ভরাট বন্ধ করতে হবে। প্রয়োজনে ইটের ভাটার লাইসেন্স বাতিল করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিলাইর/ধামরাই ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা, পরিবেশ অধিদপ্তর
০৯।	সাতার ধানার তেঁতুল বন, ইউনিয়নের ইউনিয়ন তহশিল মঙ্গল হানে ময়লা-আবার্জনা স্থপ করা হচ্ছে। পার্শ্বই ইটের ভাটা রয়েছে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাতার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাতার ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ।
১০।	এ, কে, এন, খ্রিট মিলস লিঃ এর ময়লা-আবার্জনা; বর্জ্য তরল আবার্জনা নদীতে ডাম্পিং করা হচ্ছে। অবিলম্বে আবার্জনা ডাম্পিং বন্ধ করতে হবে। ইটিপি চালু করার জন্য নির্দেশ দিতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাতার ও পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ।
১১।	কুশী নদীর জায়গায় দখল করে মোঃ হাবলু মির মীলা বর্ষা মাসে প্রাইভেট পার্ক তৈরি করেছে। পার্কের লক্ষ্যসামন্য করেছে। সত্বর নদীর সীমানা চিহ্নিত করে পার্কের দ্বারা নদী দখল বন্ধ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ধামরাই ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
১২।	সাতার সিলাইর ব্রিজের ডাউনে দক্ষিণ বরিঘাপুর নদীর তীর দখল করে বাড়ির ও বাড়ি করা হচ্ছে। অনতিবিলম্বে নোটিশ করে বাড়ি নির্মাণ বন্ধ করতে হবে। নদীর মধ্যে নির্মিত সকল ঘর সোকানপাট উচ্ছেদ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাতার ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
১৩।	সাতারে বাজারে ১০-১৫ টি কাঠের মিল [Sawmill] আছে। সব মিলের কাঠ নদীতে ভিজিয়ে নদীর সিলটেশন ও ভরাট সহায়তা করছে। নদীতে কাঠ জমিয়ে রাখা যাবে না। নদীতে কাঠ স্টোর না করার জন্য	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাতার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাতার ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা ও পরিবেশ অধিদপ্তর,

	সকল কঠমিল কে নোটিশ দিতে হবে।	ঢাকা বিভাগ।
১৪।	ব্রিজের পার্শ্ব প্রাস্টিক আবর্জনা ফেলে নদী ভরাট করা হয়েছে। প্রাস্টিক ড্রাস্পিং বন্ধ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে পক্রিবেশ আইনে মামলা দায়ের করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাতার ও জেলা প্রশাসক,ঢাকা
১৫।	সাতার বাজার, সাতার পৌর এলাকার ব্রিজের পার্শ্ব ড্রাস্পিং করা হয়েছে। নদীতে কোন আবর্জনা ড্রাস্পিং করা যাবে না। অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাতার, মেঘর, সাতার পৌরসভা ও উপজেলা চেয়ারম্যান,সাতার।
১৬।	সাতার নামা বাজার সংলগ্ন কুশী নদীতে বাপের বেড়া দিয়ে নদী দখলের পাথতারা শুরু হয়েছে। দখলদারদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা কল্প করতে হবে। উচ্ছেদের জন্য প্রতিশ্রুতি শুরু করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাতার ও জেলা প্রশাসক,ঢাকা
১৭।	নরারহাটে ব্রিজের উত্তরে অবৈধ দখল চলছে। এখানে নদী ভরাটসহ দখল হচ্ছে। সহকারী কমিশনার (ভূমি) জানিয়েছেন ৬৭ জনের অবৈধ ড্রাস্পিং তৈরি করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাতার ও জেলা প্রশাসক,ঢাকা
১৮।	নরারহাটে স্থানীয় জনসাধারণ জানিয়েছেন যে, ইপিজেড এর তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় কুশী নদীতে নিষ্কাশন করা হচ্ছে। ইপিজেড সাতার এর তরল ও রাসায়নিক বর্জ্যের কারণে কুশী নদী বেশি দূষিত হচ্ছে। ইপিজেড এর তরল বর্জ্য পরিশোধন করে ছাড়তে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার,সাতার ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা এবং জিএন, সাতার ইপিজেড
১৯।	ধামরাই অংশে কুশী নদীতে সিমধরিয়া গ্রামের বিপরীতে নদীর তীর হতে মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছে। এখনই নদী কটা বন্ধ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাতার/ধামরাই।
২০।	পরিদর্শনকালে সাতারহু নদী ও পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদ আবেদন করেছেন যে, সাতারের স্নায়ুখাল কর্মতলী, কুশী নদী সম্পর্কে টাফহোর্স সংশ্লিষ্ট শাখা, নৌসম।	টাফহোর্স সংশ্লিষ্ট শাখা, নৌসম।
২১।	খলেশ্বরী নদীতে পাথর প্রাচীর বিপরীতে নদীর মধ্যে ৬ তলা পর্শেটন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটি আপাত: দৃষ্টিতে নদীর মধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান। CS ও RS অনুসারে নদীর সীমানা চিহ্নিত করে ভবনটির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাতার ও জেলা প্রশাসক,ঢাকা।

ড. মুজিবুর রহমান হাফিজাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫(৪৫)-২৩৭

তারিখ: ৩০ মে, ২০১৮

অনুলিপি: সদর অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (স্বাক্ষরভিত্তিক ভিত্তিতে নয়):

- ০১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
- ০২। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
- ০৩। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
- ০৪। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
- ০৫। চেয়ারম্যান, BICTA, ১৪০-১৪৩, মতিঝিল, ঢাকা।
- ০৬। মধ্যপ্রাচ্যবন্দ, পরিবেশ অধিদপ্তর, অপারেশন, ঢাকা-১২০৭।
- ০৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা(মন্ত্রী মহোদয়ের সদর অবগতির জন্য)
- ০৮। মধ্যপ্রাচ্যবন্দ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াশাঙ্গা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
- ০৯। সচিব (স্থলসমিতি), সাতার নদী বন্ধ কমিশন, ঢাকা।
- ১০। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/মানিকগঞ্জ।
- ১১। উপজেলা চেয়ারম্যান, সাতার উপজেলা পরিষদ, ঢাকা।

- ১২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাকার/আওলিয়া/ধামরাই/সিরাইহাট।
- ১৩। সফলদায়ী কমিশনার [তুহি], সাকার/আওলিয়া/ধামরাই/সিরাইহাট।
- ১৪। পৌর মেয়র, সাকার পৌরসভা, ঢাকা।
- ১৫। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একজন সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা [চেয়ারম্যান মহোদয়ের সময় অব্যবহিত করা]
- ১৬। সার্বজনিক সমস্যা মহোদয়ের অফিসকর্তৃক সফলদায়ী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
- ১৭। সঞ্চালক, নদী ও পরিবেশ, সিরাইহাট উন্নয়ন পরিষদ, জার্ক, আনন্দপুর, ঢাকা।
- ১৮। সফর করি।

মোঃ সাইদুর রহমান
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: নারায়ণগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং শীতলক্ষ্যা নদীর দখল, দূষণ, ভয়াট কার্যক্রম পরিদর্শন প্রতিবেদন।

তারিখ: ০৬ জুন ২০১৮। স্থান: নারায়ণগঞ্জ

পত ০৬/০৬/২০১৮ তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. সুজিবুর রহমান হাভেলদার এবং সার্বজনিক সমস্যা মোঃ আলীউদ্দিন, নারায়ণগঞ্জ জেলা সফর করেন। সফরকালে তাঁরা শীতলক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী নদী পরিদর্শন করেন। নদী পরিদর্শনকালে নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের কর্মকর্তা জনাব গুলজার হোসেন এবং ফতুল্লা উপজেলার সহকারী কমিশনার [তুহি] সঙ্গে ছিলেন। পরবর্তীতে নারায়ণগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান করেন।

জেলা প্রশাসক মহোদয় পাঞ্জাব পরেন্ট প্রজেক্টেশনের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ জেলার নদ-নদীর দখল-দূষণ ও ভয়াটের সাময়িক চিত্র তুলে ধরেন। বৃষ্টিপাতা, শীতলক্ষ্যা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্রা ও বাসু এ জেলার উল্লেখযোগ্য নদী। নদীর মোট দৈর্ঘ্য ২১৭.৪৩৯ কি.মি। বিআইউটিটিএ-এর তথ্য মতে কম-বেশি ৩০১০ টি অবৈধ দখলের ঘটনা রয়েছে। এর মধ্যে ১৫৩৯ টি দখল উচ্ছেদ হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি আরও জানান যে, মহামায়া হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯ তাং ২৪ ও ২৫ জুন এর আদেশ/নির্দেশনা মোতাবেক শীতলক্ষ্যা নদীর সীমানা পিনার সঠিকভাবে স্থাপিত না হওয়ায় আপত্তিকৃত সীমানা পিনারগুলো বৈধভাবে জেলা প্রশাসন ও বিআইউটিটিএ পুনঃপরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। চলমান এ কার্যক্রম শেষে অবৈধ দখলদারদের সঠিক তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রকৃত চিত্র জানা যাবে এবং এ তালিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। তিনি আরও বলেন যে, এখানে বেশ কিছু অবৈধ বড় বড় শিল্প কারখানা দীর্ঘদিন ধরে হয়েছে যা উচ্ছেদের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণের ফলে পানির প্রবাহে বাঁধা সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানান। উচ্ছেদের পর দখলমুক্ত জায়গা আবার বেদখল হয়ে যায় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এখান অতিথি হিসেবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান অববিনিময় সভায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভায় আলোচনাকালে তিনি অদ্যকার সভার প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা কণ্ঠে সজ্ঞা করে অবহিত করেন। নদ-নদীকে সত্যতায় পালকুনি হিসেবে উল্লেখ করত: কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও হোলাযোগ ব্যবস্থা সফল রাখাসহ সজ্ঞাতর বিকাশ ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে প্রকল্পভিত্তিক নদীর গুরুত্ব অপরিসীম বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। নদী রক্ষার্থে নদীর দখল ও দূষণ প্রতিরোধসহ নাব্যতা বজায় এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নদী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন আবশ্যিক বলে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের একার পক্ষে নদী রক্ষা করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ১২ ধারার বিধান মোতাবেক নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অধীন সংস্থা, দপ্তর, অধিদপ্তর, অফিস, মাঠপ্রশাসনসহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক (বর্তমান ও আগামী) জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক ও রাষ্ট্রীয় রক্ষক। তিনিই [কালেক্টর বাহাদুর] নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখা-শোনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ করে থাকেন ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা কোনো নদ্র বা কাউকে দেয়া যায় না তা স্থানীয়ভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দলিল করলেও তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবশে মধ্যক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক অন্তত্বতার প্রমাণে ভিত্তিক [evidence on incorrectness] বাতিল করার সুস্পষ্ট আইন বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার পবিত্র দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে এরোজনের সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সঙ্গল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদেরকে সনিসিদ্ধ প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকার বিআইডব্লিউটিএ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এরোজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গায় পারিষ্কার বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়/আদর্শ গ্রাম/স্বচ্ছগ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোনো প্রকার আদারণ বা স্বচ্ছগ্রাম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও কোরশোর এলাকার বাস্তবায়নবোধ্য 'নদ্র' মর্মে তিনি তাঁর স্বত্বকে উল্লেখ করেন।

নদীর শিকড় ও পর্যটনের কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাপত্র আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর অর্পিত। নদীর কাছাকাছি এলাকা ম্যাপে দেখানো ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অতিমত প্রকাশ করেন। সিএল ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও কোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

CS পর্চা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে [জেলা কালেক্টর] পদের বিপরীতে ১ নং বর্তমানকৃত আছে] এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ স্বাক্ষর/অতিরিক্তের নামে নদীর জমি রেফার্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষণ ও যাচাই-বাছাইপূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মাহামান হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ে নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এক মহাপরিচালক, ভূমি রেফার্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদায়কে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তদ্রূপ স্বার্থ প্রয়োজ্যে মধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি তুলনামূলক ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/স্কা করে দেয়া যায় বা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এলজিইডি/রাস আন্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিবর্তিতভাবে নদীর জায়গার ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মতামত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না মর্মে সত্য উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে স্বার্থ সীমা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার ন্যায়ত্ব ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বঁধ, কালভার্ট ও সুইচ গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী

উচ্চারণ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালজার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছে। বুলনার তেরখাদার তৃষ্ণার বিশেষ জলাবদ্ধতার কারণেও একইরূপ বন্দে উল্লেখ করেন। মেলা-বনালোদা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রান্তে চেয়ে অশেষকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনামূলক। তাবিঘাতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রতিস্মার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির বরজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের ঘর্ষণ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের zero tolerance নীতির বিষয়ে অগ্রণ করে তিনি বলেন যে, উল্লয়নের নদে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ ছন্দ তারিখের রায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা [CEGIS, IWM] এর সাথে SPARRSO-কে নিয়ে সমঝিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে বা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে।

চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উচ্চারণ কার্যে জেলা প্রশাসকের তৎপরতা ত্বর হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসকে উচ্চারণ কাজ ত্বর করার আহ্বান জানান। নদীর জায়গা অবরোধকাল হওয়া কমা নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। বাস্তব সীমিত দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উল্লয়নে অর্থাৎ কোনো সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সরকার/পরিবেশ বন ও জলাধার পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অক্লিষ্টে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অক্লিষ্টে হেলে আনতে হবে। কোনোভাবেই কোন ধরনের বর্জ [তরল কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিসারণ/নিষ্ক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অক্লিষ্টে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ নিসারণ/ নিষ্ক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যক্রমরূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ ব্যবস্থাপনার গড়তি [3R] /স্থানীয় লামসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান [সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] যাতে আবর্জনা উপর্যুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/স্থানীয় মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি স্থানান্তরপূর্বক কার্যক্রম প্রণয়ন দিয়ে পরীক্ষণে সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্য করে তুলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে বর্জবর্জ গাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যক্রম ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ কোনোভাবে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মামলা করবেন। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাবধ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনামুখ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা বসি সততা, স্বাধীনতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে গচ্ছতা, সফলতা ও স্বাধীনতা উল্লেখ্য। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন ময়লা-আবর্জনা কিভাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারণার আয়োজন জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনসংকে সচেতন করে গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

শাহ সিনেট, ড্রাইভ সিনেট এবং কনসার্বা সিনেট ফ্যাক্টরি কর্তৃক নদী দখল করার চেয়ারম্যান মহোদয় গীত্র কোর্স প্রকাশ করেন। ন্যায়গঞ্জ নদী বন্য নিরস্ত্রিত মীর ফাদির বন্দরের সীমানাধীন সৈয়দপুর বৌজায় ধলেশ্বরী নদীর গর্ভে স্থাপিত অবৈধ ডকইয়ার্ডটি অক্লিষ্টে উচ্ছেদ করার জন্য জেলা প্রশাসকের প্রতি আহ্বান জানান।

বিশ্বাইডব্লিউটিএ এর প্রতিনিধি বলেন যে, নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর নিয়ন্ত্রিত হীর কাসিম বন্দরের সীমানাবীন সৈয়দপুর মৌজায় ধলেশ্বরী নদীর পাশে স্থাপিত অবৈধ ডকইয়ার্ডটির জায়গা CS পর্টা অনুসারে চিহ্নিত করে জেলা প্রশাসন এবং বিশ্বাইডব্লিউটিএ যৌথভাবে উচ্ছেদ কার্য পরিচালনা করবে।

সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রদ্বেষে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়কে নদী রক্ষায় তার আন্তরিক দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের জন্য ধন্যবাদ জানান। সিমেন্ট কারখানা এবং হাসপাতালের স্লজের কারণে নদী ব্যাপকভাবে দূষিত হচ্ছে। শাহ সিমেন্ট, ত্রাটিন সিমেন্টসহ অবৈধ দখলদারদের স্খু আর্থিক দণ্ডই যথেষ্ট নয় বরং জেল দেয়া হলে তাদের অপতৎপরতা হ্রাস পাবে বলে তিনি মনে করেন। নদীর উত্তর পাড়ে গ্যাকগুয়ে করে পেন্সার আহ্বান জানান।

পরিবেশ অধিদপ্তরের সিনিয়র কেমিস্ট বলেন যে, পরিবেশ আইন বিধি মোতাবেক কলকারখানার আনফ্রিটেড গুয়াটার সংগ্রহ করে পানির PH সহ অন্যান্য রাসায়নিক পরীক্ষা করে পরিবেশ অধিদপ্তরের ইনকোর্পোরেটেড পাওয়ার গ্রেসন করা হয় এবং তার ভিত্তিতে কলকারখানার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তিনি আরও বলেন যে, আমাদের পরিবেশ আইনের অন্যতম দুর্বল দিক হচ্ছে পরিবেশ অধিদপ্তরের Standard G Colour Gas Odour remove নেই। ফলে ঝ এক গছের কারণে পানি আরও বেশি দূষিত হচ্ছে এবং নদীর দূষণ দৃশ্যমান হচ্ছে। সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বর্জ্য নদীতে নিক্ষেপ/নিঃসরণ করার নদী দূষিত হচ্ছে। সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বর্জ্য নদীতে নিক্ষেপ/নিঃসরণ বন্ধ না হলে পরিবেশ অধিদপ্তরের কাজ দৃশ্যমান হবে না।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রিডায়া বলেন, বর্তমান জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে নদী রক্ষার আমরা একটি টিম হিসেবে কাজ করছি। ইতোমধ্যে নদী রক্ষায় অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে জেল জরিমানা করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তিনি কমিশনের উৎসাহ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন যে, নদীর নক্সা, দূষণ, স্রাট প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আমরা নিরমিত অভিযান পরিচালনা করছি।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের অবৈতনিক সদস্য শারমিন সোনিয়া মুরশিদ বলেন যে, নারায়ণগঞ্জ জেলার নদ-নদীর নক্সা, দূষণ সরেজমিন পরিদর্শন করতে এসেছি। তিনি বলেন যে, আমাদের উপর অর্পিত নদী রক্ষার দায়িত্ব খুবই চ্যালেঞ্জিং। এই চ্যালেঞ্জ অবশ্যই আমাদের মোকাবেলা করতে হবে এবং নদীগুলোকে রক্ষা করতে হবে। এছাড়াও সুশীল সমাজ, এনজিওসহ নগরের সহযোগিতা তিনি কামনা করেন।

সার্বজনিক সদস্য বলেন যে, নদ-নদী সংক্রমে ১৫ টি মাফলা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি দ্রুত মাফলা নিষিদ্ধির আহ্বান জানান। নদী রক্ষায় সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বলেন। সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নদী রক্ষা কমিটিতে রাখার কথা বলেন। নদীর ক্ষমিতে ইকনোমিক জোন/সুজারায় না করার নির্দেশনা প্রদান করেন। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

চেয়ারম্যান আরও বলেন যে, বাংলাদেশের ক্রিয়মান আইন, টাক্সফোর্সের সিদ্ধান্ত, নদী কমিশনের সুপারিশ ও সিদ্ধান্তানুসারে প্রায়িকার ভিত্তিতে নদীর নক্সা ও দূষণ প্রতিরোধ করতে হবে। উচ্ছেদের জন্য অর্থায়ন প্রয়োজন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এ অর্থ বরাদ্দের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে। জেলা, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা নিয়মিত করতে হবে। নদীর জায়গা যদি বেদখল হয় তাহলে নদীর জমি কেবল পাওয়া যাবে না। নদী রক্ষায় সমন্বয়হীনতা প্রায়শ লক্ষ করা যায়। নদী রক্ষায় সকল স্তরের কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতা আবশ্যিক। নদী দখলদার যেই হোক না কেন তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। তিনি আশ্বাস দেন যে, উচ্ছেদের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। তিনি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য পৌরসভার মেয়রদের পৌরসভার আওতায় নদীতে না ফেলার জন্য আহ্বান জানান। নদীর জন্য ফোজেশায় থাকা অত্যাবশ্যিক। কোনোভাবেই অধিগ্রহণকৃত জমি অন্য কারও নিকট বিশ্বাইডব্লিউটিএ, পানি উন্নয়ন বোর্ড লিজ দিতে পারবে না। তিনি উল্লেখ করেন যে, নদীর ধর্মে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হবে। নদীর মধ্যে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও অপসারণের জন্য সরকারিভাবে যত্নশক্তি প্রকৃষ্টির করা হবে। প্রয়োজনীয় যত্নশক্তি সংগ্রহ না করা পর্যন্ত গণপূর্ত অধিদপ্তর, এলজিইডি ও শড়ক ও স্থানগণের যত্নশক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।

আলোচনা ও পরিদর্শনের ভিত্তিতে কমিশনের লক্ষে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	এসব সুশাসিত	বাধ্যতামূলক কর্তৃপক্ষ
১।	<p>ক। শীতলক্ষ্যা নদীর দক্ষিণপাড়ে খান্দাশুলাম কর্তৃপক্ষ নদী ভরাট করে শুসামের বর্ধিতভাবে নদীর মধ্যে স্থাপনা তৈরি করেছে। নদী ভরাট করে উচ্চরূপ স্থাপনা নির্মাণ নদী দখল ও মাধ্যম ড্রাস/হরণকে ত্বরান্বিত করেছে যা চলমান আইনের পরিপন্থী। অবিলম্বে উক্ত খান্দাশুলাম নদীর জমি থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে স্থাপন করার যথাযথ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুমোদন করা হলো। অন্যত্র নদী, নদী সম্পদ রক্ষার্থে স্থায়ী/স্থায়ী বৃহত্তর বড়/ঘর্ষ বিবেচনায় তা উচ্ছেদের মাধ্যমে নদীকে মুক্ত করে ন্যূনত আনয়নের সম্ভব নিশ্চিত করা হবে। খ। আকিজ কোম্পানি নদী ভরাট ও ড্রেজিং করে বাসু ফেসে নদী দখল করেছে। অবিলম্বে নদীর জায়গা হতে উক্ত কোম্পানির বেসাইমী দখলকে উচ্ছেদ করার জন্য জেলা প্রশাসন আইনানুগ অভিযান চালাবেন এবং নদীর জমি নদীকেই ফেরৎ নিতে হবে। গ। কাচপুর ব্রিজের পূর্বপার্শে ও পশ্চিম পার্শে নদী ভরাট ও দখল করে বাসু জিটি, ইউ-পার্কের ও কাঠের দোকান করা হয়েছে। নদীর গর্ভে নির্মিত বস্তি, বাসা, ঘর-বাড়ি অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে। ঘ। ছান সিমেট ক্যান্ট্রি নদীর জায়গায় জায়গা দখল করে কারখানা স্থাপন করেছে। এখনও ক্রমাগত কারখানার সীমানা বৃদ্ধি করেই চলেছে। ছান সিমেট ক্যান্ট্রি কর্তৃক দখলকৃত নদীর তীর উদ্ধারে অবিলম্বে জেলা প্রশাসন উচ্ছেদ অভিযান চালাবে। এসব অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মাফলা বায়ের করবে। ঙ। সিমরাইল বেঙ্গল গ্লাস কোম্পানি নদীর তীরভূমি দখল করে কারখানার অকোমো মালায় রাখছেন। অবিলম্বে তীরভূমি অবৈধ দখল হতে উদ্ধার করার সর্বকম অভিযান জেলা প্রশাসন পরিচালনা করবে। চ। চর সৈয়দপুর শৌকাত নদীর মধ্যে নদীর জায়গা দখল করে ডকইয়ার্ড ও অন্যান্য স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। অবিলম্বে নদীতে নির্মিত ডকইয়ার্ড ও অন্যান্য স্থাপনা উচ্ছেদে জেলা প্রশাসন কার্যকর অভিযান চালাবে এবং নদীর জমি নদীকেই ফেরৎ দেবে। এসব অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মাফলা রক্ষু করবে। ছ। শাহ সিমেট, ডেনটন সিমেট ওলেশ্বরী নদীর জায়গা দখল করে কারখানা সম্প্রসারণ করেছে। নদীর জায়গায় কোনো সিমেট কারখানা সম্প্রসারণ করা কোনোরূপ স্থাপনা নির্মাণ করা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ ও আইন পরিপন্থী কাজ। সিমেট কারখানা কর্তৃক নদীর দখলকৃত জায়গা উদ্ধারের জন্য জেলা প্রশাসন নারায়ণগঞ্জ সত্বর সকল আইনি প্রয়োগে উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মাফলা রক্ষু করবে। জ। সিঙ্গল গর্চা ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ বর্ণিত নদ-নদীর আলিকানা রক্ষার্থে ১৯৩ ও ১৯৯ [৪] অনুসরণ ও প্রয়োগপূর্বক] এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং হিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালতে পক্ষকৃত হয়ে আইনি লড়াই স্বার্থক ও সমলভাবে করতে হবে। CrPC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ করে নদ-নদী অবৈধ দখল প্রতিরোধ/উচ্ছেদ করতে হবে।</p>	<p>১। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর/পানি উন্নয়ন বোর্ড/পরিবেশ অধিদপ্তর ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ৪। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নারায়ণগঞ্জ ৫। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নারায়ণগঞ্জ ৬। সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিশনার ডুমুরি, নারায়ণগঞ্জ ৭। বন্দর কর্মকর্তা, বিআইডব্লিউটিএ, নারায়ণগঞ্জ</p>
২।	<p>শীতলক্ষ্যা নদীতে বাসুপুর ও হাজীগঞ্জ গ্রামাঞ্চলে পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিআইডব্লিউটিএ এবং বিআইডব্লিউটিএ এর পতাধিক মাছা ড্রেজার, ট্রলার, কার্গো, জাহাজ, নদীতে ডাম্পিং করা হয়েছে। ফলে ঐ স্থানে</p>	<p>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ</p>

	পুলি জমে নদীর প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে। জরুরি ভিত্তিতে ঐ সকল অক্সিজেন ছলজাল, ড্রেজার, ট্রলার, স্পীডবোট নদী হতে অপসারণপূর্বক বিক্রিয় ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।	৩। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৪। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ।
৩।	শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে ভবনশিথি তৈরি করা হচ্ছে। Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পার্শ্ব অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিজ্ঞপ্তির নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে/পৃথীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষণার্থে জমি সংক্রান্ত অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। দৈনন্দিনে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে জুমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নারায়ণগঞ্জ ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি), নারায়ণগঞ্জ ৫। বন্দর কর্মকর্তা, বিআইডব্লিউটিএ, নারায়ণগঞ্জ।
৪।	[ক] নদীর মধ্যে হরিপুর বিদ্যুৎ প্রাপ্তের তরল বর্জ্য নদীতে পড়ছে। পাশেই নদীর তীরে দখল করে ডকইয়ার্ড স্থাপন করা হয়েছে। কারখানার অপরিশোধিত রাসায়নিক তরল বর্জ্য ও অপরিশোধিত পানি নদীতে মিসরণ বন্ধ করতে হবে। [খ] নদীর দক্ষিণ তীরে আদমজী উচ্চত হতে করে একটি চ্যানেলে EPZ এর সকল বর্জ্য ও রাসায়নিক তরল নদীতে পড়ছে। রক্তিম ও রাসায়নিক বর্জ্যের কারণে প্রায় ২ কিমি নদীর পানি কালচে রং ধারণ করেছে। ETP এর মাধ্যমে তরল বর্জ্য পরিশোধন করতে হবে। [গ] শার্মিন জেজিটেকল ফ্যাক্টরি হতে অপরিশোধিত রাসায়নিক তরল বর্জ্য নদীতে পড়ছে। উক্ত ফ্যাক্টরি হতে কেমিক্যাল নিষ্কাশন বন্ধ করতে হবে। [ঘ] নদীতে ময়শা-আবর্জনা ডাম্পিংকারীদের বিরুদ্ধে কৌশলদারী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এদের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র জরিমানা করলেই চলবে না। আইনের উপযুক্ত ও কুৎসই প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-প্রধানসহ দায়ীদের বিরুদ্ধে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের কোনরূপ অবহেলা কিংবা শিথিলতা নদী ও নদী সম্পদ, পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় বিপুল প্রভাব ফেলতে পারে।	১। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ২। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ ৩। ব্যবস্থাপক, আদমজী EPZ নারায়ণগঞ্জ ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নারায়ণগঞ্জ ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি), নারায়ণগঞ্জ ৬। বন্দর কর্মকর্তা, বিআইডব্লিউটিএ, নারায়ণগঞ্জ।
৫।	নারায়ণগঞ্জ সাইলো ও অফিস পেপার মিলের মাধ্যমে একটি অর্ধমৃত প্রায় ৩ শাল রয়েছে। বর্তমানে ক্রমাগত তা দখল হচ্ছে। খালটি অবিলম্বে পুনঃসজীবিত করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নারায়ণগঞ্জ
৬।	কাজপুর ব্রিজের ডাউনে ব্রিজের দক্ষিণ পাশে উচ্চারকৃত জলপ্রায় বিআইডব্লিউটিএ ইকোপার্ক তৈরি করছে। ইকোপার্ক ব্যবস্থাপনার জন্য বিধি মোতাবেক সরকারের অনুমোদনক্রমে সুব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নারায়ণগঞ্জ
৭।	জেলাধীন নদী সংশ্লিষ্ট কোনো প্রকল্প গ্রহণ, নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ, বাঁধ, কালজার্ট, ব্রিজ দুইস পেট ইত্যাদি তৈরির ক্ষেত্রে জেলা কমিটিতে আলোচনা করে প্রকল্প বাস্তবায়নে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলে। নদীর প্রবাহের চেয়ে ছোট আকারের কোন ব্রিজ তৈরি করা সঠিক হবে না যা নদীর ন্যস্ততাকে হ্রাসকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।	১। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি/সড়ক ও জনপথ বিভাগ ৩। জেলা সুবোধ ব্যবস্থাপনা ও জাগ কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ ৪। বন্দর কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ বন্দর
৮।	নদী লিকভিট বা পরষ্টির কারণে যথাক্রমে জমির ক্ষয় কিংবা লক্ষ্য হলে ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাপিত আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষয়তাবলে নদীর জমির স্থানাপাদ RoR	১। মহানগরিকালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ

	<p>প্রকৃত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনস্বার্থিকারূপে [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any Time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার স্বেচ্ছাসূচক ও সমঝাবহক আবশ্যিক/কর্ষার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্টার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিতর্কিত/ভুল-ত্রুটি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনাসহ যে কোনো Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।</p>	<p>৩। পুলিশ সুপার, নারায়নগঞ্জ</p>
<p>৯।</p>	<p>নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা অবিলম্বে চূড়ান্তভাবে তৈরি ও প্রকাশ করবেন/করাবেন। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিরমিত নিন্দিভরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ফোরেশ্যারসহ জনস্বার্থ/রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিন্দিভরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য আইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং ছিটি পিটিশনের ২৪ ও ২৫ খুল ২০০৯-এ প্রদত্ত স্মারের নির্দেশনাসমূহ (স্মারের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮) নজির হিসেবে গণ্য করে কোর্সেজ্ঞাপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নদী রক্ষার কাজে নিয়োজিত কর্তৃকর্তা/কর্তৃপক্ষের সার্বিক নিরাপত্তা ও সমন্বয়িতা প্রদান করবেন।</p>	<p>১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, নারায়নগঞ্জ</p>
<p>১০।</p>	<p>জেলা কালেক্টর জরিপ বিভাগের সহায়তায় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ ধারার অধীনে AD সাইন টানা/দিয়রা জরিপ কাজ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অবিলম্বে নিষ্পন্ন করবেন এবং ১৪৩ ধারার মাধ্যমে বেকেনো সময় প্রয়োজনানুসারে নদীর বেকর্ড বাস্তবতার নিরিখে হালনাগাদ করবেন/করাবেন। ১৪৪ ধারা অনুযায়ী নদীর বেকর্ড ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের নামে বন্দোবস্ত কিংবা নামজারি হয়ে গেলে জা CS পর্টা সরেজমিন অবস্থা বিবেচনায় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালত [LAB] এর মাধ্যমে কালেক্টরের পক্ষে বিপরীতে ১ নং প্রতিবাদপত্র করবেন। ১৪৭-১৫১ ধারার আবশ্যকীয় প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর রক্ষণার্থে জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভূস্বত্বসহ শিল্প মালিকানায় বেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ মালিকানা বেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলানি/পর্টা/সিএস ও আরএস তুল্য বিবেচনার সরেজমিন বাচাইপূর্বক বেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/ আপীল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে বেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯(৪) ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake পক্ষে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধন/ওদ্বা করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মহাপরিচালকের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.১৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর</p>	<p>১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ</p>

	২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অঙ্গীকার। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা কমে পাবে ও দ্রুত সমাধান বুঝে পাওয়া যাবে।	
১১।	<p>[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ব্যৱের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিলেট ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কাগজবিশিষ্ট ব্যক্তিরকে নির্ধারণ করবেন। RS/BS কিংবা চর্চা ম্যাপের ভিত্তিতে নদ-নদীর জমি (চর-জমি) ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে মার্ট জরিপের [১৪৪ ধারার] মাধ্যমে হেলন ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে রেকর্ড করে দিয়েছে তা অবিলম্বে বাতিল করবে এবং নদীর জমির মালিকানা রিটকে/নদীকে ফিরিয়ে দেবার কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কালেক্টর বাহাদুরের অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথক সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উল্লেখ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ মফস ও মফসলাসদের কবল থেকে কাগজবিশিষ্ট ব্যক্তিরকে উদ্ধার/মুক্ত করতে সহায়তা করবে।</p> <p>[খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাস্তরেতে প্রয়োজনানুযায়ী যৌক্তিক ম্যাপ/নিয়ন্ত্রণ জরিপের মাধ্যমে সবত্রায়ে ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যনির্বাহী সমন্বয়ের ও সহযোগিতার পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোনো অসুস্থ্যত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ জরিপ অবিলম্বে সম্পন্ন করবেন। এই নিয়ন্ত্রণ জরিপের মাধ্যমে একে SATA, ১৬৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর জরিপের সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সক্ষম হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়ানুগ সীমানা/নদীর ঘড় এবং হার্ব নির্ধারণ করবেন। [গ] সাব-রেজিস্ট্রি অফিস জমি রক্ষার দলিল রেজিস্ট্রেশনের প্রকালে জমির পূর্বাঙ্গ রেকর্ডের [CS/SA/RS/CITY জরিপ] সাথে CS/RS হ্যাণ্ড/নকশা বিবেচনায় নিয়ে নদীর ভূমি ও ফোরশোর ব্যৱে কারো নামে রেজিস্ট্রিকৃত না হতে পারে তা নিশ্চিত করবে। সংশ্লিষ্ট উপজেলাধীন নদ-নদী/জলাশয়/জলাধার/খাল-বিলের মফস ও পর্যায়ে মাথ নগর চিহ্নিত করণপূর্বক তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি অফিস/সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয় তা নিশ্চিত করবে। কোনরূপ সন্দেহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগপূর্বক তাদের যত্নমত/সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে রেজিস্ট্রেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।</p>	<p>১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ</p>
১২।	<p>বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত নিছ/সাব নিছ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সেগুলি বাতিল করবেন এবং সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সে সাথে নদীর কোরশোরে অবৈধভাবে</p>	<p>১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ</p>

	নির্ধারিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	
১০।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ/আদর্শখাম/সুজোয়া বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগণ্যতা বিবেচনায় তা খাল জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল], নারায়ণগঞ্জ
১৪।	নদীর তীরে স্থাপিত ইটেরজটাসমূহ সম্পর্কে বিচ্ছিন্নত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের জটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ নুশন করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলপালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। চেয়ারম্যান, বিস্বাইভলিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ৪। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ
১৫।	অনুমোদনবিহীন বাসু চর হতে বাসু উত্তোলন করা বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থি। কোনো প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের আওতা ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাসু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যিক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বাসু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে শ্রমস্বাক্ষরী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল], নারায়ণগঞ্জ ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [তৃমি], সকল, নারায়ণগঞ্জ
১৬।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী অবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অধ্যায়িকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থায়ী নদী গবেষকদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যিক।	১। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] নারায়ণগঞ্জ
১৭।	কি কোনোক্রমেই কোনো ধরনের বর্জ্য [ডবল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-কিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিষ্ক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-কিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিষ্ক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপপূর্ণরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতির [3R: Reduce, Reuse and Recycle] শাপসই, পরিবেশ-উপযোগি প্রযুক্তি উদ্ভাবন/স্থানান্তরিত/আমন্ত্রণপূর্বক প্রয়োগ/ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [খ] আইন শ্রমস্বাক্ষরী, নদী ও পরিবেশ দুর্ঘটনার কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈল্পিক প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রমতার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠির বিষয়ে কর্তোরভাবে অফিসের প্রেরণ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তা নিবন্ধিতভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবেন।	১। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] নারায়ণগঞ্জ

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

তারিখ: ৮ জুন ২০১৮

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫(৬২)-৫৯২

সমস্ত অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নরা):

- ০১। মহাপরিচালক, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সচিবের অধীন দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের কার্যকরিতা হ্রাসে মিলিত কার্যার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের যথাযথ প্রত্যাহার অনুরোধসহ]।
- ০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৩। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়/সৌ-পরিবেশ মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৫। রেজিষ্টার জেনারেল, আইন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৬। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
- ০৭। মহাপরিচালক, পরিবেশ অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
- ০৮। মহাপরিচালক, বাস অধিদপ্তর, আব্দুল গনি রোড, সচিবালয় সিং রোড, বাস ভবন, ঢাকা।
- ০৯। মাননীয় স্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, সৌপরিবেশ মন্ত্রণালয় [মাননীয় স্রী মহোদয়ের সমস্ত অবগতির জন্য]।
- ১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গুরুদাস ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
- ১১। চেয়ারম্যান, নিম্নোক্ত ইউটিএ, মতিঝিল, ঢাকা।
- ১২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ।
- ১৩। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ।
- ১৪। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পানি উন্নয়ন বোর্ড এল.বি.ইউ/নতুন ও জলপা, নারায়ণগঞ্জ।
- ১৫। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৬। সচিব উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নারায়ণগঞ্জ সদর/বন্দর।
- ১৭। সার্বজনিক সম্পদ মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৮। অফিস কপি [সংরক্ষণার্থে]।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও নরসিংদী জেলা নদী রক্ষা কমিটি কর্তৃক বোধগতাবে আরোপিত নরসিংদী জেলাধীন নদ-নদীর দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ।

তারিখ: ০৫ জুন ২০১৮।। স্থান: নরসিংদী

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার গত ০৫/০৬/২০১৮ তারিখ নরসিংদী জেলা সদর করেন। সকলকারী হিসেবে কমিশনের সার্বজনিক সদস্য মো: আলাউদ্দিন, উপ-পরিচালকগবেষণা ও পরিবাহিতা ড. অশোক কুমার বিশ্বাস এবং চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব জনাব শহিদুল্লাহ মান নরসিংদী জেলার পুরাতন ব্রহ্মপুত্রা, মেঘনা ও হাড়িবোড়া নদী পরিদর্শন এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটির সেমিনারে যোগদান করেন।

নরসিংদী জেলাধীন নদ-নদীর দখল, দূষণ, ও স্রাট প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক সেমিনারের প্রারম্ভে ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক সকলকে সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি নদী প্রধান নরসিংদী জেলার সকলকে স্বাগত জানান। তিনি জানান, নদ-নদী রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসন সদা সচেষ্ট। প্রত্যেকটি উপজেলায় নদ-নদীর দখল ও দূষণ প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসন যোবাইল ফোর্সের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে আর এলাকায় ৫০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে বলে তিনি জানান। এক্ষেত্রে জনগণের যত্ন রক্ষা করে নদী বনন প্রকল্পের কাজ করা হচ্ছে। তিনি জানান, সিএসএ পর্চা/নক্ষার নদী থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে আরএস পর্চা/নক্ষার নদী সেই। আরএস পর্চায় ব্যক্তিগত নামে নদীর ছবি রেকর্ড হয়েছে।

এর পর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাহুল] নরসিংদী জেলার নদ-নদীর সামগ্রিক চিত্র এর মাধ্যমে পাওয়ার পকেট প্রজেক্টশনের মাধ্যমে তুলে করেন।

তিনি নরসিংদী জেলার নদীসমূহের উপজেলাস্তিত্তিক বর্ণনায় বলেন যে, নরসিংদী সদর উপজেলায় যথা:

মেঘনা, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, আড়িয়াল খাঁ, হাড়িসোয়া ও ব্রহ্মপুত্র নদী; শিবপুর উপজেলার শীতলক্ষ্যা ও পাহাড়িয়া নদী; পলাশ উপজেলায় শীতলক্ষ্যা ও হাড়িসোয়া নদী; রায়পুরা উপজেলায় মেঘনা, আড়িয়াল খাঁ, পাহাড়িয়া নদী ও ব্রহ্মপুত্র। মনোহরদী উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ, পাহাড়িয়া নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী এবং বেলাব উপজেলার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, পাহাড়িয়া ও আড়িয়াল খাঁ নদী প্রবাহিত হয়।

তিনি পানি দূষণ ও নদী ভরাট প্রতিরোধকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বলেন যে, মোট ৬টি ইটিপি বিহীন অকার্যকর তরল বর্জ্য নির্গমনকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশ দূষণকারী ২টি প্রতিষ্ঠান অ্যামেনা ডাইং এন্ড ডিঙ্গিং, বিক্রামপুর, মাধবদী, নরসিংদী ও বেস্ট কটন মিলস লি., বাগছাটা, সাহেবজাপ, নরসিংদী এর বিরুদ্ধে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৮৫ অনুসারে জরিমানা/ ক্ষতিপূরণ আদায়সহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ১৪,৫০,৫২০/-টোকা লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত বিশ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয় এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

তরল বর্জ্য নির্গমনকারী ২টি প্রতিষ্ঠানেরাভালথ ট্রেট প্রো: লি., বদ্বন্দ্যপুত্র, পাঁচনোন্, নরসিংদী ও টেকনো ড্রাগন লি.-ও বিসিক, শিবপুর, নরসিংদী পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা সন্ত্রস্তজনক পাওয়ার তাদের পরিবেশগত ক্ষতিগ্রস্ত নবারন করা হয় এবং নিয়মিত পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে সজা করে, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকোশলীকে সম্পূর্ণ করে প্রায়মাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। তাছাড়া ইটিপিবিহীন কোম্পানির বিরুদ্ধে অথবা তাদের ইটিপি আছে কিন্তু পরিচালনা করেমা তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ চলছে।

তিনি আরো বলেন যে, নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়ালখাঁ, হাড়িসোয়া, ব্রহ্মপুত্র, পাহাড়িয়া, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃবন্দন প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নরসিংদী জেলার ৫টি নদীতে ২৩২ কিলোমিটার নদী পুনঃবন্দন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

নরসিংদী জেলার নদীসমূহে বর্তমান চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি আরো বলেন যে, আড়িয়ালখাঁ নদী ত্রেকার ব্যাধি খনন কাজ চলমান। ব্রহ্মপুত্র নদ, হাড়িসোয়া নদী, বন্দন কাজের জন্য সমীক্ষা [Study] করার লক্ষ্যে প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে। পাহাড়িয়া নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ [নরসিংদীর অংশ] এক জরিপ কাজ চলছে। আড়িয়ালখাঁ নদী মনোহরদী উপজেলার শিল্পতরী হতে চরমাংশালিয়া হয়ে বেলাব উপজেলা কমপ্লেক্স পর্যন্ত জরিপ কাজ চলছে। মেঘনা নদী, শীতলক্ষ্যা নদী [নরসিংদীর অংশ] বন্দন করা প্রয়োজন।

অবৈধ দখল, উচ্ছেদ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, নরসিংদী জেলায় অবস্থিত নদীর পাড়ে অবৈধ দখল রয়েছে যা মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। নরসিংদী জেলার নদীসমূহের উপজেলাস্তিত্তিক নদীর তীরবর্তী স্থানে অবৈধ দোকানশাট, হাট-বাজার, দখলদারদের অসিদ্ধা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং নরসিংদী সদরের শেখেরচর ও মধবদীতে যে সকল নদী রয়েছে সেগুলোর নুই পাড়ে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পরিকল্পনাসহ বর্তমান সমস্যা সমাধানে সম্ভাব্য সমন্বয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত তুলে ধরেন:

ক্রমিক নং	প্রস্তাবের বিবরণ	বর্তমান অবস্থা	প্রত্যাব	সময়/কর্মপরিকল্পনা
০১	নদী সংক্রান্ত তথ্যাদি	বেশির ভাগ নদী সমূহের প্রকৃত তথ্যাদি নেই।	নদীর প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।	মহা মেঘাদী
০২	নদীসমূহের সীমানা পিলার চিহ্নিতকরণ ও স্থাপনা করার নিয়মিত সিএস এবং আরএস যৌজা হাঙ্গের যত্ন সহজসহ	নদী সমূহের সিএস এবং আরএস যৌজা ম্যাপ না থাকার কারণে সীমানা পিলার চিহ্নিতকরণ ও স্থাপনা করা হয়নি। তবে সিএস ও আরএস যৌজা ম্যাপের চাহিদাপত্র জমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	সিএস এবং আরএস যৌজা ম্যাপ প্রাপ্তি সাপেক্ষে নদী সমূহের সীমানা পিলার চিহ্নিতকরণ ও স্থাপন করা যেতে পারে	বঙ্গ মেঘাদী

০৬	নদী সমূহের অবৈধ দখল সংক্রান্ত	নদীর উভয় পাড়ে অবৈধ স্থাপনা ও দখলকার রয়েছে।	নদী উভয় পাড়ে অবৈধ দখলদারদের তালিকা তৈরি করা যেতে পারে এবং উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে	মধ্য মেয়াদী
০৪	নদী দূষণ এবং ইটিপি সংক্রান্ত	শিল্প ও কলকারখানাগুলোতে ইটিপি চালু না থাকার কারণে নদী দূষিত হচ্ছে	নদী দূষণরোধ এবং ইটিপি চালুর বিষয়ে শিল্প মালিকদের বাধ্য করা যেতে পারে	ষষ্ঠ মেয়াদী
০৫	বিলুপ্ত বা মৃতপ্রায় নদী খনন সংক্রান্ত	বেপির স্রাণ নদী সমূহের খনন মা হ্রদ্রায় কারণে নাব্যতা নেই	বিলুপ্ত বা মৃত প্রায় নদী খননের বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড উক্ত বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।	দীর্ঘ মেয়াদী
০৬	সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত	নদী রক্ষার স্থায়ী জনগণের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করনের সম্ভাব্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে সম্পর্কে প্রতি মাসের জেলা নদী রক্ষা কমিশনের সভার আলোচনা হয়/ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়	স্থায়ী জনগণকে সম্পৃক্ত করে নদী রক্ষা করতে হবে/ফরা যেতে পারে। সামাজিক যোগাযোগে মাধ্যমে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে	ষষ্ঠ মেয়াদী

নদী সত্ত্বার কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, উচ্চ আদালতে মামলা, সিএস, এনএ, আরএস রেকর্ড অনুযায়ী নদীর প্রকৃত সীমানা চিহ্নিত নেই। ভৌগোলিক ও সীমানা সংক্রান্ত অসুবিধার কারণে অনেক সময় অভিযান পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। উচ্ছেদের খরচ ও শোকবলের অক্ষয় রয়েছে। পুনর্বাসনগত অটলতা এবং বহুপক্ষীয় সংগঠিতা থাকায় সমন্বয়ে অসুবিধা রয়েছে।

তিনি আরও বলেন যে, উচ্ছেদ কাজ করতে গিয়ে কিছু বাস্তব জটিলতার সন্মুখীন হতে হয়। যেমন- কোর্টে মামলা, সিএস অনুসারে স্থায়ী সীমানা চিহ্নিত না থাকা প্রকৃতি।

নির্বাচী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাওয়ার পরেই প্রজেক্টশন এর মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ডের চলমান কর্মকণ্ড তুলে ধরেন। তিনি জানান, অত্র এলাকার নদ-নদীগুলো দীর্ঘদিন ধনন করা হয়নি। প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০০ কোটি টাকায় প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছে। দুটি একক রয়েছে।

নরসিংদী পত্তর বিকল্প, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নরসিংদী এর আওতাধীন চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ:

- ১। নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প [১ম সংশোধিত]।
- ২। "নরসিংদী জেলার অপ্রকৃত আভিমাংশী, ঝড়িসোরা, ব্রহ্মপুত্র, পাহাড়িয়া, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন প্রকল্প"।

তিনি বলেন যে, অত্র প্রকল্পের উদ্দেশ্য [Objectives] হল বীধ নির্মাণ করে ৩৯৫০ হেক্টর এলাকায় বর্ষিকালে শাহাদিয়া নদীর পানি গ্রবেশ রোধকরণ। ১৬০০ হেক্টর এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন। সেচ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষয় মৌসুমে তৃপ্তি পানি ব্যবহার করে অতিরিক্ত ৪০০ হেক্টর জমি চাষের আওতার আনা এবং পাশপাড়া বাজার এলাকায় নদী অঙ্কন রোধকরণ।

যুক্ত আলোচনার বক্তৃতা তাদের নিম্নোক্ত বক্তব্য তুলে ধরেন:

সাবেক অধ্যক্ষ প্রকল্পের গোলাম মোস্তফা মিয়া প্রথমই গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন যে, দেশের যা কে? এ প্রশ্নের উত্তর অনেকেরই সঠিকভাবে বলতে পারে না। এতে তিনি ব্যথিত হন। তিনি বলেন যে, দেশের মা হচ্ছে নদী। পথা, বেঘনা ঘনুনা-এদেশের মূল ঠিকানা। তিনি জানান নদ-নদী রক্ষায় স্থায়ী প্রশাসন খুবই আশ্রয়িত। কিন্তু তার পরেও নদ-নদী দখল, দূষণ হচ্ছে। স্বীকৃত্যের পাশে বোড়াশালে গ্রাণ কোম্পানির অনেক স্থাপনা নদী দখল করে পড়ে উঠেছে। পাঁচদোনা ব্রিজের ব্রহ্মপুত্র এর উপর

নিকট দক্ষিণ পার্শ্বে ব্যাপক দখল ও দূষণ হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হাড়িদোয়া নদীটি সম্পূর্ণরূপে দূষিত হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। শুষ্ক মৌসুমে এর অবস্থা আরও করুণ হয়। তিনি আরো বলেন যে, হাদের জন্য নদী ভরাট ও দূষণ হয় তাদের এই সেমিনারে উপস্থিত হয়ে জনাবগণিহি করা জরুরি ছিলো। কিন্তু তারা অনুপস্থিত। নরসিংদী তে যে কয়টি শাখা নদী রয়েছে তার অধিকাংশই মৃত। পাহাড়িয়া নদীর নাম হবে কলাগাছিয়া নদী। তিনি এই নদীর নাম সহশোবনের আহ্বান জানান। ভারতব্রাহ্ম জেলা প্রশাসক বলেন, যথাযথ হাচাই-বাছাই এর পর বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

এক্সেসর সূর্যকান্তি দাস বলেন যে, হাড়িদোয়া নদীটি ব্যাপকভাবে দূষিত হয়েছে। এতে করে চর্মরোগসহ অন্যান্য রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। বর্তমানে নদীতে কোন সাহ নেই। পূর্বে এই নদীতে লক্ষ চলাচল করতো। বর্তমানে হাটু পর্যন্ত পানিও নেই। এই নদীর পাড়ে বড় বড় শিল্প কারখানা থাকার নদী ব্যাপকভাবে দূষিত হচ্ছে। ইটিপি থাকলেও সব সময় চালু রাখা হয় না। এতে করে হাজার হাজার প্রাণলব বর্ষ্য নদীতে নিক্ষেপ/নিঃসরণ হচ্ছে। নদীকে দ্রুত দখলমুক্ত করতে হবে। সিলে ম্যাপ অনুসারে নদীর ৭৫% দখল হয়ে গেছে। তিনি সম্মিলিতভাবে অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্য পরিচালনার আহ্বান জানান।

পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বলেন যে, ভাইং কারখানার কারণে নদী দূষিত হচ্ছে। নদী পূর্বেও দূষিত হতো। বর্তমানেও নদী দূষিত হচ্ছে। ১০০ টি ডাইং কারখানার মধ্যে মাত্র ৯৬টি কারখানায় ইটিপি রয়েছে। তিনি আরো বলেন দুই জেলার দায়িত্বে রয়েছে। ফলে নির্বিড় পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ভারতব্রাহ্ম কারখানা পরিদর্শন করা হয়। প্রায় ১২/১৩ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে। প্যাকেজিং ডাইং ফ্যাক্টরিকে প্রায় ১ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জনবল না থাকায় সঠিকভাবে কার্যক্রম করা যাচ্ছে না।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কে বলেন যে, শুধু জরিমানা করাই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজনে জেল দিতে হবে। অল্পত দশটি কারখানা বন্ধ করে দিতে হবে। আইনের ন্যায়ালুণ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, ভূতীয় বিধ যুদ্ধ হবে পানি নিয়ে। সুতরাং পানির সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে। তিনি আবর্জনা, বর্জ্য ফেলার জায়গা নির্দিষ্ট করে সেওয়ার আহ্বান জানান। জনগণকে সচেতন করার আহ্বান জানান।

এলজিইডি এর নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব রায়হুন বলেন যে, নদীর সীমানা করার কলে সীমানা জুড়ে অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠেছে। এর প্রতিকার কী? নদীর শাখা-প্রশাখা রক্ষায় আমাদের অধিক দায়িত্ববান হতে হবে।

রায়পুরা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) বলেন যে, হাড়িদোয়া নদী মৃত এবং দূষিত হয়ে গেছে। এই নদী থেকে যাতে দূষিত পানি মেখনা নদীতে না পড়ে সে ব্যবস্থা সেওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, হাড়িদোয়া নদীর মুখে বীধ অথবা ইটিপি স্থাপন করে যেখনা নদীতে দূষণ রোধ করা সম্ভব।

পলাশ উপজেলার নির্বাহী অফিসার জাহর দেবনাথ বলেন যে, কালিগঞ্জ যেখনা নদীর গর্ভীরে প্রায় দেড়শো মিটার নদী দখল করে এখ কোম্পানি স্থাপনা নির্মাণ করেছে। এক্ষেত্রে তিনি তিন জেলার যেখনা নদীর প্রবাহ থাকবে গাজীপুর, নরসিংদী এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার সংকে বীধ সভা করার আহ্বান জানান।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব জাকির হাসান বলেন যে, দেশের সকল নদ-নদীতে কম-বেশি দূষণ রয়েছে। নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে। হাড়িদোয়া নদীতেও ব্যাপক দূষণ হয়েছে। এর উল্লেখ্যে বালু/মাটি নেই, রয়েছে শুধু পলিভিন। তিনি বলেন যে, যৌথভাবে নদী রক্ষায় সকল দপ্তরের সাথে সরবহের মাধ্যমে আমরা নদী রক্ষার কাজ করে যাচ্ছি।

সার্বজনিক সদস্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। নদী রক্ষা করা অন্যতম চ্যালেঞ্জিং কাজ। নদী রক্ষায় যে, সকল আইন ও বিধি বিধান রয়েছে, সেগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। রাজসৈনিক, সামরিক যতই বাধা বিপত্তি আসুক না কোন প্রচলিত বিধি বিধান অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে হবে। নদী রক্ষায় মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা/নদী রক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে। তাদেরকে নদী রক্ষার কাজ করতে হবে। ইকোনমিক জোন, স্বচ্ছপ্রোগ্রাম করার জন্য নদীর জমি ব্যবহৃত না হয় সেদিকে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। নদীর মালিক সরকার/গ্রহী। নদী রক্ষার দায়িত্বে স্থানীয় প্রশাসনের। নদী দখলদারদের বিরুদ্ধে সাজাজিক আন্দোলন গড়ে জেলার আহ্বান জানান। নদী কমিশন একটি জাতীয় প্রাটফর। তিনি নদী রক্ষায় সকলের সহযোগিতা চান। তিনি ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাসহ সকলকে নদী রক্ষায় আরো সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানান।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, 'মরসিংদী জেলায়ই নদ-নদীর দখল, দূষণ ও ভরাট প্রতিরোধে করণীয়' পার্বক সেমিনারটি সকল আরোহনের জন্য আঞ্চলিক ধন্যবাদ জানান।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সেমিনারে আলোচনাকালে তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও অধিবাসিত্ব সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদী কমিশনের সুপারিশে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন এ এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এলজিইডি কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের যে সকল সমস্যার কথা এখানে বলা হয়েছে তা কম-বেশি শেষের সামগ্রিক চিত্র। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান যে এ সমস্যাকে হ্রাস দিয়ে বোঝার জন্য। তিনি আরও বলেন যে ইংরেজরা ভারতবর্ষে এর ১৯০ বছর শাসন করেছে। তখন এর ৫০ কোটি লোক ছিল। এই ৫০ কোটি লোক ছিল এদেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করতে এর ১৯০ বছর লেগেছে। তিনি ধন্যবাদ জানান জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁর সং, বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল মাত্র ২০ বছরে। আমরা সবাই এ দেশের স্বাধীন নাগরিক। আমরা যখন দুর্নীতির কথা শুনি তখন আমরা লজ্জায় অবনত হয়ে যাই। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার শিখতে হবে। সততা শিটার মাধ্যমে তিনি সজ্ঞ করার আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে যে প্রকল্পগুলো সেজে হয়েছে, প্রয়োজনে সেই প্রকল্পগুলো পুনরায় যাচাই-বাছাই করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নদী সড়ক প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নদী কমিশনের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করতে হবে। Natural Reservoir তৈরির জন্য খাল, হাওর খনন করতে হবে। তিনি নদীর নাব্যতা নষ্ট করে কোন ব্রিজ, কালাজাট না করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, জনগণ এখন অনেক সচেতন। তিনি জেলা প্রশাসককে নদীর অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে দ্রুত উচ্ছেদ কার্যক্রম চালানোর আহ্বান জানান।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনস্বার্থ/প্রতিটি নাগরিক বির্তমান ও আগামীরা জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক ও রাষ্ট্রীয় রক্ষক। তিনিই [কালেক্টর বাহাদুর] নদীর যত্ন-যাচাই সেখানেই রাখা উচিত। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসারে নদীর স্বত্বাধীনে নদ বা কাটিকে দেয়া যাবে না; তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দখল করলেও তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪০ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে যথাসময়ে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক অবৈধতার প্রমাণের ভিত্তিতে [evidence on incorrectness] বাতিল করার সুপারিশ আইন বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর স্বত্বাধীনে Right of Basement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার পক্ষে দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। যখন পরামর্শের সেশনের জলগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জলগণ ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইড/ট্রাস্টি/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। সৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদেরকে সন্ধিলিত প্রকৌশল প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকায় বিআইড/ট্রাস্টি/এতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিশন নেতৃত্বে সবেমানে মার্চ পর্যন্ত উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পরিবেশন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সক্ষম প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গার দায়িত্ব বিসেচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়/আদর্শ গ্রাম/জলস্রোত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Basement বিধায় কোনো প্রকার আশ্রয় বা জলস্রোত প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকায় বাস্তবায়নযোগ্য 'নয়' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করেন।

নদীর নিকট ও পরিস্থিতির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রকল্পে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের প্রচারাভূত আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, যত্ন সংরক্ষণ দায়িত্ব/পর্তাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর অর্পিত। নদীর স্বত্বাধীনে সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অতিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা অধিদপ্তর পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ব্যারাদুর সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সবেমানে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

CS পরীক্ষা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা হ্রাসের পক্ষে [জেলা কালেক্টর] পক্ষের বিপরীতে ১ নং বিতায়নভুক্ত আছে এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোনো

ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বাচাই-রাছাইপূর্বক সত্বেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ (৪) মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কনসেইট্রাই কমতাবান। এক্ষেত্রে মাহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এর ২৪ ও ২৫ ছন্দ, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদায়তাকে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ (ক)সহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার স্বার্থ গ্রহণের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও কেরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কনসেইট্রাই বাহানুর এবং ভূমি অফিস বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯(৪) ধারার বিধান অনুযায়ী bona fide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/তুল করে নেয়া যায়, যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের অটুটিলা হ্রাস পাবে ও প্রাপ্ত শমায়ান বৃদ্ধি পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিযুক্ত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করেছে না' মর্মে সত্য উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনার বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আবেশনের এলাকার নাব্যতা ও পরিবেশের উপর বিস্তারিত প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও দুইস গেট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী বিলুপ্তির পথে ছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মুক্তায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। কুশনার তেরখাদার ডুকিয়ার বিলের জলাবদ্ধতার কারণেও একইরূপ বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-খনসাপোনা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রবেশের চেয়ে অংশকাকুত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অববিবেচনামূলক। তবিঘ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের স্বার্থ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের zero tolerance নীতির বিচার অর্থ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা হাতে জঁবধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মাহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ ছন্দ ভারিষের রায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CEGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, SPARRSO Real Time Data দিয়ে কাজ করে বা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উন্নয়নরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে। Transboundary Interlink/ Uperlink বর্ণিত ভৌগোলিক বিভাজনের কারণেই পানির স্বার্থ প্রবাহ পাওয়া যাবে না-এটা ধরেই আমাদের নদী ক্ষয়নের পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা বন্যার সময় যে পানি পাই তা Bay of Bengal-এ নেমে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে এবং সৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদেরকে Delta plan এর মধ্যে নদী/পানির সমস্যার অনেক সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পরীক্ষা আলোচনা ও অনুমোদন নিতে হবে। বিহীনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। Basin/Catchment বিবেচনার নদী সংক্রান্ত সুখ্য ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে।

চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে নদী হতে সর্বল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। যার পর্ষায় উদ্ধার করবে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসকে উদ্ধার কাজ শুরু করার আহ্বান জানান। নদীর জায়গা অক্ষরদখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি সূত্রে বলে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। বাবা দীর্ঘদিন দখল করে

রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে সৌজন্যমূলক মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/অধিকার/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অর্থাৎ কোনো সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান আরও বলেন যে, নদীর জমি নিরক্ষণভাবে সরকারের দখলে নিতে হবে। নদী রক্ষায় সংশ্লিষ্টদের নিয়ন্ত্রণ দিতে হবে। নদীর জমি রক্ষণাবেক্ষণে অর্থাৎ করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ইউনিয়ন জমি সংরক্ষণ কর্মকর্তা নদী পরিদর্শন করে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট দাখিল করবে। নদী রক্ষায় সিভিল সোসাইটি/সাংবাদিকসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান।

চেয়ারম্যান বলেন যে, নদী বিষয়ে পূর্বে আমাদের চেমন কোন সচেতনতা ছিল না। নদী কমিশন গঠিত হওয়ার পর আমাদের সচেতনতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। চেয়ারম্যান বলেন, চলমান প্রকল্পগুলির জন্য ৫২০ কোটি টাকার সর্বোচ্চ ব্যয় নির্ধারিত করতে হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়নের বিষয় সকলকে নজর রাখতে হবে। মেঘনা নদী সংস্কৃতি করে যে গ্রীষ্ম নির্মাণ করা হয়েছে তাব কারণে নদীর প্রবাহ/ন্যূনতা নষ্ট হচ্ছে। ফলে অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠেছে। এখানে যে ড্রেজিং এর কাজ হচ্ছে তার মাটি নদীতেই ফেলা হচ্ছে। ফলে নদী এবং খাল সংস্কৃতি এক জাতি হচ্ছে।

যা অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণ স্থানে/দুরত্ব সঠিক নেয়ার বিষয়ে নদী রক্ষা কমিটিতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করণি ভিত্তিতেই নিতে হবে। তিনি ইটভাটা আইন যুগোপযোগী করার আহ্বান জানান। তিনি পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ছাড়পত্র দেয়ার বিষয়ে আগে যথাযথ তদন্ত করার আহ্বান জানান। কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার না করার নির্দেশনা দেন। টপ লয়েল এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। টপ লয়েল কাটা বন্ধ করার আহ্বান জানান।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, হাড়িনোয়া নদীর তীরে যে সকল শিল্প কারখানা নির্মিত হয়েছে তাদের মালিকদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। প্রয়োজনে দুর্নীতিবিরোধী শিল্প মালিকদের জেল/জরিমানা দিতে হবে এবং ইটিপি ২৪ যথা চাপ রাখতে হবে। আইনে যে কোন ব্যক্তির জন্য নদী কমিশন প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিরুদ্ধে মামলা করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সুনির্দিষ্ট মতামত তুলে ধরে বলেন যে, পরিবেশ বন ও জনস্বাস্থ্য পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অবিলম্বে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে আনতে হবে। কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-কিল কিংবা জলাশয়ে নিক্ষেপ/নিষ্কাশ/ফেলা হবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিষ্কাশ/নিষ্কাশ/নিষ্কাশ কার্যক্রমের বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় শাসনই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] হাতে আবেদন উপর্যুক্ত ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/জমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি হ্যান্ডবুক কার্যক্রম প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যাপ্তভাবে সক্ষম, দক্ষ ও হোয়াট করে তোলায় মনোনিবেশ দিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ পাইলডাইন ও ধান বসাতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দুর্নীতিকারী কিংবা কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংশ্লিষ্ট/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এক পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমেই নদীতে ফেলা যাবে না। নদীতে ফেলা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মামলা করবে। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সত্য, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে যত্ন, সৎসাহস ও জবাবদিহিতা ফরারি।

জেলা প্রশাসক, নরসিংদী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সভার বিস্তারিত আলোচনার রেকর্ডে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	ব্যবস্থাপনাকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	[ক] হাড়িনোয়া ও মেঘনার নিম্ন স্থলে নদীর তীরে ব্যক্তি মালিকানাধীন দোকান, ইট নির্মিত টিনশেড ইত্যাদি অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠেছে। অবিলম্বে এই অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। [খ] সিএস পর্চা ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯] অনুসরণ ও প্রয়োগ পূর্বক এবং মহানগর হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী। ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নরসিংদী সদর, নরসিংদী। ৩। সহকারী কমিশনার (জমি), নরসিংদী সদর, নরসিংদী।

	এক্ষেত্রে আদালতে পক্ষকৃত হয়ে আইনি লড়াই সার্থক ও সফলভাবে করতে হবে। অবৈধ সকল থেকে মর্দীকে রক্ষা করতে CTPC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	
০২।	[ক] গোবিন্দপুর খেয়া খাটের বামী ছাউনির অতি সঙ্কটে মেঘনা নদীতে চলমান ড্রেজিংকৃত খাট নদীতেই নিষ্ক্ষেপ হচ্ছে বা সঠিক নয়। এ খননকৃত খাট নদী থেকে অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে। [খ] নরসিংদী সদরের মেঘনা নদীর উপর তীরে নির্বিজ্ঞা নতুন ব্রিজ নদীর জমি অনেক বর্নি বেধে নদীর মধ্যে এসে ব্রিজ করা হয়েছে। প্রায় ১ কিলোমিটার ব্যাপী নদীর মধ্যে বাঁধ সেয়া হয়েছে। এ ব্রিজ নদীর নাব্যতাহানীর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যথাযথভাবে নদীর ঠাণ্ডি করে এ ব্রিজ নির্মাণ করা হয়নি মর্মে প্রতিরমান হয়। এ নদীর সঙ্গে সংশ্লিষ্টকৃত ঝালগোশার পানির প্রবাহ যাতে কষ্টার থাকে সেটা নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী। ২। মেয়র, নরসিংদী পৌরসভা, নরসিংদী। ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নরসিংদী। ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নরসিংদী সদর, নরসিংদী। ৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি), নরসিংদী সদর, নরসিংদী।
০৩।	নদী সিকিটি বা পরষ্টির কারণে যথাক্রমে জমির ডাঙন কিংবা শর হলে ১৯৫০ সনের প্রকৃত আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নমর্মে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ জড়জ প্রস্তুত করবেন/করবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনস্বার্থকরূপে [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা উক্ত আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়ানুল ও সমরানক আবশ্যিক/যথার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্শিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্টার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচ্যুতি/ভুল-ত্রুটি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।	১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ৩। পুলিশ সুপার, নরসিংদী ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] নরসিংদী ৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি) [সকল] নরসিংদী।
০৪।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে সর্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রষ্টি তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ স্থান ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা ২২-৪, ৫ ও ৮] মজির বিসেবে পণ্ড করে অবিলম্বে কোনোরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সর্ষিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ৩। পুলিশ সুপার, নরসিংদী ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] নরসিংদী ৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি) [সকল] নরসিংদী।
০৫।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারার নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্শিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্টা/সিএস ও আরএস, ভুল্য বিবেচনাসূর্বক সরেজমিন বাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন।	১। চেয়ারম্যান, ভূমি অর্শিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ ৪। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ৫। পুলিশ সুপার, নরসিংদী ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,

	<p>রিভিউ/রিভিশন/আপিল এর মাধ্যমে রাউন্ড পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯(৪) ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন সহজেই সংশোধন/তুল করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অঙ্গল্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান পুঁজে পাওয়া যাবে।</p>	<p>[সকল] নরসিংদী ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল] নরসিংদী।</p>
০৬।	<p>[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহাযান্ত্র হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের বাস্তব নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালকিলম্ব স্বাতিরেকে নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সমঝাবহি কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] প্রস্তুতপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের দখল থেকে কালকিলম্ব স্বাতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমঝ, সহযোগিতা ও অর্থায়নের কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাস্তরেতে প্রয়োজনীয় মৌজা ম্যাপ/নিয়ন্ত্রা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে বাধ্যতামূলক সমঝের ও সহযোগিতার পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোনো অজুহাত নাড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রা জরিপ অবিলম্বে সম্পন্ন করবেন। এই নিয়ন্ত্রা জরিপের মাধ্যমে এক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালকিলম্ব বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর সার্বিক আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়ানুগ সীমানা/নদীর স্বত্ব এবং স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।</p>	<p>১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ ৪। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ৫। পুলিশ সুপার, নরসিংদী ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] নরসিংদী ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল] নরসিংদী</p>
০৭।	<p>বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অন্যাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।</p>	<p>১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] নরসিংদী ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] নরসিংদী</p>
০৮।	<p>ভূগর্ভ পানির চাপ কমানোর জন্য নদ-নদী, খাল-বিল, গুকুর খনন করতে হবে। খাল খননে কর্মসম্মান সৃষ্টির সার্থে স্থানীয় জনসাধারণদের সম্পৃক্ততার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অধাধিকার ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প দিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিশনের মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে দূরত্বে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে</p>	<p>১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নরসিংদী ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] নরসিংদী ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি]</p>

	চুল/ফলোজ/মসজিদ/মসজিদসহ অন্যান্য জায়গার উন্নয়নের জন্য ধন্যকৃত মাটি ব্যবহৃত করা যেতে পারে। ড্রেজিংকৃত পলি/মাটি ব্যবহৃতপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সুলক্ষণ করতে হবে।	[সকল] নরসিংদী
০৯।	জেলার মধ্যে পাউবো কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত অনেক জমি অব্যবহৃত রয়েছে যথাযথ ব্যবহার না করার ফলে জমিগুলো বে-দখল হয়ে যাচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবহৃত অতিরিক্ত জমি প্রয়োজনে রিক্রিউম করা যেতে পারে। এছাড়াও কৃষি জমির টপ সয়েল বিক্রি বন্ধ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নরসিংদী ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নরসিংদী সদর, নরসিংদী ৪। সহকারী কমিশনার (ভূমি), নরসিংদী সদর, নরসিংদী
১০।	উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-কিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-কিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ২। পুলিশ সুপার, নরসিংদী ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নরসিংদী
১১।	Pathway/Pavement তৈরিরপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতি-করণার্থে নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে/পৃথীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষণার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নরসিংদী ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] নরসিংদী ৪। সহকারী কমিশনার (ভূমি), [সকল] নরসিংদী
১২।	নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিসংখিত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ব্রিজের বয়স সৈর্য হেতু নদীর দু'পাশের ভরাট হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া এবং নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়।	১। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নরসিংদী ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলাজিওডি, নরসিংদী ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, নরসিংদী ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] নরসিংদী ৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি) [সকল] নরসিংদী
১৩।	নদীর তীরে বা নদীর জলাশয় সারিস্রা বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়/আলস্রমায়/ভরজাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রগণ্যতা বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], নরসিংদী ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), [সকল], নরসিংদী
১৪।	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কোর্টে নদী সংশ্লিষ্ট বিন্যয়ন যামলাগুলি আইনি মোকাবেলা করে সড়ক নিষ্পত্তি করতে হবে। বিন্যয়ন মামলার তালিকা প্রণয়ন, পিপি/জিপি নিয়োগ প্রকল্প এস.এফ [Statement of Facts] যথাযথভাবে তৈরি করে মামলাগুলি মোকাবেলা করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], নরসিংদী ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), [সকল], নরসিংদী
১৫।	[ক] নদীর তীরে স্থাপিত ইটেরভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাণ্ডিত পর প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী

	<p>রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের জটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মাফিয়া দায়ের করবে। প্রয়োজনে গদন্ত লাইসেন্স অবিশদে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।</p>	<p>৩। পুলিশ সুপার, নরসিংদী ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নরসিংদী ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা], নরসিংদী ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা], নরসিংদী</p>
১৬।	<p>[ক] নরসিংদী জেলায় মেঘনা নদী থেকে অবৈধভাবে বাসু উত্তোলন করা হচ্ছে। এতে নদী এবং নদীর প্রতিবেশ নষ্ট হচ্ছে। অবিশদে অবৈধভাবে বাসু উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। [খ] অনুমোদনবিহীন বাসু চর হতে বাসু উত্তোলন করা বাসু মহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের জঙ্ঘন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাসু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যিক হয়। লংপ্রি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক তা কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বাসু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে আইন লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বাসু মহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।</p>	<p>১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ৩। পুলিশ সুপার, নরসিংদী ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা] নরসিংদী ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা] নরসিংদী</p>
১৭।	<p>জেলা কমিটির সভা স্বাস্থ্য কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। সকল উপজেলার উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সমন্বিত করে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অতিরিক্ত বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী পবেষকদের নদী রক্ষা কমিটিতে প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যিক।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা] নরসিংদী ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা], নরসিংদী</p>
১৯।	<p>[ক] হাড়িনোয়া নদীটি ব্যাপক দূষিত হয়েছে এবং ডাইং কারখানার কারণে নদী দূষিত হচ্ছে। [খ] নদীতে মদ্য-আবর্জনা ডাম্পিংকারীদের বিরুদ্ধে ক্ষৌরকারী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় জরিমানা করলেই চলবে না। আইনের উপযুক্ত ও সুসময় প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-প্রধানসহ নদীতীরের বিরুদ্ধে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের কোমোরপ অবহেলা কিংবা শিথিলতা নদী ও নদী সন্দর্ভ, পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। [খ] কোনোভাবেই কোনো ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিষ্কাশ/কেন্দ্র যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়গতভাবে এ বিষয়ে অকিঞ্চিৎকর জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিষ্কাশ/নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপযুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle] স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [খ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার অন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে Compliance Report প্রদান করবে।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ২। মেয়র পৌরসভা, নরসিংদী ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, নরসিংদী ৪। পুলিশ সুপার, নরসিংদী ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নরসিংদী ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা] নরসিংদী ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকলা] নরসিংদী</p>

২০।	জেলা প্রশাসনিক অফিস, খ্রিষ্ট ও ই-বিজিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিস্থলক কর্মকর্তা পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনস্বার্থিনী, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বান্ধব সংগঠনকে সন্নিহিত করা যেতে পারে।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/পল্লয়োগ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ও সভাপতি জেলা নদী রক্ষা কমিটি ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, নরসিংদী
-----	---	--

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০২.১৫(৪১)-

তারিখ: ১৪ অক্টোবর ২০১৮

সদস্য অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

- ০১। মহাপরিচালক, মহাপরিচালক, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীন দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের মাধ্যমে প্রয়োজন নির্দিষ্ট করণের কার্যক্রম পদক্ষেপ গ্রহণের ঘোষণা প্রদানের অনুরোধসহ]।
- ০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৩। সচিব, সৌ-পরিবেশ অফিস/জমি অফিস/পানি সম্পদ অফিস/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন অফিস বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
- ০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
- ০৬। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ অফিস (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদস্য অবধি জমি)।
- ০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গুয়াপাড়া অফিস, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
- ০৮। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, মতিঝিল, ঢাকা।
- ০৯। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১০। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী।
- ১১। পুলিশ সুপার, নরসিংদী।
- ১২। মেয়র, পৌরসভা, নরসিংদী।
- ১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/এলা.ডি.ইউ/সড়ক ও জনপথ, নরসিংদী।
- ১৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সন্দ্বলা, নরসিংদী।
- ১৬। সহকারী কমিশনার (মুখি), সন্দ্বলা, নরসিংদী।
- ১৭। সার্বজনীন সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৮। অফিস কপি [সংরক্ষণার্থে]।

ড. আশোক ফুহার বিশ্বাস
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার কর্তৃক সময়সীমা থেকে শুরু করে মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুর ব্রিজ পর্যন্ত ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষ্যা নদী সরেজমিন পরিদর্শন বিষয়ক প্রতিক্রিয়া।

পরিদর্শনের তারিখ: ০৫/০২/২০১৮ || সময়: সকাল ৯:৩০-৫:৩০ ঘটিকা

১। পরিদর্শনের উদ্দেশ্য:

নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, পরিবেশ উন্নয়ন, নদীর তীর সংরক্ষণ, দূষণের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ, অবৈধ নথলের প্রকৃতি, নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নদীকে নৌপরিবহনযোগ্য করে গড়ে তোলা এবং অর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমুখিক ব্যবহার নিশ্চিত করণের যথাবিত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সার্বিক সময় সাধন ও সার্বিক টেকসই বাসস্থানবিত্তিক সুশাসিত প্রদান।

২। পরিদর্শনকালে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উপ-পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিবীক্ষণ) এবং চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব জনাব মো: গোলাম আহমেদ, বিআইডব্লিউটিএ-এর ঢাকা নৌ বন্দরের যুগ্ম-পরিচালক জনাব জহুরুল আবেদীনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাপন এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), মুন্সিগঞ্জ, রেজিনিউ ডেপুটি কমিশনার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি), মুন্সিগঞ্জ সদর, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সারারনঙ্গ সদর, জেলা প্রশাসন ঢাকার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডিভিশনাল অফিসার এম ও (ভিসি) জন প্রতিনিধি সিস্টেম ও আর এস পরচা ম্যাপ ও নকশাসহ উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শন কার্যসি ও পর্যবেক্ষণ:

[ক] সদরঘাট নদী বন্দর হতে পেঙ্গোলো ব্রিজ (চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু) নদীর দু'পাশে বাগানবাড়ি এবং নদীর পাড় ঘেঁষে নদীর জরি অবৈধ দখলপূর্বক ঘেরাও-ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে।

[খ] 'বসুন্ধরা গ্রুপের ফুড এন্ড ব্যাজার্স ফ্যাক্টরি' হতে অনবরত দুর্পকযুক্ত পানি নদীতে ফেলতে দেখা যায়; এবং সীমানা প্রাচীর দিয়ে অবৈধভাবে নদীর পাড় ও নদীপার্শ্বের জমি দখলের চিত্র পরিলক্ষিত হয়;

[গ] বৃষ্টিপাতের মুখ থেকে ইচ্ছামতি নদীর দু'পাশে বহু অবৈধ ইট-ভাটা সেতুতে পাওয়া যায়, যা থেকে গুরু পরিমাণ ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়, যা গোটা পরিবেশকে বিঘাত করে তুলেছে এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য অস্বাস্থ্যকর/নাভুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে।

[ঘ] জেলা প্রশাসন থেকে নদীর তীরে বেটুকু "Walk-Way" তৈরি করে দেয়া হয়েছে তা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রায়-কিশীল হবার পথে। বৃষ্টিপাতের পানি অবনতিরূপে দূষিত ও ইচ্ছামতি নদীর দু'পাশে অবৈধ দখল করে প্রায় কিশীল হয়ে গিয়েছে।

[ঙ] নদীর দু'পাশের শিল্পকারখানাগুলির "ETP" কার্যকর নয় বলে দেখা গেল। ময়লা পানি ও বর্জ্য নদীপার্শ্ব পাড়ার দূষণ দেখা যায়;

[চ] নদীর দু'পাশে সর্বম ১৫০ ফুট "Furt Limit" দেখা গেল না।

[ছ] নদীর মধ্যে বিভিন্ন জাহাজ/টোলার ফেলে নৌচলাচল ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়েছে। বিভিন্ন সিমেন্ট বোঝাই কন্টেইনারসহ নদীতে বিচ্ছিন্নভাবে কৃষ্ণপূর্ণভাবে ওজরলোজি অবস্থায় দেখা যায়। এসব বস্তু "Marine Court" অথবা "Special Officer Marine Safety" কর্তৃক আনয়ন আদালত বসিয়ে কার্যকর আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারেন;

[জ] শীতলক্ষ্যা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি ভিত্তিতে প্রকল্পের করা প্রয়োজনীয়তা পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়েছে;

[ঝ] হাইশীল্ড শীল্ডবার্ড সাইনবোর্ড টাংগানো একটি বাগানবাড়ি অবৈধভাবে নদীর তীরে নদীর জমি অবৈধ-দখলপূর্বক গড়ে তোলা হয়েছে বলে দৃশ্যমান হয়;

[ঞ] চরভাঙ্গাবলি সৌভাগ্য মীরকাদিম পোর্ট-এর সুরক্ষা অথবা সেতুতে পাওয়া যায়।

[ট] ২০০৫ সালে মীরকাদিম পোর্ট-কে সরকার ১৮৬ একর জমিসহ কনসোল্ডে প্রদান করলেও পোর্ট কর্তৃপক্ষ অদ্যাবধি তার দখলে বেতে পারছেন না বলে তাঁরা অভিযোগ করলেন।

[ঠ] মুক্তারপুর ব্রিজের দু'পাশে ক্রাউন সিমেন্ট, শাহ সিমেন্ট, হিমিরার সিমেন্টসহ কয়েকটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি দেখতে পাওয়া যায়। এসকল ফ্যাক্টরি থেকে অনবরত দূষিত পানি নির্গমন ও বর্জ্য নদীতে ফেলতে দেখা যায়। এসকল প্রতিষ্ঠান নদীর তীরের জমি অবৈধভাবে দখল করে গড়ে উঠেছে বলে অভিযোগ রয়েছে এবং দূশ্যমান হয়েছে, যা অবিলম্বে সরেজমিন পরীক্ষাপূর্বক

বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট নারায়নগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় উচ্ছেদসহ স্বাধিকার ব্যবস্থা গ্রহণে অনতিবিলম্বে নিশ্চিত করবে।

উা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি/বাণীবাহী লঞ্চ/ট্রলার ব্যতিত কোন কারণে বৃদ্ধিগঙ্গার একেবারে অভয়ঙ্গরে/তীরে মোসর করার অধিকার সীমিত করার আবশ্যিকতা বিআইডব্লিউটিএ সমীক্ষা করে দেখতে পারেন।

পূর্বেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ:

ক্রমিক নং	সুপারিশসমূহ	স্বাক্ষরকারী সংস্থা
০১।	অবৈধভাবে স্থাপিত বিভিন্ন স্থাপনা পুনরুদ্ধার করে নদীর জায়গা নদীকে ফিরিয়ে দেবার কার্যক্রম অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ এক জেলা প্রশাসন, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ CS/RS ম্যাপ অনুসরণে উচ্ছেদসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০২।	সকলঘাট নৌবন্দর হতে ইচ্ছামতি নদীর যথাবর্তী স্থানে মৎস্য-আবর্তনা অনতিবিলম্বে অপসারণের জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৩।	প্রতিমাসে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর সহযোগিতায় নদীর দখল, দূষণ প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট অঙ্গলতির রিপোর্ট যথাসঙ্গতি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে প্রদান করবে।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ সরকারি জিঞ্জিরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৪।	সুড়িগঙ্গা নদীর দূষিত পানি পরিশোধন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। একজন্য কার্যক্রম পরিশোধন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, ওয়াসা, ঢাকা/ চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ/জেলা প্রশাসন, ঢাকা।
০৫।	নদীর সীমানার মসৃণকার জরুরী [CS/RS] নকশা অনুযায়ী জরিপ করে অবৈধ দখলকৃত বাগানবাড়ি অপসারণপূর্বক CS মোতাবেক নদীর জায়গা সরেক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ কাজে মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর CS/RS ম্যাপ সরবরাহ নিশ্চিতপূর্বক সরেজমিন সীমানা নির্ধারণ করে দিবেন।
০৬।	নদীর সীমানা নির্ধারণপূর্বক নদীর দু'পাড়ের জায়গা মসৃণকর্মে ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য গাছ লাগানো, নৌকা বাইচসহ বিভিন্ন পর্যটন স্পট তৈরি করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বিআইডব্লিউটিএ/জেলা প্রশাসন ঢাকা, নারায়নগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৭।	নদীর দূষণ ও বায়াজ ফিরিয়ে আনার নিমিত্তে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থের প্রতিনিধির এক "Focal Point" কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আবশ্যিক কর্মক্রম/প্রকল্পান পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যক্রম নিশ্চিত করা হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জসহ অবিলম্বে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।

০৮।	ইটিজটিসহ অবৈধভাবে গড়ে উঠা নদীর পাড়ের পরিবেশপূরণকারী কার্যাব্যাপ্তি অনতিবিলম্বে অপসারণ/স্থানান্তর করতে হবে।	জেলা প্রশাসন, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/পুলিশা/চেরারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ/ মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর- অকিলেড সরেআসিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
-----	--	--

ড. মুজিবুর রহমান মাজলদার
চেয়ারম্যান

তারিখ: ০৫/০২/২০১৮

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৯.০০৫.১৪-৭৫

সদর আদেশ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (স্বাক্ষরিত) নম্বর:

- ১। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৪। সচিব, মুন জরিফ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৫। মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ সেরে জোরটিং, ঢাকা
- ৬। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
- ৭। মহাপরিচালক, দুই কোর্ট ও ছবিপ অধিদপ্তর, তেলগাঁও, ঢাকা
- ৮। মহাপরিচালক, সড়ক পরিবহন অধিদপ্তর, সড়ক, ঢাকা
- ৯। চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩ মহাবিলা, ঢাকা
- ১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গভেষণা ভবন, মহাবিলা, ঢাকা
- ১১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেলগাঁও, ঢাকা
- ১২। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
- ১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রী মহোদয়ের সদর কার্যালয়ের জন্য)
- ১৪। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/গাজীপুর
- ১৫। পুলিশ সুপার, ঢাকা/গাজীপুর
- ১৬। চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদর কার্যালয়ের জন্য)
- ১৭। সচিব কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান মাজলদার-এর বুদ্ধিগলা ও তুরাগ নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন।

সদরঘাট নৌবন্দর হতে বুদ্ধিগলা (আদি বুদ্ধিগলা) নদীর দুই তীর হয়ে বসিলা, রায়চন্দ্রপুর, বড়বরদেশী, গাবতলী ল্যাভি স্টেশন, আন্তলিয়া ল্যাভি স্টেশন হয়ে টলী নদী বন্দর এবং গাজীপুরের কল্লা নদীপথ সরেআসিন পরিদর্শন বিষয়ক প্রতিবেদন।

পরিদর্শনের তারিখ: ২৮/০১/২০১৮ ।। সময়: সকাল ৯:০০- ৪:৩০ ঘটিকা

পরিদর্শনের উদ্দেশ্য:

নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, পরিবেশ উন্নয়ন, নদীর তীর সংরক্ষণ, পানি ও পরিবেশ দূষণের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ, অবৈধভাবে নদীর তীর দখলের প্রকৃতি ও প্রকার সংশোধন পরিদর্শন এবং যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে স্টেকহোল্ডারদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা/সুপারিশ প্রদান।

১। পরিদর্শনকালে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উপ-পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিবীক্ষণ) এবং চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব জনাব মো: লোকমান আহমেদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক গাজীপুর, বিআইডব্লিউটিএ-এর ঢাকা নৌ বন্দরের মুগা-পরিচালক জনাব আবদুল আবেদীন, সহকারী কমিশনার (স্থানীয়) লাশবাব জনাব অমিত সেবনর্থ, সহকারী পরিচালক জনাব মাহমুদুর রহমান এক জনাব আজিজুর রহমান, বিআইডব্লিউটিএ উপস্থিত ছিলেন।

২। পরিদর্শন কার্যাদি ও পর্যবেক্ষণ:

[ক] নসরদাট নদী বন্দর হতে আলি বুড়িগঙ্গার অবস্থা, বুড়িগঙ্গা নদীর উঁইর [বাকশ্যাত্ত বাঁধ] ও এর সন্নিবিষ্ট এলাকা, আসাদনগর, ডাকঘাট জামে মসজিদ ও ডাঙ্গাঙ্গা নদীর সীমানা পরিদর্শন করা হয়;

[খ] আমিন মমিন হাউজিং কে নদীর সীমানা স্থায়ীভাবে জমিতে নিজেদের সীমানা পিলার বসিয়ে মাটি ভরাটের কাজ করতে দেখা যায়;

[গ] বুড়িগঙ্গা, আলি বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীর উত্তর পাড়ে ও পাড়সংলগ্ন বিআইডব্লিউটিএ/সরকারি জমিতে বিভিন্ন মাশে অবৈধ ভবন/স্থাপনা/অবকাঠামো লক্ষ্য করা যায়। এসব জমির সীমানা নির্দিষ্টকরা ও রক্ষা করার আশ্রয় প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়;

[ঘ] অত্রস্থ নোংরা পানিতে বিআইডব্লিউটিএ/সরকারি জমিতে একটি "ওয়াটার বাস" প্রায়-মহাশূন্য অবস্থায় চলতে লক্ষ্য করা যায়;

[ঙ] পলিনা এরিয়ায় বিভিন্ন হাউজিং নিঃ কর্তৃক জনঅধিকারভুক্ত [রাইট অব ইজমেন্ট এর আওতাধীন] খাল ভরাট করে অবৈধভাবে বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি হয়েছে বলে দেখা যায়;

[চ] রামচন্দ্রপুর মৌজার ঢাকা উদ্যান নামে একটি অবৈধ স্থাপনা লক্ষ্য করা যায়;

[ছ] বড়বরদেশী মৌজার বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা দেখতে পাওয়া যায়;

[জ] আমিন বাজারের সন্নিকটে 'বাগবাড়ি' নামক স্থানে কতিপয় লোককে নদী থেকে মাটি তুলতে দেখা যায়। বিষয়টি জরুরিকভাবে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি] এবং সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব] কে অবহিত করে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণার্থে নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

[ঝ] আমিনবাজার বড়বরদেশী মৌজার "শাহ সিস্টেম" তুরাগ পিলার সিলে অবৈধভাবে দখল ও কাঠামো নির্মাণ দৃশ্যমান হয়;

[ঞ] আমিনবাজারের তানবিকে ইছাখাবাদ মৌজার নদী সংলগ্ন জমি দখল করে বাড়ি-ঘর তৈরি করতে দেখা যায়;

[ট] "আবদুল মোতালেব জামে মসজিদ" নামে ফসজিদটি নদীর সীমানা অতিক্রম করে পানির উপরে তৈরি হয়েছে বলে দেখতে পাওয়া যায়;

[ঠ] গঙ্গাচটবাড়ি মৌজার এক্ষেত্রে মৌজার অবৈধভাবে নদীর পাড়ের সীমানাসহ জমিতে "এবিসি রেডি মিল্ড" কারখানা দেখতে পাওয়া যায়;

[ডা] আমিন বাজারে "ঢাকা বোর্ড ক্লাব" এর নিকট বিভিন্ন জাহাজ যাত্রার ফেলে রেখে "Navigation" বন্ধ করে রেখেছে বলে লক্ষ্য করা যায়;

[ঢা] "আবুলিয়া ল্যান্ডিং স্টেশন" হতে ইজতেমা মাঠ পর্যন্ত ফরতরা বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা ও ময়লা আবর্জনার ছুপ নদীর মধ্যে ফেলা অবস্থায় দৃশ্যমান হয় যা নৌপথকে বাধাগ্রস্ত করেছে;

[ণা] টঙ্গী ক্রেল ব্রিজ এলাকার পানি প্রবাহ একেবারেই স্থিতিত ও সীমিত। জনস্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতিকর পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়;

[ণি] উচ্চ গুঁড়ি, দুর্গন্ধময়, চরম অস্বাস্থ্যকর ও বসবাস-অনুপযোগী পরিবেশ টঙ্গী মৌ-পুলিশ ফাঁড়ীর একটি অফিস দেখতে পাওয়া যায়;

[পা] টঙ্গী নদী বন্দরের চতুর্দিকে বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা/কাঠামো এবং ময়লা আবর্জনার ছুপ/প্রচুর পলিখনি এবং বিভিন্ন কারখানা বর্জ্য দেখতে পাওয়া যায়;

[পি] অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধময় জলাবদ্ধতা নজরে আসে।

পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ:

ক্রমিক নং	গৃহিতব্য/বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
০১	[ক] অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদপূর্বক নদী ও দু'পাড়ের সীমানা স্থায়ীভাবে সুরক্ষিত করা পুনরুদ্ধার, নদীসমূহ পরিবেশ দূষণমুক্ত কার্যক্রম সুনিশ্চিত করা অত্যাাবশ্যিক হয়ে পড়েছে। নদীয় দু'সিকের পাড়ের সীমানা সিএস ও আরএসে পর্চ/নকশা অনুযায়ী নদীর দু'পাড়ের জমির সীমানা নির্ধারণ/পুননির্ধারণপূর্বক বিদ্যমান সকল অবৈধ দখল ও কাঠামো/স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত/প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। [খ] শিল্প কারখানাগুলোর জন্য 'ইটিপি' সার্বজনিকভাবে কার্যকর রেখে পরিচালনার মাধ্যমে দূষিত পদার্থ ও ময়লা আবর্জনা	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/গাজীপুর/ মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/ প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটি, ঢাকা এ কার্যক্রম তদারকিসহ বাস্তবায়ন/মুদ্রায়ন প্রতিবেদন

	<p>পরিষ্কার করার আধুনিক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। [গ] উল্লেখ্য যে, কোনক্রমেই বর্জ্য সরাসরিভাবে নদীতে মহলা পানি নিঃসরণ/ নির্গত করা যাবে না। যে সকল প্রতিষ্ঠান/ কারখানার মালিক 'ইটিপি' চালু রাখছেন না, এমন প্রতিষ্ঠানের সত্বাধিকারীদেরকে পরিবেশ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন পর্যবেক্ষণ/উদ্বুদ্ধকরণ সভা করে ত্রুটি নিশ্চিত করবে। এ বিষয়ের ব্যত্যয় বাতে না খটে তা নিশ্চিত করণার্থে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের এ কাজে গতিশীল ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রয়োজানুযায়ী আইনের যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যান্য সুনিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনরূপ ব্যত্যয় জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে এলাকা নির্ধারণ করে দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব নিয়োজিত করার পরামর্শও দেয়া হলো। [ঘ] জেলা প্রশাসন, ঢাকা/গাজীপুর এনক্রাইটিভি/পরিবেশ অধিদপ্তর/ বিআইডব্লিউটিএ/বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমন্বয়ে নদী রক্ষার্থে [নব্য/অপুনরুদ্ধার, পানি ও পরিবেশ দৃশ্যভূক্ত, অবৈধ মৌজা চিহ্নিতকরণ] যথাযথ কর্মসূচি/ প্রকল্প প্রণয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।</p>	<p>জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে প্রদান করবেন।</p>
০২।	<p>সদরঘাট টার্মিনাল হতে আদিবুড়িগঙ্গা এর মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপীকৃত ময়লা-আবর্জনা অনতিবিলম্বে অপসারণের জন্য ঢাকার সংশ্লিষ্ট দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/ প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/জেলা প্রশাসন, ঢাকা/গাজীপুর, অবিলম্বে সমন্বিত উদ্যোগে উচ্চল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এছাড়া উল্লেখিত কর্তৃপক্ষ এসব এলাকার ময়লা-আবর্জনা যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য স্থান সুনির্দিষ্টসহ ত্রুটি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।</p>
০৩।	<p>সরকারি ছাতি দখলমুক্ত করে দুই তীরে জনসাধারণের ব্যবহার উপযোগী "Path Way" তৈরি করতে হবে। সিন্দল ও আরএস পর্চা ও মৌজা ম্যাপ মোতাবেক বুড়িগঙ্গা, আদি বুড়িগঙ্গা, ডুরাপ, শীতলক্ষ্যা, বাঙ্গু ও ধলেশ্বরী নদী এবং নদীর তীরের ছাতি সরেফলাপার্থে অবিলম্বে স্থায়ী সীমানা পিলার/দেয়ল তৈরি করতে হবে।</p>	<p>প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা/ দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ /মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর/মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/ জেলা প্রশাসন ঢাকা/গাজীপুর অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।</p>
০৪।	<p>প্রতিমাসে ঢাকা/গাজীপুর/নারায়নগঞ্জসহ জেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি)-দের নিকট হতে নদী রক্ষা বিষয়ক সরেজমিন প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।</p>	<p>জেলা প্রশাসন, ঢাকা/গাজীপুর, অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।</p>
০৫।	<p>অবৈধভাবে নদীর জায়গার মসজিদ অপসারণপূর্বক নদীর জায়গা সংরক্ষণার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে টার্মফোর্সের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নে তৎপর হতে হবে।</p>	<p>চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ/জেলা প্রশাসন, ঢাকা/গাজীপুর অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।</p>
০৬।	<p>নদীর গাড় রক্ষণার্থে ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য গাছপালা লাগানো, নৌকা বাইচের আয়োজন করা ও বিভিন্ন পর্বেটন স্পট তৈরি করার সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যবস্থা নিশ্চিত করণার্থে</p>	<p>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, ফুর্ ও ড্রীডা অধিদপ্তর/চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন</p>

	নদীর দু'পাড়ের সিএস/আরএস পর্চা-ম্যাপসহ জমির অতিরিক্ত ভূমি প্রয়োজন হলে তা আইনানুগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অধিগ্রহণের প্রক্রিয়ারও বিবেচনায় নেয়া আবশ্যিক হবে।	কর্ণাটক/ চেন্নায়াম, বিআইডব্লিউটিএ/জেলা প্রশাসন, ঢাকা/গাজীপুর অফিসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৭।	সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসসহ ও বিআইডব্লিউটিএ মর্দী, মর্দীর পাড় সংশ্লিষ্ট জমি হকার্বে, সম্পত্তির স্থাননাগাদ তথ্যাদির ভিত্তিতে নদী সংরক্ষণের ও পরিবেশ-প্রতিবেশ উন্নয়নের জন্য মৌজা ম্যাপ তৈরি করে দীর্ঘস্থায়ী "Master plan" প্রস্তুত করবে।	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/ চেন্নায়াম, বিআইডব্লিউটিএ/জেলা প্রশাসন, ঢাকা/ গাজীপুর, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের ও নৌপরিবহন সঞ্চালকের প্রতিনিধির সমন্বয়ে অফিসে এসব এলাকার জনপ্রতিনিধি/স্টেকহোল্ডার/স্থানীয় সমাজ ও উপযুক্ত শ্রেণির জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে নদী রক্ষা বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমন্বিতভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৮।	সংসদীয় কমিশনার [ভূমি], সার-রেজিস্ট্রার অফিসসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন ভূমি অফিসে অবৈধ নথিদলার চিহ্নিত করে নদীর পাড় বা তীরে জমি বেচা-কেনা কিংবা নামজারি যাতে না-করতে পারে তা নিশ্চিত করতে যথা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এসকল এলাকায় সিএস/আরএস পর্চা সংরক্ষিত রেখে এবং স্থাননাগাদ পর্চা [RoR] পরীক্ষা করে অবৈধভাবে মালিকানা পরিবর্তন যাতে কোনক্রমেই না করতে পারে তার স্বার্থকর্ম/কল্যাণে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/ ইলেক্ট্রিক জেনারেল অফ রেজিস্ট্রার/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/গাজীপুর/ সংসদীয় কমিশনার [ভূমি] [সকলা], ঢাকা/ গাজীপুর/ সার-রেজিস্ট্রার [সকলা], ঢাকা/ গাজীপুর/ ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা [সকলা], ঢাকা/ গাজীপুর/ সার্ভেয়ার, চেন্নায়াম [সকলা], ঢাকা/গাজীপুর।

ড. মুজিবুর রহমান স্বাক্ষার
চেন্নায়াম

তারিখ: ০২/০২/২০১৮

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৯.০০৩.১৪-৭৪

সদর অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (স্বাক্ষরিত) প্রেরণ করা হলো:

- ১। প্রিন্সিপাল সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩। সচিব, নৌ-পরিবহন সঞ্চালক, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৪। সচিব, বিদ্যুৎ সঞ্চালক, সচিবালয় বা/এ, ঢাকা-১০০০।
- ৫। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৬। সচিব, পরিবেশ ও জল মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৭। সচিব, যুব জটীতা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৮। সচিব, প্রশ ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৯। মহাপুলিশ পরিদপ্তর, পুলিশ হেড কোয়ার্টার, ঢাকা
- ১০। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
- ১১। মহাপরিচালক, ভূমি ব্রেকার ও ডাবিশ অফিসার, তেলগাঁও, ঢাকা
- ১২। চেন্নায়াম বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩ অফিস, ঢাকা
- ১৩। ইলেক্ট্রিক জেনারেল অফ রেজিস্ট্রার, আইন ও বিচার বিভাগ, ঢাকা গণি জোড, ঢাকা-১০০০
- ১৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গুরুপড়া কামে, সচিবালয়, ঢাকা
- ১৫। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেলগাঁও, ঢাকা
- ১৬। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
- ১৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [মন্ত্রী মহোদয়ের সদর অবগতির জন্য]
- ১৮। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/গাজীপুর
- ১৯। পুলিশ সুপার, ঢাকা/গাজীপুর
- ২০। চেন্নায়াম এর একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন [চেন্নায়াম মহোদয়ের সদর অবগতির জন্য]

৩৭৬

বার্ষিক প্রতিবেদন '১৮ ১ নদীরক্ষা কমিশন

২১। সর্বাঙ্গিক সনদ্য সম্মেলনের আতিশয় সহকারী, আতীর নদী বন্ধা কমিশন
২২। দপ্তর কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার কর্তৃক সদরঘাট থেকে শুরু করে মুন্সিগঞ্জের মুক্তনগর
ত্রিভুজ পর্যন্ত খলেশ্বরী ও শীতলক্ষ্যা নদী সরেজমিন পরিদর্শন বিষয়ক প্রতিবেদন।

পরিদর্শনের তারিখ: ০৫/০২/২০১৮।। সময়: সকাল ৯:৩০-৫:৩০ ঘটিকা

পরিদর্শনের উদ্দেশ্য:

নদীর নাসত্যতা বৃদ্ধি, পরিবেশ উন্নয়ন, নদীর তীর সংরক্ষণ, দুধনের স্বতন্ত্র অবস্থা পর্যবেক্ষণ, অবৈধ নদ্বন্দ্বের প্রকৃতি, নদীর
আম্রাণিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর স্বাধীনতা রক্ষণাবেক্ষণ এবং নদীকে নৌপরিবহনযোগ্য করে গড়ে তোলা এবং অর্ধ-সামাজিক
উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করনের যথাবিধিত ব্যবস্থা গ্রহণ, পরিকল্পনা গ্রহণ ও সার্বিক সময় সাধন ও কার্যকর
টেকসই বাস্তবায়নিক সুশাসিত প্রদান।

১। পরিদর্শনকালে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উপ-পরিচালক প্রশাসন, অর্থ ও পরিবহন এবং চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব জনাব
মো: শোভান আহমেদ, হিআইউটিউটিএ-এর ডাক্তার নৌ বন্দরের মুখ্য-পরিচালক জনাব জহানাল আবেদীনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট
কর্মকর্তাপ্রমূহ এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজহা], মুন্সিগঞ্জ, রেভিনিউ ডেপুটি কমিশনার ও সরকারী কমিশনার [ভূমি], মুন্সিগঞ্জ
সদর, সহকারী কমিশনার [ভূমি], নারায়নঙ্গ সদর, জেলা প্রশাসন ডাক্তার নিবাসী ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডিভিশনাল অফিসার এম এ [ভূমি] জন
প্রতিনিধি সিক্রস ও আর এস পরচা হাওপ ও নকশাসহ উপস্থিত ছিলেন।

২। পরিদর্শন কার্যাদি ও পর্যবেক্ষণ:

[ক] সদরঘাট নদী বন্দর হতে গোলাগোলা ত্রিভু [মিন-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু] নদীর দু'পাশে বাগানবাড়ি এবং নদীর পাড় ঘেঁষে নদীর
জমি অবৈধ দখল পূর্বক বেয়াঙ-গুলাল তৈরি করা হয়েছে।

[খ] 'কসুয়া প্রপের মুখ এন্ড ব্যাভারেন্স ক্যান্ট্রি' হতে অনবরত দুর্গন্ধযুক্ত পানি নদীতে ফেলতে দেখা যায়; এবং সীমানা প্রাচীর
দিয়ে অবৈধভাবে নদীর পাড় ও নদীপার্শ্বের জমি দখলের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়;

[গ] বৃষ্টিধারার মুখ [BG Mouth] থেকে ইচ্ছামতি নদীর দু'পাশে সতশত অবৈধ ইট ভাটা দেখতে পাওয়া যায়, যা থেকে প্রচুর
পরিমাণ ঘোঁড়া বের হতে দেখা যায় যা গোটা পরিবেশকে দূষণ করে তুলেছে বলে পর্যবেক্ষিত হয়;

[ঘ] জেলা প্রশাসন থেকে যে "Walk-Way" তৈরি করে দেয়া হয়েছে তা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রায় বিশাল হবার পথে।
বৃষ্টিধারার পানি অবনমনীভায়ে দূষিত ও ইচ্ছামতি নদীর দু'পাশে অবৈধ দখল করে প্রায় বিশাল হয়ে গিয়েছে।

[ঙ] নদীর দু'পাশের শিল্পকারখানাগুলির "EFP" কার্বনিক নর বলে দেখা গেল। ময়লা পানি ও বর্জ্য নদীপার্শ্বের পাড়ার দূষণ দেখা
যায়।

[চ] নদীর দু'পাশে ১৫০ ফুট "Port Limit" থাকার কথা রয়েছে যা মানা হচ্ছে না।

[ছ] নদীর মধ্যে বিভিন্ন আবাংক্রিশার তেলে নৌচলাচল ব্যবহার "Navigation" বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়েছে। বিভিন্ন সিমেন্ট বোঝাই
কার্গোলমূহ নদীতে বিচ্ছিন্নভাবে স্ক্রিপ্পর্ভাবে গুজারলোডিং অবস্থায় দেখা যায়। এসব বন্ধে "Marine Court" অথবা "Special
Officer Marine Safety" কর্তৃক প্রায়মান আদালত বলিয়ে কার্যকর আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারেন।

[জ] শীতলক্ষ্যা নদীর নাসত্যতা বৃদ্ধির জন্য জরুরি ভিত্তিতে ড্রেজিং করা প্রয়োজনীয়তার কথা পরিদর্শনকালে দেখা যায়।

[ঝ] হাইস্পীড শীপইয়ার্ড সাইনবোর্ড টাংগোসো একটি বাগানবাড়ি অবৈধভাবে নদীর তীরে নদীর জমি অবৈধ-দখলপূর্বক গড়ে তোলা
হয়েছে বলে দেখতে পাওয়া যায়।

[ঞ] চরভক্তাবলী বৌজায় মীরকাদিম পোর্ট-এর জরাজীর্ণ অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়।

[ট] ২০০৫ সালে মীরকাদিম পোর্ট কে সরকার ১৮৬ একর জমিসহ বন্দোবস্ত প্রদান করলেও পোর্ট কর্তৃপক্ষ অদ্যাবধি তার দখলে
যেতে পারছেন না বলে অভিযোগ করলেন।

১৪। মুক্তারপুর ব্রিজের দু'পাশে ড্রাইন সিমেট, খাহ সিমেট, ব্রিমিয়ার সিমেটসহ কয়েকটি সিমেট ফ্যান্ট্রি সেবতে পাওয়া যায়। এসকল ফ্যান্ট্রি থেকে অক্ষয়ত দূষিত পানি বর্ষা নদীতে নির্পাত/কোশতে সেখা যায়। এসকল প্রতিষ্ঠান নদীর তীরের ভূমি অবৈধভাবে দখল করে গড়ে উঠেছে বলে অভিযোগ রয়েছে, যা অবিলম্বে সরেজমিন পরীক্ষাপূর্বক যথাকার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাৱশ্যক বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৫। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি/ঘাটীবাধী লক্ষ/ট্রিশার ব্যক্তিগত কোন কার্গো বৃদ্ধিগত্বার একেবারে অভ্যন্তরে /তীরে নোঙ্গর করার অধিকার সীমিত করা আবশ্যিক বলে বিবেচিত হতে পারে।

পূর্বেকরণ ও সুশাসিতসমূহ:

ক্রমিক নং	সুশাসিতসমূহ	বাঞ্ছারামকারী সংস্থা
০১।	অবৈধভাবে স্থাপিত বিভিন্ন স্থাপনা পুনরুদ্ধার করে নদীর জায়গা নদীকে ফিরিয়ে দেবার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ এবং জেলা প্রশাসন, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০২।	সদরঘাট নৌবন্দর হতে উল্লেখিত নদীর মধ্যবর্তী স্থানে ময়লা-আবর্জনা অনতিবিলম্বে অপসারণের জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৩।	প্রতিমাসে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকসহের সহকারী কমিশনার (ভূমি) নদী সংশ্লিষ্ট অস্থগতি রিপোর্ট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৪।	বে বে পুলিশ স্টেশন এর অধীন অবৈধ স্থাপনা রয়েছে, আইনকৃষ্ণা বাহিনী সে সকল স্থানে আইন কৃষ্ণা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে। এ বিষয়ে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক একটি টিম বৌধভাবে আইনকৃষ্ণা রক্ষা বাহিনীর সাথে সুপপং কাম করবে।	পুলিশ হেড কোয়ার্টারস, ডিএমপি কমিশনার, ঢাকা, অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৫।	বৃদ্ধিগত্বা নদীর দূষিত পানি পরিশোধন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এজন্য কার্যকর পরিশোধন ব্যবস্থা বিচিত্র করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, গুৱালা, ঢাকা, চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, জেলা প্রশাসন, ঢাকা।
০৬।	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর যৌথ উদ্যোগে সুশাসিতসমূহে নদীর নাব্যত্র ফিরিয়ে আনতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৭।	অবৈধ নদীর জায়গার গড়ে উঠা বাগানবাড়ি অপসারণপূর্বক নদীর পূর্বের জায়গা সুরক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, জেলা প্রশাসন, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৮।	নদীর পাড়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য গাছ লাগানো, নৌকা বাইচসহ বিভিন্ন পর্বটন ল্পট তৈরি করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিআইডব্লিউটিএ, জেলা প্রশাসন ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।

০৯।	সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি] ও বিআইডব্লিউটিএ নৌকা ম্যাপ তৈরি করে ড্রাইয়াং প্রয়োজনের জন্য মান্টার গ্রান তৈরি করবে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, জেলা প্রশাসন, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
১০।	নদীর দুপন ও নাব্যতা ফিরিয়ে আনার নিমিত্তে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধির এক "Focal Point" কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আবেদন কার্যক্রম/প্রাকশান পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যক্রম নিশ্চিত করা হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জসহ অবিলম্বে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
১১।	ইউআইসিএস অর্বেদ ভাবে গড়ে উঠা নদীর পাড়ের পরিবেশদূষণরূপে কক্সবাজার জিলা অনতিবিলম্বে অপসারণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসন, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/ চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৯.০০০.১৪-৭৫

তারিখ: ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণের অন্তর্ভুক্ত করা হলো:

- ১। সচিব, সৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৪। সচিব, বৃন উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৫। মহাপুলিচ পরিদর্শক, পুলিশ হেড কোয়ার্টার, ঢাকা
- ৬। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
- ৭। মহাপরিচালক, পুঁজি রেকর্ড ও অফিস অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৮। মহাপরিচালক, সড়ক পরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
- ৯। চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিএ, ১৪০-১৪০ মতিঝিল, ঢাকা
- ১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গজাপাড়া ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
- ১১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
- ১২। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
- ১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সহী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৪। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/মুন্সিগঞ্জ
- ১৫। পুলিশ সুপার, ঢাকা/মুন্সিগঞ্জ
- ১৬। চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন [চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
- ১৭। দপ্তর কপি।

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিলিপিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: যাদারীপুর জেলার সদ-নদী রক্ষায় করণীয় বিষয়ে ৩১ মে ২০১৮ তারিখের যতবিনিময় সভা ও পরিদর্শন প্রতিবেদন।

জনাব শাহাদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, যাদারীপুর ৩১ মে ২০১৮ তারিখের সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। এর পর প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান নিজের পরিচয় ও সুদীর্ঘ কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় কর্মকর্তাদের সাথে পরিচিত হন। অতঃপর যতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভায় আলোচনাকালে তিনি অদ্যকার সভার প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা

কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদ-নদীকে সভ্যতার পানদ্রুপি হিসেবে উল্লেখ করতঃ কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখাসহ সভ্যতার বিকাশ ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে নদীর গুরুত্ব অপরিণীয় বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। নদী রক্ষণের নদীর দক্ষ ও দূষণ প্রতিরোধকর দায়িত্ব বজায় এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নদী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থার কর্মক্ষেত্রে মতবিনিময় সমন্বিত আনুষ্ঠানিক বলে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের একমুখী পক্ষে নদী রক্ষা করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ১২ ধারার বিধানে মোতাবেক নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অধিদপ্তর সংস্থা, দপ্তর, অধিদপ্তর, অফিস, মাঠপ্রশাসনসহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

সভার প্রারম্ভে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাণ্ডা মানসীপুর জেলায় নদীতীরে রক্ষার জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক চূড়ান্ত কার্যক্রম জুলাই/১৭ থেকে এপ্রিল ১৮ পর্যন্ত তুলে ধরেন। ২২ টি উচ্ছেদ কার্যক্রম, ৩৪ টি মোবাইল কোর্ট, ৭৩ টি মাফা, ৬৫ জন আশামী, ৩ শব্দ ১৯ হাজার টাফ জরিমানা এবং ৪৭ জনকে কারাদণ্ড প্রদান করা হয় এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগিতায় কুমার নদীতে ২১ কি.মি, আড়িয়ালবাড়ীতে ১৮ কি.মি, লোয়ার কুমার নদীতে ১৮ কি.মি এবং আশার কুমার নদীতে ২৪৩ কি.মি খনন করা হয়েছে।

সভায় আলোচনাকালে সহকারী কমিশনার (ভূমি), কালকিনি বলেন যে উপজেলায় প্রবাহিত আড়িয়ালবাড়ী এবং পাল্লার নদীতে কোন অবৈধ দখল নেই। তবে নদীতীরে ড্রেজিং এর কাজ চলমান। কমিশনার (ভূমি) মানসীপুর সদর বলেন যে আড়িয়ালবাড়ী, কুমার নদীতে কোন অবৈধ দখল নেই। অবৈধ স্থাপনা গুলির পরিষেবা নোটিশ দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। নদীর জমি অধিকারশে ব্যক্তি মালিকানা রেকর্ড করা হয়েছে। সহকারী কমিশনার (ভূমি) স্টেশন বলেন যে কুমার নদী থেকে অবৈধ বাসু উচ্ছেদ বন্ধ করা হয়েছে। অধিকারশে সহকারী কমিশনার (ভূমি) RS রেকর্ডে নদীর জমি ব্যক্তি মালিকানাধীনে রেকর্ড হয়েছে বলে মন্তব্য করেন এবং এ ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়ে পরামর্শ চান।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন যে আড়িয়াল বাঁ নদীতে ৭২০ মিটার ড্রেজিং এর কাজ চলছে। এলাজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন যে ব্রিজের লে-আউট তিনি নিজে দেখেন যাতে নদীর আকার ছোট না হয়ে যায় এবং নদীর নেভিগেশন এর দিকে মনো রাখেন। সৈনিক ইন্সট্রাক্টর এর জেলা প্রতিনিধি খাল খননের প্রস্তাব রাখেন এবং বলেন যে অধিকারশে পুকুরগুলো তরাত করা হচ্ছে। রাঙ্গামাণ্ডা উপজেলায় বিভিন্ন খালগুলোতে নান্দতায় সংকট রয়েছে। ফলে ব্যাপকভাবে পানির সংকট রয়েছে। প্রথম আলো সাংবাদিক বলেন যে এলাকার অধিকাংশ এলাকায় পানির সংকট রয়েছে এবং ময়নাকাটা, বিল এবং পদ্মা নদীর অধিকাংশ জায়গা ব্যক্তি মালিকানা রেকর্ড হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি উপস্থিত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শোয়াঙ্গপুর খাল খননের বিষয়টির প্রতিও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জেলা মফস্বল কর্মকর্তা বলেন যে ইলিশ মাছ জাতীয় সম্পদ। ড্রেজিং এর কারণে ইলিশ প্রজননে ব্যাপক ক্ষতি হয়। আরও বলেন যে স্পীক বোর্ডের তীব্র গতি নদীর তীরে প্রত্যেক হিসেবে কাজ করে। কলে নদীর পাড় ভেঙ্গে যায় এবং তিনি জানান যে গোসাই হাট নদীর অধিকাংশে প্রায় ১০ কিমি চর পড়েছে। জেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান যে ১ হেক্টর ধান উৎপাদন করতে প্রায় ৩০০০ লিটার পানি প্রয়োজন। পর্যাপ্ত পানি না থাকলে ফসল ফলবে না। খাল দখলে ড্রেনেজ সিস্টেম নাট হচ্ছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার শিবচর জানান যে পুরান ৮ কি.মি শিবচর উপজেলার মধ্যে পড়েছে। তিনি আরও জানান যে বর্তমানে নদীতীরে কোন প্রাচীর নেই। বাঁধ নির্মাণের কলে আড়িয়ালবাড়ীতে পানি ক্রসে পেরিয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের খল কাজ খুবই অগ্রগত। নান্দতায় সংকটের কারণে কেন্দ্রী হাট সচল রাখা হয়েছে না। অনেকবার মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা সত্ত্বেও অবৈধ দখল রোধ করা হয়েছে না। অবৈধ দখল উচ্ছেদে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা পাওয়া হয়েছে না। এখানে কোন স্বীকৃত বাসু মফস্বল না থাকলেও সরকারি কাজে নদী থেকে অবৈধভাবে বাসু উচ্ছেদ করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। অধিকারশে ক্ষেত্রে RS রেকর্ডে নদীর জমি ব্যক্তি মালিকানা রেকর্ড হয়েছে। ময়নাকাটা নদীর প্রায় ৬০ ফুট নদীর নামে রেকর্ড হয়েছে, বাকি অংশ ব্যক্তি মালিকানা রেকর্ড হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে কৃষি জমিতে ব্যাপক হারে বাসু ফেলা হচ্ছে। কলে জমি বা জলাশয়গুলো তরাত হয়ে যাচ্ছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাঙ্গামাণ্ডা তার আওতাধীন শীমানায় নদীতে অবৈধ স্থাপনা নেই বলে জানান। তবে কুমার নদীটি খালে পরিণত হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মানসীপুর সদর বলেন যে মানসীপুর সদরের নদীর অবস্থা বেশ ভালো, এখানে কোন অবৈধ দখল নেই। তবে নদীতে কচুরিপানা ব্যাপক। নদীতে মাঝে মাঝে বাঁধ দিতে দেখা যায়। তবে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে তা

সমাধান করা হয়। তবে অনেক ঝাল বন্ধ বা ভরাট হয়ে গেছে। কোনকসিৎ খালগুলো ভরাট হয়ে গেছে এবং ব্যক্তি মালিকানা ত্রেকর্ভ হয়েছে। দূষণ ভেমন নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সভায় চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক। তিনিই নদীর যত্ন-যার্থ নেবাশনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ করে থাকেন ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। নদীর আরণা কারো নয় বা কাউকে দেয়া হয়নি। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর আরণা Right of easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। বংশ পরম্পরায় জনগণ কর্তৃক নদীর আরণা ব্যবহৃত হবে। দেশের/জাতীয় বার্ষিক কালেক্টর বাহাদুর/জেলা প্রশাসকগণ তা নিশ্চিত করবেন। বিআইডব্লিউটিএ, পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নদীর পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকায় বিআইডব্লিউটিএকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সেফুডে বারেকামিনে মাঠ গর্ষারে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত গর্ষবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বাঙ্গ পর্ষে প্রবেশ করবে।

নদীর সিকিটি ও পয়সিটির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞার আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, বন্ধ সংরক্ষণ মালিক/পর্ষাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিদপ্তরের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর বলে তিনি সভায় উল্লেখ করেন। নদীর আরণা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোন ব্যতিক্রম হবার কোন সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে তা ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তা সংশোধনিত বাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

জেলা প্রশাসক/কালেক্টরের চাহিদা/অনুরোধপূর্বক মোতাবেক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নদীর সীমানা নির্ধারণের কারিগরী জনবল সরবরাহপূর্বক মাঠ জরিপ নিয়ন্ত্রা জরিপা সুলক্ষণ করণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। অর্চ অনাবাধি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নদীর সীমানা নির্ধারণ শেষ করতে পারেনি। এ বিষয়ে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে অনতিবিলম্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিতকরণে পরামর্শ প্রদান করেন। প্রয়োজনে জেলা/বিভাগ হতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশাসক/কালেক্টরের চাহিদা মোতাবেক কারিগরী জনবল সরবরাহ নিয়ে বাস্তবতার ভিত্তিতে এ বিষয়ে পৃথক নিয়ন্ত্রা জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত রাখবেন। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বাংলাদেশের সকল নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের কার্যক্রম জেলা প্রশাসক/কালেক্টরের চাহিদা মোতাবেক কিংবা হ-উদ্যোগে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে সম্পাদন করবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত রাখবে। নদীর আরণের দায়িত্ব বিমোচন কর্মসূচির আওতার নির্বিত আশ্রয়/আদর্শ গ্রাম/ভচ্ছ গ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা অন্যান্য খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিষয়ে কোন প্রকার আশ্রয়ন বা ভচ্ছ গ্রাম প্রকল্প এক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য নয়' মর্মে সতর্কতা তীর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদীর বার্ষিক বিবেচনা না করে অপরিবর্তিতভাবে নদীর জমিগার ব্রিজ/কালজার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হ্রাসকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদর অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালজার্ট বা কোন প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না' মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে বর্ষায় সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়। এতে পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আরণেশাপের এলাকার নাযাত ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালজার্ট ও স্লুইস গেট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী মৃত প্রায় হয়ে পড়েছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উচ্চারণ আদালতের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালজার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছে। জবিমতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্রিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিবর্তন্য কমিশন নদী সংশ্রিষ্ট যে কোন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন' মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রমিক নং	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাহুবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	নদী সিকিটি বা পরিষ্কার কারণে যথাক্রমে জমির জাচন কিংবা লক্ক হলে ১৯৫০ সনের প্রভাসকৃত আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান অনুযায়ী নদীর জমির স্থাননাগাদ ROR প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সরেক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনস্বার্থকরণ [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিষয় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে ধনত ক্ষমতা কলে জেলা প্রশাসকসহ সরেক্ষণ করবেন যা তার আইনানুগ পক্ষির সাক্ষিত্ব। নদীর জায়গাব বা নদীর তীরে যে সমস্ত পিল্ল প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবেধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্নিক তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকসহ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মালিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবেধ স্থাপনানামূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম প্রস্তুতপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনলপ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ত্রুটি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সরেক্ষণ করবেন। যথাযথ হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ ক্রমের প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনামূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাহুবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, মানারীপুর ৩। পুলিশ সুপার, মানারীপুর ৪। বিআইডব্লিউটিএ, মানারীপুর
২।	জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদায়কে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৩, ৮৭, ৮৮, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ (ক)সহ ১৪৭-১৫১ ধারাকে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তার বর্ধিত প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোড়শোর রক্ষা করার পক্ষির দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভূস্বত্বের ডিক্লারেশন মালিকানাধীন রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি অফিস বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯(৪) ধারার বিধান অনুযায়ী bona fide mistake গণ্ডে সহজেই সংশোধনী/তুচ্ছ করে নেয়া যায়, যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	১। চেয়ারম্যান, ভূমি অফিস বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। জেলা প্রশাসক, মানারীপুর
৩।	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনারূপে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালকিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] প্রস্তুতপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে। এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের ক্ষমতা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাস্তরোতে প্রয়োজনীয় মৌজা ম্যাপ/নিয়ন্ত্রণ জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যনির্বাহী সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পার্শ্ব থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোন অসুস্থতা দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ জরিপ অবিলম্বে নিষ্পন্ন করে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোড়শোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক CS/RS এর দাবির আইনানুগ ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়নপূর্বক ন্যায্যনুগ সীমানা নির্ধারণ	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, মানারীপুর

	করবে।	
৪।	অন্যদিকের ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে দূরত্বে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে গুজ মৌসুমে পানি খারনের ক্ষেত্রে পানির আধার হিসেবে খালগুলো জরুরুপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। খাল খননের ক্ষেত্রে যন্ত্র মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মাদারীপুর
৫।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর ২। পুলিশ সুপার, মাদারীপুর ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মাদারীপুর
৬।	নদীর তীরে বা নদীর আরণায় নারিত্র্য বিসোলন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/প্রকল্প বা এই জাতীয় কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অক্ষয়তা বিবেচনার তা বাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। পানি উন্নয়ন বোর্ড, মাদারীপুর ২। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর ৩। পুলিশ সুপার, মাদারীপুর
৭।	বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত শিল্প/সাব শিল্প এবং অনাপত্তি পত্র ও শাইসেল দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সে সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর ৩। পুলিশ সুপার, মাদারীপুর
৮।	নদীর তীরে স্থাপিত ইন্টেরন্যাশনাল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইন্টের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মানদণ্ড দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত শাইসেল অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করা; নারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলখালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর ৩। পুলিশ সুপার, মাদারীপুর
৯।	Pathway/Pavement তৈরীপূর্বক নদী সংরক্ষনার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পার্শ্ব অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভার আলোচনাক্রমে/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থানীয় সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষনার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর
১০।	অনুমোদনবিহীন বাসু চর হতে বাসু উত্তোলন করা বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের তাজন তুরানিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাসু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যিক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালি হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বাসু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ৩। পুলিশ সুপার, মাদারীপুর ৪। সংশ্লিষ্ট সরকারী কমিশনার [ভূমি]
১১।	জেলা গণসংযোগ অফিস, প্রিট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা,	১। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর

	পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বাস্তব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	২। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিসহ মানারীপুর ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ৪। সংশ্লিষ্ট সরকারী কমিশনার জুমি।
১২।	কোন ক্ষেত্রেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা হবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/ নিক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যক্রমকে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈক্ষিক প্রশিক্ষণ কিংবা শাস্তির আদায় সংশ্লিষ্ট/পরিষদ/স্বাস্থ্য/পোষ্টি বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির ত্রা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, মানারীপুর ৩। পুলিশ সুপার, মানারীপুর ৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, মানারীপুর ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] মানারীপুর

সতায় আর কোন আন্দোলনের বিপরীত না থাকায় সত্যাশ্রিত উপস্থিত সকল কর্মকর্তার দুঃস্বপ্ন কাটানো করে ও নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ জোর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে অদ্যকার সত্য উপস্থিতির জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সতায় সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মুহিবুর রহমান হাজরা
চেয়ারম্যান

তারিখ: ০২ জুলাই, ২০১৮

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১১৫(১)-

সময় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ০১। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ০২। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ০৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
- ০৪। মাননীয় মহী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় [মাননীয় মহী মহোদয়ের সময় অবগতির জন্য]
- ০৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াশিংটন ডিসি, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
- ০৬। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আশাবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
- ০৭। মহাপরিচালক, মত্যা অধিদপ্তর, শহীদ স্মার্টেন সড়ক আলী হাট, মত্যা ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
- ০৮। চেয়ারম্যান, কৃষি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কৃষি ভবন ৪৯-৫১, কিশোরী বাগিচা এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
- ০৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মানারীপুর
- ১০। জেলা প্রশাসক, মানারীপুর
- ১১। পুলিশ সুপার, মানারীপুর
- ১২। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
- ১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মানারীপুর সদর, শিবর, মনকিনি, বাজের
- ১৪। সরকারী কমিশনার জুমি, মানারীপুর সদর, শিবর, মনকিনি, বাজের
- ১৫। সার্বজনিক মত্যা মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

ড. মুহিবুর রহমান
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: সাতার চামড়া শিল্প মগরী সংলগ্ন খালশুরী নদীর পানির দূষণ ও বর্ষা ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন, সিদ্ধির উপজেলায় খালশুরী নদীর ধারা ব্রিডের উত্তরণপার্শ্বে স্থাপিত নির্দোষী স্থাপনা ও অবৈধ দখল পরিদর্শন এবং মানিকগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভার সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন।

তারিখ: ২৬ জুন, ২০১৮ ।। স্থান: মানিকগঞ্জ

গত ২৬/০৬/১৮ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাজলাদার এবং সার্বক্ষণিক সদস্য মো: আলাউদ্দিন মানিকগঞ্জ জেলা সফর করেন। সফর করলে চামড়া শিল্প মগরী, হরিণধরা, সাতার খালশুরী নদীর ধারা ব্রিড এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন নিম্নে দেয়া হলো:

প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান নিজের পরিচয় ও সুদীর্ঘ কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাত্তে অর্থকর্তাদের সাথে পরিচিত হন। অতঃপর সভাবিধির সভায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভার আলোচনাকালে তিনি অন্যকার সভার প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করত জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এক কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদ-নদীকে সভ্যতার পাদভূমি হিসেবে উপস্থাপন করত: কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বোম্বাষণ ব্যবস্থা সচল রাখার সভ্যতার বিকাশ ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে প্রকৃতির নদীর গুরুত্ব অপরিহার্য বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। নদী রক্ষার্থে নদীর দূষণ ও নুশ প্রতিরোধনহ নায্যতা বজায় এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর ক্রমবিকাশিক ব্যবস্থার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নদী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সর্বমুখ্য আর্থনৈতিক বস্তু হিসেবে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রকার পক্ষে নদী রক্ষা করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ১২ ধারার বিধান মোতাবেক নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অধিদপ্তর সংস্থা, দপ্তর, অধিদপ্তর, অফিস, মন্ত্রণালয়সহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জকে তার জেলার নদ-নদীর অবৈধ দখল, দূষণ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভার চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক। তিনিই নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখাচরার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ করে থাকেন ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। নদীর জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া হয়নি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিগত মালিক করলেও তা বাতিল হবে। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। স্বয়ং পরিচালিত জনগণ কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। বিআইডব্লিউজিএ, পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ গণ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকায় বিআইডব্লিউজিএকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে যাত্রী পর্বতে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্ববেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সক্ষম প্রকারে সহযোগিতা করবে।

নদীর লিফট ও পরাধীন করণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রকল্পে কমিশনের চেয়ারম্যান ১৯৫০ সনের প্রকল্প আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উপস্থাপন করে নদীর মালিকানা, দখল সংরক্ষণ দপ্তর/পার্শ্ব সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকদের উপর বলে তিনি সভার উপস্থাপন করেন। নদীর জায়গা পিএস মাপে যেখানে ছিল আরএস মাপেও এর কোন ব্যতিক্রম হবার কোন সুযোগ নেই বলে তিনি অভিযত প্রকাশ করেন। পিএস মাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আরএস মাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে তা ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

জেলা প্রশাসক/কালেক্টরের চাহিদা/অনুরোধের মোতাবেক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নদীর সীমানা নির্ধারণের কারিগরী জনবল সরবরাহস্বত্বক মাঠ জরিপ নিয়ন্ত্রণ জরিপা সুস্পষ্ট করার দায়িত্বহাও। অর্থাৎ অন্যথা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নদীর সীমানা নির্ধারণ শেষ করতে পারেনি। এ বিষয়ে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে অনতিবিলম্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে বোম্বাষণস্বত্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিতকরণে পরামর্শ প্রদান করেন। প্রয়োজনে জেলা/বিভাগ হতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশাসক/কালেক্টরের চাহিদা মোতাবেক কারিগরী জনবল সরবরাহ নিজে বাস্তবতার ভিত্তিতে এ বিষয়ে পৃথক নিয়োগ

জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত রাখবেন। জুনি রেকর্ড ও জরিপ অফিসের বাহ্যিকের সকল নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের ব্যয়ভায়ে জেলা প্রশাসক/কাসেক্টরের চাহিদা মোতাবেক কিংবা স্ব-উদ্যোগে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে সম্পাদন করবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত রাখবে। নদীর জায়গায় দাখিল বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়/আদর্শ গ্রাম/গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা অন্যত্র খাস ক্ষমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর অধি Public Easement বিষয় কোন প্রকার আশ্রয়ন বা জুজুয়াই প্রকল্প প্রক্ষেপে বাস্তবায়নযোগ্য নয়' মর্মে সজ্ঞাপিত তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করেন।

বিভিন্ন সপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ ছয়কির সসুধীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিযত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোন প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না' মর্মে সত্যায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীন সীমানা না করেই স্থানীয় বিবেচনার বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়। প্রতে পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার নাব্যতা ও পরিবেশের উপর বিঘ্ন প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অফিসের কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও সুইস গেট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী মৃত প্রায় হয়ে পড়েছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্ব ও স্থানীয় পরিবেশবিন ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তার বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবে' মর্মে প্রস্তাবনা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর zero tolerance নীতির বিষয়ে বলা করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৮ নং রিট পিটিশনের স্বায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সি এস হ্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন যে, অনভিবিলম্বে জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপার সিংগাইর উপজেলাধীন বঙ্গা মৌজায় ঢাকা মর্দান পাওয়ার জেনারেশন পি: কর্তৃক মাটি ভরাটের বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন এবং উচ্ছেদ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন। এখনও পর্যন্ত অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে মাফলা না হওয়ায় ক্ষেত্র প্রকাশ করেন। তিনি বলেন অবৈধ দখল উচ্ছেদের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, অফিসার ইনচার্জ কে আইন প্রয়োগ করার ক্ষমতা আইনেই নেয়া হয়েছে। এই ক্ষমতা অন্য কোন সংস্থা বা ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়নি। তাই তিনি আইনের ন্যায়ানুগ প্রয়োগ নিশ্চিত করার প্রকৃত্ত আরোপ করেন। মাফলার ক্ষেত্রে কমিশন প্রয়োজনে আইনজীবী নিয়োগের ব্যবস্থা করবে বলে তিনি জানান। তাছাড়া আগামী ৭ দিনের মধ্যে ধলেশ্বরীর সকল অবৈধ দখল/স্থাপনা উচ্ছেদের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন নদীর পানি যে স্থানে যাবে সেইটাই নদীর জায়গা। সব আইন নদীর পক্ষে। সীমানা নির্ধারণ সেই এই অঙ্কুরাতে নদী দখল হয়ে যাবে এটা মেনে নেয়া যায় না। এছাড়াও তিনি জেলা এবং উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সদস্যদের মাসে ১ বার নদীভ্রমো পরিদর্শন করে অত্র কমিশনে প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশনা দেন।

জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে একমত হয়ে বলেন যে, নদী বাঁচলে আমরা বাঁচবো। উন্নয়নের জন্য নদীর সাথে কোন আশেপাশ নেই। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে নদীর অবৈধ দখলদার যতই ক্ষমতাসীন হোক না কেন তা উচ্ছেদ করা হবে। হাই কোর্টের ৩৫০৩/২০০৮ নং হুজুর্কারী রায়টি অত্র জেলার নদ-নদী রক্ষায় রেফারেন্স হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

নদী বাঁচতে আন্দোলনের প্রতিনিধি বলেন যে শুধু ধলেশ্বরী নয় কালিগা নদীওও গুরুত্ব তিনি তুলে ধরেন। নদীটি মৃত প্রায়। ওস মৌসুমে চাষাবাদের প্রয়োজনীয় পানি পাওয়া যায় না। ধলেশ্বরীর সীমান্তের মুখ ভরাতি হওয়ায় কালিগা নদীর পানি আর ধলেশ্বরীতে প্রবাহিত হচ্ছে না। এ ব্যাপারে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভায় উপস্থিত আইনজীবী দিপকর বলেন- নদী রক্ষার পূর্বের পৃথীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে জোর অগিদ দেন। কালিগা, ধলেশ্বরী, গাজীখালি নদীগুলো যারা দখল করেছে তাদের তালিকা প্রকাশের আহ্বান জানান।

সভাপতি প্রেসিডেন্ট চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাহসী বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জানান। আরও বলেন ধলেশ্বরী নদীর তীরবর্তী স্থানে সীমানা পিলার নির্মাণ কাজের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছিলো। এই বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে কিনা তার সর্বশেষ অবস্থা জানতে চান। নদীর জমির কাজকে শিগ্গে প্রদান করা হয়ে থাকলে তা বাতিল করার দাবি জানান।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন যে, চার্লস নর্দান পাওয়ার জেনারেশন লি: এর বিরুদ্ধে অবিশেষে মামলা নেয়া হবে কতটুকু হাড় দেয়া হবে না।

ইহুয়াসি নদীর বাঁধ রক্ষা কমিটির এক সদস্য বলেন যে, একটি নদীতে ফয়টি ব্রিজ হতে পারে। ধলেশ্বরী নদীতে ৫০০ গজের ডিক্টরে ২ টি ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। এভাবে আরও ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে বার কারণে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এভাবে অপরিবর্তিতভাবে আর কোন ব্রিজ নির্মাণ যাতে না হয় সে বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কমিশনের সার্বক্ষমিক সদস্য ধলেশ্বরী নদী বাঁচাও আন্দোলনের সমন্বিত সদস্যবৃন্দকে ধন্য ব্রিজের উত্তরে চার্লস নর্দান পাওয়ার জেনারেশন লি: এর নদী নকশা সংশোধন পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ করেন। বিভিন্ন দপ্তর যেমন- বিআইডব্লিউটিএ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, জেলা মফস্ব অধিদপ্তর উক্ত অবৈধ নকশা প্রতিরোধে কি ভূমিকা পালন করছে তা কমিশনকে লিখিতভাবে জানাতে বলেন। পুলিশকে অনতিবিলম্বে মামলা নেয়ার আহ্বান জানান। তিনি অবৈধ দপ্তরের বিষয়টি জেলা প্রার্থী হতে কোন পত্রপ্রক্রিয়াকে প্রচারিত হয়নি বলে উল্লেখ করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনাজে জাতীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায় নিম্নরূপ সুপারিশ পেশ করেন:

ক্রমিক নং	প্রদানকৃত সুপারিশ	বাহ্যায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	নদী সিকিটি বা পল্লির কারণে যথাক্রমে জমির ডাঙন কিংবা লক্ষ হলে ১৯৫০ সনের প্রভাসত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান অনুযায়ী নদীর জমির হালনাগাদ ROR প্রকল্পপূর্বক সর্টিফি কন্সল্টেন্ট বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনস্বার্থকরণ [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সর্টিফি অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জেলা প্রশাসকগণ সংরক্ষণ করবেন বা তার আইনানুগ পবিত্র নাশিত্ব। নদীর জায়গার বা নদীর তীরে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করে প্রতিবেদন তৈরি করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম প্রকল্পপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জমগণ, সঠিক তথ্য সরবরাহের ট্রাষ্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ ধারার প্রদত্ত রায়ে নির্দেশনাসমূহ [রায়ে পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নথির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সর্টিফি কর্তৃপক্ষ বাহ্যায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, মানিকগঞ্জ ৪। বিআইডব্লিউটিএ, মানিকগঞ্জ [অতিরিক্ত নোংরা]
২।	জেলা কন্সল্টেন্ট, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদায়কে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫ [কাসহ ১৪৭-১৫১ ধারায় যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তার বর্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি তুলনামূলক তির মালিকানাধীন রেকর্ডকৃত হলে তা কন্সল্টেন্ট বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/সংশোধন নেয়া যায়, যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কন্সল্টেন্টের অটুত্বতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান হুঁজে পাওয়া	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ

৩।	<p>যাবে।</p> <p>ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনামতমে সফ্রিট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহাসীমা কমিশনের ৩২০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রাফের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিঙ্গেল ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীশস্যের সীমানা কালক্রমে ব্যতিক্রমকে নির্ধারণ করবেন। এরোজনীর ক্ষেত্রে পৃথক সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে। এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাস্তরেতে এরোজনুযায়ী মৌজা ম্যাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র গেলে কার্যদিবস সময়সীমা ও সহযোগিতায় পার্শ্ব থাকবে। এক্ষেত্রে অধিকতর কোন অস্বাভাবিক দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক এর মাধ্যমে এরোজনীর ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ অকিলাবে নিশ্চিত করে নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক CS/RS এর ন্যূনতম আইনানুগ ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়নপূর্বক ন্যূনতম সীমানা নির্ধারণ করবে।</p>	<p>১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর</p> <p>২। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ</p>
৪।	<p>অস্বাভাবিক ভিত্তিতে খাল বননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি প্রবাহমান করার জন্য উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহার করে চেকিং করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিশনের মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। স্বল্পকৃত পলি/মাটি নিরাসন স্থানে দ্রুত সুরিহে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। খাল বননের ক্ষেত্রে বস্ত্র কোর্সী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ</p> <p>২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মানিকগঞ্জ</p>
৫।	<p>উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রকৌশল/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করে তার বিরুদ্ধে বিনামূল্যে আইন ও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ</p> <p>২। পুলিশ সুপার, মানিকগঞ্জ</p> <p>৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মানিকগঞ্জ</p>
৬।	<p>নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দাহিত্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতার আশ্রয়/আদর্শস্থান/চুক্তিমা বা এই জাতীয় কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রগণ্যতা বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ</p> <p>২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সিক্স]</p>
৭।	<p>বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নদীর ঘেরশোরে যে সমস্ত সিঁড়ি/সাব সিঁড়ি একে অন্যপাশে পর ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সে সাথে নদীর কোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।</p>	<p>১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ</p> <p>২। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ</p>
৮।	<p>ধন্বা মৌজায় ঢাকা নর্দান পাওয়ার জেনারেশন প্লি: এর দখল বিষয়ে জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ তদন্ত কমিটি পঠনপূর্বক জমির মালিকানা নির্ধারণ করবে। কারণ যে ক্ষেত্রে নদীর পানি পৌঁছায় সেই স্থান জলাশয় আইন মোতাবেক নদীর জায়গা বলে বিবেচিত। পূর্বের সিঁড়ির মোতাবেক উক্ত জায়গা বন্দোবস্ত দেয়া হলেও সেটা আইনানুগ হয়নি। পূর্বে বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে কোন ভুল হয়ে থাকলে জেলা প্রশাসক ROR সংশোধনের ব্যবস্থা নিবেন এবং অকিলাবে উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ</p> <p>২। পুলিশ সুপার, মানিকগঞ্জ</p> <p>৩। সফ্রিট উপজেলা নির্বাহী অফিসার</p>
৯।	<p>নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিষ্কারিত ব্রিক নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিঁড়ি স্থাপন।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ</p>

	Integrated Study করে ব্রিক নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাব্যতা প্রবাহমান থাকে।	২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মানিকগঞ্জ ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মানিকগঞ্জ ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, রোডস এন্ড হাইওয়ে, মানিকগঞ্জ
১০।	ধনু ব্রিজের উভয় পার্শ্বের দুই অংশের রাস্তাকে [মানিকগঞ্জ, সিংগাইর অংশ] সীমানা ধরে উভয় পার্শ্ব বনান করে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মানিকগঞ্জ ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মানিকগঞ্জ ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, রোডস এন্ড হাইওয়ে, মানিকগঞ্জ
১১।	বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক ধলেশ্বরী নদীর High Tide Mark করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। High Tide হচ্ছে নদীর ফোরশোর তাই এই জায়গা কখনও উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। ঢাকা নর্দান পাওয়ার জেনারেশন লি: কর্তৃক উক্ত ফোরশোর ভরাট করায় প্রয়োজনে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন জুনি আর্দিশ বোর্ডে মামলা করবে। অবিকল্প জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্টদের বিকল্পে মামলা করা হবে।	১। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/ মানিকগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাতার/সিংগাইর
১২।	সহকারী কমিশনার [ভূমি], সর্ব-রেজিস্টার অফিসসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন জুনি অফিসে অবৈধ দখলদার চিহ্নিত করে নদীর পাড় বা তীরে জমি বেচা-কেনা কিংবা নাকজরি যাতে না করতে পারে তা নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এসকল এলাকার সিএস/আরএস পর্চা সংরক্ষিত রেখে এক হালনাগাদ পর্চা [RoR] পরীক্ষা করে অবৈধভাবে মালিকানা পরিবর্তন যাতে কোনক্রমেই না করতে পারে তার কার্যকর/ব্যালান্স ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা ২। ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্টার ৩। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা] মানিকগঞ্জ ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকলা], মানিকগঞ্জ
১৩।	জেলা এবং উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সদস্যদের মাসে ১ বার নদীগুলো পরিদর্শন করে অত্র কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা] মানিকগঞ্জ ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকলা], মানিকগঞ্জ
১৪।	নদীর তীরে স্থাপিত ইন্টারস্ট্যানসমূহ সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইন্টার স্ট্যান্ড ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ লঙ্ঘন করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত শাইসেল অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করত: দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করায় ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, মানিকগঞ্জ
১৫।	Pathway/Pavement তৈরীপূর্বক নদী সংরক্ষণার্বে/তীর স্থিতিকরণার্বে নদীর তীরভূমির পার্শ্ব অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিরসিত সভার আলোচনামত/পূহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী সংরক্ষণে ও জনস্বার্থে	১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ ২। উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, মানিকগঞ্জ

	অধিবেশন করা হেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	
১৬।	অনুমোদনবিহীন বাসু চর হতে বাসু উত্তোলন করা বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের তাত্ত্বন তুরানিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাসু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যিক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বহুই শক্তিশালি হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বাসু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা লিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ ২। পুলিশ সুপার, মানিকগঞ্জ ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার জুমি।
১৭।	জেলা প্রশাসন/অফিস, ছিষ্ট ও ই-মিটিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা মদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতাবৃদ্ধিকারক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বাস্তব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা হেতে পারে।	১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ ২। জেলা/উপজেলা মদী রক্ষা কমিটিসমূহ মানিকগঞ্জ ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার।
১৮।	কোনক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য তিরল কিংবা কঠিন, নদী, খাল-কিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিষ্ক্ষেপ/কেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এক নদী, খাল-কিল বর্জ্য নিঃসরণ/ নিষ্ক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যক্রমের বন্ধ করবে। তারা উপস্থিতভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। আইন লংঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/ পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠির বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/ উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবেন।	১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, মানিকগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, মানিকগঞ্জ ৪। উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, মানিকগঞ্জ ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল/মানিকগঞ্জ]

[একই স্বাক্ষর ও অরিখে প্রতিস্থাপিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: শরীয়তপুর জেলার নদ-নদী রক্ষার করণীয় বিষয়ে ৩১ মে ২০১৮ তারিখের মতবিনিময় সভা ও পরিদর্শন প্রতিবেদন।

কাছী আবু তাহের, জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ৩১ মে ২০১৮ তারিখের সভায় সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে ঘাপত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। এর পর প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান নিজের পরিচয় ও সুদীর্ঘ কর্মজীবনের সফল বর্ণনাসহ কর্মকর্তাদের সাথে পরিচয় দেন। অতঃপর মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভায় আলোচনাকালে তিনি অন্যতর সভার প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও দায়বদ্ধিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদ-নদীকে সভাতার পানভূমি হিসেবে উল্লেখ করতঃ কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখাসহ সভ্যতার বিকাশ ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে প্রকৃষ্ণাঙ্করে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। নদী রক্ষারবে নদীর দখল ও দূষণ প্রতিরোধসহ মাধ্যমতা বজায় এক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর ক্রমাতিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নদী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর,

৩১০

বার্ষিক প্রতিবেদন '১৮ ১ নদীরক্ষা কমিশন

সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমগ্র সাধন আকর্ষণিক বলে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের একত্র পক্ষে নদী রক্ষা করা সম্ভব নয়। প্রকৃত্যে তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন ২০১৩ এর ১২ ধারার বিধান মোতাবেক নদী সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসমূহ, বিভাগ এবং অধিনস্ত সংস্থা, দপ্তর, অধিদপ্তর, অফিস, মার্চেন্টসসনসহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

সভাপতি শরীয়তপুর জেলাকে পর্যটন জেলা হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণের কথা জানান। মেঘনা, কীর্তিনখোলা প্রভৃতি নদ-নদী নিয়ে এই জেলা। জাঞ্জিরা ও নরিসা পথার ভাঙন কবলিত এলাকা। এখানে নদ-নদীর অবৈধ দখল কম। নিয়মিত মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অবৈধ দখল উচ্ছেদ করা হচ্ছে। নদীতে দুর্ঘটনার মাত্রা কম। তবে নদীর ভাঙন খুব বেশি। তিনি জানান যে অবৈধ খাল উচ্ছেদন বন্ধ করা হচ্ছে। অবৈধ ড্রেজিং বন্ধ করা হয়েছে। পরিবর্তিত ড্রেজিং প্রয়োজন। নদ-নদীর উন্নয়ন ও সংরক্ষণের বিষয়ে মহামতি প্রধানের জন্য মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করা

জেলা নদী রক্ষা কমিটির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা অতি জরুরি প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন খাল সাধারণ জনগণ দখল করে না। জেলা মতন্য কর্মকর্তা বলেন- পথার প্রকল ভাঙন হচ্ছে এর ফলে নদী শাসন এখানে গুরুত্বপূর্ণ। মতস্যজীবীদের পূর্ববাসনে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। ভূগর্ভের পানি আশঙ্কাজনক ভাবে দিন দিন নিচে নামছে। তিনি বর্ষ ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আঞ্চলিক সেশনসমূহের সাধারণ সেশনসমূহ বলেন যে শরীয়তপুরকে রক্ষা করার জন্য সুরেশ্বর প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। তিনি এই প্রকল্প বাস্তবায়নে জোর দাবি জানান। পথার শাখা নদী রক্ষা করা অতি প্রয়োজন। তিনি অবৈধ দখল কারীদের তালিকা প্রস্তুত ও উচ্ছেদের আস্থান জানান। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা বলেন যে সুরেশ্বর প্রকল্পের মাধ্যমে খাল খনন ও নদী শাসন করা হচ্ছে।

বিআইডব্লিউটিএর প্রতিনিধি শরীয়তপুর জেলার খাল খননের সাময়িক চিত্র তুলে ধরেন। [১] সুবালদিয়া নাশা, কাজ করুর তারিখ ২৭/১২/২০১৬, খননের পরিমাণ ২৫ লক্ষ ঘনমিটার, নৌ পথ ২০ কি.মি [২] আড়িয়ালা বী, কাজ করুর তারিখ ২৫/০২/২০১৭, খননের পরিমাণ ২৭ লক্ষ ঘনমিটার, নৌ পথ ৩৫ কিলোমিটার [৩] পালং নদী, কাজ করুর তারিখ ০১/০৩/২০১৫, খননের পরিমাণ ৬ লক্ষ ঘন মিটার, নৌ পথ ৫.২৫ কিলোমিটার [৪] পালং ও নড়িয়া খাল, কাজ করুর তারিখ ২৫/০২/২০১৭, খননের পরিমাণ ৭ লক্ষ ঘনমিটার, নৌ পথ ৭.৫০ কিলোমিটার। জেলা নদী রক্ষা কমিটির এক সদস্য খাল খননে ড্রেজার/জাকু এর পরিবর্তে প্রমিক দিয়ে খনন করার আস্থান জানান। অন্য সদস্য জানান স্তম্ভপথ বাজারের সকল অবৈধ দখল উচ্ছেদের আস্থান জানান। কীর্তিনাশা নদীর নাব্যতা খুবই কম [ধার ৩৫ কি.মি] তাই তিনি কীর্তিনাশা নদীর নাব্যতার জন্য খননের আস্থান জানান। নরিসার খাল খননের বিষয়ে মেয়র মহোদয় উপস্থিত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ জানান।

চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে আমরা আনন্দিত যে শরীয়তপুর জেলার সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ হয়। নদী কমিশনের প্রত্যাশা অনুযায়ী এখানে কাজ হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের সনিষ্কৃত তিনি খুবই আনন্দিত। যেমন পেট্রোল পাম্পের অবৈধ দখল থেকে খাল মুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন নদীর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে কেউ বাধা দিলে আমাকে জানাবেন। প্রয়োজনে আমি এখানে অবস্থান করবো। চেয়ারম্যান বলেন যে আমি মনে করি জেলা প্রশাসক শরীয়তপুরের নেতৃত্বে এ জেলায় নদীর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সম্ভব হবে। মুক্তিযুদ্ধের/সেশনের চেতনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের স্বার্থ/জনগণের স্বার্থে নদীকে রক্ষা করতেই হবে। এক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা কামনা/প্রত্যাশা করে চেয়ারম্যান জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সকলকে আস্থান জানান। শুধু প্রকল্প নেওয়াই যথেষ্ট নয় প্রয়োজনে বাস্তবতার নিরিখে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। তিনি বিভিন্ন জেলা প্রশাসকদের সকল উচ্ছেদের কথা সভায় তুলে ধরেছেন এবং অবৈধ দখল উচ্ছেদ করার জন্য সকলকে উৎসাহিত করেছেন। নদী সংক্রান্ত বিভিন্ন মাফলা নিষ্পত্তির জন্য প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের বিষয়ে বলেন। CS ও RS অনুশারে নদীর সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে বলেন। তিনি আরও বলেন বাজেট বরাদ্দের বিষয়ে আমরা প্রায় দিয়েছে। উচ্ছেদ কার্য করার জন্য আমরা বাজেট এর ব্যবস্থা করবো উচ্ছেদ কর্ম চালিয়ে যেতে হবে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান আরও বলেন যে খাল খনন করে নাব্যতা রক্ষা করতে হবে, রাজনৈতিক সহযোগিতা দিয়ে কাজ করতে হবে। তিনি আরও জানান যে [নয়] ৯ জন মন্ত্রীর নেতৃত্বে ঢাকা শহরের খাল উদ্ধারের কার্যক্রম চলছে, অর্থাৎ সরকার এই বিষয়ে খুবই সচেষ্ট ও সংবেদনশীল। তিনি বলেন যে নদীর অবৈধ দখলদারের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল মাফলা করার সুযোগ আছে। প্রয়োজনে দুর্নীতিগ্রস্ত নদী দখলকারীর বিরুদ্ধে দুদকে দুর্নীতির মামলা করার ও সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন যে খাল খননের কাজে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন যে নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক হিসাবে নদীর স্বার্থ দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা ROR সংরক্ষণ করে থাকেন ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। নদীর জারণ করো নয় বা কাটিকে সেয়া হয়নি। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জারণ সংরক্ষণ করতে হবে। কংশ পরাম্পরায় জনগণ নদীর জায়গা ব্যবহার করবে। সেলের/জাতীর স্বার্থে কালেক্টর বাহাদুর/জেলা প্রশাসকগণ তা নিশ্চিত করবেন। বিআইউপ্রিটিএ, পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নদীর পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দুর্গম প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ লক্ষ উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বিআইউপ্রিটিএকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্ববেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা পাশে থাকবে।

নদীর সিকিটি ও পরাধীন করণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ হ্রসবে কমিশনের চেয়ারম্যান ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাপন আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, যত্ব সংরক্ষণ দলিল/পার্শ্বসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিদপ্তরের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর বলে তিনি সভায় উল্লেখ করেন। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে দেখানো ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোন ব্যক্তিত্ব হবার কোন সুযোগ নেই বলে তিনি অজিত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্ঞ ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে তা ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

জেলা প্রশাসক/কালেক্টরের চাহিদা/অনুরোধপত্র মোতাবেক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নদীর সীমানা নির্ধারণের কারিগরী ক্ষমতা সরবরাহপূর্বক মাঠ জরিপ (দিয়াল জরিপ) সুসম্পন্ন করণের দায়িত্বশীল। অর্থ অদ্যাবধি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নদীর সীমানা নির্ধারণ শেষ করতে পারেনি। এ বিষয়ে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে অনতিবিলম্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রমে গ্রহণ নিশ্চিতকরণে পরামর্শ প্রদান করেন। প্রয়োজ্ঞ জেলা প্রশাসক/কালেক্টরের চাহিদা মোতাবেক বাস্তবতার ভিত্তিতে এ বিষয়ে পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে ও সমন্বয় করবে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বাংলাদেশের সকল নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের কার্যক্রম কাশবিলম্ব ব্যতিরেকে সম্পাদন করবে।

নদীর জারণের দায়িত্ব বিয়োজন কর্মসূচির আওতার নিমিত্ত আশ্রয়/আদর্শ গ্রাম/ডাঙা গ্রাম জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে বা অন্যত্র খস ছমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জরিপ Public Easement বিষয় কোন প্রকার আরণ প্রকল্প বা আদর্শ গ্রাম প্রকল্প এক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য নয়' মর্মে সতাপত্তি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হ্রাসের লক্ষণ হতে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অজিত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোন প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না' মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়। এতে পরবর্তীতে আশেপাশের এলাকার পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও ব্রুইস গেট নির্ধারণের কারণে বড়াল নদী এর বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিন্ ও বড়াল নদী উচ্চর আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃত গ্রাম বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিচালনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন' মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনাসহ নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রমিক নং	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	নদী সিকিটি বা পরাধীন করণে যথাযথ জরিপ ভাঙন কিংবা লক্ষ হলে ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাপন আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান অনুযায়ী নদীর জমির স্থানসংগত ROR গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জরিপ জনস্বার্থিকরূপে [Right of Public Easement]	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ৩। পুলিশ সুপার, শরীয়তপুর

	<p>সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জেলা প্রশাসকগণ সংরক্ষণ করবেন যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব। নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাস্ট হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহানন্দা হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ ক্রমের প্রদত্ত রায়ে নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং- ৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অক্লিষে কোনরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিবরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।</p>	<p>৪। বিআইডব্লিউটিএ, শরীয়তপুর</p>
<p>২।</p>	<p>জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ (ক)সহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তার বর্ধিত প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জরিপ তুল্যক্রমে ভিন্ন মালিকানাধীন রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাবাসুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯(৪) ধারার বিধান অনুযায়ী bona fide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/সহ করে নেয়া যায়, যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান হুঁজে পাওয়া যাবে।</p>	<p>১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর</p>
<p>৩।</p>	<p>ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ আশোচনাত্মক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহানন্দা হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ে নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালকিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়বদ্ধ কার্যপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে। এ বিবরে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাস্তরেতে প্রয়োজনীয় মৌজা ম্যাপ/সিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজননুসারে/চাহিদাপত্র অনুসরণের পক্ষে কার্যসিদ্ধ সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পার্শ্ব ধাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোন অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সিয়ারা জরিপ অক্লিষে নিশ্চিত করে নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক CS/RS এর দাবির আইনানুগ ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়নপূর্বক ন্যায়ানুগ সীমানা নির্ধারণ করবে।</p>	<p>১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর</p>
<p>৪।</p>	<p>বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নদীর কোরশোরের জায়গার যে ক্ষেত্রে লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র/সাইসেল দেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সঙ্গে নদীর</p>	<p>১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ৩। পুলিশ সুপার, শরীয়তপুর</p>

	কেন্দ্রশেয়ার-এ অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	
৫।	ভূগর্ভ পানির চাপ কমানোর জন্য খাল-নদী, খাল-বিল, পুকুর খনন করতে হবে। খাল খননে কর্মসম্পন্ন সৃষ্টির শার্বে স্থানীয় জনসাধারণদের সম্পৃক্ততার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে গ্রাম প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে নুরতে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে জল মৌসুমে পানি ধারণের ক্ষেত্রে পানির আধার হিসেবে খালগুলো ক্ষয়ভূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। খাল খননের ক্ষেত্রে সর মেরাদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। সুরক্ষার প্রকল্পটি পুনঃস্থায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। লাকিয়া ও নড়িয়া পর্যায়ে তাড়ন বেদি, সেই ক্ষেত্রে প্রস্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, শরীয়তপুর ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সংশ্লিষ্ট]
৬।	সরকার স্থানীয় জেলা/উপজেলা পরিষদ প্রয়োজনে ব্যক্তি পুকুরও খনন করে জলাধার তৈরিতে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প/অর্থ বোণানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। পুকুরগুলো ঘাটে ভরাট না হয় সে দিকে জোর দিতে হবে এক বর্ষীয় মিঠা পানি সংরক্ষনের জন্য জলাধার হিসেবে গড়ে তুলতে পরামর্শ দিতে পারে। কলে জল মৌসুমে পুকুরগুলো পানির আধার হিসেবে কাজ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প নিতে পুকুরগুলো খনন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং গৃহীত প্রকল্পগুলো জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/এলজিইডি/রোডস এন্ড হাইওয়ে/সংশ্লিষ্ট দপ্তর, শরীয়তপুর ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সংশ্লিষ্ট]
৭।	উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করা বাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ২। পুলিশ সুপার, শরীয়তপুর ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, শরীয়তপুর
৮।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দায়িত্ব বিসেচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আগ্রহ/আদর্শগ্রাম/গুরুগ্রাম বা এই জাতীয় কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রগতি বিবেচনায় তা বাস জনিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। পানি উন্নয়ন বোর্ড, শরীয়তপুর ২। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর
৯।	নদীর তীরে স্থাপিত ইন্টারভেনসনসমূহ সম্পর্কে বিচারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইন্টারভেনসন ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত সাইসেল অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাস্তব করতঃ দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও বিলম্বিত করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ৩। পুলিশ সুপার, শরীয়তপুর
১০।	Pathway/Pavement তৈরীপূর্বক নদী সংরক্ষনার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পার্শ্ব অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভার আলোচনারূপে/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থানীয় সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর

	অনুযায়ী নদী রক্ষার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। লেক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	
১১।	অনুমোদনবিহীন বাসু চর হতে বাসু উত্তোলন করা বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের স্তরন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে অক্ষত করে বাসু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যিক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বাসু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে ন্যূনতমকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ২। পুলিশ সুপার, শরীয়তপুর ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ৪। পুলিশ সুপার, শরীয়তপুর ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)।
১২।	জেলা গণস্বয়ংসেবা অফিস, গ্রিট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনস্বাস্থিনিবি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবান্ধী ও পরিবেশ বাফর সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	১। মহাপরিচালক, গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট ২। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ৩। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিনমূহ শরীয়তপুর ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)।
১৩।	কোনক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [ডবল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-কিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিষ্ক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অক্সিডে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-কিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিষ্ক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যক্রমের বৃদ্ধি করবে। তারা উপযুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার শক্তি [৩R] /স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। আইন শংখনকারী, নদী ও পরিবেশ সূক্ষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/সংস্থার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ৩। পুলিশ সুপার, শরীয়তপুর ৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, শরীয়তপুর ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] শরীয়তপুর
১৪।	অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে বর্ষা মৌসুমের প্রাকালে নদী/খাল কন্ডনের অর্ধ বরাদ্দ দেয়া হয়; যার কারণে যথাযথরূপে খনন কার্য সম্পন্ন করা যায় না; বরং এতে অর্থের অপচয় ঘটে। বর্ষা মৌসুম শুরু পূর্বেই উপযুক্ত মৌসুম-জর মৌসুমে বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিতপূর্বক খাল কন্ডনের কাজ যথারীতি সম্পন্ন করতে হবে।	১। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ৩। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড
১৫।	গোসাইত্রঘাটে লক্ষ চলাচলে অসুবিধা বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি খনন খনন করা হলেও তা বন্ধ/কার্যত: নায্যতা আনয়নে কাজ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সংযুক্ত নদী সেখান থেকে খাল পানি প্রবাহ পায় সেই নদীতে পানি প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য খনন অত্যাধিক্যক পূর্ণশর্ত। খাল খননে প্রকল্প গ্রহণার্থে সংযুক্ত নদীর ড্রেজিং [Capital] ড্রেজিং এর ব্যবস্থা পূর্ণশর্ত হিসেবে নিশ্চিত করতে হবে যত্ন করে খননকার খাল নায্যতার জন্য পানি প্রবাহ পেতে পারে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর

১৬।	জলমান বিক্রির প্রকল্পের কাজ চলসাধারণের জ্ঞানার সুবিধার্থে প্রকল্পের তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার টাঙানোর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকল্পে নিয়োজিত ত্রিকাদার/ প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিরের সততা ও নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে প্রকল্পে নিয়োজিত ত্রিকাদার/ প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিরের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/এলজিইডি/রোডস্ এন্ড হাইওয়ে/সংশ্লিষ্ট দপ্তর, শরীয়তপুর ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সংশ্লিষ্ট]।
১৭।	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মদ-নদী, খাল-বিলের মাধ্যমে বৃষ্টি করতে হবে। এতে বৃষ্টির পানির আধার তৈরি হবে এবং শুষ্ক মৌসুমে সেচ কাজে এই পানি ব্যবহৃত হবে এবং মত্যা গ্রাহিদের কর্তব্যস্থানের ব্যবস্থা হবে।	১। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/এলজিইডি/রোডস্ এন্ড হাইওয়ে/সংশ্লিষ্ট দপ্তর, শরীয়তপুর ৪। জেলা মত্যা কর্মকর্তা, শরীয়তপুর ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সংশ্লিষ্ট]

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তার সুমুখ্য কামনা করে ও নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ দৃষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে সভায় উপস্থিতির জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভায় সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মুহিবুর রহমান
সেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১১৫(৫০)-৪৭৭

তারিখ: ০২ জুলাই, ২০১৮

সদর অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি জ্যেষ্ঠতর তিথিতে নয়া:

- ০১। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ০২। সচিব, সৌ-পরিবেশ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ০৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
- ০৪। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
- ০৫। মহাপরিচালক, মত্যা অধিদপ্তর, শরীয়তপুর ক্যান্টন মন্থুর খালী অফিস, মত্যা ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
- ০৬। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, সৌপরিবেশ মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদর অফিসের জন্য]
- ০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলাপনা ভবন, মতিবিল, ঢাকা-১০০০।
- ০৮। চেয়ারম্যান, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন ৪৯-৫১, নিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, মতিবিল, ঢাকা-১০০০০।
- ০৯। মহাপরিচালক, জাতীয় প্রমাণ্যম ইনস্টিটিউট, ১২৫, মারুস সালার, এ অফিস সৌখুরী রোড, ঢাকা-১২১৬।
- ১০। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, শরীয়তপুর
- ১১। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর
- ১২। পুলিশ সুপার, শরীয়তপুর
- ১৩। সেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
- ১৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শরীয়তপুর সদর, আখিরা, নরিয়া, ভেদরপাড়া, জাহাঙ্গীর, গোসাইরহাট
- ১৫। সহকারী কমিশনার (কৃষি), শরীয়তপুর সদর, আখিরা, নরিয়া, ভেদরপাড়া, জাহাঙ্গীর, গোসাইরহাট
- ১৬। সার্বজনিক সদস্য মহোদয়ের কতিপয় সদস্যরা, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

মো: সাইদুর রহমান
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয় : জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাট্টোয়ার-এর সভার চামড়া শিল্প নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ধলেশ্বরী নদীর পশ্চিম পাড় সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন।

পরিদর্শনের তারিখ ১১/০২/২০১৮ । সময়: সকাল ৯:৩০- ৫:৩০ ঘটিকা

১। পরিদর্শনের উদ্দেশ্য:

সভার চামড়া শিল্পের "ইটিপি" সমূহ ২৪ ঘণ্টা নিরতিথীনভাবে কার্যকর পরিচালনার বিষয় এবং ধলেশ্বরী নদীর গণি ও পরিবেশ দূষণের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ।

২। পরিদর্শনকালে নদী রক্ষা কমিশনের সার্বজনিক সদস্য জনাব মোঃ আলীউজ্জিন, চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব জনাব মোঃ শোকমান আহমেদ, এক্স পরিচালক জনাব স্টিয়ার্টন হক, সভার চামড়া শিল্প নগরী, চামড়া শিল্প এক্সের কনসাল্টেন্ট প্রফেশনর দেসোয়ার হোসেন, এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বুয়েটসহ অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা/প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৩। পরিদর্শন কার্যসি ও পর্যবেক্ষণ:

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ও সার্বজনিক সদস্য এর উপস্থিতিতে এক্স পরিচালক এক্স সম্পর্কিত একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনা শেষে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন 'ETP' প্রাটসহ পুরো এক্সটি সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন ও আলোচনার নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণে পরিলক্ষিত হয়:

[১] চামড়া শিল্প নগরীতে দীর্ঘদিন অর্থাৎ দীর্ঘ ১ বছরেও Chromium Recovery Unit চলু হয়নি। Separated Chromium Cake সরাসরি মাটির উপর ছুঁসীকৃত করে রাখা হয়েছে। কুটির পানিতে এই ক্রোমিয়াম মাটি ভেদ করে ধীরে ধীরে নীচে নেমে যাচ্ছে যা একসময় ভূপর্ষস্থ পানির স্তরকে স্পর্শ করতে পারে। ক্রোমিয়াম একটি হেভিমেটাল এবং ক্যান্সার রোগ ঘটায়। যদি কোনভাবে ভূ-পর্ষস্থ পানির স্তর ক্রোমিয়াম দ্বারা দূষিত হয় তবে গোটা এলাকা কবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে এবং মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় ও মানবিক বিপর্যয় ঘটে যাবে।

[২] চামড়া শিল্পনগরীতে স্থাপিত CETP থেকে যে তরল বর্জ্য পরিশোধনের পর ধলেশ্বরী নদীতে ফেলা হচ্ছে তা পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নিখারিত মানমাত্রার চেয়ে সকল প্যারামিটার অনেক বেশিমাাত্রায় রয়েছে। এই অর্ধ পরিশোধিত তরল বর্জ্য ধলেশ্বরী নদীকে মারাত্মক ভাবে দূষিত করছে।

[৩] Chaina Contractor, JLEPCI, চামড়া শিল্পনগরীতে উৎপাদিত বর্জ্যের আনুমানিক মোট ৬০ ভাগ তরল বর্জ্য গ্রহণ করে এবং আনুমানিক শতকরা ৪০ ভাগ তরল বর্জ্য গ্রহণ করে না। এই অপরিশোধিত তরল বর্জ্য শায়কেন্স ড্রেনের মাধ্যমে সরাসরি নদীতে চলে যায়, যা নদীকে মারাত্মকভাবে দূষিত করছে।

[৪] অভিযোগ পাওয়া যায় যে বিসিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বায়ু বায়ু কণা স্কেও চায়না কন্ট্রোলার তা কর্তৃপক্ষ করছে না। ইতোমধ্যে এক্স পরিচালক কর্তৃক যে সকল নির্দেশনা দেয়া হয়েছে কন্ট্রোলার তা মান্য করছে না। যার ফলে যথাযথ ভাবে কাজ হচ্ছে না। জানুয়ারি ২০১৮ এর মাসিক রিপোর্ট এর ১৪ নং পাতায় তার সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৫ম LC এর মালমাল সমূহ/রাসায়নিক প্রবাসি আনা হয়নি বা ব্যবহার করেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। পরিধান মত Bottom aerator এবং Surface aerator পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ করা হচ্ছে না মর্মে এক্স পরিচালক অভিযোগ করেন।

[৫] CETP এর প্রায়োগিক ও কাজের অগ্রগতি অত্যন্ত ধীরগতির মর্মে অভিযোগ রয়েছে। নিম্নমানের যন্ত্রপাতি ইতোমধ্যে বেশকিছু স্থাপন করা হয়েছে তা প্রতিস্থাপন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে মর্মে অবহিত করা হয়। অপরাধিকে ট্যানারী মালিকগণকে দুটো ড্রেন ব্যবহার করার কথা বলা হলেও তা তারা করছেন না। Septic Tank শিল্প grit chamber এবং শবন অপসারণকারী [Desalting Machine] মেশিন ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হলেও ট্যানারী মালিকগণ তা ব্যবহার করছেন না। যথার্থ অভিজ্ঞ প্রয়োজন অনুসারে জব্বল নিয়োগ করা হয়নি।

[৬] ২৫/০১/২০১৮ তারিখে 'BUET' এর কনসাল্টেন্ট যে সকল নির্দেশনা দিয়েছে এক্স সপ্লেট্রার তা আদৌও মান্য করছেন না।

[৭] ২৫/০১/২০১৮ তারিখে 'BUET' এর কনসালটেন্ট হে সকল নির্দেশনা দিয়েছে প্রকল্প সক্রিয়তা তা আদৌও মান্য করছেন না।

পরিবেশ ও সুপারিশসমূহ:

ক্রমিক নং	সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
০১	চামড়া শিল্প কারখানাসমূহের ইটিপি সার্বক্ষণিক কার্যকর রাখার আর্থনিক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিসিক/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/প্রকল্প পরিচালক, সাতার চামড়া শিল্প নগরী।
০২	কোন ক্রমেই বর্ষাসহ সরকারি খলেশ্বরী নদীতে অচলা পানি অবমুক্ত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিসিক, জেলা প্রশাসন, ঢাকা/আনিকপঞ্জ।
০৩	CETP [Control Effluent Treatment plant], Common chromium Reduce Unit [CCRU], Solid Water Dumping Yard Laboratory ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিসিক/সহপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসন, ঢাকা/প্রকল্প পরিচালক, সাতার চামড়া শিল্প নগরী।
০৪	Sewage Treatment Plant [STP] I Sludge Power Generation System [SPGS] সক্রিয় রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিসিক/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/প্রকল্প পরিচালক, সাতার চামড়া শিল্প নগরী।
০৫	Two sedimentation Tanks/grit chambers, one for chrome liquor another for other Effluents must be constructed and operated in each tannery before disposing in the respective sewer.	চেয়ারম্যান, বিসিক/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/প্রকল্প পরিচালক, সাতার চামড়া শিল্প নগরী।
০৬	Aeration must be provided in the aerated equalization tank for 24 hours in a day [all 'Time continuously].	চেয়ারম্যান, বিসিক/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/প্রকল্প পরিচালক, সাতার চামড়া শিল্প নগরী।
০৭	Grit separator was non-functional turbine mixers were not in operation. the food pumps of the grit separator were disconnected and direct connection was made. JLEPCL must operate all grit chambers properly.	চেয়ারম্যান, বিসিক/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/প্রকল্প পরিচালক, সাতার চামড়া শিল্প নগরী।
০৮	Significant Portions of the Aerated Equalization Tanks [Aets] were not aerated due to defects in the air supply pipe network/disc diffusers.	চেয়ারম্যান, বিসিক/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/প্রকল্প পরিচালক, সাতার চামড়া শিল্প নগরী।
০৯	Chemicals [caustic soda] are added manually in chrome recovery Units. the mechanical mixture of caustic soda is not operating yet. JLEPCL must mix the chemical properly.	চেয়ারম্যান, বিসিক/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/প্রকল্প পরিচালক, সাতার চামড়া শিল্প নগরী।
১০	Five pumps out of eight were installed in the Aerated Equalization tanks but one pump is non-functional [out of order].	চেয়ারম্যান, বিসিক/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/প্রকল্প পরিচালক, সাতার চামড়া শিল্প নগরী।
১০	Heavy rustion of the components of the shade of the Blower and Dosing Room is noticed.	চেয়ারম্যান, বিসিক/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/প্রকল্প পরিচালক, সাতার চামড়া শিল্প নগরী।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

সদস্য অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ০১। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ০২। সচিব, পল্লি মন্ত্রণালয়, ৯১,মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
- ০৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মুদ্রা ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, ৯১,মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
- ০৪। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
- ০৫। মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর, আশাঢালাও, ঢাকা
- ০৬। সাক্ষরীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (যাদবীর মন্ত্রী মহোদয়ের সদর অবগতির জন্য)
- ০৭। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/মানিকগঞ্জ
- ০৮। প্রকল্প পরিচালক, সড়ক মন্ত্রণালয় শিল্প নদী, হরিণধরা, সাভার, ঢাকা টিক প্রকল্পে নিয়োজিত কনসালটেন্ট, প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা গ্রহণে অনুরোধ করা হলো।
- ০৯। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
- ১০। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিলাইর, মানিকগঞ্জ/সাতার, ঢাকা
- ১১। সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ বৈচিত্র্য, অ্যান্ডোলন (বপা), বাংলাদেশ, ঢাকা
- ১২। সার্বিক সনদ্য মহোদয়ের বক্তৃতা সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
- ১৩। দপ্তর কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলা সড়ক প্রতিবেদন।

তারিখ: ২২ জুলাই/২০১৮।। স্থান: সোনারগাঁ

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে খন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভার আলোচনাকালে তিনি অধ্যক্ষের সভায় প্রোগ্রামটি উল্লেখপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদ-নদীকে সভ্যতার পাদমুখি হিসেবে উল্লেখ করে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বোগাবোধ ব্যবস্থা সচল রাখার সভ্যতার বিকাশ ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে প্রকল্পের নদীর জলস্রু অপরিমিত হলে তিনি মত প্রকাশ করেন। নদী রক্ষার্থে নদীর দক্ষ ও দূষণ প্রতিরোধের নাব্যতা বজায় এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে নদীর যুক্তিমূলক ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে দর্শন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন আবশ্যিক বলে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রকার পক্ষে নদী রক্ষা করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ১২ ধারার বিধান মোতাবেক নদীসংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অধীন সংস্থা, দপ্তর, অধিদপ্তর, অফিস, মাঠপ্রশাসনসহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

এর পর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুক্ত আলোচনার আহ্বান জানান:

উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সদস্য বেগম আহাম্মারা বলেন যে, নদী রক্ষা করতে গেলে প্রশাসককে হরহামির শিকার হতে হয়। এ ক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা কামনা করেন। অবৈধ দখলদাররা শক্তিশালী হলে তারা প্রশাসনকে হরহামির শিকার অশ্রু করে থাকে।

তৈনিক মানব জমিনের সাংবাদিক জনাব ফারুক বলেন যে, দক্ষ এক দুর্গ সোনারগাঁও এলাকার অন্যতম বৃহৎ সনদ্য। ইকোনোমিক জোনের মুখিত পানি/বর্জ্য মেঘনা নদীতে পড়ে নদীর দূষণ হচ্ছে। এমনকি আদালতের নিষেধ অমান্য করে নদীতে অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠছে। মোড়কা নামক জটিল ব্যক্তি মেঘনা নদীতে গ্রাউন্ড বেড কেটি ঘন কুট বাসু কেলে নদী ভরাট করেছে বলে অভিযোগ করেন। এখানকার অসংখ্য খাল গ্রাউন্ড বিলীন হয়ে যাচ্ছে। বেঙ্গল সিমেন্ট এলাকার একটি খাল ভরাট করেছে। তিনি এর প্রতিকার চান। তিনি বলেন যে, কথায় আছে নদীর পাড়ে এক কুট জায়গা নিলে একশত কুট নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল করা যায়।

প্রথম আলোর সাংবাদিক জ্ঞানাব মনিকমল্লিকায়ান পত্রিকার খাল দখল হওয়ার তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অরুণ উপজেলা পরিষদ থেকে পত্রিকার খালের দুরত্ব মাত্র ৫০০ ফুট। দখলদারদের বিরুদ্ধে নোটিশ দেওয়া হলেও উচ্ছেদ হয় না। আমান গ্রুপ ও চৈতি গ্রুপের নদী দখল ও দূষণের বিরুদ্ধে প্রশাসন কি ব্যবস্থা নিয়েছে সেটি তিনি জানানোর জন্য অনুরোধ করেন।

আগরাসী নীচ সভাপতি এ্যাডভোকেট শাসনুল ইসলাম উইয়া দড়িকাদি খালের অবৈধ দখলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি মদ-সর্গীর অবৈধ ভরাট ও দখলের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

নদী বাঁচাও আন্দোলনের প্রতিনিধি ব্রহ্মপুত্র এক্স আন্দোলনের খাল দখল মুক্ত করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

জেলা পরিষদের সদস্য মোহাম্মদুর রহমান বলেন যে, চৈতি গ্রুপের কারণে মেঘনা নদী, খাল, বিলের পানি বাষ্পকভাবে দূষিত হচ্ছে। ইউনিক গ্রুপ প্রতি বছর ইকোনোমিক জোনের নামে নদী দখল করে। এ বিষয়ে তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সামগ্র সংবাদ পত্রিকার প্রতিনিধি জ্ঞানাব পনির বলেন যে, নদী রক্ষা কমিটির কোনো কার্যক্রম তিনি আগে দেখেননি। তিনি এই কমিটির কার্যক্রম ও আরও জোরালো এবং সক্রিয় করার আহ্বান জানান।

কালের কন্ঠের প্রতিনিধি জ্ঞানাব আসাদুজ্জামান নূর জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জানান। তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানকে নিয়মিত অতিথান চালানোর আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, জেলাস্পানিগুলো গ্রহণে জমি জয় করে তারপর নদীর জমি দখল করেন। নদীতে যারা অবৈধভাবে বাস্তু উত্তোলন করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

দৈনিক মানব জমিনের প্রতিনিধি বলেন, আমাদের জনপ্রতিনিধিরা অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ কাজে সহায়তা করে না। সোনালগাঁয়ে প্রায় ৫০০ একর সিকি জমি আছে। পূর্বে ৫২৫ বর্গ কিমি খাল জিলা বর্তমান ২০০ কিমি খাল আছে। বাকী খাল কি অবশ্যই রয়েছে তা জনতে চান। ৮০ রমজান, সোনাউগ্রা কিতাবে বেদখল হলো এবং ৮০ লাভিয়ার জমি কিতাবে মিউচেশন হয় জা তিনি জানতে চান।

উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সম্মানিত সদস্য বলেন যে- মাথাপুত্রের এক্স গঙ্গাপুত্রের খালগুলো দখল এক্স দূষিত হয়েছে। তিনি এর প্রতিকার চান।

উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সম্মানিত এক সদস্য বলেন যে, লাভলবন্দ গীর্ঘস্থান দূষিত হয়ে গেছে। ফলে এখানে আর কেউ ব্লান করতে আসে না। তিনি এর প্রতিকার চান।

নওগাঁর চেয়ারম্যান ইউসুফ চৌধুরী খাল খননের আহ্বান জানান। বর্তমানে খালে কোনো পানির অস্তিত্ব নেই। ডাইন ফ্যাক্টরির কারণে ব্রহ্মপুত্র এক্স শীতলক্ষ্যার পানি দূষিত হচ্ছে। তিনি ডাইন ফ্যাক্টরিতে ETP চালুর কথা বলেন।

বরেন্দী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জ্ঞানাব মোঃ জহিরুল হক বলেন যে, সোনালগাঁয়ের জন প্রতিনিধিরাই অত্র এলাকার উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। একে-অপরকে দোষারোপ করে নদীর দখল মুক্ত করা সম্ভব নয় বরং যৌথভাবে সম্মতিভাবে নদীর অবৈধ দখল মুক্ত করতে হবে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, নিরহিত নদী কমিটিয় সভ্য করতে হবে। মাসে কমপক্ষে এক বার সভা করবেন এবং কমিশনকে অবহিত করবেন। নদীর জারণ কোনো ব্যক্তি নয়। এই জমি বোচাকেনা করা অবৈধ, সিএস-এর ভিত্তিতে নামজারি করতে হবে। সহকারী কমিশনার [ভূমি], ইউনিয়ন ভূমি সহকারীসহ সকলের দায়িত্ব হচ্ছে নদী রক্ষা করা। তিনি নির্ভর সাথে দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান। উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার আহ্বান জানান। মেঘনা, শীতলক্ষ্যা, ব্রহ্মপুত্র অএ এলাকার বৃহৎ নদী। এই নদীগুলোকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। তিনি দৃশ্যমান কাজ করার জন্য এয়োজন আইনের চরম এয়োপ করার আহ্বান জানান। চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক, জনগণের পাঁকে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পাঁকে সরকার এবং সরকারের পাঁকে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক। তিনিই কালেক্টর বাহাদুর নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখা জনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটিস বা RoR সংরক্ষণ করে থাকেন ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জারণা কারো নয় বা কাজকে দেয় যায় না তা স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীর ভূমি ও ফোরেশন-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিরই মালিক বন্ধলেও তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪০ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার কমান্ডফোর্স যথাক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি অফিস বোর্ড কর্তৃক ব্যক্তিগত করার সুস্পষ্ট আইন বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জারণ Right of Basement হিসেবে সংরক্ষণ

করতে হবে যার শব্দে নারিত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। যখন পরামর্শের সেশের জনগণ/নারিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর সূষণ আয়দনেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকার বিআইডব্লিউটিএ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মঠ পর্যায়ের উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। শরীর জারণার সার্বিক বিমোচন কর্মসূচির আওতার নিমিত্ত অপ্ররূপ/আদর্শ গ্রাম/গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র ঋণ ক্ষমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর ক্ষমি Public Easement বিধায় কোনো প্রকার আশ্রয়ন বা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকায় বাস্তবায়নযোগ্য নয় মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করেন।

নদীর সিকড়ি ও পয়ড়ির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাপন আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মানিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের নারিত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিঙ্গেল ম্যাপে দেখানো ছিল আরঙ্গে ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোন সুযোগ নেই বলে তিনি অভিযত প্রকাশ করেন। সিঙ্গেল ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আরঙ্গে ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ম্যাপনুশ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

CS পর্চা অনুসারে নদীর ক্ষমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে [জেলা কালেক্টর] পদের বিপরীতে ১ নং খতিয়ানকৃত আছে এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/শ্রমিকদের নামে নদীর ক্ষমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাহাইপূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৮ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মাছমান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট শিপিংন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ে নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাখা আলাশতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার স্বার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর রক্ষা করার শব্দে নারিত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর ক্ষমি তুলনামে ভিন্ন মালিকানাধার রেকর্ডকৃত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এক ভূমি আশ্রিত বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৮[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bona fide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধন/শুদ্ধ করে নেয়া যায়, যা অনুসরণ করা হয়েছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ ক্ষেত্রে জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এলজিডি/রোডস এবং হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিবেশিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ ক্ষয়ক্ষি সনুধীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদর অভিযত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোন প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না মর্মে সন্তুষ্টি উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে স্বার্থ সীমিত না করেই স্থানীয় বিবেচনার বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার ন্যায়তা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও সুইস গেট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী মৃত প্রায় হয়ে পড়েছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবান ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তার বিজ্ঞ বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছে। খুলনার তেরখাদার জুড়িয়ার বিশেষ জলাবদ্ধতার কারণ ও একইরূপ বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনাগোনা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণধীন নদীর প্রকল্পে চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিলম্বে বাস্তবায়ন। ভবিষ্যতে বিভিন্ন সুরক্ষা/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রকাশ্যে স্মৃতি করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের বধ্যার্ণ প্ররোগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর zero tolerance নীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএল ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা [CBGIS, IWM] এর সাথে SPARRSO-কে নিজে সমন্বিতরূপে কাজ করার আবেদন জানান। তিনি জানান যে SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে বা বাংলাদেশের অন্য কোন সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে Remote Sensing এবং Real Time Data Analysing করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ধার কার্বে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা ত্বরূপে করা হবে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসনকে উদ্ধার কার্বে ত্বরূপে আহ্বান জানান। নদীর জায়গা জবর দখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অর্ধায়নে কোন সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অকিলাখে দেশে প্রকর্ষন করতে হবে। কোনোক্রমেই কোনো ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিষ্সরণ/নিষ্ক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিষ্সরণ/নিষ্ক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যক্রমগুলো বন্ধ করবে। তারা উপযুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগশই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান [সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] যাতে আবর্জনা উপযুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে। সে ক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি স্থানান্তরপূর্বক কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়ে পরীক্ষণে সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্য করে তুলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে বধ্যার্থ গাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ লঙ্ঘনকারী কিংবা কর্তব্যের ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈল্পিক প্রদর্শন কিংবা নির্দিষ্টতার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কেসোট্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মামলা করবেন। যদি পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি স্বাধীন কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সন্তোষ, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কর্তব্য হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে যত্নতা, সত্বাঙ্গন ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন মামলা-আবর্জনা কিভাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারণার আহ্বান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

চেয়ারম্যান আরও বলেন যে, সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে। ইহরেক্সা এদেশে প্রায় ১৯০ বছর শাসন করেছে। তখন ভারতে প্রায় ৫০ কোটি লোক ছিল। এই ৫০ কোটি লোক মিলে এদেশ থেকে তাদের বিভাজিত করতে প্রায় ১৯০ বছর লেগেছে। ধন্যবাদ জানান আতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। যার সং, বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল যার ২০ বছরে। আইন প্রয়োগের বাহিত্ব সরকারি কর্মচারীদের/সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ আইনের ন্যায্যানুগ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার [ভূমি] ও খসিকে উচ্ছেদ কার্বে চালানতে হবে। নদীর জায়গা উদ্ধারে কোনো হাড় দেওয়া যাবে না। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। নদী রক্ষা কমিশন আইন সংশোধনের কাজ করছে। অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রস্তুত করে নদী কমিশনে পাঠাতে হবে। তিনি অবিলম্বে উচ্ছেদ কার্বে চালানোর পরামর্শ দেন। জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ওসি ঠিকমত কাজ করেনি বলেই নদীর তীরে অবৈধ দখল গড়ে উঠেছে। নদী দখলে যত ক্ষয়ক্ষতি/প্রাণব বোঝাল্লা সঞ্চিত থাকুক না কেন তাদের তালিকা অবিলম্বে নদী কমিশনে পাঠাতে হবে। জেএম-জেএ-মুখে যারা নদী দখল করে আমরা তাদের বিরুদ্ধে জানাই। অবিলম্বে বেঙ্গল গ্রুপ, আমান গ্রুপ, চৈতি গ্রুপ এবং ইউনিক গ্রুপের অবৈধ দখল উচ্ছেদ করতে হবে। ইকোনমিক জোন হবে খাস জায়গার কিন্তু নদীর জমিতে নয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানকে সার্বিক বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য কন্যাবাস জানান। তিনি জনপ্রতিনিধি, সংবাদিকসহ সকলকে কন্যাবাস জানিয়ে সততার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আলোচনা ও পরিদর্শনের জিহ্মিতে কমিশনের পক্ষে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	<ul style="list-style-type: none"> • নারায়ণপল্ল জেলার সোনায়গাঁও উপজেলার মেরী খাল ও মেঘনার মোহনা দখল করে কুহং যার্কট তৈরি করেছে। অবিলম্বে দখল বন্ধ করা এবং উচ্ছেদ করতে হবে। • আমান সিমেন্ট ইকোনোমিক জোন এর নতুন মেঘনা নদীর দর্শ দখল করেছে এক মেঘনা ঘাটে ফ্রেশ সিমেন্ট কারখানা এবং বেঙ্গল সিমেন্ট কারখানা নদীর মধ্যে জায়গা দখল করে সিমেন্ট কারখানা স্থাপন করেছে। অবিলম্বে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • মুন্সের টেক ইউনিয়নে ও মং গুরাডে আহম্মেদ জামীন গ্রুপ কোং ও.এ বিঘা জমি দখল করে পৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করেছে। নদী মধ্যে স্থাপিত প্রকল্প অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। • বায়নী ইউনিয়নে ১০০ একর নদীর জমি দখল করে বেঙ্গল সিমেন্ট কারখানা স্থাপন করেছে। নদীর প্রাচীর ভুমি বন্ধ করে কোন কারখানা বা অর্থনৈতিক অঞ্চল করা যাবে না। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) বিষয়গুলো পরীক্ষা করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন। • BEZA Economic Zone করার জন্য নদীর জায়গা জরাজীর্ণ করেছে। নদীর উজানে টাইগার ও ফ্রেশ সিমেন্ট নদী দখল করেছে এক আনন্দ শীপ ইয়ার্ডও নদীর জায়গায় অবৈধ স্থাপনা করেছে এক হোলদীঘ সিমেন্ট কারখানা ও গড়হবস গ্রুপ নদী দখল করে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করেছে। অবিলম্বে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • নদীর মধ্যে যতে সকল নির্মাণ বন্ধ করে স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। সিএস পর্চ ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯ (৪) অসুসরণ ও প্রয়োগ পূর্বক] এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট হাঙ্গের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া আদালতে পক্ষতুল্য করে আইনি শড়মি স্বার্থক ও সফলভাবে করতে হবে। CrPC এর ১৩৩ ধারাও প্রয়োগ করতে হবে। 	<ul style="list-style-type: none"> ১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৪। জেলা প্রশাসক, নারায়ণপল্ল ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনায়গাঁ ৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনায়গাঁ ৭। বন্দর কর্মকর্তা, বিআইডব্লিউটিএ, নারায়ণপল্ল
২।	<p>নদী সিকিউরিটি বা পর্যটন করণে যথাক্রমে জমির ডাঙন কিংবা লক্ক হলে ১৯৫০ সনের প্রজাযন্ত্র আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪০ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ ROR প্রস্তুত করবেন/করাবেন এক সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাছানুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারতুল্য [Right of Public Easement] সম্পত্তি কিংবা তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এক এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any Time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার দ্বারাভুগ ও সমরাস্বদ্ধ আংশিক/স্বার্থক প্রয়োগ করে কালেক্টর বাছানুর অর্পিত এ RS কিংবা</p>	<ul style="list-style-type: none"> ১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণপল্ল ৩। পুলিশ সুপার, নারায়ণপল্ল ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনায়গাঁ ৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনায়গাঁ

	<p>১৯৯ কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্টার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচ্ছিন্নতা/ভুল-ত্রুটি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।</p>	
৩।	<p>নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকৃত প্রতিষ্ঠান/অবেধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিচ্চিত্ররূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবেধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জননন, রাস্তা তথা সরকারের ট্রান্সিট হিসেবে বিধি মোতাবেক নিচ্চিত্ররূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৫ ও ২৫ ছুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ে নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নক্সি হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিচ্চিত্রপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।</p>	<p>১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনালগাঁ ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সোনালগাঁ</p>
৪।	<p>জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [কসহ ১৪৭-১৫১ ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে শিল্প মালিকানা রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নথিাদি/পর্টা/সিএস ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/আপিল এর মাধ্যমে রাটের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি অফিস বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারায় বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহক্রেই সংশোধন/স্ফূটন করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিচ্চিত্র করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্বাক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সাক্ষরিত নির্দেশনা অগ্রগণ্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান ক্রমে পাওয়া যাবে।</p>	<p>১। চেয়ারম্যান, ভূমি অফিস বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনালগাঁ ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সোনালগাঁ</p>
৫।	<p>কি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের চাহিদার প্রিক্রিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ে নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কাশবিলম্ব ব্যক্তিকে নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অফিস চালায়ে নদীকে অবেধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে কালবিলম্ব ব্যক্তিরেকে উদ্ধার/স্ফূটন করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সময়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের ক্ষমতা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাস্তরেতে প্রয়োজনীয় বৌদ্ধা স্থাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিচ্চিত্র করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র</p>	<p>১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনালগাঁ ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সোনালগাঁ</p>

	পেলে কার্বাডির সময়ের ও সহযোগিতার পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর ভূমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও ভূমি অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ারা ভূমি অফিসে নিশ্চিত করবেন। এই দিয়ারা ভূমিপত্রের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাস্তুনূন নদী, নদীর তীরভূমি ও কোঙ্কেশার আশ্রয় সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সক্ষম হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে স্যারানুগ সীমানা/নদীর স্বত্ব এবং স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।	
৬।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর কোঙ্কেশারে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও নাইসেশ দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর কোঙ্কেশারে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ ৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনারগাঁ।
৭।	Pathway/Pavement তৈরীপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত ভূমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষণার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি অফিসের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ ২। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনারগাঁ।
৮।	নদীর বিভিন্ন জায়গায় অসঙ্গতকল্পিত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না যর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাযাতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ব্রিজের স্বল্প দৈর্ঘ্য হেতু নদীর দু'পাশের ভরাট হওয়া কিংবা চর গড়ে যাওয়া এবং নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়।	১। জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নারায়নগঞ্জ ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নারায়নগঞ্জ ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে, নারায়নগঞ্জ ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ ৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনারগাঁ
৯।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতার আশ্রয়/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রগণ্যতা বিবেচনায় তা খাল ভূমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনারগাঁ
১০।	নদীর তীরে স্থাপিত হাট/জাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সভাপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ

	<p>তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মাফনা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রসঙ্গ শাইনেস অফিসের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলপালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।</p>	<p>৩। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ৪। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনালগাঁ ৭। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনালগাঁ।</p>
১১।	<p>অনুমোদনবিহীন বাস্তু চর হতে বাস্তু উত্তোলন করা বাস্তু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাস্তু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যিক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বাস্তু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে আইন লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বাস্তু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।</p>	<p>১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনালগাঁ ৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনালগাঁ।</p>
১২।	<p>জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার করতে হবে। সভার কার্যবিবরণি আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। উপজেলার উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এক মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সমন্বয় দিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে নিম্নলিখিত সোসাইটির প্রতিনিধি পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অধ্যক্ষের বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যিক।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনালগাঁ ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনালগাঁ</p>
১৩।	<p>[ক] কোনোভাবেই কোন ধরনের বর্জ্য [ডবল কিংবা ফ্রিগ], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিষ্কাশ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অফিসের মনসচেতনতা সৃষ্টি করতে এক নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিষ্কাশ/নিষ্কাশন কর্তব্যক্রমে বদ্ধ করবে। তারা উপর্যুক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/স্থানীয় ল্যাবসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [খ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা সিক্সিমাতার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীয় বিষয়ে কার্যক্রমে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবেন।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনালগাঁ ৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনালগাঁ</p>

ড. মুজিবুর রহমান হাভেলার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫(৪২)-৫৯১

তারিখ: ২৭ আগস্ট, ২০১৮

সকল অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

- ০১। মহাপরিচালক সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সিঙ্গিট অধীন দপ্তর/অধিদপ্তরকে বাইরের যোগাযোগ প্রদেয় নিশ্চিত করণার্থে কার্যক্রম পদক্ষেপ গ্রহণের যথাযথ প্রদানের অনুরোধসহ।
- ০২। স্থা সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৩। সচিব, নৌ-পরিবহন মহাপালয়/স্থায়ী মহাপালয়/পানি সনাক্ত মহাপালয়/পরিবেশ, বন ও অলসাহু পরিবর্তন বিষয়ক মহাপালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
- ০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
- ০৬। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মহাপালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদর অবস্থিত অফিস]।
- ০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াশিংটন ডবল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
- ০৮। চেয়ারমানে, বিজ্ঞানচর্চাট্রিউটে, মতিঝিল, ঢাকা।
- ০৯। সচিব, জাতীয় নদী বন্য কমিশন।
- ১০। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ।
- ১১। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ।
- ১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড এল.জি.ইউ/সড়ক ও জনপথ, নারায়ণগঞ্জ।
- ১৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী বন্য কমিশন।
- ১৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।
- ১৫। সহকারী কমিশনার [স্থায়ী], সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।
- ১৬। সার্বজনিক সনাক্ত মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী বন্য কমিশন।
- ১৭। অফিস কপি [সংরক্ষণার্থে]।

ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয় : চট্টগ্রাম জেলার অঙ্গরত কর্ণফুলি নদীর দখল, দূষণ ও নাব্যতা লঙ্ঘন বিষয়ে পত্র ১০.১২.২০১৮ তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, সার্বজনিক সন্য মো: আলাউদ্দিন, উপস্থান হাইড্রোলজিষ্ট ড. কবীরুল ইসলাম এবং উপপরিচালক জনাব আফসরুজ্জামান তালুকদার কর্ণফুলি জেলা সফর করেন।

চট্টগ্রাম জেলার অঙ্গরত কর্ণফুলি নদীর দুপাড়ের অবৈধ দখল, দূষণ ও নাব্যতার বিপ্ল সৃষ্টি সংক্রান্ত কয়েকটি অভিযোগ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে পাওয়া যায়। সে পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার ১০/১২/২০১৮ খ্রি: তারিখে চট্টগ্রাম বন্দর হতে কর্ণফুলি নদীর আউটার বায় এবং নদীর মোহনা পর্যন্ত নদীর দুপাড় বিশেষ ইকোনমিক জোন এলাকার নদীর তীরে নির্মাণধীন কর্ণফুলি ড্রাই ডক সরঞ্জামে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে কমিশনের সার্বজনিক সন্য মো: আলাউদ্দিন, কমিশনের উপস্থান হাইড্রোলজিষ্ট ড. এ. ম. কবীরুল ইসলাম এবং চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব জনাব মো: আফসরুজ্জামান তালুকদার সরকারসহী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া পরিদর্শনকালে চট্টগ্রাম বন্দরের ট্রাফিক বিভাগের কন্সটেন্ট কামরুল, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের উপপরিচালক জনাব নয়ন শীল এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক জনাব মুক্তাদির হাশান পরিদর্শন টীমের সাথে ছিলেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন নিম্নে বর্ণিত করা হলো :

১। চট্টগ্রাম বন্দরের জেট হতে এগুনুলেশ বোটবোগে চট্টগ্রাম বন্দর এলাকা হয়ে কর্ণফুলি নদীর মোহনা পর্যন্ত প্রায় ১৬ কি:মি: দুপাড়ের বাস্তব অবস্থা পরিবেক্ষণ করা হয়। এরপর বাংলাদেশ মেরিন একাডেমীর জেটহতে দেশে জেটের উপর থেকে একে পর্যবেক্ষণ কর্ণফুলি ড্রাইডক সি: এর নির্মাণাধীন এলাকা সরঞ্জামে পরিদর্শন করা হয়। কর্ণফুলি ড্রাইডক সি: এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে ড্রাই ডকের নামে বন্দোবস্তকৃত ভূমির বিষয়ে প্রতিনিধিবর্গের সাথে আলোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গের তালিকা পরিশিষ্ট [ক] তে দেওয়া হলো। পরিদর্শন শেষে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ও পরিদর্শন টীমের প্রতিনিধিকূলে আনোয়ারা উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় মোহনানের জন্য উপজেলা পরিষদ অফিসে গমন করেন। বিকাল ৩ টার আনোয়ারা উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় স্বেচ্ছায় করেন [সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট -ব তে দেওয়া হলো]।

২। পরিদর্শনকালে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি দৃষ্টিগোচর হয়:

[ক] চট্টগ্রাম বন্দরের লালাদিয়ায় কনটেইনার টার্মিনাল, ইন কন ট্রেড কর্তৃক নির্মাণধীন কনটেইনার টার্মিনাল, ইউনাইটেড পাওয়ার প্রাণ্ট এবং চট্টগ্রাম বন্দর হতে কর্ণফুলি নদীর মোহনা পর্যন্ত দুইতীরে অসংখ্য অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। নতুন নতুন অবকাঠামো নির্মাণের কাজ চলছে। এগুলোর মধ্যে কেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মেরিন একাডেমীর ঠিক পশ্চিম-উত্তরপাশে কর্ণফুলি ড্রাইডক সি: এর নির্মাণ কাজ চলছে। সরঞ্জামে পরিদর্শনে দেখা যায় যে, নদীর তীর থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় ৩০০ গজ পর্যন্ত ভরাট করে কর্ণফুলি ড্রাইডক সি: এর স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া আরো প্রায় ২০০ গজ পশ্চিম পর্যন্ত নদীর তিড়ির ড্রাই ডকের জেটের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। উপরন্তু স্থাপনাসমূহের উত্তর দিকে প্রায় ১০০০ গজ এলাকায় নদীর তিড়িরে পাশ ওয়ালা নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে স্রোতারের সমর নদীর পাড় পর্যন্ত পানি থবাবে বাঁধার সৃষ্টি হচ্ছে। বাঁধের তিড়িরের অংশ নদীর পাড় পর্যন্ত ভবিষ্যতে ভরাট করে ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে আরো উল্লেখ্য যে, কর্ণফুলি ড্রাই ডক সি: এর স্থাপনার ঠিক উল্টোদিকে নদীর পশ্চিম পাড়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান আছে- যা নদীর আনুমানিক ১০০ গজ তিড়ির পর্যন্ত সম্প্রসারিত। কর্ণফুলি ড্রাই ডক সি: এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, ড্রাই ডকের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে সেখানে জাহাজ নির্মাণ করা হবে এবং চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় কোন জাহাজে ত্রুটি হলে তা মেরামতের কাজও করা হবে। ফলে নির্মাণাধীন ড্রাইডকে মেরামতের জন্য জাহাজ নোঙ্গর করা হবে। সাময়িক বিষয়টি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত স্থানে নদীর প্রস্থ একেবারে কমবে যাবে। দু'পার্শ্বে প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণে/পাশাপাশি দুটো জাহাজ চলাচল ও ম্যানুভার করা সম্ভব হবে না। নদীর প্রশস্ততা ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে এবং জাহাজ চলাচলে মুক্তি বৃদ্ধি পাবে। [খ] কর্ণফুলি ড্রাই ডক সি: এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানানো যে, উক্ত ড্রাইডক নির্মাণের উদ্দেশ্যে তারা স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট থেকে প্রায় ৮ একর জমি তহবিল করেছেন এবং ০৮.০৭ একর জমি সহকারী কমিশনার [ভূমি] আনোয়ারা উপজেলা এর দপ্তর থেকে দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত গ্রহণ করেছেন। এছাড়া জেট নির্মাণের জন্য তারা চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করেন। সভায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকার বিষয়টি বাচাই করা যায় নি। তবে সহকারী কমিশনার [ভূমি] অফিসের বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়টি সম্পর্কে সভায় উপস্থিত সহকারী কমিশনার [ভূমি] আনোয়ারা জানান যে, বন্দোবস্ত কেইন নং ২০০৭-০৮ মূলে কর্ণফুলি ড্রাই ডক সি: এর নামে

০৮.০৭ একর অকুমি খাস জমি দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়; উক্ত বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ারে জমি মালিকদের অনুমোদন রয়েছে। [খ] আনোয়ারা উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় কর্ণফুলি ড্রাই ডক লি: এর অনুকূলে বন্দোবস্ত প্রদানকৃত জমির রেকর্ডপত্র ও নকশা উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলে তারা সিএস পর্টা বা নকশা উপস্থাপন করতে পারেন নি। তারা আরএস পর্টা ও নকশা এবং বিএস পর্টা উপস্থাপন করেন। আর এস এবং সিএস পর্টা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কর্ণফুলি নদীর তীরবর্তী এলাকা অর্থাৎ আলোচ্য ১৬ একর জমির শ্রেণি বাসুচর, চর কিংবা খাল। এথেকে বুঝা যায় যে, আলোচ্য জমি নদীর চর জমি। এসব জমির ক্ষেত্রে কোনরূপ দিয়ারা জরিপ ও করা হয় নি মর্মে সহকারী কমিশনার জানিয়েছেন। [ঘ] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান বলেন যে, SATA-১৯৫০ এর অনুশারে নদীর জমির মালিক রঞ্জিত তথা সেশের জনগণ। নদীর জমির শ্রেণি পরিবর্তনযোগ্য নয় এবং বহুস্তরযোগ্যও নয়। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ জমি রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব কালেক্টর বাহাদুরের। কালেক্টরের পক্ষে অভিযুক্ত জেলা প্রশাসক [রাফা], সহকারী কমিশনার [জুমি], কানুনগো, সার্কেলার, তহশিলদারগণ এসব জমির রক্ষণাবেক্ষণ এবং অবৈধ দখলদারদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁদের কেউই সঠিকভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন নি। তিনি আরো বলেন যে, কালেক্টর বাহাদুর অথবা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সহকারী কমিশনার [জুমি] রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ প্রকল্প আইন ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা অনুযায়ী বিত্তিউ এর মাধ্যমে অবৈধ বন্দোবস্ত বাতিলপূর্বক রেকর্ড সংশোধন করার জন্য ক্ষমতাস্বত্ব।

৪। সার্বিক বিচার পর্যালোচনাসহ নদী কমিশন কর্তৃক বিলম্বিত নির্দেশনা /পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান করা হয়:

ক্রমিক সং	সিদ্ধান্ত সমূহ	ব্যবস্থারনে
০১।	কর্ণফুলি নদীর বাম তীর অর্থাৎ বন্দরের দক্ষিণ পাড়ে নদীর তীরে স্থাপিত পটি ইটের ভাটা নদীর পরিবেশ, প্রতিবেশের জন্য ক্ষতিকর। ইটের ভাটাগুলি নদীর তীরে স্থাপিত হওয়ায় শীতকালে নৌচলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। অবিলম্বে ইটের ভাটা অপসারণ হ্রাস করা করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম।
২।	বন্দর হতে মোহনা পর্যন্ত নদীর ১৬ কিলোমিটার তীরভূমি দখল করে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ করে চট্টগ্রাম বন্দরে ইন কন ট্রেড কনটেইনার টার্মিনাল, ইউনাইটেড পাওয়ার গ্যাস টার্মিনাল সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নদীর তীরভূমিতে এবং নদীর মধ্যে ভবন, টার্মিনাল ক্লাব ইত্যাদি তৈরি করেছেন। নদীর প্রবাহ বন্ধ করে নদীর জমি দখল করে কোন স্থাপনা তৈরি করা যাবে না। অবিলম্বে নদীর তীর ভূমিতে স্থাপিত অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রস্তুত করে তাদের উচ্ছেদ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম পরিচালক, চেয়ারম্যান, বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম সহকারী কমিশনার [জুমি]
৩।	চ্যান্সেল ফ্রাঙ্ক জাহাজ মোড়র করে রাখা হয়েছে। বিশেষ করে ১৫ নং ঘাটে, সিএফইউএল এর পূর্ব পাশে করেকটি অকোজো জাহাজ দীর্ঘদিন যাবৎ নদীতে ডাম্পিং করে রাখা হয়েছে। এতে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ এবং প্রাকৃতিক প্রতিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। অবিলম্বে জাহাজগুলো অপসারণ করাতে হবে।	পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম, উপপরিচালক, BIWTA চট্টগ্রাম
৪।	কর্ণফুলি চ্যান্সেলের শেষ প্রান্তে green boi red boi এর বাম পাশে বড় চরের সৃষ্টি হয়েছে। চরটি সৃষ্টির জন্য কাফকা, সিইউএফইউএল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এর প্রত্যয় রয়েছে। চরটি অপসারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, সিপিএ
৫।	কর্ণফুলি নদীর পানির অবস্থা, গুণাগুণ ও অন্যান্য বিষয়ে আউটার বার ও ইনার বারের মাধ্যমে প্রত্যয় কোন পানি পরীক্ষা করা হয়নি। নদীর পানি, নদীর ভৌত অবস্থা [Morphological] স্থানীয় জল এই এলাকার পানির BOD, COD, PH ইত্যাদি পরীক্ষা করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। প্রতিবেদনটি পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম প্রেরণ করবে।	পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম।
৬।	KAPCO এবং CPUL এর ভেটি নদীর মধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে United Power Oil Plant এর একটি ভেটি নির্মাণাধীন রয়েছে। নদীর পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কোনো	চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।

	জেটি নির্মাণ করা যাবে না। নদীর তীরভূমি ও নদীর পর্ভ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৭।	আনোয়ারা উপজেলার বাদলাপুর মৌজা, জেএল নং ২৯ (যেদিন একাত্তরের উত্তর-পশ্চিম পার্শ্ব) হতে পশ্চিমে প্রায় ২ কিমি: নদীর তীর ভূমি দখল করে কর্তৃকৃত ড্রাই ডক স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে এই ভক্টের আওতার ১৬ একর নদীর তীর ভূমি রয়েছে। নদীর তীর ভূমি বেআইনিভাবে ডকইটার্ডের নামে দেয়া হয়েছে। অকিন্দে প্রদত্ত বন্দোবস্ত SATA এর ধারা ১৪৩, ১৪৭, ১৪৮ ও ১৫০ এর অনুযায়ী বন্দোবস্ত বাতিল পূর্বক ধারাবাহিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, সিপিএ, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) আনোয়ারা।
৮।	কর্তৃকৃত ড্রাইডক স্পেশাল ইকোনমিক জোন সি: এর নামে নদীর খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর এবং কর্মকর্তাদের কর্মচারির নাম, পদবী, বর্তমান কর্মস্থল বা অবসরকালীন অবস্থা নদী কমিশনকে জানাতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম সহকারী কমিশনার (ভূমি), আনোয়ারা চট্টগ্রাম।
৯।	আলোচ্য ১৬ একর জমি বন্দোবস্ত প্রদানের নিয়মিত ব্রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, নদীর তীরভূমি কোনভাবেই বন্দোবস্ত প্রদান যোগ্য নয়। তাই জরুরি ভিত্তিতে SATA ১৯৫০ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী কর্তৃকৃত ড্রাই ডক সি: এর অনুকূলে ভূমি বন্দোবস্ত বাতিল করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) আনোয়ারা, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
১০।	বন্দর হতে বাসোপসাগরের মোহনা পর্যন্ত দিয়ারা ছড়িষি করে কর্তৃকৃত নদীতে সীমানা গিলাব স্থাপন করতে হবে। এজন্য জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, মহাপরিচালক, ভূমি অধিদপ্তর ও ব্রেকর্ড অধিদপ্তর।
১১।	আনোয়ারা উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় কর্তৃকৃত নদীর দখল, দূষণ এক ড্রাই ডক্টর অনুকূলে নদীর জায়গা বন্দোবস্তের বিকল্প আলোচনা করা হয়। সহকারী কমিশনার আলোচ্য স্থানের সিএস, অরএস, বিএস পর্টা, ম্যাপ ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি চাহিদামত পেশ করতে পারেন নি। বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য সৃষ্টিত কেইনটি নিয়মস্বাক্ষিক করা হয় নি। অবিলম্বে SATA ১৯৫০ এর ধারা ১৪৩, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) আনোয়ারা।
১২।	কমিশন দুইবার সাথে লক্ষ্য করছে যে, এই উপজেলার উপজেলা সৃষ্টির পর বিগত ৩ বছর ৮ মাসের মধ্যে অদ্যাবধি নদী রক্ষা কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠিত হয় নি। মহাপরিচালক বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির সভা নিয়মিত হওয়া আবশ্যিক। উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি পুনর্গঠন করে নিয়মিত সভা করতে হবে। কমিটিতে স্থানীয় ফুল, কলেজ, রেল ক্লাব, পরিবেশ কর্মী বাসনীয়, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ইউপি চেয়ারম্যানগণকে অঙ্গভুক্তির পরামর্শ দেয়া হয়।	সভাপতি, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আনোয়ারা ও চট্টগ্রাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) আনোয়ারা।
১৩।	কমিটি প্রতিমাসে নিয়মিত সভায় উপজেলাধীন নদ-নদী, খাল, জলাধার, সমুদ্র উপকূল ইত্যাদি বিকল্প আলোচনা করে কমিশন বরাবরে সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ করবে। জেগে উঠা সমুদ্র উপকূল ভূমি, উপকূল ব্যবস্থাপনার জন্য দিয়ারা জরিপ করে তার হিসাব রাখতে হবে। সরকারি কোন প্রকল্প বা অন্য কোন প্রকার উন্নয়ন কাজের জন্য সমুদ্র উপকূল ব্যবহারের লক্ষ্যে উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সিকট সকল তথ্যাদি, প্রায় রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। ভূমি বরাদ্দের কোন প্রস্তাব প্রেরণের জন্য কমিটির সভায় আলোচনা করতে হবে।	সভাপতি, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আনোয়ারা চট্টগ্রাম এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) আনোয়ারা।
১৪।	নদী সংশ্লিষ্ট সৌজার সিক্সন, আকসন, বিএস পর্টা নকশা সংগ্রহ করতে হবে। সিএস নকশা ও পর্টা অনুসারে নদীর তীর তীর ভূমি সংরক্ষণ করতে হবে। ইতোমধ্যে নদীর বে সফল তীরভূমি বা নদীর ভূমি বন্দোবস্ত সেবা হয়েছে তা বাতিল করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, চবক, সহকারী কমিশনার (ভূমি) আনোয়ারা।
১৫।	কর্তৃকৃত নদীসহ অন্যান্য নদী সমুদ্র উপকূল ভূমিতে অবৈধ দখল প্রতিরোধ করার জন্য পুলিশ প্রশাসন, সিআর পিসি ধারা-১৩৩ ও অন্যান্য আইনানুসারে	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আনোয়ারা, পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম।

১৬।	<p>উদ্দেশ্য ও প্রতিশ্রুতদের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।</p> <p>চট্টগ্রাম নদীর ভূমি অবৈধভাবে দখল করে কর্ণফুলি ড্রাই ডক ইয়ার্ড স্থাপন করে কর্ণফুলি নদীর যান্ত্রিক প্রবাহ বিঘ্নিত করা হয়েছে। এই ড্রাইডকের কারণে চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেলটি শীত্রেই বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর প্রধানতঃ নদী নির্ভর। সমুদ্র বন্দরের স্বার্থে এই ডকইয়ার্ডটি নির্মাণ করা যাবে না। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সমুদ্র এই ডকইয়ার্ডের নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে হবে। অন্যত্র বিলম্বে দখলকৃত স্থান হতে এই ডকইয়ার্ডটি অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে। এখানে নির্মাণ কাজ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কলা হলো।</p>	<p>চেয়ারম্যান, সিপিএ, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) আনোয়ারা, পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কর্ণফুলি ড্রাই ডক, বাদলাপুর, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।</p>
-----	--	--

ড. মুন্সির রহমান বাংলাদেশ
চেয়ারম্যান

সং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০২৯.০০১১৬-

তারিখ: ১২ ডিসেম্বর, ২০১৮

অনুলিপি: সমস্ত অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে নয়)

- ০১। মহাপরিবহন সচিব, মহাপরিবহন বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
- ০৩। সচিব, নৌপরিবহন/পানি সম্পদ অঞ্চালয়/ভূমি অঞ্চালয়/পরিষ্কৃত অঞ্চালয়/শিল্প অঞ্চালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়
- ০৪। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগাবাটী, ঢাকা-১২০৭।
- ০৫। জিলা পরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
- ০৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন অঞ্চালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়/মন্ত্রীর মহোদয়ের সচিব অফিসের জনস্ব।
- ০৭। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
- ০৮। মহাপরিচালক, ভূমি হেফাজত ও স্থায়ী অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০৯। চেয়ারম্যান, BWT.A, ১৪১-১৪৩, অতিবিল, ঢাকা।
- ১০। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, জয়পুরা ডক, অতিবিল, ঢাকা-১০০০।
- ১১। সচিব (স্বতন্ত্র বিভাগ), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা/সচিব, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
- ১২। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
- ১৩। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম।
- ১৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম।
- ১৫। মাননীয় চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সচিব অফিসের জনস্ব।)
- ১৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।
- ১৭। সহকারী কমিশনার (ভূমি), আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।
- ১৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কর্ণফুলি ড্রাই ডক সিং, বাদলাপুর, চট্টগ্রাম।
- ১৯। সার্বজনিক সনদ্য মহোদয়ের অতিরিক্ত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
- ২০। দপ্তর কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুন্সির রহমান বাংলাদেশ-এর কুমিল্লা গোমতি নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং কুমিল্লা নদী রক্ষা কমিশনের সমস্ত যোগসাদন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুন্সির রহমান বাংলাদেশ-এর ০৫/০৩/২০১৮ তারিখ কুমিল্লা জেলার গোমতি নদী পরিদর্শনে যান। সম্মানিত সার্বজনিক সনদ্য মহোদয় মো: আলাউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। এ সময় নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুমিল্লা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপস্থিত থেকে পরিদর্শনে সহায়তা করেন।

০২। পরিদর্শনকালে পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপস্থিত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী উল্লেখিত নদীর নাব্যতা হ্রাসনের কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান যে, কুমিল্লা শহরকে রক্ষা করার জন্য নদীর উত্তর পাশে বাঁধ নির্মাণ করা হয়। কারণ এখানে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ব্যারোজ নির্মাণ করার কারণে নদী/পানি পৃতিপক্ষে পরিবর্তন করে কুমিল্লার এ অংশে গোমতীর উপর দিয়ে পানি নিষ্কাশন/নির্গমন হওয়ার পানির ঢল নামে। এতে করে কুমিল্লার এ অংশ প্রাণিত হতে থাকে।

[ক] সীমান্তের অপরদিক থেকে এরূপ পানি প্রবাহের ফলে সৃষ্ট আকস্মিক প্রাবল উক্ত বাঁধ নির্মাণের ফলে প্রতিরোধ করা সম্ভব হলেও ফলশ্রুতিতে সময়ের ব্যয়বিসয়ে কলক্রমে গোমতী নদীটি সংকুচিত হয়ে ভার নাব্যতা হারিয়েছে;

[খ] পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করা যায় যে, নদীর দু'পাড়ে সৃষ্ট বাঁধের মধ্যে নদী পাড়ের জমি অবৈধ দখলদারদের কর্তৃক বাড়ি নির্মাণ ও স্থায়ী/অস্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করার প্রয়াস পেয়েছে;

[গ] অনেকে আবার নদীর পাড়ের জমিতে চাষাবাদ শুরু করে ফসল ক্ষাচেন এক দক্ষ করে নিয়েছেন;

[ঘ] নদী দু'পাড়ের এবং বাঁধের দু'ধারের অভ্যন্তরের জমিতে বিভিন্ন স্থান থেকে অপরিষ্কৃতভাবে ইচ্ছেমত অসংখ্য ট্রাকে মাটি তুলে দিয়ে কাণ্ড এবং বাধু লম্বাহার অবৈধ যত্ন পরিদর্শন কালে মজুর আসে;

[ঙ] উপস্থিত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব], সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার কুমিল্লা, তহসিলদার, সার্ভেয়ার

সিএস পর্টার সাহায্যে জমির সীমানা প্রদর্শন করেন;

[চ] প্রদর্শিত সিএস সীমানা/ম্যাপ অনুযায়ী বাঁধের ভিতরকার দু'পাড়ের জমি অবৈধভাবে দখল হয়েছে বলে [ঙ]-তে বর্ণিত কর্মকর্তাগণও প্রত্যক্ষ করেন। উপরোক্তভাবে অবৈধ পছায় মাটি ও বাধু তুলে দেয়া এবং অবৈধ কাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে নদীর দু'পাড়ের জমি ও বাঁধের অভ্যন্তরীণ সহকারী জমি দখল ও ভাঙ্গনদখলকারীদের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসন কর্তৃক আইনানুগ জমিকা পাননে ও উচ্ছেদ অভিযানে শৈতন্যসহ নানাবিধ অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়;

[ছ] সত্য নদীর পানি ও পরিবেশ দু'ধা নিয়ে বাতিনর্গ গভীর উৎকর্ষা ও উৎস প্রকাশ করে তা থেকে আশু মুক্তির জোর দাবি তুলে ধরেন। কলকরখানাসহ হাসপাতাল, ক্লিনিক ও হাট-বাজারসহ গৃহস্থালির বর্জ্যাদি সরাসরি গোমতীসহ অন্যান্য নদীতে নির্বিচারে নিষ্ক্ষেপিত হবার ফলে নদীর নাব্যতা, দৌ-চলাচল সার্বিক পরিবেশ রক্ষা করার আশু প্রতিকার দাবি করেন;

[জ] সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তরের এক্ষেত্রে কোন কার্যকর পরক্ষণ/জমিকা প্রবাহে গৃহীত হয়নি বলে প্রচলিত ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং তা প্রতিকারে কার্যকর পরিকল্পনা ও মুদ্রাই কার্যক্রম দাবি করেন। কুমিল্লা সিটি শহরের ড্রেনেজনিও ভরাট হয়ে বিশেষ করে, বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে চলেছে বলে বক্তব্য উল্লেখ করেন এবং তা থেকে আশু পরিষ্কার প্রার্থনা করেছেন।

০৩। এক্ষেত্রে উপস্থিত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব] এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ব্যাখ্যা তুলে ধরতে সার্থক হন। নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যাবধি কোন কার্যকর জমিকা লক্ষ্য করা যায়নি। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জানান যে, নদীতে নাব্যতা হ্রাসের কারণে এবং উচ্চতর পরিষ্কৃত মোকাবেলার শীঘ্রই একটি সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন বলে অবহিত করেন।

০৪। উল্লেখিত বাস্তব পরিদর্শন শেষে জেলা প্রশাসন কর্তৃক আরোজিত জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান যোগদান করে জানান যে, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সার্বিকভাবে নদীর নাব্যতা আনয়ন ও অবৈধ দখল ও ছাপনা উচ্ছেদকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে। তিনি সভাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গোমতীর উত্তরণ বাস্তব ও করুন অবস্থা অবহিত করেন/তুলে ধরেন। বিভিন্ন কমিটির সদস্যবৃন্দ, জেলা নদী রক্ষা কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন আশ্রিত আশ্রিতবৃন্দ তাদের সৃষ্টিত মতামত তুলে ধরেন। তাদের মতামতে গোমতীর মুছামশা/গোমতীর প্রতিরক্ষা বাঁধ হুমকির মুখে মাটিকাটা ও দক্ষবজের কারণে অস্তিত্ব বিপন্নর পথে উপনীত হয়েছে তাই গোমতী রক্ষায় গনআন্দোলন প্রয়োজন। তারা আরও উল্লেখ করেন যে, গোমতীর দু'পাড়ের মাটি সাবাড় হয়েছে। নদী রক্ষার চাই প্রশাসনিক কমিটি ইত্যাদি ক্রিপিসহ বিভিন্ন গ্রোপান সর্ম্পিত প্রাকৃতিক নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকটে হস্তান্তর করেন/তুলে ধরেন। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর নিকটে গোমতি ও শালমাই শাহাড় বধ্যাধ সরক্ষণের দাবি সর্ম্পিত বিস্তারিত বক্তব্য ও উপস্থাপিত হয়।

পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ:

ক্রমিক নং	সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
০১]	গোমতীর দু'পাড় নির্মিত বাঁধের কারণে শুরু হোসুমে নদীতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড Feasibility Study রিপোর্ট তৈরি করবে। সীমান্তের ওপর উজান থেকে সেমে-আশা পানির Flash Flow নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাঁধ দেয়া হলেও তা	এক মাসের মধ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/জেলা প্রশাসন, কুমিল্লা প্রকৌশলীর কার্যক্রম ও

	<p>একেবারে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। বাঁধ দিয়ে সম্পূর্ণরূপে উজান থেকে পানি প্রবাহ বন্ধ করা অবিলম্বেচলসূত্রে প্রায়োগিক সিদ্ধান্তের প্রকৃষ্ট উপায়ের। উজানের পানি বাংলাদেশে নিয়ন্ত্রিত আকারে চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রবাহের সুবিধা সৃষ্টি করা উচিত; বাঁধটি সংস্কার করে বর্ষা/জল মৌসুমে বাছন চাহিদার প্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রণ করার উপযুক্ত প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই এ বাঁধের লক্ষ্য হওয়া কাম্য। বাঁধের বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী পক্ষেট/কম্পাট তৈরি করে পরিমিত পানি সরবরাহ করণার্থে ও জল মৌসুমের জন্য পানি মজুদ/সংরক্ষণ করণার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে প্লাবনের হাত থেকে ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লা শহরকে বর্ষা মৌসুমে রক্ষা করা যায় এবং একইসঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী জল মৌসুমে নাব্যতাও রক্ষা করা যায়। বৃষ্টির সময় ভারত থেকে অতিরিক্ত পানি প্রবাহ বন্ধ/নিয়ন্ত্রণপূর্বক বাঁধ ও শহর উভয়কেই রক্ষা করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে লগনই/মুন্সাই সমন্বয়ক ও সমরোগযোগী প্রকল্প প্রণয়ন করবে। এ প্রকল্প প্রণয়নার্থে যষ্ঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট Stake Holder, নেতৃত্বাধীন ও তুলনাত্মকদের নিয়ে ওয়ার্কশপের আয়োজন করবে।</p>	<p>যান্ত্রায়নযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।</p>
[০২]	<p>অকিলম্বে CS পর্যা অনুসারে নদীর তীরভূমি ও কোরপোর সীমানা অকিলম্বে নির্ধারণ করতে হবে। যদি RS হয়ে থাকে এবং CS-এর পরিবর্তন ঘটে থাকে, তাহলে তার কারণ পরীক্ষা/যাচাই-বাছাইপূর্বক আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সীমানা পিলার স্থাপন করতে হবে। মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের রায়ের আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী এবং State Acquisition and Tenancy Act-এর ১৩/১৭ ধারা অনুযায়ী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন মোতাবেক নদীর সীমানা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/অ্যাসিস্টার বাবদুর রক্ষা করবেন এবং বাঁধের দু'পাশে ও অভ্যন্তরে নির্মিত/স্থাপিত সকল অবৈধ স্থাপনা কালক্রমে ব্যক্তিবর্গকে আবশ্যিকভাবে উচ্ছেদ করবেন।</p>	<p>জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা আগামী এক মাসের মধ্যে উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। পুলিশ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট সকল জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।</p>
[০৩]	<p>অবৈধভাবে SATA, ১৯৫০ এবং অন্যান্য বিধি-বিধান লঙ্ঘন করে নদীর তীর কিংবা কোরপোর ভূমি অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে লিজ বা DCR দেওয়া হলে কিংবা নদীর ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন করা হলে থাকলে এবং মহামান্য হাইকোর্টের উক্ত রায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম পৃষ্ঠার বর্ণিত সংশ্লিষ্ট আদেশ অনুসরণে অবিলম্বে তা বাতিল করবেন অথবা অকিলম্বে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ নদীর জায়গা জনস্বার্থকরত্ব [Right of Public Easement] যা কোনভাবেই হস্তান্তরযোগ্য নয়। নদী রক্ষা এবং নদীর জমি অবৈধ উচ্ছেদ করা জেলা প্রশাসন/উপজেলা প্রশাসন এর নৈতিক ও আইনগত দায়িত্বাধীন, যেখানে অবহেলার কোন অবকাশ নেই।</p>	<p>জেলা প্রশাসন, কুমিল্লা/সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসন-আগামী এক মাসের মধ্যে বখা কার্যক্রম গ্রহণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।</p>
[০৪]	<p>বালু আইন ২০১০-এর বাতায় ঘটিয়ে অবৈধভাবে বালু ও মাটি অপত্রিকল্পিতভাবে তুলে নিতে সহায়্য করছে, তা অকিলম্বে বন্ধ/বাতিল করতে হবে।</p>	<p>জেলা প্রশাসন, কুমিল্লা/সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসন- আগামী এক মাসের মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।</p>
[০৫]	<p>নদীতে নিঃসৃত/নিষ্কাশিত আবর্জনা/বর্জ্য বন্ধ করা এবং দায়ী স্বত্ব/সংস্থা/সংগঠন কে আইনের অধীনে শাস্তি বিধান নিশ্চিত করলে পরিবেশ অধিদপ্তর অকিলম্বে উপরোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তা নিশ্চিত করবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রস্তুতই প্রেরণ করবে।</p>	<p>উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুমিল্লা/জেলা প্রশাসন, কুমিল্লা/উপজেলা প্রশাসন, কুমিল্লা আগামী এক মাসের মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করতঃ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।</p>

[০৬]	গোমতীর নাব্যতা অধ্যয়নের ভিত্তিতে কিরিয়ে আনার জন্য গভীর সমীক্ষার মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও জেলা প্রশাসন বৌদ্ধভাবে ড্রেজিং/খনন প্রকল্প গ্রহণ করবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত রাখবেন।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/জেলা প্রশাসন, কুমিল্লা বিষয়টি নিশ্চিত করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
[০৭]	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন শহরের ড্রেন/নালায় বর্জ্য যত্রতত্র ঝড়ে ফেলতে না পারে, সেজন্য জেলা নদী রক্ষা কমিটি বিষয়টি সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার কর্মসূচি গ্রহণ করবে। Print ও Electronic Media জনদার্দে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সকল কার্যক্রম প্রচার করবে। পুলিশ বিভাগ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। প্রতিটি শিল্প কারখানায় EIP স্থাপন ও তা সার্বজনিকভাবে চালু রেখে নদীর পানি দূষণমুক্ত রাখার ব্যবস্থা জেলা নদী রক্ষা কমিটি/পরিবেশ অধিদপ্তর/সিটি কর্পোরেশনের যথাবধ উদ্যোগের মাধ্যমে নিশ্চিত করবে।	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা/পুলিশ সুপার, কুমিল্লা/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এবং জনপ্রতিনিধিগণ আপসী এক মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৯.০০৩.১৪-২৬৫

তারিখ : ৭ মে, ২০১৮

সদস্য অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

- ১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩। সচিব, কুমিল্লা মহানগর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৪। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৫। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৬। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মহিলাবাড়ি বা/এ, ঢাকা-১০০০।
- ৭। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৮। কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম
- ৯। চেয়ারম্যান বিশ্বইতিহাসিক, ১৪১-১৪৩ মহিলাবাড়ি, ঢাকা
- ১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জেলাপত্রা ভবন, মহিলাবাড়ি, ঢাকা
- ১১। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
- ১২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [যদি যথোদত্তের সদস্য অবগতির জন্য]
- ১৩। জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা
- ১৪। পুলিশ সুপার, কুমিল্লা
- ১৫। চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন [চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদস্য অবগতির জন্য]
- ১৬। সার্বজনিক সমন্বয় মহোদয়ের ব্যক্তিগত সফরকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
- ১৭। দপ্তর কপি।

ডো: সাইদুর রহমান
উপপরিচালক

পঞ্চজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয় : সাউদকান্দি, কুমিল্লা পরিদর্শন প্রতিবেদন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মো: আলআউদিন পত ১৮/০৪/২০১৮ তারিখ কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলা পরিদর্শন করেন। সফরকালীন সময়ে তাঁরা দাউদকান্দি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান করেন। স্থানীয় জনপ্রশংসের সাথে দাউদকান্দির নদ-নদীর সমস্যা, সমাধান এবং সরকারিভাবে পৃথিত কার্যক্রম সম্পর্কে মতবিনিময় করেন। ভূমি পোমতী, পুরাতন পোমতী এবং মেঘনার কিছু অংশ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [সার্বিকা কুমিল্লা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দাউদকান্দি, সহকারী কমিশনার [ভূমি, দাউদকান্দি এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ তাঁদের সাথে ছিলেন।

সভার আলোচনা ও পরিদর্শনের ভিত্তিতে কমিশনের পক্ষে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	বাহ্যায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	পোমতী নদীর ব্রিজের নীচে-উভয় পার্শ্ব বালুর ভিটা, ইটের খোয়া ও পাথরের সোলদামপাট বসানো হয়েছে। এতে নদীর প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং নদীপার্শ্ব ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে। অবিলম্বে ব্রিজের নীচে হতে সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদপন্থে পাথর, বালুর ও ইটের ব্যবসা বন্ধ করার কার্যক্রম উদ্যোগ আগামী এক মাসের মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।
০২।	উপজেলার মধ্যে পোমতী, কঠালিয়া, কালাতুমুর এবং খিরাই-এই ৩টি নদীর কথা সভায় উল্লেখ করা হয়েছে। দাউদকান্দি-তে বর্তমানে ছোট-বড় আরও কয়েকটি নদী ও খাল রয়েছে। নদী রক্ষা কমিটির সভায় উপজেলাধীন সকল নদ-নদীর অবস্থা, সমস্যা, সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া এবং খাল স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা করে নদী ও খাল রক্ষার জন্য কর্মকোশল কমিটি নির্ধারণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে জানাবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও আহবায়ক, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, দাউদকান্দি।
০৩।	কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার সভায় জানান যে হাইকোর্টের ৩৫০২/২০০৯ রাকের নির্দেশনা অনুসারে নদী রক্ষায় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিক্রমী মানদণ্ড বা বিবেচনা প্রয়োগ করা যাবে না। অবৈধ দখলদার যিনিই হউন না কেন এবং তিনি যে গোষ্ঠীসমূহ হোন না কেন এবং যত শক্তিশালীই হউন না কেন কোনরকম ব্যক্তিক্রম ব্যক্তিরেকে তা অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও আহবায়ক, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, দাউদকান্দি।
০৪।	পোমতী, মেঘনা, পুরাতন পোমতী নদী দখল, দূষণ ও ভরাট চলছে। অবিলম্বে দখল, উচ্ছেদ ও দূষণ বন্ধ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে জানাতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও আহবায়ক, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, দাউদকান্দি।
০৫।	মতবিনিময়কালে জানা গেছে খিরাই নদী খননের প্রয়োজন। অন্যান্য নদী সংলগ্ন পানি গ্রহণকারী ও পানি দানকারী খালসমূহ খননের আওতায় আনা আবশ্যিক। পানি উন্নয়ন বোর্ড উপজেলাধীন নদ-নদী জনরিশ করে নদী ও খাল খননের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী, পরউবা, কুমিল্লা।
০৬।	নদীর তীরভূমি, নদী গর্ভের জাকড়া লিঙ্গ দেয়া হয়েছে মর্মে জানা গিয়েছে। অবিলম্বে নদীর জমির উপর সকল লিঙ্গ/ইজারা/পত্তন বাতিল করে জাতীয় নদী কমিশনকে জানাতে হবে।	জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা এবং সহকারী কমিশনার [ভূমি, দাউদকান্দি।
০৭।	স্বমতী নদীতে ইতোমধ্যে নৌ-বন্দর ঘোষণা করা হয়েছে। নৌ-বন্দর করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়োজন নদীর সুরক্ষা এবং নদীর প্রবাহ নিশ্চিত করা। নদীর বনন, সীমানা, দূষণ দখল মুক্ত করতে না পারলে বন্দর	বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা, পাউবো, ঢাকা, জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা।

	কার্যকর করা সহজ হবে না। এমনকি সরকারি উদ্ভিদে বন্দরের আনুসঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যিক।	
০৮।	মতবিনিময়কালে জানা গিয়েছে যে, ইকোনমিক জোন করার জন্য নদী সংস্থা চরের জারণ নির্বাচন করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। নদীর চর ভূমিতে বা নদী গর্ভে পরিত্যক্ত চরে বা কিছু নদীর ভূমিতে এখনই ইকোনমিক জোনের জায়গা নির্বাচন করা হলে তা অদূর ভবিষ্যতে নদীর সংস্কার কার্যক্রম, খনন এবং নদী উদ্ধার কার্যক্রমকে ব্যাহত করবে। তাই কোনভাবেই নদীর জমি অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা বিন্যাস আইনে সঠিক বিবেচিত নয়। তাতে Right of Public Easement বিনষ্ট হবে।	জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, নির্বাহী সচিব, ইকোনমিক জোন অধিরিটি।
০৯।	উপজেলা পর্যায়ে নদী খনন, সংস্কার, বাধ নির্মাণ, নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ, নদী সংশ্লিষ্ট বা নদীকে প্রভাবিত করে এমন যে কোন বিষয়ে গৃহীত প্রকল্প বা কার্যক্রম বিষয়ে উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিতে আলোচনা করতে হবে।	উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সকল সদস্য।
১০।	মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার চাঘীরচর গ্রামে নদীর জারণ বা ভীরভূমি দখল করে পাড় বাধাই করা হয়েছে। নদীর ভীর ভূমিতে ব্যক্তিগতভাবে বে-সরকারি উদ্দেশ্যে একপ বাধাই করার কোন সুযোগ নেই। এখানে একটা লক্ষ্যটিও তৈরি করা হয়েছে। অবৈধভাবে ফরতরা এমন স্থাপনা নির্মাণ নদী তথা জনস্বার্থের পরিপন্থী। সরেজমিনে পরিদর্শন করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে আলোচ্য প্রতিবেদন প্রেরণসহ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হলো।	জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।
১১।	পোমতী নদীর দক্ষিণতীরে গোয়াপাহিয়া ইউনিয়নের নতুন চাঘীরচর গ্রামে "গ্রাম বাংলা সরকারবাণা" নদীর মধ্যে নির্মাণ করা হচ্ছে। নদীর মধ্যে কোন স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না। অবিলম্বে উচ্ছেদ করা প্রয়োজন। গ্রামবাংলাসহ অন্যান্য সকল অবৈধ দখলদার ব্যক্তি কিংবা সংস্থা বা এজেন্টের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল মামলা করার জন্যও জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সহকারী কমিশনার [ভূমি] ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।
১২।	পোমতী নদীর ব্রিজ গুলের জিওর সীমানার বাসু দিবে ভরাট করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও বাসু ফেলে দোকান-পাট বসানো হয়েছে। ব্রিজের সীমানার ও নদীর কোরণেরে কোন অস্থায়ী স্থাপনাও করা যাবে না। অবিলম্বে এসব উচ্ছেদ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।
১৩।	পোমতী নদীর বুক জেগে উঠা চরণদারসাম ইউনিয়নের গোলাপের চরে জনবসতি শুরু হয়েছে। তিনতলা ভবন করা হয়েছে। গরুরবাট, বাজার, দোকান বসানো হয়েছে। রাস্তাও পাকা হচ্ছে। নদীর বুক জেগে উঠা জমি বাস নদীর জমি। এখানে কোন জনবসতি করা যাবে না। চর খনন করে নদীর প্রান্ত গ্রহণমূল্য করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, সহকারী কমিশনার [ভূমি], দাউদকান্দি।
১৪।	সোলাপের চর-দাউদকান্দি ব্রিজ নির্মাণের কার্যক্রম চলছে। এখানে ব্রিজ নির্মাণ নদীকে সংকুচিত করবে এবং ভবিষ্যতে পোমতীর জাদি চ্যানেল বিনুগ্ন হতে পারে। এখনই ব্রিজ তৈরির প্রস্তাব পুনঃবিবেচনা করা প্রয়োজন।	জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা, প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।
১৫।	খাদ্যভণ্ডারের দক্ষিণে ও পশ্চিমে নদীর ভূমি দখল হচ্ছে। খাদ্য ভণ্ডারের ওয়াল সোজা করে নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে।	সহকারী কমিশনার [ভূমি], দাউদকান্দি।

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০২৯.০০১.১৬-২৮০

অনুলিপি : সমস্ত অবশিষ্ট ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো টেকনিক্যাল ডিভিশনে নয়।

- ০১। বঙ্গপ্রতিবেদন সচিব, বঙ্গপ্রতিবেদন ডিভিশন, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। মুক্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৩। সচিব, নৌপরিবহন/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। নির্বাহী পরিচালক (সেচা), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৫। মেসার্স মোন, HATA, ১৪০-১৪৩, ব্রিড্জ রোড, ডিভিশন, ঢাকা।
- ০৬। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, অপরগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
- ০৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৮। কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম ও আশেপাশ, বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটি।
- ০৯। সচিব (স্থায়ীসচিব), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
- ১০। জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা।
- ১১। মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবেশ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা-১২০৭।
- ১২। উপজেলা চেয়ারম্যান, সাতিনকান্দি উপজেলা পরিষদ, সাতিনকান্দি, কুমিল্লা।
- ১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাতিনকান্দি, উপজেলা, সাতিনকান্দি, কুমিল্লা ও আশেপাশ, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি।
- ১৪। মাননীয় চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
- ১৫। সার্বজনিক সন্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
- ১৬। নথি কপি।

ডো: সাইদুর রহমান
উপ-পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: চট্টগ্রাম বিভাগ পরিদর্শন প্রতিবেদন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এক সার্বজনিক সন্য ডো: আলীউদ্দিন গত ২০/০৫/২০১৮ তারিখ থেকে ২২/০৫/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত চট্টগ্রাম জেলা সফর করেন। সফরকালে চট্টগ্রাম বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায়, হালদা নদী রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিদর্শন এবং চট্টগ্রাম জেলা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা, চট্টগ্রাম শব্দ পরিদর্শন ও আলোচনার অংশগ্রহণ, চাকতাই, রাজাখালী খাল পরিদর্শন, বিদ্যমান সমস্যা ও চট্টগ্রাম বিভাগের নদ-নদীর বর্তমান অবস্থার সমস্যা সমাধানে করণীয় কার্যকর সেমিনারে যোগান করেন। বর্ণিত কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ ও আনুষ্ঠানিক বিষয়ে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সিদ্ধান্ত/পরামর্শ সিন্দে পেশ করা হলো:

০২। চট্টগ্রাম জেলার হালদা নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন:

গত ২০/০৫/২০১৮ তারিখ সকল ১০.০০ টায় সুনামগাঁও হতে ককুরগাঁও পর্যন্ত হালদা নদী পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সেচা) চট্টগ্রাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হাটহাজারী, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী একোশ্পী ও হালদা নদী রক্ষা কমিটির সভাপতি ও নির্মাণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি সঙ্গে ছিলেন।

২২/০৫/২০১৮ তারিখে চট্টগ্রামে নদী রক্ষার জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশনার ও চট্টগ্রাম ও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের বৌধ উদ্যোগে স্মারি আয়োজন করা হয়। স্মারিতে চট্টগ্রাম শব্দের বিভিন্ন প্রকার অংশ গ্রহণ করেন। স্মারির পর চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার এর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম বিভাগের নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা সমাধান বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে চট্টগ্রাম বিভাগের নদী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন সোসাইটির প্রতিনিধি, বাসা, পবা,

বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল, নদী বাঁচাও আন্দোলন ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মুক্তি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। সেমিনারে প্রবন্ধের উপর নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মুক্ত আলোচনা ও মত বিনিময় হয়। তারা বিভিন্ন রুটম সার্কেশন ও প্রবন্ধ পেশ করেন। তাদের সহায়ত ও প্রবন্ধের আলোচক সেমিনারে সুপারিশমালা পৃথকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে বিভাগীয় কমিশনারের প্রেরণ করবেন।

সেমিনার

সক্রেতে বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। এর পর সার্বজনিক সদস্য বক্তব্য রাখেন। চেয়ারম্যান মহোদয় বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান নদী রক্ষায় তার আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং দিক নির্দেশনার সেওয়ার জন্য।

* চট্টগ্রাম কমার্শের প্রতিনিধি বলেন যে, নদীর সমস্যা সমাধানে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিতে হবে।

* চেয়ারম্যান বলেন যে, নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় আইন এবং নীতিমালা সংশোধন করবেন। তবে অধিকার ভিত্তিতে প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে নদী রক্ষায় যে সকল কাজ করা সম্ভব সেই কাজগুলো দ্রুত করার আহ্বান জানান। জেলা প্রশাসনের উচ্ছেদের জন্য ১ কোটি টাকা চাহিদা থাকলেও সেটি না পওয়ার উচ্ছেদ কার্য ব্যাহত হওয়ায় তিনি ক্ষেত্র প্রকাশ করেন। অবিলম্বে নদ-নদী, খাল কিল খননের আহ্বান জানান। তিনি গোমতীর অবৈধ দখলে ক্ষেত্র প্রকাশ করেন এবং দ্রুত উচ্ছেদ কার্য শুরু করার আহ্বান জানান। চট্টগ্রাম ওয়াশা/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সমন্বয় করার আহ্বান জানান।

তিনি চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে সাহসী এবং সময়োপযোগী বক্তব্য দেওয়ার জন্য। তিনি বলেন যে বিভাগ/জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে নদী দখলদারদের নাম গনমাধ্যমে প্রকাশ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে কমিশন আইনের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শীঘ্রই কমিশন তাদের আইনের সংশোধনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। সিডিএ ৫ হাজার কোটি টাকার খাল খনন প্রকল্প নিয়েছে। অথচ জেলা প্রশাসন ১ কোটি টাকা উচ্ছেদের জন্য তহবিল পাচ্ছে না। তিনি সিডিএর খাল খননের সাথে উচ্ছেদ কার্য জড় করা উপর জরুরি পেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে নদী রক্ষায় সকলকে অবদান রাখার আহ্বান জানান।

নদীতে চর জাগার কারণ কি? এটি কি প্রাকৃতিক না মনুষ্য সৃষ্টির কারণে নদীতে চর জাগায়। তিনি নির্বাহী প্রকৌশলীকে শুধু মাত্র একমুখী নির্ভর তথ্য দিয়ে আলোচনার করার জন্য হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি SPARSSO, IWM এবং CEGIS এর সহায়তা নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি পানি উন্নয়ন বোর্ডকে ড্রেজিং পর্বতের মাটির ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জানতে চান।

চেয়ারম্যান মহোদয় নদীতে ড্রেজিং এবং কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করার প্রয়োজনে ড্রেজিং চলমান কাজগুলো ডিডিও করার নির্দেশনা দেন।

চেয়ারম্যান আরও বলেন যে, পরিবেশ অধিদপ্তরকে উদ্যোগী হয়ে সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রামের উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম ওয়াশার সাথে সমন্বয় করে পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান। প্রয়োজনে পরিবেশ আইন সংশোধন করার আহ্বান জানান।

নদীতে কোন বর্জ্য নিক্ষেপ করা যাবেনা। প্রয়োজনে ফলকারখানা বন্ধ করে দিতে হবে। সংশ্লিষ্টদের বিকল্পে মামলা করতে হবে।

দ্রুত অবৈধভাবে বাসু উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। নদী, নদীর তীর এবং কোরশোর রক্ষা করতে হবে। অবৈধ বাসু উত্তোলন বন্ধে পরিবেশ বাহিনী গঠন করা যেতে পারে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা বলেন যে, ২০২১ সালের পর নদীতে কলকারখানার কর্তৃক কোন বর্জ্য/অবর্জনা নিক্ষেপ/নিঃসরণ হবে না- সেই লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন কাজ করে যাচ্ছে।

চট্টগ্রাম ওয়াশার প্রতিনিধি বলেন যে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম ওয়াশা মাস্টার প্লান তৈরি করেছে। ড্রেনেজ এবং স্যানিটেশন উপর পৃথকভাবে মাস্টার প্লান করা হয়েছে।

* পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মহোদয় নদীতে চর জাগে উঠা এবং নদীর জটন বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে সাংও নদীতে ২৫ কি.মি চর ড্রেজিং এর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাংও নদীতে নাব্যতীর জন্য বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। মাতামুহুরী ও বাকখালী নদীতেও ড্রেজিং এর কাজ চলছে। তিনি অত্র এলাকার নদীগুলোর জটন বড় সমস্যা বলে উল্লেখ করেন।

তিনি কুলন পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বর্তমানে ১৬ টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। চলমান প্রকল্পের কাজগুলো সম্পন্ন হলে নদীগুলোর নাব্যতা ফিরে পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক কিছু সুপারিশ:

[ক] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের পূর্ণ ডিক্কাইন করা যাতে নদীর যান্ত্রিক প্রবাহ নিশ্চিত করা যায়।

[খ] নিয়ন্ত্রিত নদ-নদী খনন করা এবং স্তীর সংরক্ষণ করা

[গ] নদীর উভয় পাড়ের অবৈধ স্থাপনা অপসারণ

[ঘ] নদীর সূষণ রোধকল্পে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু করণ।

উপরোক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করলে নদীর ভাঙন রোধ পাবে এবং নদীর নাব্যতা ফিরে পাবে।

* পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিবাহী প্রকৌশলী মহোদয় জানান যে ড্রেজিং এর বালু মাটি কখনও নদীতে নিক্ষেপ করা হয় না। বরং নীচু ক্ষতিতে অথবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করা হয়।

বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম বলেন যে, স্বীকৃত বাসুমহল ছাড়া অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। শাইসেল ছাড়া অবৈধভাবে ইটভাটা গড়ে উঠেছে। তিনি আরও বলেন যে নদী হচ্ছে দুর্বৃত্তায়নের একটি চমৎকার অভয়ারণ্য। বাংলাদেশ হচ্ছে নদী মাতৃক দেশ তাই সরকার চার নদ-নদী রক্ষা করতে। তিনি নদ-নদী রক্ষার জন্য কমিশনের সেফটু একটি অফিসা কোর্স গঠনের বিষয় তুলে ধরেন।

* পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা বলেন যে ১৩৩টি কলকারখানার মধ্যে ১২২ টি কলকারখানায় ETP রয়েছে। অবশিষ্টগুলোতে ETP স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। রিট পিটিশন ৪৪০/২০১৫ তে বহু মামলার রয়েছে আলোকে যে সমস্ত কলকারখানার পরিবেশ ছাড়পত্র নেই কিংবা লাগসই নয় তা নেই। সেই সমস্ত কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে ইতোমধ্যে ৮ টি কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রেণেটেশন:

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার [রাজস্ব] চট্টগ্রাম বিভাগীয় নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, বিদ্যমান সমস্যা ও সমাধানে করণীয় বিষয়ে প্রকল্পের পয়েন্ট শ্রেণেটেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

* চট্টগ্রাম জেলার নদী, খাল, জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা ও

এগুলো সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা:

* চট্টগ্রাম জেলার ছোট বড় প্রায় ৪০৬টি খাল এবং চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় ৫৭টি খাল রয়েছে

* চট্টগ্রাম জেলার উপনৈতিক নদীসমূহ [১] কর্ণফুলি [২] হালদা [৩] নল/ সাঙ্গু নদী [৪] ফেনী

* কর্ণফুলি নদীর নাব্যতা ও যান্ত্রিক গতি প্রবাহ অব্যাহত রাখা এবং সূষণ রোধকল্পে মহামান্য হাইকোর্টের রিট মামলা নং- ৬৩০৬/২০১০ এর ১৬/০৮/২০১৬ তারিখের আদেশের আলোকে গত ০২/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখে একটি সমঝ সত্তা করা হয়। উক্ত সজ্ঞার, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, বিআইডিউজিএসহ সংশ্লিষ্ট সংকর্ষী কমিশনার লুপ্তি উপস্থিত ছিলেন। সলার মহামান্য হাইকোর্টের রিট মামলার আদেশের আলোকে আর.এন. অনুযায়ী ২১১২টি অবৈধ স্থাপনার ডালিকা পরিকায় প্রকাশ ও উচ্ছেদের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ১,২০,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়। বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে চট্টগ্রাম জেলাপ্রশাসন, বন্দর কর্তৃপক্ষ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

* চট্টগ্রাম জেলার হালদা নদীর বিষয়ে জেলা মফস্ব কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম এবং পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম এর হালদা নদীর পরিবেশ ব্যবস্থা রক্ষার জন্য চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের প্রকল্পের প্রেক্ষিতে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক ইতোমধ্যে ১৭ টি বাসু মহাম বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

কক্সবাজার জেলার নদী, খাল, জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা ও এগুলো সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা:

* কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী, ইদগাঁও, মাতামুহুরী, কোহেলিয়া, রাজাখালী, বারবাকিয়া ও নাফ নদীসহ কতিপয় খাল রয়েছে। উক্ত নদী ও খালসমূহ বর্তমানে সুরক্ষিত আছে। তবে বাঁকখালী নদীতে বেশ কিছু অবৈধ স্থাপনা রয়েছে। তা বর্তমানে উচ্ছেদের প্রক্রিয়াধীন।

নোয়াখালী জেলার নদী, খাল, জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা ও এগুলো সুস্বাক্ষর পৃথীত ব্যবস্থা;

* নোয়াখালী জেলার ভাঙন কবলিত মেঘনা নদী (বাতিরা উপজেলায়) ও বাঘনী নদী (কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায়) রয়েছে। এ জেলার অবস্থিত নদী, খাল, জলাশয় সুস্বাক্ষর সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

কেন্দী জেলার নদী, খাল, জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা ও এগুলো সুস্বাক্ষর পৃথীত ব্যবস্থা;

* কেন্দী জেলার গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মুহুরী নদী, কছুরা নদী, সিলোনিয়া নদী, ফেনী নদী, ছোট কেন্দী নদী। মুহুরী নদীর ডাম তীরে ৪২কিঃ মিঃ বন্যা বাঁধ বিদ্যমান আছে।

* মুহুরী নদীর সংযুক্ত খাল সমূহে [৪৬০ কিঃ মিঃ] মুহুরী লেচ প্রকল্পের আওতায় পুনঃখনন কাজ চলমান রয়েছে।

* কছুরা নদী, মুহুরী নদীর একটি স্পষ্ট বাইপাস হিসেবে খাট এর দশকে খনন করা হয়। দৈর্ঘ্য ১৭.০০ কিঃমিঃ উত্তর পাড়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ বিদ্যমান।

* ছোট ফেনী নদী এবং সংযুক্ত খাল সমূহ নাব্যতা নষ্টকটে আছে।

শশীপুর জেলার নদী, খাল, জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা ও এগুলো সুস্বাক্ষর পৃথীত ব্যবস্থা;

* শশীপুর জেলার নদী, খাল ও জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা মোটামুটি ভাল। তবে কিছু কিছু জায়গায় অবৈধ দখল রয়েছে।

* অবৈধ দখল উচ্ছেদের লক্ষ্যে উচ্ছেদ মোকদ্দমা শুরু করে অবৈধ দখল অপসারণের কাজ চলমান রয়েছে। কেবল ক্ষেত্রে এখনো মামলা দায়ের করা হয়নি সেসব ক্ষেত্রে দ্রুত মামলা দায়েরসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)সকলে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

কুমিল্লা জেলার নদী, খাল, জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা ও এগুলো সুস্বাক্ষর পৃথীত ব্যবস্থা;

* গোমতী নদীর দুই পাড়ের বাঁধ এক বছরের উপর নির্মিত নতুন রাস্তা রক্ষার নিয়ন্ত্রিত টাঙ্কির চালানো বন্ধ করার জন্য একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের লেফটেন্যান্ট পুলিশ/বাঁধ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি সমন্বয়ে নিয়ন্ত্রিত টাঙ্কিফোর্স অপারেশন পরিচালনাসহ ০১/০৪/২০১৮ তারিখ হতে গোমতী নদীর বাঁধের অভ্যন্তরে নদীর দুই তীরের জমির মাটি কাটা এবং অবৈধ টাঙ্কিরের চলাচলের অনুমতি বিহীন পরিবহন বন্ধ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ০৪/০৪/২০১৮ তারিখের ৪১০ নং স্মারকে বিজ্ঞ আভিভিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কুমিল্লাকে অনুরোধ করা হয়েছে।

* গোমতী নদীর বাঁধের বে সর্ব স্থান দিয়ে টাঙ্কির চলাচল করে সে সকল স্থানে টাঙ্কির চলাচলের পথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুমিল্লাকে ০৪/০৪/২০১৮ তারিখের ৪১১ নং স্মারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

চাঁদপুর জেলার নদী, খাল, জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা ও এগুলো সুস্বাক্ষর পৃথীত ব্যবস্থা;

* চাঁদপুর জেলায় তিনটি নদী রয়েছে। মেঘনা, ডাকাতিয়া এবং ধনাগোলা। ডাকাতিয়া নদীর নাব্যতা ব্রহ্মা চাঁদপুর থেকে প্রকৌশল পর্যন্ত প্রায় ৫০ কিঃমিঃ নদীপথ ড্রেজিংএর কাজ চলমান রয়েছে। জেলা সর্গী রক্ষা টাঙ্কিফোর্স কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে নদীতে স্থাপিত অবৈধ ঝান্দ নিয়ন্ত্রিত অপসারণ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে নৌ-পুলিশ, কোস্টগার্ড, বিসাইভিউটিএ এর যৌথ উদ্যোগে জায়গান আদালত পরিচালনা অব্যাহত আছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নদী, খাল, জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা ও এগুলো সুস্বাক্ষর পৃথীত ব্যবস্থা;

* ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় মোট ২৮টি নদী রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক প্রদানকৃত তথ্যমতে বর্তমানে ৩টি জায়গায় ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গোকর্ন্তখাট থেকে নারই ব্রিজ পর্যন্ত ৮ কিঃমিঃ অংশে তিনটি ড্রেজার, অরুবাঁধ ব্রিজের নিকট একটি ড্রেজার এবং কুড়া ব্রিজ অংশের ২ কিঃমিঃ ছুড়ে ২টি ড্রেজার দ্বারা তিতাস নদীতে খনন কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। সর্বমোট ১০৩ কিঃমিঃ নদী খনন করা হবে। এরই মধ্যে তিতাস নদীর ৯০.৫কিঃমিঃ, পাগলা নদীর ৯.১৫ কিঃ মিঃ এবং এন্ডারসন খালের ৩.৬০ কিঃমিঃ অন্তর্ভুক্ত। ইতোমধ্যে পাগলা নদীর ৮ কিঃমিঃ খনন কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নদী, খাল, জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা ও এগুলো সুস্বাক্ষর পৃথীত ব্যবস্থা;

* রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ছোট বড় বেশ কয়েকটি খাল ও জলাশয় রয়েছে। এর মধ্যে বগচালং, মাইনি, কর্ণভুলি নদী, কাগাই হলবিনুং বাঁধের কারণে বর্ষাকালে কাগাই লেকের পানির সাথে একাকার হয়ে যায়। খরার সময় অভ্যন্তরীণ নদীগুলোর প্রবাহের উপর মাটির বাঁধ দিয়ে সেচকাজ করা হয়।

* কাগাই লেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

খাপড়াছড়ি পার্বত্য জেলার নদী, খাল, জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা ও একশো সুরক্ষায় পৃথীত ব্যবস্থা:

* খাপড়াছড়ি পার্বত্য জেলার উপর দিয়ে ০৪টি নদী প্রবহমান। তেঙ্গী নদী, যাইনী নদী, ফেনী নদী এবং হালদা নদী। বর্তমানে উক্ত নদ-নদীগুলো পাখাড়ী চলের কারণে পলিসাটি ও বাধু জমে প্রায় ত্রাট হয়ে যাচ্ছে। তাই স্বাভাবিক পানি প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার নদী, খাল, জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা ও একশো সুরক্ষায় পৃথীত ব্যবস্থা:

*বান্দরবান পার্বত্য জেলার বুক চিরে প্রবহমান সাংগ, মাতামুহুরী ও বাকখালী নদীতে বাধু জমে নদীর ন্যস্ততা হ্রাস পেয়েছে। নদীগুলো ত্রাট হয়ে ফজার শুষ্ক মৌসুমে তীব্র পানির সংকট দেখা দেয়, নদীতে পানির প্রবাহ কম থাকায় নৌ চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয় এবং ন্যস্ততা হ্রাস পাওয়ার বর্ষাকালে নদী, খাল ও বিল আশেপাশের প্রায়কা পানিতে ছুবে যায়। বর্ধিত বিষয়সমূহের বিষয়ে জেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিতে আলোচনা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

জেলা ভিত্তিক শুষ্কত্বপূর্ণ নদ-নদীর ন্যস্ততা এবং নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে পরামর্শ, সুশাসিত এবং বাস্তবায়নের জন্য টাঙ্কফোর্স এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

জেলার নাম	জেলা পর্যায়ে পৃথীত কার্যক্রম
চট্টগ্রাম	টাঙ্কফোর্স কমিটির সভার সিদ্ধান্তমুতাবে শুষ্কত্বপূর্ণ নদ-নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার নদ-নদীর উত্তর তীরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অবৈধ বাধু উচ্ছেদকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল বেট পরিচালনা করা হচ্ছে। সাতকানিয়া উপজেলায় নদী সাক্ষর নদী ২২ কি.মি. ধননের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যার পরিচালনা (পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে।
কক্সবাজার	কক্সবাজার জেলায় নদী, খাল, মাতামুহুরী, কোহেলিয়া, রাজাখালী, বরবাকিয়া ও নাক নদী ন্যস্ততা অধুনা রয়েছে। তবে ন্যস্ততা বৃদ্ধি ও গতি প্রবাহ বজায় রাখার জন্য ড্রেজিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
নোয়াখালী	নোয়াখালী জেলার অবস্থিত মেঘনা ও বামনী নদীর ন্যস্ততা ঠিক আছে এবং নদীছয়ের স্বাভাবিক গতি প্রবাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
ফেনী	জেলা ভিত্তিক নদ-নদীর ন্যস্ততা এবং নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে নদীসমূহের উত্তর পাড়ে সলখণ্ডা, খোসাজল পরিষ্কার করে পুনঃখনন করা হলে সিদ্ধান্ত স্বতন্ত্র হ্রত হবে এবং উচ্চানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধে ক্ষতি রোধ সম্ভব হবে। এই বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড এর পক্ষ হতে প্রকল্প প্রণয়নের পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে।

জেলা ভিত্তিক শুষ্কত্বপূর্ণ নদ-নদীর ন্যস্ততা এবং নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে পরামর্শ, সুশাসিত এবং বাস্তবায়নের জন্য টাঙ্কফোর্স এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

জেলার নাম	জেলা পর্যায়ে পৃথীত কার্যক্রম
সন্দ্বীপুর	জেলার সকল নদ-নদী, খাল এবং জলাশয়ের সুরক্ষাকল্পে বোধ সার্ভে টিম প্রেরণ করে সার্ভে করা প্রয়োজন। সার্ভে আলাকে সীমানা পিলার স্থাপনের মাধ্যমে সীমানা চিহ্নিত করতে হবে। যে সকল নদী, খাল এবং জলাশয় ত্রাট হয়ে গেছে সেগুলো অক্ষয়ি ভিত্তিতে ড্রেজিং/খনন কাজ শুরু করতে হবে। জেলার রামগতি উপজেলায় মেঘনা নদীর বাঁধ সুরক্ষকের কাজ অব্যাহত আছে। তবে তা ব্যাপকতর ও গতিশীল করা প্রয়োজন।
কুমিল্লা	নদী/খালসমূহের ন্যস্ততা বজায় রাখার লক্ষ্যে খাল ও নদী মেঘাদি নদীর ড্রেজিং/খাল খনন প্রকল্প গত ২২/০৪/২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য ১২/০৪/২০১৮ তারিখের ৪৮২ সংখ্যক স্মারকে নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুমিল্লাকে অনুরোধ করা হয়েছে।
	জেলা নদী রক্ষা টাঙ্কফোর্স কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলাকে সহকারী পরিচালক, পরিবেশ

চাঁদপুর	অধিদপ্তর, চাঁদপুর প্রতিমাসে ডাকাতিয়া ও বেঘনা নদীর পানি পরীক্ষা করে জেলা টাককোর্স সভায় পেশ করা হয়।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার প্রবাহিত নদীগুলোর বাস্তবিক গতি প্রবাহ বজায় রাখার জন্য এগুলো ড্রেজিং করে পুনর্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। এগুলো পুনর্নয়ন করা হলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারিত হবে এবং সৌন্দর্যে পর্য্য পরিবর্তন বাড়বে।

জেলা ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর নাব্যতা এবং নদীর বাস্তবিক গতি প্রবাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজ্য নদী পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে পরামর্শ, সুশাসিত এবং বাস্তবায়নের জন্য টাককোর্স এর নিম্নোক্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

জেলা নাম	জেলা পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নদ-নদীর নাব্যতা ও নদীর বাস্তবিক গতি প্রবাহ বজায় রাখা ও ড্রেজিংয়ের লক্ষ্যে জেলা নদী রক্ষা কমিটির ২য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক নদী সমূহের ড্রেজিং এর নিমিত্ত পর্যবেক্ষন বা সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ দল গঠনের জন্য চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক ০৯.০৫.২০১৬ তারিখের ৭০৪ সংখ্যক স্মারকসূত্রে পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের আলোকে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নদী সমূহ সার্বক্ষমতায় পরিদর্শনের ভিত্তিতে ড্রেজিং সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউআইএ, ঢাকাকে অনুরোধ করা হয়েছে।
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	জেলা পর্যায়ে নদী রক্ষা কমিটির মাসিক সভার নদ-নদীসমূহের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের বিষয়ে সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনার আলোকে নদ-নদীসমূহের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
বান্দরবান পার্বত্য জেলা	বান্দরবান পার্বত্য জেলার সাংগ, মাজুলুই ও বাকখালী নদীর নাব্যতা এবং নদীর বাস্তবিক গতি প্রবাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে নদী খনন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার নিমিত্ত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে পত্র দেয়া হয়েছে।

নদী রক্ষার স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য কার্যক্রম:

জেলা নাম	কার্যক্রম/সুশাসিত
বান্দরবান পার্বত্য জেলা	নদী রক্ষার জন্য কার্ভারি, বেডম্যান, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ একে স্থানীয় জনস্বতিনিধিদের নিয়ে অবৈধ দখলদারীদের নদীর পাড় ছেড়ে দেয়ার বিষয়ে প্রাথমিকভাবে উদ্বুদ্ধকরণের উদ্যোগ নেয়া হবে। এ উদ্যোগ বার্ষিক হলে অবৈধ দখলদারদের তালিকা সংগ্রহপূর্বক উচ্ছেদ মামলা শুরু করে স্থাপনাসহ অপসারণ করা যেতে পারে। নদীর পানি দূষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে নদীর আশেপাশের বাজার এলাকার বর্জ্য পদার্থ যেন নদীর পানির সাথে না মিশে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানের মালিকদের অবহিত করা হবে এবং প্রয়োজনবোধে প্রায়ামান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে আইনের আওতায় নিতে আসা হবে এবং নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
খাগড়াছড়ি	নদ-নদী রক্ষার জন্য অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ অবৈধ বাস্ উত্তোলন বিরোধী অভিযান আরো জোরদারসহ চান্দ্রচৈতন্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। সরকারের প্রস্তুত প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

নদীর পানি দূষণরোধ ও নাব্যতা বৃদ্ধিকল্পে সুশাসিতসমূহ:

- ১। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে নদী তীরবর্তী অবৈধ স্থাপনা, কারখানা, মার্কেট, কলতবাড়ি, উচ্ছেদ কার্যক্রম জোরদার করা।
- ২। নদী বন্ধ হতে অবৈধ বাস্/পাথর উত্তোলন বন্ধ করা
- ৩। গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলো নিয়মিতভাবে ড্রেজিং করা
- ৪। পবিত্রিতভাবে প্রয়োজন মোতাবেক বেড়ি বাঁধ, সুইচপেট, ব্রিজ কলজার্ট নির্মাণ।

- ৫। কলকারখানা ও শিল্প কারখানার বর্জ্য অপসারণে ইটিপি স্থাপনে বাধ্য করা।
- ৬। নদী তীরবর্তী কোন স্থানে নতুন কোন কলকারখানা স্থাপনের অনুমতি না দেয়া।
- ৭। বন্দর থেকে দূষিত জেল নির্গমনকারী নৌযান অপসারণ করা এবং বন্দর ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট রিচলনা করা।
- ৮। পার্বত্য এলাকায় নদীর পাড়ে তামাক চাষে নিষেধাজ্ঞা জারি করা।
- ৯। সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার প্রধান দাশায় প্রবাহিত বর্জ্য নদীমুখে উত্তোলন না করে অন্য হিসাইকেল করা।
- ১০। নদী তীরবর্তী অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সংক্রান্ত উচ্চ আদালতে জেমান সকল মাফ্যার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা।
- ১১। নদীর পাড়ে ধরাকণ্ডের নির্মাণ ও বৃক্ষরোপন
- ১২। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা নিয়মিত করা এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা।
- ১৩। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, সিটিএ, বন্দর, গঙ্গালা, পুলিশ বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের সাথে নিবিড় সমন্বয় করে কাজ করা।
- ১৪। জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করা।
- ১৫। বিধু নদী দিবস এবং বিধু পানি দিবস জার্কজরকভাবে উদযাপন এবং প্রচার।
- ১৬। স্ট্রিজের এপ্রোচ রোড নির্মাণে বাস্তব নদী প্রবাহ বন্ধ না হয় সে ব্যাপারে নিয়মিত মনিটরিং করা।
- ১৭। এড্টি শাইন টানা সহ সিকিহি পয়হি আইন বধ্যাযধ ভাবে বাস্তবায়ন করা।
- ১৮। হাতুপ্তিক জলাধার আইন বাস্তবায়ন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার সচেতন হওয়া।

বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল চট্টগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে কর্ণকুলি নদী ও সহযোগী ঝাল শমুহের মাধ্যমে সংকটই চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতার কারণ শীর্ষক সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন। সেমিনারে বক্তব্য চট্টগ্রাম সিটিতে খালের বর্তমান দুরাবস্থার কথা ফুলে ধরেন। তারা চাকজই খাল উদ্ধার শো হাইট ব্রিজ অপসারণের জন্য জোর দাবি জনান। তারা কর্ণকুলি নদীর রক্ষা, দুধশ, মাধ্যতা সংকট বিষয়ে আলোকপাত করেন। তারা নদী রক্ষার জন্য হটশাইন চালু, নদী কমীসের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান এবং চট্টগ্রামে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম এর দুই সন্থর সাধনের উপর জরুত্ব প্রদান করেন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান হটলাইন চালু এবং বেসরকারি নদী তিত্তিক প্রতিষ্ঠান কে সহযোগিতা প্রদান করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

পরিদর্শন সেমিনার এবং ব্যালি শেষে কমিশনের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়:

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১।	হালনা নদীতে মাত্রালা পয়েন্টে নদী সংরক্ষণ ও তীর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ কাজ চলছে। নদী রক্ষার ক্ষেত্রে নদীর তীরভূমি ও সীমানা বজায় রেখে নদী রক্ষার কাজ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম।
২।	হালনা নদী সংলগ্ন মাদারীখলে ০৪ ভেন্টের একটি দুইসপেটে একটি ভেন্ট চালু আছে। বাকী ভেন্ট অকেজো অবস্থায় আছে। পানি প্রবাহ সচল রাখার জন্য পূর্ণ দুইসপেট চালু করা অত্যাাবশ্যিক।	পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম।
৩।	হালনা নদীতে বিদ্যমান ১৭টি বালু মহালের ইজারাদেশ বর্তমান জেলা প্রশাসক আপাততঃ স্থগিত রেখেছেন। নদী হতে বালু উত্তোলন ও বনন করার প্রয়োজনে বিশেষ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করা উচিত। অন্যথায় নদীতে পলি জমে নদী শুষ্ক হতে পারে। এই বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম।
৪।	হালনা নদীতে পানি দামকারী খাল এবং ছড়ার সংখ্যা মোট ৩৬টি। তার মধ্যে ১৮টি খাল এবং ১৮টি ছড়া রয়েছে। খাল গুলো রাসায়নিক বর্জ্য, সলিড বর্জ্য দ্বারা দূষিত হচ্ছে। ছড়াকুলি প্রায় কিলুঙ (morbund) হয়ে যাচ্ছে। খাল ও ছড়ালমুহকে সচল রাখতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম/খালড়াহাট পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম।
৫।	খন্দকিয়া খাল হয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সমুদয় ময়লা ও বর্জ্য পানি হালনা নদীতে পড়ছে। খালের ময়লা পানি দ্বারা নদীর পানি দূষিত হচ্ছে।	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম গঙ্গালা,

	খালের ডাক্তারিতে পানিতে অক্সিজেন এর পরিমাণ ১.০০ এর নীচে। খালের বাহিত পানি পরিশোধন করে ছাড়তে হবে। অপরিশোধিত অবস্থায় পানি ছাড়া যাবে না। জরুরি ভিত্তিতে CBTP/SIEP/ETP চালু করতে হবে।	সি,ডি,এ,চট্টগ্রাম।
৬।	হালদা নদীর তীর ভূমিতে ৫-৬টি ইটের ভাটা ছিল। ৫-৬টি ভাটা বর্তমানে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। একটি ভাটা এখনও চালু আছে। ভবিষ্যতে হালদার পড়ে কোন নতুন ভাটা স্থাপনের অনুমতি দেয়া যাবে না। বিদ্যমান সকল ভাটা তীর হতে অপসারণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম/খাগড়াছড়ি পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম।
৭।	হালদা নদীতে ছায়াচর নামক পয়েন্টে বাসু পড়ে চরের সৃষ্টি হয়েছে। চর কেটে দেখানো নদীর গভীরতা সৃষ্টি করতে হবে। নদী খননের জন্য যৌথভাবে সমীক্ষা করে ছায়াচর খননের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, BIWTA পাউবো, মন্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসন।
৮।	হালদা নদীর তীর দখল করে ইম্পাছনী কোম্পানি ডকইয়ার্ড তৈরি করেছে। নদীর তীর হতে অবৈধ ডকইয়ার্ড উচ্ছেদ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
৯।	টি,কে, পেশার মিলসের অপরিশোধিত তরল রাসায়নিক বর্জ্য নদীতে পড়ছে। একই সঙ্গে হালদা নদী হতে অবৈধভাবে পানি উত্তোলন করে শিল্প চালানোর ব্যবহার করা হচ্ছে। তরল বর্জ্য কোনভাবেই নদীতে নিসরণ করা যাবে না। করখানার EIP চালু রাখা নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম। পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম, পরিদর্শক, শিল্প কলকারখানা প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম।
১০।	হালদা নদীর মধ্যে এস,আলম গ্রুপ জেটি তৈরি করেছে। নদীর গর্ভে কোন স্থাপনা নির্মাণ সম্পূর্ণ অবৈধ। এই অবৈধ জেটি উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম।
১১।	বন্দর এলাকায় চাকতাই ও বাজাখালী খালে অবৈধ দখল রয়েছে। চাকতাই খালের ডাক্তারি কর্তৃপক্ষ নদীর তটে শতশত অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। বন্দর এলাকা হতে সকল স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
১২।	চাকতাই খালের জায়গা দখল করে খালের দুপাশে খালের সীমার মধ্যে শত শত ঘর বাড়ি অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। খালটি সংস্কার ও খননের জন্য সরকারি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। চাকতাই খালসহ অপর জেটি খাল খনন ও সংস্কার করার পূর্বে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে: [ক] খালের সীমানা সিলে ও আকসম অনুসারে চিহ্নিত করতে হবে। [খ] অবৈধ সকল স্থাপনার তালিকা তৈরি করে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করতে হবে। [গ] খালের উপর যত্ন উন্নতির ব্রিজ উঠু করে নির্মাণের পরিকল্পনা করতে হবে। [ঘ] খাল খননের পূর্বে খননকালে ও খননশেষে সিসিপি, চটক, চট্টগ্রাম ওয়ালা, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসন এর সমন্বয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষ সম্পন্ন করতে হবে। [ঙ] খাল খনন শুরু হওয়ার প্রাক্কালীন, চাকতাই খালের ভিত্তিও করে রাখতে হবে। [চ] চাকতাই খালের খনন কার্যক্রমে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে অন্যান্য খাল খনন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে একই কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	মেম্বর, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ, চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম, চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
১৩।	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মহলা বর্জ্য, কঠিন মহলা আবর্জনা কর্তৃপক্ষ নদীতে পড়ছে। তার কর্তৃপক্ষ পেশার মিলস, কাবুকোসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সূক্ষকরী প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ।
১৪।	চট্টগ্রাম বন্দরের সল্লিকটে অবৈধভাবে নদীর মধ্যে ভেড়া মার্কেটে গড়ে ওঠেছে। ভেড়া মার্কেটে শত শত নোকাম ও ঘর স্থাপন করা হয়েছে। নদীর তীর ভূমিতে কোন অবৈধ মার্কেট বা স্থাপনা রাখা যাবে না। জরুরি ভিত্তিতে উচ্ছেদ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
১৫।	খন্দিকিয়া খালের বাজা বাহুদখলী এলাকায় মরলা গদি, রাসায়নিক বর্জ্য তরল	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।

	হালকা নদীতে পড়ছে। খন্দকিয়ার অপরিশোধিত নিসরণ বন্ধ করতে হবে।	পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম জেলা।
১৬।	গোমতী, হানদা, কর্ণফুলি, সাকু, ঢেঁকী মডামছরী, বার্কখালী, মাইনী সহ সকল নদী রক্ষার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক।
১৬.১।	চট্টগ্রাম শহরের সকল খাল ও কর্ণফুলি নদী উদ্ধারে জরুরি ভিত্তিতে যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	সেহর, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম, চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
১৬.২।	পার্বত্য জেলা সমূহের সকল নদ-নদীর প্রবাহ ট্রিক রাখার জন্য খনন কার্যক্রম শুরু করতে হবে। নদীর সাথে সংযুক্ত খাল, বরা ও ছড়া সমূহ চালু করতে হবে।	চেয়ারম্যান, BIWTA গাউবো, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ স্থানীয় জেলা প্রশাসন।
১৬.৩।	চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলার বিকরনীর ভিত্তিতে প্রতীক্ষমান সকল জেলায় জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা নিয়মিত হচ্ছে না। নিয়মিতভাবে কমপক্ষে মাসে একবার জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম সকল জেলা প্রশাসক, সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার।
১৭।	জেলাধীন নদী খনন, নদী সংস্কার, নদী সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকার প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণের পূর্বে ঐ প্রকল্প বা কর্মসূচি বিষয়ে আংশিকভাবে জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভার আলোচনা করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম, অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান।
১৮।	সিএস, আরএস সোভাবেক নদীর সীমানা চিহ্নিত করতে হবে। নদীর সীমানার মধ্যে বিদ্যমান অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। উচ্ছেদের ব্যয় হিসেবে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাব বিবেচনা করতঃ সম্বর প্রায় ১২০ কোটি অর্থ বরাদ্দের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার

ড. সুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০২৯.০০১.১৬----

তারিখ: ২৩ জুলাই, ২০১৮

অনুলিপি : সদয় অবগতি ও কার্যকর্মে জোরদার করা হলো:

- ০১। মহাপরিচালক, মহাপরিচালক বিজ্ঞান, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৩। সিনিয়র সচিব স্থানীয় সরকার বিভাগ/ভূমি মন্ত্রণালয়/সৌপরিবেশ অঞ্চল/পরিবেশ ও কন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৫। কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
- ০৬। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
- ০৭। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগাবতীও, ঢাকা-১২০৭।
- ০৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সৌপরিবেশ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ০৯। চেয়ারম্যান, BIWTA, ১৪১-১৪৩, হতিফিল, ঢাকা।
- ১০। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, তরালগা তলা, হতিফিল, ঢাকা।
- ১১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
- ১২। সচিব ভূমিসচিবা, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
- ১৩। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
- ১৪। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম।
- ১৫। মাননীয় চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ১৬। সার্বজনিক সনদ মহোদয়ের স্বাক্ষরিত সংসদীয়, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
- ১৭। সঞ্চয় কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয় : নদী রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিস্থলক স্থাপি, সেমিনার, চট্টগ্রাম বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং কর্ণফুলি ও হালদা নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন।

তারিখ: ২০-২২ মে/২০১৮ ।। স্থান: চট্টগ্রাম

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বক্ষণিক সদস্য মো: আলাউদ্দিন গত ২০/০৫/২০১৮ তারিখ থেকে ২২/০৫/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত চট্টগ্রাম জেলা সফর করেন। গত ২০/০৫/২০১৮ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় মদনুঘাট হতে কানুঘাট পর্যন্ত হালদা নদী পরিদর্শন করা হয়। একই দিনে চট্টগ্রাম বন্দর সংলগ্ন কর্ণফুলি নদীর দূষণ, নুশন এবং বর্তমান অবস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শকালে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাষ্ট্রাধী) চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মকর্তাপন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হাটহাছারী, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী ও হালদা নদী রক্ষা কমিটির সভাপতি ও নির্মাণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি সঙ্গে ছিলেন। ২১/০৫/১৮ তারিখে চট্টগ্রাম বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান, চাকতাই খাল পরিদর্শন, চট্টগ্রাম শহরের পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে চট্টগ্রাম ওরাসার সাথে সভা করেন। ২২/০৫/১৮ তারিখে চট্টগ্রাম বিভাগের নদ-নদীর বর্তমান অবস্থার সমস্যা সমাধানে করণীয় শীর্ষক স্থাপি এক সেমিনারে যোগদান এবং বাংলাদেশ নদী পরিবাহক নল চট্টগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে 'কর্ণফুলি নদী ও সংযোগ খাল সমূহের নাব্যতা সংকটই চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতার কারণ' শীর্ষক সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন। বর্ষিত কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে আলোচনা/পর্যালোচনা এবং আনুষ্ঠানিক বিষয়ে জাতীয় নদী কমিশনের সিদ্ধান্ত/পরামর্শ নিজে পেশ করা হলো :

চট্টগ্রাম বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভা

চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় প্রথমই জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার মহোদয়ের সভতা, কর্মনিষ্ঠা এবং তাঁর পরিদৃশ্যে প্রশংসা করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বক্তবিনিয়ে সভায় অংশগ্রহণের করার উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভায় আলোচনাকালে তিনি উক্ত সভার প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদ-নদীকে সভাতার পানভূমি হিসেবে উন্নয়নকরত কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শোণায়োগ ব্যবস্থা সচল রাখাসহ সভাতার বিকাশ ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে প্রজন্যক্তরে নদীর ধরনত্ব অপরিণীম বুলে তিনি মত প্রকাশ করেন। নদী রক্ষার্থে নদীর দূষণ ও নুশন প্রতিরোধনহ নাস্যতা বজায় রাখার এবং আর্কসামাজিক উন্নয়নে নদীর কহ্মাত্মিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নদীসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন আবশ্যিক বলে তিনি সবিশেষ তরুত্ব আরোপ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের একার পক্ষে নদী রক্ষা করা সম্ভব নহ। একন্য তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ১২ ধারার বিধান মোতাবেক নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রালয়, বিভাগ এবং অধিনস্ত সংস্থা, দপ্তর, অধিদপ্তর, অফিস, মার্ঠপ্রশাসনসহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মো: আলাউদ্দিন চট্টগ্রাম বিভাগের সকল জেলা প্রশাসককে ধন্যবাদ জানান। তবে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় নদী রক্ষা কমিটির সভা কম হয়েছে বলে তিনি অজিয়ে করেন। তিনি দ্রুত নদীর সীমানা চিহ্নিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আহ্বান জানান। কুমিল্লার গোমতি নদী দ্রুত বননের আহ্বান এবং ত্রিঙ্গস নদী রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম উপস্থিত সকল সদস্যদের পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং বলেন যে বিভাগীয় সেমিনারে নদ-নদী রক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং নদ-নদী রক্ষায় সুপারিশ প্রদান করা হবে।

চট্টগ্রামের নদ-নদী রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিস্থলক স্থাপি ও সেমিনার

২২/০৫/২০১৮ তারিখে চট্টগ্রামে নদী রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম ও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের বৌধ উদ্যোগে স্থাপির আয়োজন করা হয়। স্থাপিতে চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন শ্রেণি/পেশার লোকজন অংশগ্রহণ করেন। স্থাপির পর চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম বিভাগের নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা ও নদী সংক্রান্ত বিদ্যমান

সমস্যার সমাধান বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন সোনালিচির প্রতিনিধি, বাণা, পথা, বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল, নদী বাঁচাও আন্দোলন ও বিভিন্ন গণস্বাস্থ্যকর্মের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গুরুত্ব বিজ্ঞানীয় কমিশনার চট্টগ্রাম উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। এরপর সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয় তাঁর স্বাগতিক বক্তব্যে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রামকে সেমিনার আয়োজনে তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা এবং দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আজকের সেমিনারে প্রশাসনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, বিদ্যমান সমস্যা ও সমাধানে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার [রাঞ্জার] চট্টগ্রাম বিভাগীয় নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, বিদ্যমান সমস্যা ও সমাধানে করণীয় বিষয়ে পাঞ্জার শয়েট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সেমিনারে উপস্থাপন করেন।

চট্টগ্রাম জেলায় নদী, খাল, জলাশয়ের এর বর্তমান অবস্থা ও সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা

- * চট্টগ্রাম জেলায় ছোট-বড় প্রায় ৪০৬টি খাল এবং চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় ৫৭টি খাল রয়েছে
- * চট্টগ্রাম জেলায় উপশ্রেণীযোগ্য নদীসমূহ [১] কর্ণকুলি [২] হালদা [৩] লক্ষ/ সাহাও নদী [৪] ফেনী
- * কর্ণকুলি নদীর নাব্যতা ও স্বাভাবিক পতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখা এবং দূষণ রোধকল্পে মহামালা হাইকোর্টের রিট মামলা নং- ৬৩০৬/২০১০- ১৬/০৮/২০১৬ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০২/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখে একটি সমন্বয় সভা করা হয়। উক্ত সভায়, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, বিআইডিপ্রিজিডি-সহ চট্টগ্রাম জেলায় সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় মহামান্য হাইকোর্টের রিট মামলার আদেশের আলোকে আর.এস অনুযায়ী ২১২টি অবৈধ স্থাপনার অস্লিকা পত্রিকা প্রকাশ ও উচ্ছেদের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ১,২০,০০,০০০ [এক কোটি বিশ লক্ষ] টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়। বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে চট্টগ্রাম জেলাপ্রশাসন, বন্দর কর্তৃপক্ষ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
- * চট্টগ্রাম জেলায় হালদা নদীর বিষয়ে চট্টগ্রামের জেলা মফস্ব কর্মকর্তা এক পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অফিসের হালদা নদীর পরিবেশ ব্যবস্থা রক্ষার জন্য চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক উত্থাম্যে ১৭ টি বাসু মহাস বিপুল খোঁজা করা হয়েছে।

কক্সবাজার জেলায় নদী, খাল, জলাশয় জলোন্ন বর্তমান অবস্থা ও সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা

- * কক্সবাজার জেলায় বাঁকখালী, উদগাঁও, মাতামুহুরী, কোহেলিয়া, রাজাখালী, বারবাকিয়া ও নাফ নদীসহ কতিপয় খাল রয়েছে। উক্ত নদী ও খালসমূহ বর্তমানে সুরক্ষিত আছে। তবে বাঁকখালী নদীতে বেশ কিছু অবৈধ স্থাপনা রয়েছে যা বর্তমানে উচ্ছেদের প্রক্রিয়াধীন।

নোয়াখালী জেলায় নদী, খাল, জলাশয় জলোন্ন বর্তমান অবস্থা ও সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা

- * নোয়াখালী জেলায় সাতস কদমিত মেঘনা নদী [হাতিয়া উপজেলায়] ও বামদী নদী [কোম্পানিশা উপজেলায়] রয়েছে। এ জেলায় অবস্থিত নদী, খাল, জলাশয় সুরক্ষায় সংশ্লিষ্টদের প্ররোক্ষণীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ফেনী জেলায় নদী, খাল, জলাশয় জলোন্ন বর্তমান অবস্থা ও সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা

- * ফেনী জেলায় গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলোর মধ্যে মুহুরী, কহুয়া, সিলোনিয়া, ফেনী, ছোট ফেনী নদী উপশ্রেণীযোগ্য। মুহুরী নদীর ডান তীরে ৪২কিমি: বন্যা বাঁধ বিদ্যমান আছে।
- * মুহুরী নদীর সংযুক্ত খাল সমূহে [৪৬০ কি: মি:] মুহুরী সেচ প্রকল্পের আওতার পুনঃক্ষম কাজ চলমান রয়েছে।
- * কহুয়া ও মুহুরী নদীর একটি ভ্রূশত বাঁধগাল হিসেবে বিশ শতকের ঘাটের দশকে খনন করা হয়। দৈর্ঘ্য ১৭.০০ কি:মি উজয় পাড়ে বন্যা দিয়ন্ত্রপ বাঁধ বিদ্যমান।
- * ছোট ফেনী নদী এক সংযুক্ত খালসমূহে নাব্যতা সংকটে আছে।

লক্ষ্মীপুর জেলায় নদী, খাল, জলাশয় জলোন্ন বর্তমান অবস্থা ও সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা

- * লক্ষ্মীপুর জেলায় নদী, খাল ও জলাশয় জলোন্ন বর্তমান অবস্থা মোটামুটি ভালো। তবে কিছু কিছু জায়গায় অবৈধ দখল রয়েছে।

* অবৈধ দখল উচ্ছেদের লক্ষ্যে উচ্ছেদ সোকনমা করছে অবৈধ দখল অপসারণের কাজ চলমান রয়েছে। ফেনব কেন্দ্রে এখনো মাফলা দায়ের করা হয়নি সেনব কেন্দ্রে দ্রুত মাফলা দায়েরসহ আইনামুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (স্থিতিগত)কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

কুমিল্লা জেলার নদী, খাল, জলাশয় ওলোর বর্তমান অবস্থা ও সুরক্ষার পৃথীত ব্যবস্থা

* গোমতী নদীর দুই পাড়ের বাঁধ একে বাঁধের উপর নির্মিত নতুন রাস্তা রক্ষার নিমিত্ত ট্রাক্টর চালানো বন্ধ করার জন্য একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সেক্টরে পুলিশ/রায় ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিসিধি সমন্বয়ে শিয়মিত টাঙ্কফোর্স অপারেশন পরিচালনা করা হচ্ছে। ০১/০৪/২০১৮ তারিখ হতে গোমতী নদীর বাঁধের অভ্যন্তরে নদীর দুই তীরের জমির মাটি কাটা একে অবৈধ ট্রাক্টরের চলাচলের অনুমতি বিহীন পরিবহণ বন্ধ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ০৪/০৪/২০১৮ তারিখের ৪১০ নং স্মারকে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কুমিল্লাকে অনুরোধ করা হয়েছে।

* পেঁমতী নদীর বাঁধের ফেনব স্থান দিয়ে ট্রাক্টর চলাচল করে সেনকল স্থানে ট্রাক্টর চলাচলের পথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুমিল্লার নির্বাহী প্রকৌশলীকে ০৪/০৪/২০১৮ তারিখের ৪১১ নং স্মারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

চাঁদপুর জেলার নদী, খাল, জলাশয় ওলোর বর্তমান অবস্থা ও সুরক্ষার পৃথীত ব্যবস্থা

* চাঁদপুর জেলার তিনটি নদী রয়েছে। মেঘনা, ডাকাতিয়া এবং ধনামোনা। ডাকাতিয়া নদীর নাব্যতা রক্ষায় চাঁদপুর কে হাজীগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় ৫০ কিমি নদীপথ ড্রেজিংয়ের কাজ চলমান রয়েছে। জেলা নদী রক্ষা টাঙ্কফোর্স কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে নদীর যাজনিক গতিপ্রবাহ বন্ধার রাখার লক্ষ্যে নদীতে স্থাপিত অবৈধ বাঁধ নিরূপিত অপসারণ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে নৌ-পুলিশ, কোস্টগার্ড, বিআইভিউটিএ এর বৌধ উদ্যোগে স্রাব্যমান আদালত পরিচালনা অব্যাহত আছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নদী, খাল, জলাশয় ওলোর বর্তমান অবস্থা ও সুরক্ষার পৃথীত ব্যবস্থা

* ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় মোট ২৮টি নদী রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক প্রদানকৃত তথ্যমতে বর্তমানে ৩টি ছাফার ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গোকর্ডঘাট কে নারই ব্রিজ পর্যন্ত ৮ কিমি অংশে তিনটি ড্রেজার, অরুয়াইল ব্রিজের নিকট এসেই ড্রেজার একে সুজা ব্রিজ অংশের ২ কি.মি. জুড়ে ২টি ড্রেজার স্রাব্য তিতাস নদীতে খনন কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। সর্বমোট ১০৩ কিমি নদী খনন করা হবে। এরই মধ্যে তিতাস নদীর ৯০.৫৭ কিমি, পাগলা নদীর ৯.১৫ কিমি একে এভারসন খালের ৩.৬০ কি.মি. অর্ন্তর্ভুক্ত। ইতোমধ্যে পাগলা নদীর ৮ কিমি খনন কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নদী, খাল, জলাশয় ওলোর বর্তমান অবস্থা ও সুরক্ষার পৃথীত ব্যবস্থা

* রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ছোট বড় বেশ কয়েকটি খাল ও জলাশয় রয়েছে। এর মধ্যে কাপলাং, মহিলি, কর্ণকুলি নদী, কাগাই জলবিদ্যুৎ বাঁধের কারণে বর্ধাকালে কাগাই লেকের পানির স্রব একককার হয়ে যায়। ধরার সময় অত্যধিক নদীজলোর প্রবাহের উপর যাটির বাঁধ দিয়ে সেচকাজ করা হয়।

* কাগাই লেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার নদী, খাল, জলাশয় ওলোর বর্তমান অবস্থা ও সুরক্ষার পৃথীত ব্যবস্থা

* খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার উপর দিয়ে ০৪টি নদী প্রবাহমান। চেন্দী, মাইনী, ফেনী ও হালদা নদী। বর্তমানে উক্ত নদ-নদীগুলো পাবাতি চলের কারণে পলি ও বালু স্রমে প্রায় ভরাট হয়ে যাচ্ছে। তাই স্বাভাবিক পানি প্রবাহ ব্যাবত হচ্ছে।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার নদী, খাল, জলাশয় ওলোর বর্তমান অবস্থা ও সুরক্ষার পৃথীত ব্যবস্থা

* বান্দরবান পার্বত্য জেলার বুক চিরে প্রবাহমান সাকু ও মাতামুর্জী ও বাকখালী নদীতে বালু স্রমে নদীর নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে। নদীগুলো ভরাট হয়ে যওয়ার ফলে যৌনুমে উঁচু পানির সংকট দেখা দেয়, নদীতে পানির প্রবাহ কম স্বাক্ষর নৌ চলাচলে বাঁধ সৃষ্টি হয় এবং নাব্যতা হ্রাস পাওয়ার বর্ধাকালে নদী, খাল ও বিহিরি আশেপাশের এলাকা পানিতে ডুবে যায়। বর্ধিত সময়ের বিঘ্নে জেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিতে আলোচনা মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

চট্টোমের বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় বলেন স্বীকৃত বাসুমহল ছাড়া অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। শাহিসেল ছাড়া অবৈধভাবে ইটভাটা গড়ে উঠেছে। তিনি আরও বলেন নদী হচ্ছে দুর্ভাগ্যবশত একটি চমৎকার অভয়ারণ্য। বালোসেপ হচ্ছে নদী মাতৃক সেপ। তাই সরকার চার নদ-নদী রক্ষা করতে। তিনি নদ-নদী রক্ষার জন্য কমিশনার সেক্টরে একটি আলাদা কোর্স গঠনের বিষয় তুলে ধরেন।

নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক, জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক। তিনিই কালেক্টর বাহাদুর। নদীর বহু-বার্ষিক দেখাভানার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সরেক্ষণ করে থাকেন ও ভূমি উন্নয়ন করা আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা কোনো নয় বা কাউকে দেয়া যায় না। তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দলিল করলেও তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে যথাক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক বাতিল করার সুস্পষ্ট আইন বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সরেক্ষণ করতে হবে, যার পবিত্র দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। যখন পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। পৌ-পঞ্চ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকায় বিআইডব্লিউটিএ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেক্ষমানে মঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গার দায়িত্ব বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত অস্বয়ং/অস্বার্থ গ্রাম/গ্রামছায়াম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোন প্রকার আধারন বা গুচ্ছায়াম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকায় 'বাহুবায়নমোখ্য নর' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

নদীর সিকি ও পয়ছির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে ১৯৫০ সনের গণস্বত্ব আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, বহু সরেক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যক্তিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অতিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের সিস্থিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যক্তিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায্যনুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেক্ষমানে বাতাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

CS পর্চা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে [জেলা কালেক্টর] পালের বিপরীতে ১ নং বস্তিমানস্বত্ব আছে] এবং সেটিই বিধায়। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ডিক্রিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষণ ও যাচাই-বাছাইপূর্বক সরেক্ষমানে পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্তমতেনে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিঠির্শন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ বেধিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সরেক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং সহপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকর পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৯ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার স্বার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি তুলনামূলক ভিন্ন মালিকানার রেকর্ডস্বত্ব হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে লম্বাজেই সংশোধনী/তফা করে দেয়া যাবে, যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কালের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান যুঁজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এক্স জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গার ব্রিজ/কালপার্শ্ব/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অতিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালপার্শ্ব বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না মর্মে সবার উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে বধ্যবন্ধ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনার বিভিন্ন প্রকল্প দেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীকালে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকায় নাব্যতা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বঁধ, কালপার্শ্ব ও সুইস পেইন্ট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী যুক্তবায় হয়ে পড়েছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবির ও বড়াল

নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তার বিভিন্ন বাঁধ, কলমজার অপসারণের মাধ্যমে মুক্তপ্রায় বড়ল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছে। খুলনার তেরখালীর তুতিরার বিশেষ জলাবদ্ধতায কারণে ও একইরূপে বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনাগোদা সেতু প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রবাহের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিক করা পরিকল্পনাও অবিবেচনাশ্রমিত। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে স্বর্ষে পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন স্বর্ষে প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মুশ্যে আইনের স্বার্থে প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর zero tolerance নীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের স্বায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সি. এস. হ্যাগ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মহোদয় নদীতে চর জেগে ওঠা এবং নদীর ভাঙন বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে সাংগে নদীতে ২৫ কি.মি চর ড্রেজিং করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাংগে নদীতে নাব্যতা সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। স্বত্বাধারী ও বাসস্থানী নদীতেও ড্রেজিং করার কাজ চলছে। তিনি আর এলাকার নদীভাগের ভাঙন 'বড় সন্ধ্যা' বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বর্তমানে ১৬ টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। চলমান প্রকল্পের কাছতলো সম্পন্ন মলে নদীভাগের নাব্যতা কিরে পাবে'। পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক কিছু দুপারিশ:

[ক] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের পুনঃনির্মাণ করা, যাতে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করা যায়।

[খ] নিয়মিত নদ-নদী খনন এবং তীর সংরক্ষণ করা

[গ] নদীর উত্তর পাড়ের অবৈধ স্থাপনা অপসারণ

[ঘ] নদীর দুপল রোধকল্পে আধুনিক বর্ধ ব্যবস্থাপনা চালুকরণ।

উপস্থিত কাজগুলো সম্পন্ন করলে নদীর ভাঙন রোধ এবং নদী স্থিতিশীল থাকবে বলে নির্বাহী প্রকৌশলী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি আরও বলেন যে, ড্রেজিং এর বালু-মাটি কখনও নদীতে নিক্ষেপ করা হয় না। বরং নীচ জমিতে জমা বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করা হয়।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জনৈক প্রতিনিধি কর্মকর্তা বলেন যে, ২০২১ সালের পর নদীতে কলকারখানা কর্তৃক কোনো বর্জ্য/আবর্জনা নিক্ষেপ/নিষ্কাশন হবে না- সে লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন কাজ করে যাচ্ছে।

চট্টগ্রাম জেলার প্রতিনিধি বলেন যে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম জেলা কর্তৃক মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। স্ট্রেনজ এবং স্যানিটেশনের ওপর পৃথকভাবে মাস্টার প্লান করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা বলেন যে ১৩৩ টি কলকারখানার মধ্যে ১২২ টি কলকারখানার ETP রয়েছে। অধি এলাকায় কয়েকটি ট্যানারি ও রয়েছে। এখানে ETP স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। রিট পিটিশন ৪৪০/২০১৫ তবে নং মামলার স্বায়ের অপেক্ষে যে-সমস্ত কলকারখানার পরিবেশ বিষয়ক হাতুশ্র নেই কিংবা শাইসেল নবায়ন নেই সেইসমস্ত কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে ইতোমধ্যে ৮ টি কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

চট্টগ্রাম কমার্শের প্রতিনিধি বলেন যে, 'নদীর সন্ধ্যা সমাধানে নীচ মেঘাদী পরিকল্পনা নিতে হবে।'

নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান চট্টগ্রামের বিজ্ঞানীয় কমিশনারের নেতৃত্বকে গ্রহণ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে সাহসী এবং সহযোগিতাবাদী স্বভাব দেওয়ার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, নদী রক্ষা কমিশন এরোজনে এরোজনের আইন এবং নীতিমালা সংশোধন করবে। তবে অপ্রাধিকার ক্ষিত্রিত প্রচলিত আইনে নদী রক্ষায় যে-সকল কাজ করা সম্ভব সে কাজগুলো প্রস্তুত করার আহ্বান জানান। তিনি বিভাগ/জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে নদী দখলকারদের নাম পরমাণুতে প্রকাশ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, কমিশন আইনের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শীঘ্রই কমিশন তাদের আইনের সংশোধনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। সিডিএ, ৫ হাজার কোটি টাকার খাল খনন প্রকল্প নিয়েছে। অঞ্চল জেলা প্রশাসন ১ কোটি টাকা উন্নয়নের জন্য উদ্বিগ্ন পাচ্ছে না। তিনি সিডিএ'র খাল খননের আগে উন্নয়ন কার্য শুরু করার উপর গুরুত্ব দেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে বস্তুত্বের আদর্শে উৎসাহিত হয়ে নদী রক্ষায় সকলকে অবদান রাখার আহ্বান জানান।

জেলা প্রশাসনের উচ্ছেদের জন্য ১ কোটি টাকা চাহিদা থাকলেও সেটি না পাওয়ার উচ্ছেদ কার্য ব্যাহত হওয়ার তিনি ক্ষেত্র প্রকাশ করেন। অবিলম্বে নদ-নদী, খাল-বিল খননের আন্দোলন জানান। তিনি গোমতীর অবৈধ দখলে ক্ষেত্র প্রকাশ করেন এবং দ্রুত উচ্ছেদ কাজ শুরু করার আন্দোলন জানান এবং চট্টগ্রাম জেলা/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সমঝ করার আন্দোলন জানান।

নদীতে চর জাগার কারণ কি? এটি কি প্রাকৃতিক না মনুষ্যসৃষ্টি এ বিষয়ে তিনি নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে বিস্তারিত জানতে চান। তিনি নির্বাহী প্রকৌশলীকে শুধু গুণল নির্ভর তথ্য দিয়ে আলোচনা করার জন্য হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা [CBGIS, IWM] এর সাথে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে SPARRSO Real Time Data দিয়ে কাজ করে বা বাংলাদেশের অন্য কোন সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে Remote Sensing এবং Real Time Data Analysing করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে।

চোরাম্যান পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধির নিকট ড্রেজিং পরবর্তী মাটির ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জানতে চান। তিনি নদীতে ড্রেজিং কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করার প্রয়োজনে ড্রেজিং এর চলমান কাজগুলো তিষ্ঠিত করার নির্দেশনা দেন।

চোরাম্যান মহোদয় বলেন যে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ধার কাজে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসক উদ্ধার কার্য শুরু করার আহ্বান জানান। নদীর জায়গা খনন-দখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে কৌশলময়ি মাফা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এ রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অর্থাৎ কোন সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে স্থানান্তরিত করতে হবে। কোনোক্রমেই কোনো ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিষ্ক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিঃসরণ/নিষ্ক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপযুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় শাশনই, পরিবেশ-উপর্যোগী প্রযুক্তি ব্যবহার শিখিত করবে। স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠান সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] হাতে আবারও উপযুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে। সে ক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষাশায়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি স্থানান্তরপূর্বক কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়ে পরীক্ষারূপে সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্য করে তোলায় দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ আইনসমূহ প্রদান করতে হবে। আইন শহনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/বাড়ি/গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সৃষ্টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর মাফা করবেন। যদি পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার কথামত কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সত্যতা, জবাবদিহিতা শিখিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জানবার্বে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, সৎ সাহস ও জবাবদিহিতা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, মেম-ময়লা-আবর্জনা কীভাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারপত্র আহ্বান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে যদি সিদ্ধান্তে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তোলায় কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়। চোরাম্যান আরও বলেন যে, পরিবেশ অধিদপ্তরকে উদ্যোগী হয়ে সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রামের উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম জেলা/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করে পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রয়োজনে পরিবেশ আইন সংশোধন করার আন্দোলন জানান।

তিনি আরও বলেন, দ্রুত অবৈধভাবে বাস্তু উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। নদী, নদীর তীর এবং ফোরশোর রক্ষা করতে হবে। অবৈধ বাস্তু উত্তোলন বন্ধে পরিবেশ বাহিনী গঠন করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল, চট্টগ্রাম জেলার শাখার উদ্যোগে কর্ণকুলি নদী ও সংযোগ খালসমূহের নাব্যতা সংকটই চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতার কারণ শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে বঙ্গদেশ চট্টগ্রাম সিটিতে খালের বর্তমান দুর্ভাবস্থার কথা তুলে ধরেন। তারা চাকতাই খাল উদ্ধার এবং শো-হাইট ব্রিজ অপসারণের জন্য জোর দাবি জানান। তারা কর্ণকুলি নদীর দখল, দূষণ, নাব্যতা সংকট বিষয়ে আলোকপাত করেন। তারা নদী রক্ষার জন্য হটলাইন চালু, নদী কর্মীদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ, বিজ্ঞাপ্য কমিশনার, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম এর দৃঢ় সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন।

ক্রমিক নং	সুপারিশ	বাহ্যবায়নকারী সংস্থা
১।	নদী সিকড়ি বা পরষ্টির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন বিহবা লক্ষ্য হলে ১৯৫০ সনের প্রস্তাবিত আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪০ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ জড়ক প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর ডা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any Time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়ানুগ ও সময়ানুক্রমিক আবশ্যিক/স্বার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিশের সঙ্গে CS পর্টার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচ্যুতি/ভুল-ত্রুটি সরেক্সমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে	১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিশ অধিদপ্তর ২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ৩। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ৪। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম
২।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্বাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে যাসিক প্রতিবেদন জমা করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম প্রদ্বন্দ্বপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রষ্ট্র তথা সরকারের টোয়ি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং বিটি পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ে নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নথিভুক্ত হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনোরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিশ অধিদপ্তর ২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ৩। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ৪। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম
৩।	জেলা কালেক্টর/জরিশ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে Statc Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ কাসহ ১৪৭-১৫১ ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিশ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাঙ্গ মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্চা/সিএস ও আক্কেস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেক্সমিন বাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/আপিল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি অফিস বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯(৪) ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিশ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধনী/সুচ্ছ করে নেয়ার কার্যকর হস্তিগত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অঙ্গন্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান ক্রমে পাওয়া যাবে।	১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিশ অধিদপ্তর ২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ৩। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ৪। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম
৪।	[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিশ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের জাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও

	<p>৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিএস স্মাথ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কম্পিউটার ব্যক্তিরেকে নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সদস্যবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে অশিক্ষিত ব্যক্তিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি সঞ্চালন সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাস্তরেতে প্রয়োজনানুযায়ী সৌজা ম্যাপ/মিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে অর্ধদিন সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অহতুক কোনো অস্বাভাবিক দাড়া করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের বিধি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মিয়ারা জরিপ অবিলম্বে সম্পন্ন করবেন। মিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর জায়গার সীমানা CS নোভাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়ানুগ সীমানা/নদীর ঘড়ু এবং ঘাট নির্ধারণ করবেন।</p>	<p>জরিপ অধিদপ্তর ৩। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ৪। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ৫। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম</p>
৫।	<p>বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত পিজ/শাব পিজ এবং অশাস্তি পত্র ও শাইসেল দেয়া হয়েছে সে-সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সে সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।</p>	<p>১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ৪। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম</p>
৬।	<p>নদী তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য নিয়োচন কর্মসূচি বা অন্য কোনো কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়/আদর্শগ্রাম/গুরুগ্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রগণ্যতা বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকলা], চট্টগ্রাম</p>
৭।	<p>হালনা তীরভূমিতে ৫-৭টি ইটের ভাটা ছিল। ৫-৬টি ভাটা বর্তমানে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। একটি ইট ভাটা এখনও চালু আছে। ভবিষ্যতে হালনার পাড়ে কোনো নতুন ভাটা স্থাপনের অনুমতি দেয়া যাবে না। বিদ্যমান সকল ভাটা তীর হতে অপসারণ করতে হবে। নদীতীরে স্থাপিত ইটের ভাটাসমূহ সম্পর্কে বিদ্যমান তথ্যাদি সহগ্রহণপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও পিল্ল প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীতীরে গড়ে উঠেছে একই পরিবেশ দূষণ করেছে সেসব প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীগণের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিলকরত দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিনগলা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।</p>	<p>১। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ৪। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম</p>
৮।	<p>নদীর বিকির জায়গায় অপরিষ্কৃত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে, যাতে নদীর</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন</p>

	নাব্যক্তা হ্রাসের কারণ হয়ে না-সাঁড়ার এবং ব্রিজের অল্প সৈদ্বর্ষ হেতু নদীর দু'পাড়ে ভরাট না হয় কিংবা চর পড়ে নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়।	বোর্ড, চট্টগ্রাম ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, চট্টগ্রাম ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, রোডস এন্ড হাইওয়ে, চট্টগ্রাম
৯।	হালদা নদীতে হায়ার চর নামক পয়েন্টে বাসু পড়ে চরের সৃষ্টি হয়েছে। চর কেটে সেখানে নদীর গভীরতা সৃষ্টি করতে হবে। নদী খননের জন্য যৌথভাবে সমীক্ষা করে হায়ারচর খননের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অধিকার ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি প্রবাহমান করার জন্য উন্নয়নের প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে এনব প্রকল্পের আর্থিক নিশ্চিত করতে হবে। খননকৃত পলি/মাটির ব্যবস্থাপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। খননকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে দূরত্বে সরিয়ে বেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। খাল খননের ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম
১০।	[ক] হালদা নদীর মাল্লাশা পয়েন্টে নদী সংরক্ষণ ও তীর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ কাজ চলছে। নদী রক্ষার ক্ষেত্রে নদীর তীরভূমি ও সীমানা বজায় রেখে নদী রক্ষার কাজ করতে হবে। Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিশীলকরণার্থে নদীর তীরভূমির পার্শ্বে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির মিরমিত সজ্ঞার আলোচনাক্রমে/পূর্বীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক হায়ার সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষণার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
১১।	[ক] হালদা নদীতে বিদ্যমান ১৭টি বাসু মহালের ইজারা আদেশ বর্তমান জেলা প্রশাসক আশ্রিত স্থগিত রেখেছেন। নদী হতে বাসু উত্তোলন ও খনন করার প্রয়োজনে বিশেষ পদ্ধতি ও প্রতিস্থা অনুসরণ করা উচিত। অধ্যায় নদীতে পলি জমে নদী স্রাট হয়ে যাবে। এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাস্তবভিত্তিক পন্থকণ গ্রহণ করতে হবে। [খ] অনুমোদনবিহীন বাসুচর হতে বাসু উত্তোলিত বাসুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাধারের ভাঙন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাসু উত্তোলন করা যাবে না। এমনকি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যিক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বহুই নতিশীলী হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বাসু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে লক্ষনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বাসুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ২। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ৩। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকলা], চট্টগ্রাম ৫। সংশ্লিষ্ট সংস্করী কমিশনার [ভূমি], [সকলা], চট্টগ্রাম
১২।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আংশিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। উপজেলার উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সমন দিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি পরিবেশ কর্মী/নদীকর্মীদের অধ্যক্ষ	১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকলা], চট্টগ্রাম

	বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যিক।	
১৩।	কা) হালদা নদীতে পরিমাপকারী খাল এবং ছড়ার সংখ্যা মোট ৩৬টি। তার মধ্যে ১৮টি খাল এবং ১৮টি ছড়া রয়েছে। খালগুলো রাসায়নিক বর্জ্য, সলিড বর্জ্য দ্বারা দূষিত হচ্ছে। ছড়াগুলি প্রায় কিলুও [moribund] হয়ে যাচ্ছে। খাল ও ছড়াসমূহকে সচল রাখতে হবে। খ) খন্দকিয়া খাল হয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সম্মুখ মফলা ও বর্জ্য পানি হালদা নদীতে পড়ছে। খালের মফলা পানি দ্বারা নদীর পানি দূষিত হচ্ছে। খালের ডাটিতে পানিতে অক্সিজেন এর পরিমাণ ১.০০ এর নিচে। খালের বাহিত পানি পরিশোধন করে ছাড়তে হবে। অপরিশোধিত অবস্থায় পানি ছাড়া যাবে না। জরুরি ভিত্তিতে CHIP/STBP/EIP চালু করতে হবে। প) ডি, কে, পেপার মিলের অপরিশোধিত তরল রাসায়নিক বর্জ্য নদীতে পড়ছে। একই সঙ্গে হালদা নদী হতে অবৈধভাবে পানি উত্তোলন করে শিল্প কলকারখানা পরিচালনায় ব্যবহার করছে। তরল বর্জ্য কোনোটোকেই নদীতে নিঃসরণ করা যাবে না। কারখানায় HAP চালু রাখা নিশ্চিত করতে হবে। ঘ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য, কঠিন/তরল মফলা আবর্জনা কর্তৃপক্ষ নদীতে পড়ছে। কর্তৃপক্ষ পেপার মিলস, কাককোলসহ অন্যান্য দুগ্ধকর্মসূত্রী প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রস্তুত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঙ) খন্দকিয়া খালের দ্বারা বায়ুনশাহী এলাকার মফলা পানি, রাসায়নিক বর্জ্য, তরল/কঠিন হালদা নদীতে পড়ছে। খন্দকিয়ার অপরিশোধিত বর্জ্য নিসরণ বন্ধ করতে হবে। চ) বন্দর থেকে দূষিত তেল নির্গমনকারী নৌযান অপসারণ করা এবং বন্দর স্মাজিষ্টেটের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা। কোনক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা মালাশয়ে নিঃসরণ/নিষ্কাশ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিষ্কাশ/নিষ্কাশন অবৈধরূপে বন্ধ করবে। তারা উপযুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উন্নত [3R] Reduce, Reuse and Recycle/স্থানীয় নাপসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। ছ) আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা অবৈধ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কঠোরভাবে আবেদন প্রদান করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবেন।	১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ওয়ার্ড ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৪। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ৫। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম ৬। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম ৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল], চট্টগ্রাম ০৮। পরিদর্শক, শিল্প কলকারখানা প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম।
১৪।	জেলা গণসংযোগ অফিস, সিস্ট ৬ ই-সিটিজি সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বাঁচাব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চট্টগ্রাম ৩। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [স্থানি], চট্টগ্রাম
১৫।	পার্বত্য এলাকায় নদীর পাড়ে তামাক চাষে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চট্টগ্রাম

		৩। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার ভূমি, চট্টগ্রাম
১৬।	নদী তীরবর্তী অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সংক্রান্ত উচ্চ আদালতে চলমান সকল মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চট্টগ্রাম ৩। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার ভূমি, চট্টগ্রাম
১৭।	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, সিডিএ, ওয়াসা, পুলিশ বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের সাথে নিবিড় সহযোগিতা করে কাজ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ওয়াসা ৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম ৫। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম
১৮।	[ক] হালদা নদীর তীর দখল করে ইম্পায়নি কোম্পানি ডকইয়ার্ড তৈরি করেছে। নদীর তীর হতে অবৈধ ডকইয়ার্ড উচ্ছেদ করতে হবে। [খ] মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে নদী তীরবর্তী অবৈধ স্থাপনা, কারখানা, মার্কেট , কলতবাড়ি, উচ্ছেদ কার্যক্রম জোরদার করা। [গ] হালদা নদীর মধ্যে এল, আলয় গ্রুপ জেটি তৈরি করেছে। নদীর পর্বে কোনো স্থাপনা নির্মাণ সম্পূর্ণ অবৈধ। এই অবৈধ জেটি উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। [ঘ] বন্দর এলাকায় চাকতাই ও রাঙ্গাখালী খালে অবৈধ দখল রয়েছে। চাকতাই খালের ডাউনে কর্তৃপক্ষি নদীর তটে শতশত অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। বন্দর এলাকা হতে সকল স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। [ঙ] চাকতাই খালের ছায়াসা দখল করে খালের দুপার্শ্বে খালের সীমানার মধ্যে শত শত ঘর বাড়ি অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। খালটি সংস্কার ও বননের জন্য সরকারি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। চাকতাই খালসহ অপর জেটি খাল ধ্বংস ও সংস্কার করার পূর্বে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। [চ] খালের সীমানা নির্দেশ ও আরএস অনুসারে চিহ্নিত করতে হবে। [ছ] অবৈধ সকল স্থাপনার তালিকা তৈরি করে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করতে হবে। [জ] খালের উপর স্তম্ভ উন্নয়নের পরিবর্তে উর্ট করে ব্রিজ নির্মাণের পরিকল্পনা করতে হবে। [ঝ] খাল ধ্বংসের পূর্বে ঋনকালে ও ঋনশেষে সিসিসি, চট্টক, চট্টগ্রাম ওয়াসা, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসন এর সহযোগিতা ঋন কার্যটি সম্পন্ন করতে হবে। [ঞ] খাল ধ্বংস চক্রান্ত প্রারম্ভে প্রাক জরিপ করে চাকতাই খালের জিডিও করে রাখতে হবে। [ট] চাকতাই খালের ঋন কার্যক্রমে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে তা অন্যান্য খাল ধ্বংস ও সংস্কারের ক্ষেত্রে একই কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম ২। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ, চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। ৩। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ৪। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ৫। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
১৯।	হালদা নদীসংলগ্ন আদারীখালে ০৪ সেক্টর একটি সুইসমোটে একটি জেট চালু আছে। বাকি লেন্ট অকোজে অবস্থায় আছে। পানি প্রবাহ সচল রাখার জন্য পূর্ণ সুইসমোট চালু করা অত্যাবশ্যিক।	১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম।
২০।	শোমতী, হালদা, কর্ণফুলি, সাঙ্গু, চেলী মাতামছরী, বাকখালী, মাইনী সহ সকল নদী রক্ষার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০৩০.০১৮.০৬.০০১.১৫(১৭)-৫৮০

তারিখ: ১৬ আগস্ট, ২০১৮

অনুলিপি : সদর অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

- ০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের ঘোষণাসূত্রে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট কার্যার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অধিদপ্তর হওয়ানের অনুরোধসহ]।
- ০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৩। সিনিয়র সচিব, স্থায়ী সরকার বিভাগ/ সচিব, সৌ-পরিবেশ অঞ্চলসহ/পানি কলম অঞ্চলসহ/কৃষি অঞ্চলসহ/পরিবেশ ফন ও জলবায়ু পরিবর্তন অঞ্চলসহ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম।
- ০৫। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
- ০৬। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আপারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
- ০৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সৌপরিবেশ অঞ্চলসহ, বাংলাদেশ সচিবালয়, [সাময়িক মন্ত্রী মহোদয়ের সচিব অবসতির জন্য]।
- ০৮। চেয়ারম্যান, BIWTA, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল, ঢাকা।
- ০৯। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াশদা কলন, মতিঝিল, ঢাকা।
- ১০। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
- ১১। সচিব তৃণনগর, জাতীয় নদী বন্দা কমিশন, ঢাকা।
- ১২। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
- ১৩। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম।
- ১৪। মাননীয় চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী বন্দা কমিশন, ঢাকা [চেয়ারম্যান মহোদয়ের সচিব অবসতির জন্য]।
- ১৫। সার্বজনিক সড়ক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী বন্দা কমিশন, ঢাকা।
- ১৬। সফর কপি।

ইকরামুল হক
পরিচালক

জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় সার্বে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/ পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দুর্ঘটনা আবাদেরকে সমন্বিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অববৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও কদর এলাকার বিআইডব্লিউটিএ কে কার্যকর পরবেশ এবং করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলার নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মার্চ পর্বতে উচ্চতর কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গার দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়ণ/আদর্শ গ্রাম/গুরুগ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় সার্বে প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খাল জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোনো প্রকার আশ্রয়ণ বা গৃহ গ্রাম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফেরেশার এলাকার বাস্তবায়নযোগ্য 'নয়' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করেন।

নদীর সিকিই ও পরবর্তী কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাপ্ত আইনের ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ মসিল/পার্শসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিবহনের দায়িত্ব কাশেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেকোনো স্থান অরপ্রস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা নির্ধারণ করা হলে ও ফেরেশার নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আশ্রয়ণ ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম প্রাপ্ত হলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কাশেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

CS পর্টা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাস্ট্রের পক্ষে 'জেলা কাশেক্টর' পদের বিপরীতে ১ নং বক্তব্যনত্বক আছে। এক সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই পূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কাশেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মাহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার সার্বেই সংগ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কাশেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদায়ককে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৯ ক্লাস ১৪৭-১৫১ ধারাতে বে ক্ষমতা দেয়া আছে তার বর্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফেরেশার রক্ষা করার পক্ষে দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানার রেকর্ডভুক্ত হলে তা কাশেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্য সহজেই সংশোধনী/সুত্র করে নেয়া যায়, যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কক্ষে অসুবিধা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান বৃদ্ধি পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন মন্তব্য/সংস্থা (এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি) কর্তৃক নদীর সার্বে বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গার ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করেছে না মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে বর্ষাঘণ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার নাব্যতা ও পরিবেশের উপর বিপন্ন প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও সুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিন ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তার বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছে। স্থানীয় চেম্বারম্যান ভূমিয়ার কিলের জলাবদ্ধতার কাল ও একইরূপ বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণমূলক নদীর প্রস্থের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিরোধনীয়। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মহানগর/নগর/সংস্থা কর্তৃক নদীসংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদীসংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মুহুর্তে আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর zero tolerance নীতির বিষয়ে শ্রবণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সক্ষমকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং হিট পিটিশনের সিক্রেট নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএন ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা [CEGIS, IWM] এর সাথে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিত রূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোন সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে Remote Sensing এবং Real Time Data Analysing করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে।

চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্বারকার্যে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসকে উদ্বার কার্য শুরু করার আহ্বান জানান। কলে নদীর জায়গা দখল-দখল বন্ধ করা কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অর্ধায়সে কোনো সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে ত্রুণায়িত করতে হবে। কোনোক্রমেই কোনো ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-কিলা কিংবা জলাশয়ে নিসরণ/নিষ্কাশ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে জোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিসরণ/নিষ্কাশ/নিষ্কাশন কার্যক্রমরূপে বন্ধ করবে। তারা উপযুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় শাপসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান [সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] যাতে আবর্জনা উপযুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে। এক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রালয়/ভূমি মন্ত্রালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি স্থানায়িতপূর্বক কার্যক্রম প্রশিক্ষণ সিতে পরীক্ষণে সক্ষমতা, দক্ষতা ও সোচ্চার ভেদে ডেলার সার্বিক সিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ গাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন শৃঙ্খলকারী, নদী ও পরিবেশ সূক্ষকারী কিংবা কার্যক্রম ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য পরিনর্দন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/বাতি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মামলা করবেন। যদি পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি মধ্যস্থতা কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সততা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, সফলতা ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, বেসম-সম্পা-আবর্জনা কীভাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারনার আহ্বান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে ডেলার কার্যক্রম উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

জেলা প্রশাসক মহোদয় বলেন যে ইউসুকপুরে নদীর ৫ কিমি ধমন না করে বাঁধ অলসারণ করলে পানির প্রবাহ আসবে না।

জেলা নদী রক্ষা কমিটির সদস্য স্পোন্সর বলেন যে, পানি উন্নয়ন বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

সার্বজনিক সদস্য মহোদয় বলেন যে, জেলা প্রশাসক এর নেতৃত্বে বড়াল নদী উদ্বার/উচ্ছেদ হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি এলসিইডি/পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ সকল দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার আহ্বান জানান।

কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, চারঘাটের কুইন স্টেট ভেঙ্গে দেওয়ার দাবি এসেছে। রাজনৈতিক নেতৃত্ববৃন্দসহ সকল জনসাধারণ এর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। প্রয়োজনে চারঘাটের বিষয় আরও Study করা যেতে পারে। নদী ধননে মাটি ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ। পদ্মার/হুমনার পাড় স্থিতিকাল প্রকল্পের-মাটি কোথায় এবং কীভাবে ব্যবহৃত হবে তার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রয়োজনে ছুস/মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মাটি দেওয়া যেতে পারে। মাটি ব্যবস্থাপনা করবে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি। চেয়ারম্যান আরও বলেন যে, নদীর উপরে যে ৭ টি মাটির বাঁধ রয়েছে তা ধনন/অলসারণ করতে হবে। জেলা প্রশাসক মাটোর একই সাথে ইউসুকপুরের ৫ কি.মি দায়দ নদী ধনন করবে। পুলিশকে নদী রক্ষার কার্যক্রম আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। নদী, নদীর তীর এবং ফোরশোর রক্ষা করতে হবে। প্রয়োজনে অবৈধ

স্বল্পদায়কদের বিরুদ্ধে জৌজকারী সামলা করা হবে। নিয়মিত ভাবে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা আহ্বান করার কথা হলেন। নদীগুলি যক্ষার কোন তলবীর না খোনার আহ্বান জানান।

পরিশেষে জেলা প্রশাসক সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করেন।

পরিদর্শন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায় নিম্নরূপ সুশারিশ পেশ করেন:

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১।	বড়াই গ্রাম উপজেলার মধ্যে দিয়ে ৪০ কিমি: নদী প্রবাহিত হয়েছে। এই ৪০ কিমি: নদীর মধ্যে প্রায় ১৭ কিমি: নদী প্রায় বিলুপ্ত। বিলুপ্ত নদীর মধ্যে কসতবাড়ি, ক্ষেত খামার, গুকুর, বাগান ইত্যাদি স্থাপিত হয়েছে। নদীর এই বিলুপ্ত অংশ উদ্ধার করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বড়াইগ্রাম
২।	[ক] নদীর উপর অসংখ্য স্থানে ৪০ ফুটের বা তারও কম সৈবেরের ফুট ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে। এই সকল ব্রিজ তৈরির কারণে নটাবাড়িয়া জোয়ারা রাজায় নদীর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়েছে। নদীর উপর স্থাপিত সকল কলজাট, কলসজাট, সংক্ষিপ্ত ফুট ব্রিজ, মাটির বাথ অপসারণ করতে হবে। তার জন্য এই ১৭ কিমি: নদীর মধ্যে কতটি এরপ স্থাপনা রয়েছে তার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। [খ] গারুল ব্রিজের নিকট নদীর জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা আম বাগান ও কসতি উচ্ছেদ করতে হবে। [গ] নদীর জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা মিশন মার্কেট উচ্ছেদ করতে হবে। [ঘ] নদীর মধ্য হতে সকল নির্মাণ বন্ধ করে স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। সিএস পর্চ ও প্রাসংগিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৩, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯।] অনুসরণ ও প্রয়োগ পূর্বক এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সফলিষ্ট বাকের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালতে গফতুক্ত হয়ে আইনি লড়াই সার্বিক ও সফলভাবে করতে হবে। Crpc এর ১৩৩ ধারাও প্রয়োগ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর। ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বড়াইগ্রাম ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), বড়াইগ্রাম
৩।	তিরাইল-কেলা ব্রিজ নদীর সীমানা উপেক্ষা করে নদীর মধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। ব্রিজটি নদী খনন শুরু করার পূর্বেই অপসারণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর। ২। জেলা প্রশাসক ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, নাটোর।
৪।	বড়াইগ্রাম পৌরসভার নিম্নলিখিত মৌখাড়া বাজার বড়াইগ্রাম পৌরসভার বাজার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। এই পৌরসভা সম্প্রসারণ কর্তব্যে বড়াল নদীর উপরে চলছে। নদীর উপরে কোন রকম সম্প্রসারিত নির্মাণ কাজ করা যাবে না। অনতিবিলম্বে নির্ধারিত স্থাপনা অপসারণ করার জন্য বলা হলো।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর। ২। মেয়র, বড়াইগ্রাম, পৌরসভা ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বড়াইগ্রাম
৫।	বড়াইগ্রাম উপজেলার কালিকাপুর, বাহিমালি, নাটাবাড়িয়ায় এই তিনটি আশ্রয় প্রকল্প নদীর মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। অত্রকয় প্রকল্প স্থাপনের কারণে নদীটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আশ্রয় প্রকল্প তিনটি অন্যত্র স্থানান্তর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বড়াইগ্রাম
৬।	হরুবা গ্রাম এলাকায় বড়াল নদীর উপর বিভিন্ন স্থানে মাটির বাথ ও কলজাট স্থাপন করে প্রায় নদীকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যে সকল বাড়ির নিকটে নিজস্ব প্রয়োজনে বারা মাটির বাথ/সাকৌ, কলজাট স্থাপন করেছে জরুরি ভিত্তিতে তাদের নিজ খরচে মাটির বাথ অপসারণ করার জন্য আদেশ প্রদান করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বড়াইগ্রাম ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), বড়াইগ্রাম।
৭।	বড়াইগ্রাম উপজেলার আটঘরিয়ায় নদীর মধ্যে এক জেবের একটি সুইজ পেট স্থাপন করা হয়েছে। সুইজ পেটটি খুলে দিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নাটোর

৮।	উপজেলায় মশ কিম্বা মৈথ্য মির্জা সাহসুল খাল [মির্জা খালা] এই অঞ্চলে পানি প্রবাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই খালটি নদীর সাথে সংযোগ করা হলে অত্র এলাকায় পানির প্রবাহ বাড়বে। নন্দুজা নদীটিও বেদখল এবং মৃত প্রায়। কৃষিকাজের জন্য মাটিতে পানি রি-চার্জের জন্য এই খালটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। জরুরি ভিত্তিতে খালটি খনন করে এলাকার পানির প্রবাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। নির্বাচী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নাটোর ৩। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নাটোর।
৯।	নাটোর শহরের যথেষ্ট দিগে নারোদ নদী প্রবাহিত হয়েছে। নদীটি শহরের নাটোর সদর উপজেলার মধ্য দিগে প্রবাহিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। নদীতে পতিত হয়েছে। নদীতে প্রায় প্রায় বারো মাস পানি থাকে। নদীটি খনন করে পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে যেতে পারে।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। নির্বাচী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নাটোর
১০।	সভায় আলোচনা হতে জানা যায় যে, বড়াল নদীর সাথে ছোটবড় খাতাধিক খাল সংযুক্ত রয়েছে। অধিকাংশ খালের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। উপজেলা ভিত্তিক বড়াল নদীর সাথে সংযুক্ত খালের সংখ্যা নির্ধারণ করা আবশ্যিক। সংখ্যা নির্ধারণের খালসমূহের খননের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি খালের তালিকা প্রণয়ন করবে এবং সহকারী কমিশনার জুমি খালের তালিকা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করবে।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ও সভাপতি, জেলা নদী রক্ষা কমিটি ও সকল সদস্য ২। উপজেলা নির্বাচী অফিসার [সকল] নাটোর।
১১।	নদ-নদী, খাল বাহাই খনন করা হোক, তার পূর্বে নদী ও খালের সীমানা সিমস মোতাবেক নির্ধারণ করতে হবে। সীমানা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সিমস সংগ্রহ করতে হবে। যে সকল তহসিলে সিমস সৌজা ম্যাপ নেই তাদের জুমি জরিপ অধিদপ্তর হতে সিমস সৌজা ম্যাপ সংগ্রহ করতে হবে। সিমস নকশা সহজ প্রাপ্তির জন্য নদী কমিশন সহযোগিতা করবে।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। উপজেলা নির্বাচী অফিসার [সকল] নাটোর ৩। সহকারী কমিশনার জুমি, [সকল] নাটোর
১২।	বড়ই গ্রাম উপজেলার মধ্য দিগে প্রবাহিত বড়ালের মোট দৈর্ঘ্য ৪০ কিমি। তার মধ্যে বর্তমানে ১৭ কিমি নদী মিসিং অবস্থায় রয়েছে। এই ১৭ কিমি নদী উদ্ধারের জন্য বড় ধরনের খনন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। খনন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই মিসিং নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। স্থাপিত সমস্ত কাঠামো ত্রুটিমুক্ত অংশসমূহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইআইসিটিএ ২। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা নদী রক্ষা কমিটি, নাটোর ৩। নির্বাচী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নাটোর।
১৩।	নদী সিকিটি বা পরিষ্কার কারণে ব্যতিক্রমে জমির ডাঙন কিংবা লান হলে ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাপন আইনের ৮-৬ ও ৮-৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৬৩ ধারার ক্ষমতাসহ নদীর জমির স্থানাস্থান ROE প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সরবরাহ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধার তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরবরাহ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোন সময় [at any Time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ব্যাবহালা ও সময়াবদ্ধ আবশ্যিক/মধ্যস্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্চায় নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিতর্কিত/ভুল-ত্রুটি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় গ্রোধ করতে পারেন।	১। মহাপরিচালক, জুমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, নাটোর ৩। পুলিশ সুপার, নাটোর
১৪।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসক/জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে হাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনস্ব, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাষ্টি হিসেবে বিধি	১। মহাপরিচালক, জুমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, নাটোর ৩। পুলিশ সুপার, নাটোর

	মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ (রায়ে পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮) নদীর হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনরূপ অবহেলা কিংবা কিলম ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	
১৫।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ (ক)সহ ১৪৭-১৫১ ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানাধীন রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাসান্দুর অধিনে পূর্বাগর মালিকানার রেকর্ড/ঘড়-ঘাৰ্ৰ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পূর্বা/সিএস ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সবেজমিন বাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/আপীল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯(৪) ধারায় বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্য সংশ্লিষ্ট সংশোধনী/ভুক্ত করে নোয়ার কার্যকর হক্ৰিনা নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের ষাৰক-৩১,০০,০০০০,০৪১,৬৭,০৩১,১১,৮৪) তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সাকুলারের নির্দেশনা অগ্রগণ্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান হুঁজে পাওয়া যাবে।	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ৪। জেলা প্রশাসক, নাটোর
১৬।	[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএল ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়সীমা কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ স্বত্ব ও মকলানারের কল থেকে কাল বিলম্ব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের ক্ষরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এক জেলাস্তরোতে প্রয়োজনীয়ী মৌজা ম্যাপ/নিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পার্বে থাকবে। এক্ষেত্রে অধিক্রক কোন অস্বাভাবিক দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিবিধে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিয়ারা জরিপ অধিনে নিশ্চয় করবেন। এই নিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাসান্দুর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সক্ষম হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর সার্বিক আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্লক্ষ্যন করে ন্যায়নুগ সীমানা/নদীর স্বত্ব এক ঘাৰ্ৰ নির্ধারণ করবেন।	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ৪। জেলা প্রশাসক, নাটোর
১৭।	বিআইভিবিডিটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর কোরশোরেবে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এক অনাপত্তি পত্র ও শাইসেল রদয়া হয়েহে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সে সাথে নদীর	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান,

	ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সফল এককর স্থাপনা উচ্ছেদের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	বিশ্ববিত্তিক্রিডিটএ ৩। জেলা প্রশাসক, নাটোর
১৮।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতার অধীন/আলশ্রম্য/চরায়াম বা এই জাতীয় কোন এককর বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রগণ্যতা বিবেচনার তা খাল অধিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল], নাটোর
১৯।	নদীর তীরে স্থাপিত ইন্টেরভালসমূহ সম্পর্কে বিচ্ছিন্নত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইন্টের স্টা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এক্ষেত্র পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর সামলা পানয়ে করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করতঃ নদী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। চেয়ারম্যান, বিশ্ববিত্তিক্রিডিটএ ৩। জেলা প্রশাসক, নাটোর ৪। পুলিশ সুপার, নাটোর ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নাটোর
২০।	নদীর বিচ্ছিন্ন জায়গায় অপরিষ্কৃত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়ে। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ব্রিজের মধ্য সৈর্ষ্য হেতু নদীর দু'পাড়ের ভরাট হওয়া কিংবা চর গড়ে যাওয়া এবং নদী সঞ্চলের কারণ সৃষ্টি না হয়।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নাটোর ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নাটোর ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, রোডস এন্ড হাইওয়ে, নাটোর
২১।	Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সরেকনার্থে/তীর স্থিতিকরনার্থে নদীর তীরভূমির পার্শ্ব অতিরিক্ত ক্ষয়ি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাভেদে/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থান সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষানার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। প্রয়োজনে এককর বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এক্ষেত্র জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নাটোর
২২।	অনুমোদনবিহীন বাসু চর হতে বাসু উত্তোলন করা বাসু ময়লা ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী বিধবা জলাশয়ের স্ফূর্তি ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাসু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি জা যদি সরকরি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যিক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের যতই শক্তিশালি হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বাসু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বাসু ময়লা ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক, নাটোর ৩। পুলিশ সুপার, নাটোর ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল], নাটোর ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল], নাটোর
২৩।	কি কোনক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য তরল কিংবা কঠিনা, নদী, খাল-কিল কিংবা জলাশয়ে নিসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অক্লিমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-কিল বর্জ্য নিসরণ/ নিক্ষেপ/ নিষ্কাশন কার্যক্রমে বন্ধ করবে। তারা উপবৃত্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R] Reduce, Reuse and Recycle/ স্থানীয় দাপসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [খ] আইন শ্রমকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কর্তৃক	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, নাটোর ৩। পুলিশ সুপার, নাটোর ৪। মেয়র, নাটোর পৌরসভা, নাটোর ৫। উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নাটোর

	ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে লৈখিক প্রতিবেদন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির আ নিষিদ্ধভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবে।	৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] নাটোর
২৪।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। উপজেলার উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি পঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় দিবে কর্মকর্তার সভা করতে হবে। কমিটিতে লিখিত সোলাইটিং প্রতিনিধি পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যিক।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] নাটোর

ড. মুজিবুর রহমান হাভেলার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫(১)-৫৭৯

তারিখ: ১৬ আগস্ট, ২০১৮

অনুলিপি : সমস্ত অফিসি ও কর্তব্যে প্রেরণ করা হলো:

- ০১। মহাপরিচালক, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সচিবালয়, মন্ত্রণালয় (সর্বশ্রেষ্ঠ অধীস্থ মন্ত্রণালয়/অফিস/সচিবালয় আইনের সংশ্লিষ্ট অংশে লিখিত কর্তব্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সংশ্লিষ্ট অংশে প্রদানের অনুরোধসহ।
- ০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৩। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/সচিব, স্থানীয় সরকার/সৌপরিবেশ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
- ০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অফিসার, অগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
- ০৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, প্রাণশালা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
- ০৭। চেয়ারম্যান, বিসিআইসি-উট্টরা, ১৫১-১৪৬, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
- ০৮। মাননীয় সচিব একান্ত সচিব, সৌন্দর্যিক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, [মাননীয় সচিব মহোদয়ের সমস্ত অফিসের জন্য]।
- ০৯। সচিব [সুসেচিব], জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
- ১০। জেলা প্রশাসক, নাটোর।
- ১১। পুলিশ সুপার, নাটোর।
- ১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নাটোর।
- ১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি/প্রেক্স এক্স হাউস, নাটোর।
- ১৪। মেম্বর, বড়শিয়ার পৌরসভা/ মেম্বর, নাটোর পৌরসভা।
- ১৫। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নাটোর জেলা পরিষদ, নাটোর।
- ১৬। মাননীয় চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
- ১৭। সর্বজনীন সমস্ত মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
- ১৮। সচিব অফিস।

স্বঃ আব্দুল সামাদ
পরিচালক (উপসচিব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: পাবনা জেলার ইছামতি ও বড়ল নদী পরিদর্শন এবং নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান পর্যালোচনা সভার প্রতিবেদন।

তারিখ: ০৩-০৪ জুলাই ২০১৮।। স্থান: পাবনা

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাজলাদার এবং সার্বজনিক সদস্য মো: আলাউদ্দিন গভ ০৩/০৭/২০১৮ তারিখ থেকে ০৪/০৭/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত পাবনা জেলা সফর করেন। সফরকালে পাবনা জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় ও পাবনা জেলার নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, সমস্যা ও সমাধানে করণীয় শীর্ষক সভায় যোগদান করেন। বর্ণিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও তাত্ক্ষণিক বিবরণে জাতীয় নদী কমিশনের সিদ্ধান্ত/ সিদ্ধি পেশ করা হলো:

কমিশনের চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে ইছামতি নদীর অবস্থা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনে দেখা যায় যে ইছামতি নদীটি ধার ৮৪ কিমি পাবনা সদর উপজেলার ভাড়াবা ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এবং পদ্মা নদী হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। নদীটি পাবনা সদর, সাখিগা, আটঘরিয়া এবং বেড়া উপজেলার বৃ-শালিকা নামক স্থানে ছরসাপর নদীতে পতিত হয়েছে। পাবনা সদর উপজেলার মধ্যে ৩৫.০০ কিমি [পাবনা শহরের মধ্যে ৭ কিমি] সাখিগা উপজেলার মধ্যে ৪৪.০০ কিমি আটঘরিয়া উপজেলার মধ্যে ৪.০০ কিমি এবং বেড়া উপজেলার মধ্যে ১০০ কিমি ইছামতি নদীর গতিপথ। নদীটির গড় প্রস্থ ৩৭ মিটার। আটঘরিয়া উপজেলার একমাত্র শাখা নদী।

পরিদর্শনে ইছামতি নদীর বর্তমান অবস্থা পরিদর্শনকালে লক্ষ্যমান হয় যে পদ্মা [নদী] নদীরপানি প্রবাহ হ্রাসের কারণে ইছামতির পানিপ্রবাহ প্রায় বন্ধ। ইছামতির তীর দক্ষ করে সোকন, বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। নদীর কূপে বস্ত্র প্রহরকণ স্প্যানের অনেকগুলো ব্রিজ রয়েছে। শহরের সকল ভরল ময়লা [sewage] ও কঠিন বর্জ্য [লিঙ্গিক্যাল, প্রাস্টিক] ও কম্পিউটারের ও মোবাইলের আবর্জনা নদীতে ফেলা হচ্ছে। নদীটি প্রাস্টিক ও সশিষ্ট আবর্জনার কনভেয়র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। নদীর দু'তীরে কমবেশি ২৮৪ জন অইবধ দখলদার রয়েছে বলে জেলা প্রশাসক জানান।

পাবনা জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা:

জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড সভায় গাজরাং পরল্ট স্টেজেশনের মাধ্যমে ইছামতি নদীর বর্তমান অবস্থা, ইছামতি নদী পুনরুদ্ধার ও পুনরুদ্ধারবিভকরণ ও উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম সংক্ষেপকাবে তুলে করেন:

ইছামতি নদীর বর্তমান অবস্থা:

- * পদ্মা [নদী] নদী পানি প্রবাহ হ্রাস। ফলে ইছামতির পানি প্রবাহ বন্ধ;
- * পদ্মা নদীর সাথে সহযোগের সু-ব্যবস্থা না-থাকা;
- * তীরবর্তী জায়গা দক্ষ করে বর্জ্য-পাক সোকন ও বিভিন্ন তৈরি করা;
- * বিভিন্ন প্রকৌশল দস্তর [LGTDR&H/BWDM] কর্তৃক বস্ত্র স্প্যানের ব্রিজ ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ;
- * পাবনা শহরের সুত্রোচ্চ ও আবর্জনা নদীতে ফেলা নদী জরাট;
- * দখলদারদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মনোভাবের অভাবে আজ ইছামতি নদী তার ঐতিহ্য হারিয়েছে।

ইছামতি নদী রক্ষায় বাণাউবোর্ড বর্তমান কার্যক্রম:

- * বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক "Feasibility Study with ESIA for Resuscitation of Ichamati River in Pabna District" শীর্ষক একটি Feasibility Study কাজ হাতে নিয়েছে।
- * Feasibility Study এর পরামর্শক সংস্থা হিসেবে Institute of Water and Flood Management [IWFM], BUET-কে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- * ইছামতি নদীর Feasibility Study বিভিন্ন পর্যায়ের পরামর্শক দল বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, প্রশাসন, সুধীসমাজের মতামত গ্রহণ করবেন।

* ঐতিহাসিক পর্যায়ে গত ০৮-০৫-২০১৮ খ্রি হতে ১০-০৫-২০১৮ খ্রি পর্যন্ত একে ২৫-০৬-২০১৮ খ্রি হতে ২৭-০৬-২০১৮ খ্রি পর্যন্ত Institute of Water and Flood Management [IWF], BUET এর পরামর্শক দল সরেজমিন পরিদর্শন করেছেন।

* পরামর্শক দলের সুপারিশের আলোকে একটি ডিপিপি প্রস্তুত করা হবে এবং ডিপিপি অনুমোদিত হলে তদনুযায়ী বাস্তব কাজ শুরু করা সম্ভব হবে।

ইছামতি নদী স্ট্যাডির বর্তমান অবস্থা ইছামতি নদী স্ট্যাডির বর্তমান অবস্থা

* Institute of Water and Flood Management [IWF], BUET এর বিশেষজ্ঞ দল ইতোমধ্যে ২ দফার ৬ দিন সরেজমিন পরিদর্শন করে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

* পরামর্শক দলই যে, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত Study করবেন। এরপর চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করবেন।

* এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ইছামতি নদীতে সারা বছর পানি ধরে রাখার জন্য পাম্প হাইসের বিকল্প নেই। কারণ নদী খননের পরও ইছামতি নদীর তলার উচ্চতা পদ্মা নদীর পানির উচ্চতা থেকে ৩ থেকে ৬ ফুট উপরে থাকবে।

* তবে বর্ষা মৌসুমে পদ্মার পানি বেশি থাকার প্রায় ৪ মাস ইছামতি নদীতে পানি প্রবাহ রাখা সম্ভব।

* ২০১৭ সালে দুইফেটে খুলে যে পানি প্রবাহিত হয়, তাতে জীপুর্ন খাল দিয়ে জলচিরা বিলে পড়ে এবং সেখানে সকল অধীনা-অবকাঠামো কমে জমির উর্বরতা ও ফসল হানি ঘটায়।

* পাবনা শহরের সুস্বাদু ব্যবস্থাপনা নদীকেন্দ্রিক না করে আশা দা সুস্বাদু ব্যবস্থাপনা করা।

তিনি ইছামতি নদী স্ট্যাডির উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন যে, ইছামতি নদী পানি প্রবাহকরণের মাধ্যমে কারিগরি, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিক উপযোগীতা সম্ভাব্যতা যাচাই করা। ইছামতি নদীতে গঙ্গা [পদ্মা] নদীর সঙ্গে সহযোগ স্থাপন করা; নদীর প্রবাহ পথে বাধা সৃষ্টিকারী প্রতিবন্ধক অবকাঠামোসমূহ নিরূপণ করা; নদী খননের উপযোগী পদ্ধতি নির্ণয় ও বননকৃত পলিমাটি ব্যবস্থাপনার সিক নির্দেশনা প্রদান; সমীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ণয় করা, যাতে নদীতে সারা বছর পানি প্রবাহ থাকে; পাবনা শহরের সুস্বাদু ব্যবস্থাপনার সাথে ইছামতি নদীর সম্পর্ক নির্ণয় করা।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বলেন যে, ইছামতি দুটি কৃৎ নদী [যমুনা ও পদ্মা]- কে সহযোগ করেছে। আমাদের লক্ষ্য হলো 'ইছামতি নদীকে রক্ষা করা'। নদীগুলো বেহেতু একে অপরের সাথে সংযুক্ত, সেহেতু সকল নদীকে একত্রে পুনরুদ্ধার করা হলে সেটা টেকসই হবে। নদীগুলোকে পুনরুদ্ধার করতে হলে কমপক্ষে ১৫-২০ বছর সময় লাগবে। এ বিষয়ে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা থাকতে হবে। রূপপুর শিল্পের প্রায়শ্চিত্ত কারণে একটি সংযোগ খাল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে। ইতোমধ্যে এর বিকল্প প্রতিস্থাপনা দেখা দিয়েছে। এতে পানির ঘাটবিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে।

পাবনা জেলা ফুলের প্রধান শিক্ষিকা ইছামতি নদী উদ্ধারে সকলকে একত্রে কাজ করার আহ্বান জানান; ইছামতি আন্দোলনের সভাপতি বলেন যে, নদীর দু' প্রান্তে বাঁধ অপসারণ করে পানির প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। খনন কাজ করতে হবে। নদীতে কোনো প্রকার বর্জ্য ফেলা যাবে না। অবৈধ দখল মুক্ত করতে হবে।

সাংবাদিক একিমে ফকরুল হক শহরের জলাবদ্ধতার দানা কারণ তুলে ধরেন। তিনি ইছামতিতে পানির প্রবাহ নিশ্চিত এবং সকল অবৈধ দখলার উচ্ছেদের দাবি জানান।

নির্বাহী প্রকৌশলী [পৌরসভা] বলেন যে, পৌরসভার সমস্ত বর্জ্য নির্ধারিত জায়গায় ফেলা/নিক্ষেপ করার কথা থাকলেও প্রকৃত পক্ষে সমস্ত বর্জ্য নদীতে ফেলা হয়।

স্বাসনায়ী সংগঠনের সাবেক সভাপতি মল্ল মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রকৃত নদী উদ্ধারের দাবি জানান এবং সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের/অপসারণের দাবি জানান।

সাংবাদিক মকিন বলেন যে, নদী উদ্ধারে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারতো তারা আজকের সমস্ত অনুপস্থিত রয়েছে। পূর্বে যে-সকল লিফ দেয়া হয়েছে, সেগুলো বাতিল হয়েছে কিনা জানতে চান। নদীর জমির যে সমস্ত ভূমি দখল/কাগজপত্র তৈরি হয়েছে সে সমস্ত দখল তিনি বাতিলের দাবি জানান।

জেলা নদী রক্ষা কমিটির সদস্য মাছাউর বিকাশ নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের দাবি জানান।

বড়াল আন্দোলনের সভাপতি বলেন যে জনপক্ষে সাথে নিয়ে নদী উদ্ধার করতে হবে। প্রয়োজনে আইনের আওতা এবং প্রশাসনের সহায়তা নিতে হবে।

সুজানপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে, ডাড়াবা থেকে শীতলগাই চ্যানেল পর্যন্ত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। জটিল সুইচ রপট নির্মাণের কারণে নদীর নাব্যতা হারাচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান মডবিনিময় সভায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভায় আলোচনাকালে তিনি সভার প্রেক্ষাগট উল্লেখপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদ-নদীকে সভ্যতার পানভূমি হিসেবে উল্লেখকরত কৃষি, স্বাস্থ্য-বাণিজ্য ও শেণাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখাসহ সভ্যতার বিকাশ ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে নদীর সুরক্ষা অপরিহার্য বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। নদী রক্ষার্থে নদীর দখল ও দূষণ প্রতিরোধসহ নাব্যতা বজায় এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে মদীর বহুমুখিক ব্যবহার শিক্ত করার ক্ষেত্রে শরী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন আবশ্যিক বলে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের একর পক্ষে নদীরক্ষা করা সম্ভব নয়। একন্য তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ১২ ধারার বিধান মোতাবেক নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অধীন সংস্থা, দপ্তর, অফিস, মাঠপ্রশাসনসহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান আরও উল্লেখ করেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক [আজকের ও আগামীদিনের] জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদ-নদী, খাল-বিশ রক্ষার মালিক। তিনিই [কালেক্টর বাহাদুর] নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখাচনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস [RoR] সংরক্ষণ করে থাকেন ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। নদীর জায়গা করো নয় বা কাউকে দেয়া যায় না, প্রচলিত আইন তা সমর্থন করে না। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দলিল করলেও তা অবৈধ বিবেচনায় থাকিল হবে। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Basement [জনস্বিকারভূক্ত] হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। বংশ পরম্পরায় জনগণ কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হয়ে এসেছে এক হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। বিসাইট্রিউটিউটর, পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এক এর দূষণ প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকায় বিসাইট্রিউটিউটরকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ের উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে।

নদীর সিকরী ও পরিস্রি কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান সভায় আরও উল্লেখ করেন যে, ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাপন আইনের ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ, দলিল/পত্রাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিদপ্তরের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর নির্ধারিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে দেখানো ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোল ব্যক্তিক্রমে হবার যেসো সুযোগ সেই বলে তিনি অন্তিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের তিস্তিতে নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া বেতে পারে। তবে কোন ব্যক্তিক্রম ঘটলে উক্ত আইন ও বিধি-বিধানের আসোকে তা কালেক্টর বাহাদুর পত্রিকা-নিরীক্ষা ও সরেজমিন ছবিপূর্বক উপভুক্তরূপে গণ্য/নির্ধারণ করতে পারেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, নদীর জমি CS পর্যায়ে RoR [Record of Rights] ঘণাবৎকবে রেকর্ডভুক্ত আছে। CS এর পরবর্তীতে RS রেকর্ড-এ পর্যা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা জেলা কালেক্টরের নামে আছে এবং সেইরই বিধান। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নদী রক্ষার ঘর্ষেই সংরক্ষণ করা সরকার। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং সহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতের উপর State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং সংশ্লিষ্ট ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [কিএস ১৪৭-১৫১] ধারাতে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তার যথার্থ ও উপযুক্ত প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায়ে রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯(৪) ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্য সহজেই সংশোধন শুরু করে নেয়া যায়, যা অসমতা বিবেচ্য অনিচ্ছা বা অনীছার কারণে অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিনতা হ্রাস পাবে ও নদীর জমির সীমানা নির্ধারণে দ্রুত সমাধান গুঁজে পাওয়া যাবে [সংক্রি: ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১-৮৪১ তারিখ: ২৩/০৯/২০১৫]।

জেলা প্রশাসক/কম্পেক্টরের চাহিদা/অনুরোধস্বরূপ মোতাবেক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নদীর সীমানা নির্ধারণে কম্পেক্টরকে কারিগরি জনকল সরবরাহ করে মাঠ জরিপ (লিয়ারা জরিপ) সুসম্পন্নকরণের ও সার্বিকশালনে তৎপর হতে পারে। অন্যথা বিকল্প জেলা প্রশাসক/কম্পেক্টরের বাহাদুরের চাহিদা মোতাবেক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নদীর সীমানা নির্ধারণের পারেনি কুলে অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে তিনি জেলা প্রশাসক/কম্পেক্টরের বাহাদুর চাহিদা মোতাবেক বিভাগের অন্যান্য জেলা থেকে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমে কিংবা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর থেকে কারিগরি জনকল সরবরাহ নিয়ে বাস্তবতার ভিত্তিতে পৃথক দিয়ারা জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বাস্তবায়নের সকল নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের কার্যক্রমে জেলা প্রশাসক/কম্পেক্টরের চাহিদা মোতাবেক কিংবা স্ব-উদ্যোগে কালকিল্প ব্যক্তিরেকে SATA, ১৯৫০ এর ৮৬ ও ৮৭ ধারা মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের ২৪-২৫ ক্রম ২০০৯ তারিখের হ্রদের নির্দেশনা অনুসরণে সম্পাদন করবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত রাখবে। নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়/আদর্শ গ্রাম/ভ্রমরাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনার অন্তর্গত থাকে জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধার কোন প্রকার অস্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক প্রকল্প নদীর উন্নয়ন ও সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বাস্তবায়নযোগ্য 'নদ' মর্মে চেয়ারম্যান মহোদয় তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। আরও উল্লেখ্য যে, প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধানের প্রেক্ষিতে নদীর পর্যবেক্ষণ জমিতে [চর] সরকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করলেও নদীর মালিকানা সরকারেরই থাকবে।

বিকল্প দপ্তর/সংস্থা [এলজিইডি/প্রোচন অ্যান্ড হাইড্রো/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিবেশিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হ্রাসের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অতিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোন প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনার বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও স্বত্বব্যবস্থা করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার সন্ধ্যা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও স্ট্রুইস গেট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবান্ধব ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ পুষ্টি করা হয়েছে। কুলনার তেরশালার স্তুতিয়ার বিলের জলাবদ্ধতার কারণেও প্রকল্পগ্রহণ বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের যেখানে নদীর উপর নির্ভরশীল নদীর প্রবাহ চেয়ে অংশকাকূত ছোট ব্রিজ করার পরিবর্তনও অবিলম্বে গ্রহণ করা হবে। তবুও বিকল্প বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়ে নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। [সূত্র: "Strategic Analysis of Causes and Impacts of Water-logging in Bhutiar Beel of Khulna using Space Technology A Pilot Project for Sensitizing the Stakeholders for Strategic Measures" by Muzibur Rahman Howlader, Add. Secy & Chairman SPARRO & Others. Published in the proceeding of National Seminar on STA for monitoring ERDCC for ensuring HS & SD 28-29 June, 2014]

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের মর্মে প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মানসিক প্রাধান্যের zero tolerance নীতির বিষয়ে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন যে উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা স্বাভাবিক না হলে সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের মাধ্যমে নির্দেশের প্রেক্ষিতে সি এস ম্যাগ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা [CEGIS, IWM] এর সাথে SPARRO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, বর্তমান জানা যার SPARRO Real Time Data নিয়ে কাজ করে, বাস্তবায়নের জন্য কোনো সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে Remote Sensing এবং Real Time Data Analysing করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও ছবি উত্তমরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে।

চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ধার কার্যে জেলা প্রশাসকদের তৎপরতা জরুরি। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসককে উদ্ধার কার্য জরুরি করার আহ্বান জানান। নদীর জায়গা জবর দখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়ার যথেষ্ট নয়। বরং দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিনেন এ ক্ষেত্রে অবৈধ

স্বল্পদায়/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী মণীর উন্নয়নে অর্থায়নে ফেরদ সমস্যা হবো না ঘর্মে তিসি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি আনতে হবে। কোনোক্রমেই কোনো ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিষ্কাশ/ফেলা হাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলার পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সময়সূচক্রম এ বিষয়ে অবিশেষে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/ নিষ্কাশ/নিষ্কাশন কর্মকর্তারূপে বহু করবে। তারা উপবৃত্তক্রমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থায়ী লাভসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে ঠেপথিয়া প্রদর্শন কিংবা নিষ্কাশিত জন্মা সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কেনোক্রমে নদীতে ফেলা হাবেনা। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন সামলা করবে। যদি পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি স্বাধিক কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে সামলা করা হবে।

চেমারদ্যান মহোদয় আরও বলেন যে, ইছামতি নদীর উচ্চ পাড় অবৈধ দখল থেকে মুক্ত করার জন্য অবিলম্বে উচ্ছেদ অব্যাহতভাবে অভিযান চালাতে হবে। CS অনুসারে নদী দখল মুক্ত করতে হবে। দখলকারী যে গোষ্ঠীরই হউক না কেন কিংবা বর্তমানে সজিলাপী হোক না কেন নদী/নদীর গর্ভ/তীরভূমি এক্স ফোরেশার দখল করতে পারবে না। ইট্টা এজেন্ডা প্রসেসিং কর্তৃপক্ষ নদীর প্রবাহের এলাকা বন্ধ করে দেওয়া স্থাপন করেছে বলে পরিদর্শনে দেখা যায়। অবিলম্বে ইট্টা কুড়ের অবৈধ দখল অপসারণ/উচ্ছেদ করতে হবে। সময়বদ্ধ [Time bound] পরিকল্পনা নিতে হবে। দখলদারদের বিরুদ্ধে সৌজন্যময়ী সামলাও করতে হবে। মণী আন্দোলনকারীদের দিলাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ বিভাগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মহামান্য হাইকোর্টের হায়ে প্রযুক্তি সূচক্রম নির্দেশ রয়েছে।

আলোচনা ও পরিদর্শনের ভিত্তিতে কমিশনের পক্ষে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১।	ইছামতি নদীর উচ্চ মুখ থেকে পতিত মুখ পর্যন্ত ৪ টি উপজেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত নদীর তীরভূমি ও ফোরেশার সিএস অনুসারে চিহ্নিত করে সীমানায় স্থায়ী পিলার স্থাপনের ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে। এল জি ই ভিসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পিলার স্থাপনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।	১। জেলা প্রশাসক, পাবনা ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, এন.জি.ই.ডি, পাবনা ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাবনা ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি], পাবনা
২।	ইছামতি নদীর উপর স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা, বাড়িঘর, মসজিদ, মন্দির, ভাঙ্গিকা অবিলম্বে চূড়ান্ত করে আগামী ০১ মাসের মধ্যে উচ্ছেদ অভিযান সম্পন্ন করতে হবে। অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে সৌজন্যময়ী সামলা ও নায়েব করতে হবে [ফোনো, বিধীয় ১৩০ ধারা প্রয়োগ করতে হবে]। এ নদী, নদীর তীর-ভূমি ও ফোরেশার কাউকে কোন অবৈধ পাহায মসজিদ করা হলে থাকলে তা যে কোন কর্তৃপক্ষ/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানই করক না কেন SATA, ১৯৫০-এর ৮৬ ও ৮৭ ধারার অধীনে ১৪০ ও ১৪৯ [৪] ধারা প্রয়োগে অবিলম্বে বাতিল করতে হবে এবং নদীর রেকর্ড CS অনুসারে হালনাগাদ করার কার্য অবিলম্বে সুসম্পন্ন করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, পাবনা ২। পুলিশ সুপার, পাবনা ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার
৩।	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য খনন কাজ করার পূর্বে নদীর অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে নিতে হবে এবং বাবতীর ব্যয় এক্সপেন্ডার অন্তর্ভুক্ত করে নির্বাচ করতে হবে। ড্রেজিং/খনন কার্যের মাধ্যমে উন্মোচিত মাটি [dredged soil] সভাপতি জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবস্থাপনা করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, পাবনা ২। পুলিশ সুপার, পাবনা ৩। পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা
৪।	নদীর দুই পার্শ্বে ওয়াকওয়ে এবং রোডওয়ে নির্মাণ করতে হবে। নদীর তীরে ছায়াধারী ফলজ বৃক্ষরোপণ ও ইকো পার্ক স্থাপন করা যেতে পারে। যাতে করে নদীর তীরভূমি ও ফোরেশার পুনরুদ্ধারের সুযোগ না থাকে	১। জেলা প্রশাসক, পাবনা ২। পাবনা পৌরসভা, এন.জি.ই.ডি, পাবনা।

	এবং Right of Easement হিসেবে জনগণ ব্যবহার করতে পারে।	
৫।	ইছামতি নদীটি ঝাঞ্জনগর বীপচর রোড রাধবপুরে গিয়ে খেঁমে পেছে। ইছামতি প্রয়োজিত প্রসেসিং কর্তৃপক্ষ নদীর প্রবাহের এলাকা বন্ধ করে দেয়ায় স্থাপন করেছে। ছোট একটি ড্রেইনের মাধ্যমে দুপার্শ্বের পানি চূঁহরে প্রবাহিত হচ্ছে। এ বীপটি কেটে ইছামতির প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। বর্ষের পার্শ্ব নদীর উপর গেইট লাগিয়ে চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে তা খুলে দিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, পাবনা ২। পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা ৩। মেয়র, পাবনা পৌরসভা
৬।	ভাড়ারা ইউনিয়নে নিম্নাঞ্চল সুইস গেটে ২টি ৬'x ৫' সাপের ভেট লাগান আছে। সুইস গেটে ১৯৯১-১৯৯২ সালে স্থাপিত হয়েছে। গেটেটি ইছামতির পানি প্রবাহকে বাধা দিতে পারে। গেটেটি খুলে দিতে হবে।	১। পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা ২। জেলা কৃষি কর্মকর্তা, পাবনা ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাবনা
৭।	শহরের মধ্যে কদমতলা ব্রিজের দুপার্শ্ব নদীর মধ্যে অবৈধ স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। ব্রিজের গা বেঁধে দুটো বাড়ি নদীর মধ্যে [পারভেছা ডিলা] নির্মাণ করা হয়েছে। নদীর মধ্যে স্থাপিত অবৈধ সকল স্থাপনা উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, পাবনা ২। মেয়র, পাবনা পৌরসভা।
৮।	সামলপুর সুইস গেটটির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব পুনরায় মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। ১৯৮২ সালে যে প্রেক্ষাপটে গেটেটি নির্মাণ করা হয়েছিল, সেই প্রেক্ষিতে বর্তমানে সেই। তাই গেটটির আবশ্যিকতা না থাকলে তদানুসারে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	১। মেয়র, পাবনা পৌরসভা ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা।
৯।	৪/৭/২০১৮ তারিখ সকল ৯.৩০ মিনিট পাবনা জেলা শহরের মধ্যে ইছামতি নদীর তীরে খোয়াপাড় অনুষ্ঠিত ব্যালিডে শহরের সকল ছরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সকলেই নদী উদ্ধারের জন্য নদী কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট অনুরোধ জানান।	১। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাবনা
১০।	পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালিত সম্ভাব্যতা স্টাডি এর রিপোর্ট পাবনা জেলা নদী বন্ধ কমিটির সভার পেশ করতে হবে। অনুষ্ঠানে সকল স্টোক হোল্ডার, গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ ও নদী কমিশনের প্রতিনিধি সকলের মতামত পরামর্শ ও সাজেশন [accommodate] যুক্ত করে রিপোর্ট চূঁহা করতে হবে।	১। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা। ২। পরিচালক I WPM, BUE., পলাশী, ঢাকা
১১।	চাটমোহর রায়নগর সড়ক ও জনপথ বিভাগের ব্রেইলী ব্রিজটি এখনও নির্মাণ শেষ না হওয়ায় হয়নি বর্ষাকালে স্থানীয় জনগণের যোগাযোগ অনুবিধা সৃষ্টি হবে। জরুরি ভিত্তিতে আদায়ী ২ মাসের মধ্যে [জাগট/১৮] ব্রিজ নির্মাণের কাজ শেষ করতে হবে।	১। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, পাবনা ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চাটমোহর
১২।	[ক] নদী সিকিটি বা পরদ্বির কারণে যথাক্রমে জমির জঙ্কন কিংবা লক হলে ১৯৫০ সনের প্রজাসভা আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ ROE প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সরেকশন করবেন। নদীর অধি অসমত্বিকসমূহ [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুন প্রকৃত ক্ষমতা বলে সরেকশন করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোন সময় [at any Time] কার্যকর প্রয়োশে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়নুগ ও সমরাস্ত্র আবশ্যিক/বর্ধার প্রয়োশ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। পুলিশ সুপার, পাবনা

	কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS গঠন নদীর মালিকানা ও বহু/বার্ষিক সক্রমিত বিচ্যুতি/ভুল-ত্রুটি Fraudulent Entry/ আইনের ব্যত্যয় সরেজমিন ভুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করবেন এবং নদীর ভূমির [ঘোরশোর পর্যন্ত] মালিকানা [Title] বহু [ROR] হালনাগাদ [Update] করবেন।	
১৩।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কর্তৃত্বমূলক গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাষ্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রাজের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নকিল হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে ফেরতগ্রহণ অবহেলা কিংবা কিলম্ব ব্যতিরেকে স্প্রিট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিয়োগতা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেজিস্ট্রার ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। পুলিশ সুপার, পাবনা
১৪।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদায়কে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ কিসমত ১৪৭-১৫১ ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ঘোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভূমিরূপে ভিন্ন মালিকানার রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাপর মালিকনার রেকর্ড/বহু-বার্ষিক স্প্রিট দলিলাদি/পর্চা/সিঙ্গে ও অ্যারোল, ভুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন স্বাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/আপীল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫৩ এর ১৪৯[৪] ধারায় বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্য সহজেই সংশোধনী/ওফ করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্বুলাভের নির্দেশনা অঙ্গুল্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা ক্রমে পাবে ও দ্রুত সমাধান হুঁজে পাবেন।	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেজিস্ট্রার ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ৪। জেলা প্রশাসক, পাবনা
১৫।	কি ভূমি রেজিস্ট্রার ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে স্প্রিট জেলা প্রশাসকের চাহিনার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিঙ্গে ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানায় নদীর তীরভূমি ও ঘোরশোর+বর্ধিত বিস্তৃত পয়স্ফিল্ড জমি পর্যন্ত কাশনিলম্ব ব্যতিরেকে স্থায়ী পিলার স্থাপন করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক নদীর উত্তরণ [CS মোতাবেক] সীমানায় অবৈধ দখল/নির্ধিত স্থাপনা/ভবন ইত্যাদি দখলদারদের কলে থেকে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে কলে কিলম্ব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাজলেতে প্রয়োজনীয় যৌক্তিক ম্যাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেজিস্ট্রার ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ৪। জেলা প্রশাসক, পাবনা

	সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র গেলে কার্যাদির সময়কের ও সহযোগিতার পার্শ্ব থাকবে। এক্ষেত্রে অর্ন্তেক কোন অঙ্কহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীতট ক্ষয়ি উদ্ধারের কাজকে নিশ্চয় করা যাবে না। মহাপরিচালক, জুমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রকৌশলের দিগ্বিধে দিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিশ্চিত করবেন। এই দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরগোর জায়গায় সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম হতে হবে। এক্ষেত্রে কালেক্টর বাহাদুর CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবায়নিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়ালয় সীমানা/নদীর স্বত্ব ও সীমা নির্ধারণ করবেন।	
১৬।	অস্বাভিকারিত ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি প্রবাহমান করার জন্য উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহার করে জেজিৎ করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিশনের মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। খননকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে দূরত্বে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। খাল খননের ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা
১৭।	উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করে তার বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইন ও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। পুলিশ সুপার, পাবনা ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা
১৮।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতার আশ্রয়/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রাধিকার বিবেচনায় তা খস জমিতে ছানাকরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সিক্স], পাবনা
১৯।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর কোরগোরে যে সমস্ত শিল/সাব শিল এবং অস্বাভিক পত্র ও পাইপেল নেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সে সাথে নদীর কোরগোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উন্নয়নের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৪। জেলা প্রশাসক, পাবনা
২০।	নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিবর্তিতভাবে নদীর প্রবাহের চেয়ে ক্ষুদ্র আকারের ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না যর্মে সিদ্ধান্ত হয়। সমন্বিত সমীক্ষণ [Integrated Study] করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে, যাতে নদীর প্রবাহমান ন্যায়তা কে কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত না করে কিংবা দু'পাশ দখলের কারণ সৃষ্টিতে সহায়তা না হয়।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, পাবনা ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, রোডস এন্ড হাইওয়ে, পাবনা
২১।	নদীর তীরে স্থাপিত হটেলটাসমূহ সম্পর্কে বিজ্ঞানিক তথ্যাদি	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ,

	সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের জটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর সামগ্র্য দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত শাইসেল অফিসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করত: দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও শিল্পদগা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	রাজশাহী ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৪। পুলিশ সুপার, পাবনা ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, পাবনা
২২।	Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষনার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পার্শ্ব অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে/পৃথীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী সংরক্ষণ ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের সাহায্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, পাবনা
২৩।	অনুমোদনবিহীন বাসু চর হতে বাসু উজ্জোলন করা বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের স্তরন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাসু উজ্জোলন করা যাবে না। এমন কি জা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যিক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বাসু উজ্জোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে লেখনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। পুলিশ সুপার, পাবনা ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি]।
২৪।	জেলা গণসংযোগ অফিস, সিটি ও ই-মিডিয়ায় সহযোগিতার সাহায্যে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মসূচি পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় মিডিয়া সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বাস্তব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিসমূহ পাবনা ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি]।
২৫।	কি কোনক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-কিল কিংবা জলাশয়ে নিসরণ/নিষ্ক্ষেপ/কেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এক জেলা পরিষদ/ ইউনিয়ন পরিষদের সনদে যোগাযোগ ও সময়সূচীপূর্বক এ বিষয়ে অকিনয়ে ছন্দসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিসরণ/ নিষ্ক্ষেপ/ নিষ্কাশন কার্যক্রমরূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি (3R) Reduce, Reuse and Recycle/ স্থানীয় শাসনই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি হেলে স্থানান্তর/আনয়নপূর্বক স্তর ব্যবহার সর্বত্র নিশ্চিত করবে। [ব] অধিন লেখনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যক্রম ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠির বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, পাবনা ৪। পুলিশ সুপার, পাবনা ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, পাবনা ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাবনা

	Report প্রদান করবেন।	
২৬।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক নদীর দখল, দূষণ প্রতিরোধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ কয়েক এক্ষেত্রে অর্থাৎ স্থাপনা উচ্ছেদ করবেন। এক্ষেত্রে জেলা নদী রক্ষা কমিটি কার্যকর ভূমিকা-সহযোগিতা, সহায়তা প্রদান করবে।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। পুলিশ সুপার, পাবনা ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, পাবনা
২৭।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী অবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার গৃহকক্ষে সময় নিরে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিঙ্গল সোলারাইটের প্রতিনিধি পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যিক।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। পুলিশ সুপার, পাবনা ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, পাবনা ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাবনা

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

তারিখ: ৩০ জুলাই, ২০১৮

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫(০৮)-৫৪১

সদস্য অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (স্বাক্ষরিত) নথি:

- ০১। সিনিয়র সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের যথাযথরূপে প্রেরণ নিশ্চিত করণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের কামান্দে প্রদানের অনুরোধসহ)।
- ০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৩। সচিব, স্টে-পরিবেশ মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
- ০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আশরাফী, ঢাকা-১১০০।
- ০৬। মাননীয় স্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, সিনিয়র মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয় স্ত্রী মহোদয়ের সদস্য অবগতির জন্য)।
- ০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গুরুদাস জব্বার, সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
- ০৮। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আশরাফী, ঢাকা।
- ০৯। জেলা প্রশাসক, পাবনা।
- ১০। পুলিশ সুপার, পাবনা।
- ১১। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/এলজিইডি/রোহঙ্গা হাইওয়ে, পাবনা।
- ১২। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট সিকলা গাঞ্চ।
- ১৪। সহকারী কমিশনার (ভূমি) সংশ্লিষ্ট সিকলা পাবনা।
- ১৫। সার্বজনিক সন্য মহোদয়ের স্বত্বাধীন মহানগরী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৬। দপ্তর কপি সিআরসিআই।

মো: আব্দুল সাহাদ
পরিচালক (সিআইসিআই)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: বগুড়া জেলার নদ-নদী রক্ষায় করণীয় বিষয়ে মন্ত্রিবলিয়ার সভা এবং করকোম্পা, যমুনা ও বাঙ্গালী নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন।

তারিখ: ০৫-০৬ জুলাই ২০১৮। স্থান: বগুড়া

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বক্ষণিক সেক্সি যো: আল-উদ্দিন পত ০৫/০৭/২০১৮ তারিখ থেকে ০৭/০৭/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বগুড়া জেলা সফর করেন। সফরকালে বগুড়া জেলার নদ-নদী পরিদর্শনসহ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় ও বগুড়া জেলার নদ-নদীর বর্তমান অবস্থার সমস্যা সমাধানে করণীয় নীচের সভায় যোগদান করেন।

বগুড়া জেলার শানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী প্রথমে পাওয়ার গ্রেডেট প্রেক্ষেটেশন [সিপি সংযুক্ত] এর মাধ্যমে বগুড়া জেলার নদ-নদীর সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেন। যমুনা, করতোয়া, নাগর, ইছামতি ও বাঙ্গালী [২১৮ কি.মি] এ জেলার উল্লেখযোগ্য বড় নদী। গাঙ্গাইন নদী [৩৫ কি.মি] গঙ্গারিয়া [৩৫ কি.মি], সন্দাবাদ ও তকদা হ [২৫ কি.মি] নদীগুলি এখন মুক্তপ্রায় খালের মতো। নদীগুলো অবৈধ দখল, ড্রেজিং ও দূষণের কারণে নাব্যতা হারিয়ে মারা যাচ্ছে। তিন থেকে করতোয়া বিচ্ছিন্ন হওয়ার পানির প্রবাহ অনেক কমে গেছে। শুধু মৌসুমে Upper দিক থেকে পানির প্রবাহ না থাকায় পানি পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী নদীর চেয়ে করতোয়া নদীর অবস্থা আরও শোচনীয় বলে নির্বাহী প্রকৌশলী জানান। সন্দেহ সমাধান হিসেবে তিনি মুক্তপ্রায় নদ-নদী, খাল-কিন, নালা অবিলম্বে খনন করতে ও অবৈধ দখল উচ্ছেদ করতে হবে। পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নদী খনন করতে হবে। বিচ্ছিন্ন জেলার নদ-নদীর আচ্ছন্ন নদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। অপরিকল্পিত ব্রিজ/কালভার্ট অপসারণ করতে হবে। স্ব-স্ব দপ্তর/বিভাগ কর্তৃক নদীতে যে কোনো অবকাঠামো তৈরির পূর্বে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিতে আলোচনাপূর্বক সমন্বয় ও অনুমোদন করতে হবে।

তিনি সমন্বিত পরিচালনা অর্থাৎ Integrated program গ্রহণ করার আহ্বান জানান। অর্থাৎ নদীকে গতিশীল/পানির প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য বগুড়া জেলার সাথে সংশ্লিষ্ট জেলার নদী রক্ষা কমিটির সমন্বয় করে Integrated program গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান। এতে নদীর Full Network alive হবে বলে তিনি অভিযুক্ত প্রকাশ করেন। তাছাড়া শানি প্রবাহের সুইচ গেটগুলোর অটোমেশনের বিষয় তুলে ধরেন। করতোয়ার পাড় সিসি ব্লক করা হবে। সুইচ ব্লক খনন প্রকল্প চলমান আছে। তবে উভয় পাড়ে অবৈধ দখল রয়েছে। দুই পাড়ে সৌন্দর্য বর্ধনের ব্যবস্থা করা হবে। শেরপুর উপজেলায় করতোয়া অংশে Combine Structure করা হবে। তাছাড়া তিনি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

জনাব হাসিনুর রহমান [Independent IV] এর প্রতিনিধি করতোয়ার উচ্চানের দিকের অবৈধ দখল বিশেষ করে TMSS প্রতিষ্ঠানের অবৈধ দখল এবং বালু উত্তোলনের বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাছাড়া অবিলম্বে অবৈধ দখলদারদের আশিকা প্রকাশের দাবি জানান।

BAPA প্রতিনিধি বলেন যে, নদীগুলোর পানির স্বাভাবিক প্রবাহ তিরিয়ে আনার জন্য সিএস অনুযায়ী নদীর সীমানা নির্ধারণ, নদীর উৎসস্থলে বাঁধ অপসারণ, অবৈধ বাধুর উত্তোলন বন্ধ এবং নদী রক্ষা বিষয়ে হাইকোর্টের আদেশ বাস্তবায়নের দাবি জানান।

আয়েনা কাউন্সিলের প্রতিনিধি আবুল কালাম আজাদ অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের দাবি জানান।

পৌরসভার মেয়র বলেন যে নদীর পাড় সিসি ব্লক দিয়ে বাঁধাই করতে হবে। এতে অবৈধ দখল বন্ধ হবে। তিনি আরও বলেন যে, এখানে নদীর দখল কম হয়। শহরে বেশি হয়, শেরপুর এবং বগুড়ার অবৈধ দখল বেশি। নদীর সীমানার সিসি পিলার স্থাপন করতে হবে। পৌরসভার অধিবাসীরা মহলা আবর্জনা নদীতে নিক্ষেপ/নিঃসরণ করার নদীর দূষণ বাড়ছে। তিনি পলিফিল উৎপাদন বন্ধ করার আহ্বান জানান।

ফোনক্রাভের সভাপতি বলেন যে, সিএস স্থাপন অনুসারে নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে এবং নদী উদ্ধার করতে হবে।

সভায় জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বলেন যে, নদীর সীমানা নির্ধারণে কিছু আরণায় হাইকোর্টের নির্দেশনা রয়েছে। তিনি মনে করেন যে, জেলা প্রশাসন চাইলে ২ দিনের মধ্যেই নদীর সীমানা নির্ধারণ করা এবং অবৈধ দখল ভেঙে দিতে পারেন। নদীর জায়গা

উচ্ছেদে কেউ বাঁধা দিতে পারবে না। কিন্তু দক্ষ মুক্ত হওয়ার পর আর কেউ ঘাতে সেই জায়গা নতুন করে দক্ষ না করতে পারে সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে কিছু জায়গা জমা বা acquire করে পার্ক করা যেতে পারে। উচ্ছেদ কার্য শুরু করা হলে সকলের সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। তবে এর পূর্বে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। তিনি আরও বলেন যে করতোয়া নদীর পানি দিয়ে কেউ সেচ কাজ করে না। সবাই ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ কার্য করে থাকে। করতোয়া নদীতে কীভাবে পানির প্রবাহ রাখা যাবে সেই বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডে নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে জানতে চান। টরলেট/স্টেটস/প্রকৌশলীর বর্জ্য নদীতে কেনা হয়। ফলে নদী দূষিত এবং ভরাট হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ১০৮ ফুট বনন করেও নলকূলের পানি পাওয়া যায় না। পানির দর কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। প্রয়োজনে নদীর জন্য মসজিদ বাড়ি জম্মা হয়েছে একে অব্যাহতেও জম্মা হবে। খননকৃত নদীর মাটির ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। তিনি বলেন যে, সেশকে বাঁচতে হলে নদী বাঁচাতে হবে। বগড়া জেলাকে পলিভিন মুক্ত করতে হবে। প্রথমে পলিভিন উৎপাদন/ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন যে, বাঁধ দেওয়া হলে নদীতে কতটুকু পানি ধরন করা যাবে সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। সুনির্দিষ্ট বর্ষায় পরিকল্পনা ছাড়া কোনো প্রকল্প এমপ করা হলে সেই প্রকল্প ধারা কোনো সফল পাওয়া যাবে না তিনি আরও বলেন যে, জেলা প্রশাসক মনে করলেই অনতিদিলেই সকল অবৈধ দক্ষ উদ্ধার কার্য শুরু করা সম্ভব হবে।

সার্বজনিক মনস্বী নির্বাহী প্রকৌশলীকে পাওয়ার পক্ষেট প্রকৌশলেশন দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, অন্যান্য জেলার তুলনায় বগড়ার নদীর নাব্যতা আনয়ন বেশ কঠিন। প্রায় ১২৫ কি.মি দৈর্ঘ্যের করতোয়া নদী প্রায় বিনুষ্টির পথে। তিনি বলেন যে লিফস পর্টা অনুসারে নদীর সীমানা নির্ধারণ, শিল্পের স্থাপন করা, অবৈধ দক্ষের তাশিকা প্রদান করা ও উচ্ছেদ করা, নদী খনন করা, নদী বনন কার্যে জেলা প্রশাসন/উপজেলা প্রশাসন নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত/অনুমোদন করতে হবে। খননকৃত মাটির ব্যবস্থাপনার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে। ইজরাহ, নদী বাঁচাও আন্দোলন সকলের সহযোগিতা নেয়ার আদ্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, প্রথমেই করতোয়া সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তাহলেই সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হবে এবং নদীর সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে।

প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান মকবিলিফর সত্যয় অংশগ্রহণের জন্য উল্লিখিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভায় আলোচনাকালে তিনি সভার প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন একে কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদ-শরীকে সভ্যতার পালভূমি হিসেবে উল্লেখ করে ভূমি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখাসহ সভ্যতার বিকাশ ও জাতীয় উন্নয়ন জরুরি করাও ক্ষেত্রে প্রকল্পভিত্তিক নদীর জলস্বত্ব অপরিহার্য বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। নদী রক্ষার্থে নদীর দখল ও দূষণ প্রতিরোধসহ নাব্যতা বজায় একে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নদী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন আবশ্যিক বলে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের একার পক্ষে নদী রক্ষা করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ১২ ধারার বিধান মোতাবেক নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অধীন সংস্থা, দপ্তর, অধিদপ্তর, অফিস, মাঠ প্রশাসনসহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

প্রধান অতিথি আরও ব্যাখ্যা করেন যে, CS পর্টা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে 'জেলা কালেক্টর' পদের বিপরীতে ১ নং শর্তসাপেক্ষ আছে। একে সেটিই বিধান। পরবর্তী কালে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বাচাই-বাজাই পূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মহানগর হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ ছদ্ম, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা গাশন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদায়তাকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৩, ৮৭, ৮৮, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক)১৩-১৫] ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার বর্ধিত প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর জমিভূমি ও ফোরেশার রক্ষা করার পক্ষি দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি তুলনামূলক ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর একে ভূমি অফিস বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bona fide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধন/শুদ্ধ করে নেয়া যায় যা অকুসরণ করা হয়েছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের ধারা স্পষ্টীকরণে তার বক্তব্য তুলে ধরেন যে, জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটিং বা RoR সংরক্ষণ করে থাকেন ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন মোতাবেক নদীর

জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া যায় না তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীর ভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর তীর কেউ ব্যক্তিনামে দখল করলেও তা উক্ত S.A.T.A, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯।৪ ধারার ক্ষমতাবলে যথাক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি অ্যান্ড প্ল্যানিং বোর্ড কর্তৃক বাতিল করার সুস্পষ্ট আইন বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার শব্দটির দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও আন্তর্জাতিক স্ফটিক জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর লুপ্ত আয়স্বত্বকে সম্মিলিত এজেন্টীয় প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকার বিআইডব্লিউটিএ-কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা সর্বাঙ্গিক কমিটির সেতুতে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে।

নদীর সিকিউরিটি ও পরিষ্কার কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজ্ঞাবদ্ধ আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দখল/পার্শ্বসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকদের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিকিউরিটি ম্যাপে দেখানো ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিলে ম্যাপের সিকিউরিটি ম্যাপের সীমানা [নদীর তীর ভূমি ও ফোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে লোকস্বার্থে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে প্রমাণ্য দলিলাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষণ করে ন্যায্যনুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর উক্ত আইনের ১৪৩ কিংবা ১৪৯।৪ ধারাবলে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সংরক্ষিত বাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে, সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উচ্চায় কার্যে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে বগুড়া জেলা প্রশাসককে উচ্চায় কার্য শুরু করার আহ্বান জানান। করতোয়া নদী দখলসুক্ত করার উপর হাইকোর্টের আদেশ রয়েছে। কলে নদীর জায়গা জনসংস্পর্ক হওয়া কাম্য নয়। তিনি সুত্বভাবে বিশ্বাস করেন যে, শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে কৌজাদারী নামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লেবেন; এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠীকে উচ্ছেদপূর্বক নদীর পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নে অর্থায়নে কোন সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি সরকার তথা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তরকে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে স্থানান্তরিত করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। কোনোক্রমেই কোনো ধরনের বর্জ্য তিরস্কৃত কিংবা কঠিনা, নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিসর্গ/নিক্ষেপ/জেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিসর্গ/ নিক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যকরভাবে করা হবে। তারা উপর্যুক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সিটি কর্পোরেশন/সৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ বাজে আবারও উপর্যুক্ত ব্যবস্থাপনা করতে পারে, সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর উক্ত 3R প্রযুক্তি স্থানান্তরপূর্বক স্ফটিক জনবল ও জনগণকে কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যাপ্তভাবে সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্য করে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ গাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে নৈতিক প্রদর্শন কিংবা সিজিআর/সিটি কর্পোরেশন/সৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদে করে প্ররোপ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং সৌরসভার বর্জ্য কোনক্রমে নদীতে কেল্প যাবে না। জাহাজ স্ফটিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইনের আওতায় মামলা করবে। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে স্ফটিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। তিনি আরও বলেন যে, আমরা যদি সততা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না-করি, তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, সফলতা ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, যেমন-ময়লা-আবর্জনা কিভাবে কোথায় কেল্প যাবে তা নিয়মিত প্রচারণার আহ্বান জানান। প্রতিটি স্ফটিক সঙ্করকে প্রতিদিন বিজিআর ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CEGIS, IWM এবং SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে, যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না।

তিনি আরও বলেন যে Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

চেয়ারম্যান আরও বলেন যে, নির্বাহী প্রকৌশলী যে পাওয়ার-পয়েন্ট-প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, নদ-নদীগুলির উপর সেটি আরও বাড়াই-বাহুই করতে হবে। RS, GIS Geos Integrated Technology ব্যবহার করে GO Referencing করে হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল Study করতে হবে। Social Survey ও করতে হবে। Transboundary Interlink/ Uperlink বর্ধিত ভৌগোলিক বিতাননের কারণেই পানির প্রত্যাশিত প্রবাহ পাওয়া যাবে না-এটা খয়েই আমাদের নদী খননের পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা কন্যার সময় যে পানি পাই তা Bay of Bengal-এ নেমে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে এবং বৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদের Delta plan এর মধ্যে নদীর/পানির সফসার অনেক সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পরীক্ষা আলোচনা ও অনুমোদন নিতে হবে। বিহীনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। নদী, Basin/Catchment বিবেচনায় নদী সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে।

নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক উত্থাপিত করাজোয়া প্রকল্পের বিষয়ে কোনো মতামত/সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকলে সেটি গ্রহণ করা হবে মর্মে জেলা প্রশাসক, বগুড়া সতাকে অবহিত করেন। উচ্ছেদ কার্যে জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জেলা প্রশাসককে সহযোগিতা করবে মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয়ার তাকে বন্যবান জানান।

বর্ধিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও তাত্ক্ষণিক বিষয়ে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সিদ্ধান্ত/পরামর্শ নিয়ে পেশ করা হলো:

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বক্তব্যমানে
১।	নদী সিকিটি বা পরিষ্কার করলে যথাক্রমে জমির স্তান কিংবা শত্ব হলে ১৯৫০ সনের প্রজাতন্ত্র আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির স্থাননাগণ ROR প্রদত্ত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর স্বহস্তে তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আধিনালুপ পবিত্র দায়িত্ব; এবং তিনি যে কোনো সময় [at any time] এ ক্ষমতার কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এ ক্ষমতার ব্যাঙ্গানুগ ও সমন্বিত আর্থনিক/বর্থার্ণ প্রয়োগ করে RS কিংবা BS কিংবা সিটি কর্পোরেশনের সংক্ষে CS পর্টার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/বার্ষ সংক্রান্ত প্রেক্ষণের বিহুতি/চুল-প্রতি সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে পারেন এবং Fraudulent Entry/অধিলের ব্যস্তার প্রোধ করতেও পারেন। নদীর আয়গার বা নদীর তীরে যে-সংস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিচ্চিত্তরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম প্রকল্পপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনপথ, রাষ্ট্র তথ্য সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিচ্চিত্তরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ ধারার প্রদত্ত রাষ্ট্রের নির্দেশনাসমূহ [রাষ্ট্রের সূচী ৫-৪, ৫ ও ৮] মজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনরূপ অবহেলা কিংবা বিশেষ ব্যক্তিরকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিচ্চিত্তপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ৩। পুলিশ সুপার, বগুড়া ৪। বিআইডব্লিউটিএ, বগুড়া [অফিস নৌবন্দর]
২।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950-এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪,	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও

	<p>১৪৪ কিসিহ ১৪৭-১৫১ ধারায় যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানাধীন রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাধিকার মালিকানাধীন রেকর্ড/ঘড়-ঘাথ সংশ্লিষ্ট মালিকানাধি/পর্টা/শিফ্রা ও আরএস, ভুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন/রিভিউ/রিভিশন/আপীল করে মাস্টার প্ল্যান রেকর্ড হালনাগাদ করবেন কিংবা ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯(৪) ধারার বিধান অনুযায়ী bona fide mistake শ্রেণী সংশ্লিষ্ট সংশোধন করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৫১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অগ্রগণ্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান হুঁজে পাওয়া যাবে।</p>	<p>জরিপ অধিদপ্তর ৩। জেলা প্রশাসক, বগুড়া</p>
<p>৩।</p>	<p>ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে যথামাত্র হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কাশবিশ্ব ব্যক্তিরেকে নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সমন্বয়কর্ম পরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্চতর অভিবান চলিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে কাল বিলম্ব ব্যক্তিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। এ বিষয়ে সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি সমস্যা সনাক্ত করলে ভূমি মন্ত্রণালয়/জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত জরিপের মৌজা ম্যাপ সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যদির সময়সূচীর ও সহযোগিতায় পার্শ্ব থাকবে। এক্ষেত্রে অস্বাভাবিক কোনো অসুস্থতা দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদীপর্ক, নদীর তীর ভূমি ও কোরশোর উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত জরিপ অধিদপ্তরে নিশ্চিত করবেন। এই পিত্রাজ জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ (৪) ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর জায়গার রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও ঘড় ও ঘাথ হালনাগাদ করন এবং CS মোতাবেক সীমানা স্থায়ীভাবে রক্ষা করতে সক্ষম হবেন। উক্ত আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান এবং যথামাত্র হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনে প্রদত্ত ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এর অর্দেশ/নির্দেশনা প্রয়োগের মাধ্যমে CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবজিভিক ন্যায়ানুগ পুনর্সংগঠন করে নদীর সীমানা, ঘড় ও ঘাথ সরেক্ষে নিশ্চিতি আবশ্যিক হয়ে পড়েছে।</p>	<p>১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, বগুড়া</p>
<p>৪।</p>	<p>বগুড়া জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনায় উঠে আসে যে বগুড়া জেলার প্রধান প্রধান নদী করতোয়া, বাঙ্গালী বর্তমানে বিশদাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ করে করতোয়া ও বাঙ্গালী নদী কোথায়ও কোথায়ও ভরাট হয়ে শ্রোতহীন হয়ে পড়েছে। জরুরি ভিত্তিতে বননের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বগুড়া।</p>
<p>৫।</p>	<p>করতোয়া নদীর উজানে এবং শহরের মধ্যে ফেলা-আবর্জনার স্তরে যাচ্ছে। শহরের আবর্জনা, পৌর আবর্জনা, ক্লিনিক্যাল এবং ডিপোজিটসহ এর আবর্জনা নদী পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। নদীতে ফেলা আবর্জনা ডাম্পিংকারীদের</p>	<p>১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, বগুড়া</p>

	বিকল্পে ফৌজদারী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এলব প্রকিষ্ঠানের বিকল্পে ফেলসারজ জরিমানা ফরলেই চলাবে না। আইনের উপযুক্ত ও সুতসই প্রয়োণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-প্রধানসহ দাতীদের বিকল্পে দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের কোনোরূপ অবহেলা কিংবা শিথিলতা নদী ও নদী সঙ্গম, পরিবেশ-প্রতিবেশ ব্রহ্মায় বিক্রম প্রভাব ফেলতে পারে।	৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বগুড়া
৬।	করতোয়া নদীর দু-পাশের অসংখ্য অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। ক্রমাগতই নদী দক্ষণ বেড়ে চলেছে। অবিলম্বে নদী দক্ষণের প্রবণতা ও বৃষ্টি বহু করতে হবে। তার জন্য সিএস মোতাবেক সরেজমিন বিয়ারা জরিপ করে নদী উদ্ধারের কার্যক্রম অবিলম্বে নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া, ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বগুড়া
৭।	করতোয়া ও বাঙ্গালী নতুনভাবে আইকোর্টের আদেশ বা নিষেধাকার সূত্রে সংশ্লিষ্ট মালিক বা ব্যক্তি নদীতে নির্মাণ কাজ অব্যাহত রেখেছে। অকিলবে রক্ষণীয় সম্পদ ও সম্পত্তি রক্ষার্থে এ সকল নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে আইনি লড়াই জেলা প্রশাসক/পরিবেশ অধিদপ্তর/পানি উন্নয়ন বোর্ড-কে জোরদার করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া, ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বগুড়া
৮।	করতোয়া শাহজাহানপুর, শেরপুর, বগুড়া সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলার মধ্যে দিয়ে করতোয়া প্রবাহিত। সর্বত্রই নদী দক্ষণও সংকুচিত হয়েছে। CS পর্টার ডিভিডে নদীতে স্থাপিত সবকটি স্থাপনা উচ্ছেদের অভিযান জরুরি ডিভিডে নিশ্চিত করতে হবে। সীমানা পিনার স্থাপনসহ দু'পাড়ে বুক রোপণ/Pathway নির্মাণ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া, ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বগুড়া
৯।	পরিদর্শনকালে দেখা গেছে, করতোয়া নদী পরিধিন, শক্ত আবর্জনা, ক্লিনিক্যাল ও গ্রাসিক আবর্জনায় ভরাছে। নদীতে কোনো বঙ্গাব্যক্তির আবর্জনা ক্লিনিক্যাল আবর্জনা ও শিল্প কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য ফেলতে বাবে না। প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং আইনের কঠোর প্রয়োণের মাধ্যমে এ অনাচার/বঙ্গাব্যক্তি বন্ধ করতে হবে।	১। মেয়র, বগুড়া পৌরসভা, ২। শিক্ষা সার্জন, বগুড়া
১০।	অনুমোদনবিহীন বাসু চর হতে বাসু উত্তোলন করা বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থি। কোনো প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাসু উত্তোলন করা বাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যিক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালি হোক না কেন, কোনো প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বাসু উত্তোলন করা বাবে না। প্রয়োজনে সক্ষমকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিকল্পে বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, মাদিকগঞ্জ ২। পুলিশ সুপার, মাদিকগঞ্জ ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (স্থানি)।
১১।	[ক] কোনোরূপেই কোনো ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-কিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিষ্কাশ/ফেলা হতে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অকিলবে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-কিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিষ্কাশ/নিষ্কাশন কার্যক্রমের বন্ধ করবে। তারা উপযুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/স্থানীয় নাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [খ] আইন শঙ্কনকারী, নদী ও পরিবেশ সুরক্ষারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিবিড়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিবর্তে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, বগুড়া ৩। পুলিশ সুপার, বগুড়া ৪। উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, বগুড়া ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকলা], বগুড়া

১২।	কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবেন। করতোয়া নদী উদ্ধারের বিষয়ে সময়বদ্ধ [Timebound Action Plan] সার্বিক ও সর্বাঙ্গিক কর্মসূচি গ্রহণের জন্য সকল স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করতে হবে। কর্মশালার নদী-টি পুনরুদ্ধারের জন্য কি কি করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ২। নিবাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বগুড়া
১৩।	করতোয়া নদীর উপর দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী হবে সংশ্লিষ্ট সঞ্চালন বা সংস্থা। প্রকল্পটি সম্বন্ধে করতোয়া নদী রক্ষা কমিটি। প্রকল্প প্রকল্পটি উদ্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্টের পূর্বেই জেলা নদী রক্ষা কমিটির সম্মতি/ অনুমোদন নিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ২। নিবাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বগুড়া
১৪।	বগুড়া শহরের করতোয়া নদীর উপর ভাটকান্দি ব্রিজের দক্ষিণ পার্শ্বের, উত্তর পাশের নদীর উত্তর তীরে জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়ের পাশের নদীর মধ্যে অবৈধ বাড়ির নির্মাণ করা হয়েছে। তাৎক্ষণিক চূড়ান্তকরণপূর্বক সময়বদ্ধ পরিকল্পনা করে অনতিদিলে উক্ত স্থাপনা উচ্ছেদ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে জানাতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ২। নিবাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বগুড়া ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সিকল], বগুড়া
১৫।	বগুড়া শহরে এসপি ব্রিজের পাশের মহিলা কলেজ, পৌরসভার শাখা অফিস, স্থাপন ও দু'পাশের ময়লা-আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। নদীর মধ্যে মহিলা কলেজের বর্ষিতাংশ হিসেবে চিনের ঘর করা হয়েছে। অফিসের কলেজের এ বর্ষিতাংশ টিনের ঘর উচ্ছেদ ও নদীর জমি উদ্ধার করে সীমানা পিলার/পাথর দিয়ে স্থাপন করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বগুড়া সদর ৩। জেলা শিক্ষা অফিসার, বগুড়া।
১৬।	চান্দারী ব্রিজের উত্তর পার্শ্বের নদীতে অবৈধ ঘর, লোকাল, ডাঙাবেটিন হাসপাতাল, মন্দির ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। সর্বোচ্চ ১ মাসের মধ্যে নদীর মধ্যে স্থাপিত স্থাপনা অপসারণ করে এ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রেরণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বগুড়া ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর।
১৭।	চান্দারী ব্রিজের পার্শ্বের নদীর প্রান্তে অর্ধেক করে অপেক্ষাকৃত ছোট রেলগুয়ে ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে, যা বহমান করতোয়া নদীর নাব্যতা ক্রমে হ্রাস ঘটবে। নদী রক্ষার স্বার্থে রেলগুয়ে ব্রিজটি নদীর পূর্ব-প্রস্থাব্যাপী সম্প্রসারিত করে তৈরি করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, রেলগুয়ে, রেল ভবন, ঢাকা। ২। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বগুড়া
১৮।	ব্রিজের পার্শ্বের ক্ষেত্রে আলী মাজার রোড-পার্বুই নদীর গর্ভে মসজিদ স্থাপনা করা হয়েছে এবং নদীর জমি দখল প্রক্রিয়া দৃশ্যমান ও চলমান। নদীর উপর স্থাপিত মসজিদ অন্যত্র সরিয়ে [Relocate] করার কার্যক্রম পনক্ষেপ মসজিদ কমিটির সঙ্গে আলোচনাপূর্বক গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ও সভাপতি জেলা নদী রক্ষা কমিটি ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ও সভাপতি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি ৩। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বগুড়া।
১৯।	দু'পাশের উপেক্ষিত অবৈধভাবে বাড়ি ও ভবন, দোকান নির্মাণ করা হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশনার সূত্রে দীর্ঘদিন ধাবিত উচ্ছেদ বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানা যায়, যা বহমান করতোয়া নদীর নাব্যতা ক্রমে হ্রাস ঘটবে। এদিকে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে অবৈধ দখল ও দূষণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। জরুরিতাবে যামলা নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্টে আহ্বানপূর্ণ কার্যক্রম পনক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ২। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
২০।	করতোয়া নদীর মধ্যে বারবাকপুর বৌজার :MSS এনজিও ভবন তৈরি করেছে। নদীর উপর তীরে নদীর মধ্যে আলহাজ্ব ড. মুকতী মুহাম্মদ আশরাফ	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ২। পুলিশ সুপার, বগুড়া

	<p>সাইনবোর্ড দিয়েছে। সরঞ্জামাদি পরিদর্শনে দুই ঘর বে নদীর কাষপাশ অবৈধভাবে রাখলে নিয়ে উক্ত ভবন/স্থাপনা তৈরির অব্যাহত অপচেষ্টা :MSS করেই চলছে বলে অভিযোগ রয়েছে/আলোচনার উঠে এসেছে। নদীর ঘাট হতে সকল নির্মাণ বন্ধ করে স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। সিএস পর্টা ও প্রাসঙ্গিক অধিন, বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯ (৪) অনুসরণ ও প্রয়োগপূর্বক এক মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সক্রিয় রূয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালতে পক্ষতুল্য হয়ে আইনি লড়াই খরচক ও সফলভাবে করতে হবে। অবৈধ দখল থেকে নদীকে রক্ষা করতে CrPC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্রের জমি অবৈধ দখলের দায়ে TMSS সহ অন্য সকল অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ধারায় ফৌজদারী মামলাও রুহু করতে হবে।</p>	<p>৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর।</p>
২১।	<p>নগরপাড়া মৌজায় মম-ইন (হোসেনে আরা পার্ক) এর মহলা-আবর্জনা করতোয়াতে ডাম্পিং করা হচ্ছে এক অবৈধভাবে নদী হতে বাসু তোলার হচ্ছে। এতে নদীর ভূগর্ভ তেজে তীর বাসে যাচ্ছে। অকিাঘে নদীতে মহলা-আবর্জনা ডাম্পিং বন্ধ করতে হবে এক বাসু উত্তোলনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নদী, পানি ও পরিবেশ-প্রতিবেশ দুঘণের দায়ে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।</p>	<p>১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ৩। পুলিশ সুপার, বগুড়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর।</p>
২২।	<p>সরঞ্জামাদি পরিদর্শনে দেখা যায় বে ঘম-ইন একস্ট্রুটেশন বিনোদন, শেখের জেলা তহশীল অধীন করতোয়া নদীতে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম আইল্যান্ড তৈরি করেছে TMSS। নদীর গর্ভস্থলে এ ধরনের কৃত্রিম আইল্যান্ড তৈরি করে করতোয়া নদীকে বিখণ্ডিত করে দু'পাশে নদীর ধাঝককে জিমিত ও গতিপথ পরিবর্তন করে করতোয়ার সর্বনাশ করেছে যা সম্পূর্ণ বে-আইনী। জরুরি ভিত্তিতে তা উচ্ছেদ করতে হবে। TMSS-এর মোট কত জমি রয়েছে তা অকিাঘে কমিশনকে জানাতে হবে এক TMSS কর্তৃক এহেল রাষ্ট্রের/নদীর অবৈধ দখলে অধিত থাকার ফলে জাতীয় স্বার্থ পরিলহি কাজের জন্য ফৌজদারী মামলা রুহু করতে হবে [CrPC এর ১৩৩ ধারার আওতায়। অবৈধভাবে নদীর জমি দখল ও স্থায়ী সম্পত্তির ক্ষতিসাধন থেকে বিরত না হলে মহাপরিচালক সমাজসেবা TMSS এর Registration বাতিল করার কার্যকর ব্যবস্থা অকিাঘে গ্রহণ করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটি অকিাঘে এসব ব্যবস্থা আলোচনা ও সরঞ্জামাদি পর্যবেক্ষণ/পরিবীক্ষণপূর্বক কার্যকর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে।</p>	<p>১। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর। ৪। সহকারী কমিশনার (ভূমি) বগুড়া সদর</p>
২৩।	<p>জেলা পলসযোগ অফিস, খ্রিট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলার নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিকূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃকুল, ক্ষমতাসিধি, সামাজিক নেতৃকুল, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বাসব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা ক্ষেত পায়ে।</p>	<p>১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/পনসংযোগ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ও সভাপতি জেলা নদী রক্ষা কমিটি ৩। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিসমূহ বগুড়া ৪। সক্রিয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি ৫। সক্রিয় সহকারী কমিশনার (ভূমি)।</p>

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
গ্রেয়ারম্যান

তারিখ: ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫(২)-৫৩৪

সদস্য অবগতি ও গ্রন্থোচ্চনীত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [গ্রেয়ার্ডার তিথিতে নয়]:

- ০১। মহাপরিচালক সচিব, মহাপরিচালক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। [সরপ্রিট অধীন দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের যথাযথরূপে ধারণা নিশ্চিত করণার্থে কর্তৃক পলাদেশ গ্রহণের ফরাসেপ প্রকাশের অনুরোধসহ।]
- ০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৩। সচিব, সৌ-পরিবেশ মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
- ০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
- ০৬। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ই-৮/ডি-১, আগারগাঁও, পেরেবাংলা দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।
- ০৭। মানসীয়া মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, সৌপরিবেশ মন্ত্রণালয় [মানসীয়া মন্ত্রী মহোদয়ের সদস্য অবগতির জন্য]।
- ০৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গণেশনা জবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
- ১০। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা নদী রক্ষা কমিটি, বগুড়া।
- ১৪। পুলিশ সুপার, বগুড়া।
- ১৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/এলজিবিডি/রোডস আওতা অধিদপ্তর, বগুড়া।
- ১৬। গ্রেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সপ্ত্রিট (সকল) বগুড়া।
- ১৮। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সপ্ত্রিট (সকল) বগুড়া।
- ১৯। সার্বজনিক সদস্য মহোদয়ের বাসিন্দা সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ২০। দপ্তর কপি [সংরক্ষণার্থে]।

ড. অশোক ফুয়ার বিশ্বাল
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার 'অটীজম ফুল' নদ-নদীর দখল, দূষণ, ভরাট সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করার নিমিত্ত নদী, পানি ও পরিবেশ বিষয়ক সেমিনার।

তারিখ: ০৫ আগস্ট/২০১৮। স্থান: কুষ্টিয়া জেলায় দৌলতপুর উপজেলার অটীজম ফুল

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার পত ০৫/০৮/২০১৮ তারিখ কুষ্টিয়া জেলায় দৌলতপুর প্রতিবেদী ও অটীজম বিদ্যালয়ে 'নদ-নদীর দখল, দূষণ, ভরাট সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করার নিমিত্ত নদী, পানি ও পরিবেশ বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এসময় কমিশনের সম্মানিত সার্বক্ষমিক সদস্য জনাব মো: আলআউদ্দিন, চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জনাব সাহিত্তজামান, দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার [ভূমি] এবং অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্র/ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

দৌলতপুর প্রতিবেদী ও অটীজম বিদ্যালয়ের সভাপতি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেমিনারের শুরুতে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, নদ-নদীর দখল, দূষণ, ভরাট সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করার নিমিত্ত নদী, পানি ও পরিবেশ বিষয়ক এই সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। নদ-নদীর দখল, দূষণ কিতাবে প্রতিরোধ করা যাবে এবং জনগণকে সচেতন করার প্রয়াস চলছে। বিভিন্ন প্রকার বাধ দেওয়ার ফলে নদীর নাব্যত্বে পড়েছে বলে তিনি অস্বীকার্যত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে, প্রতাপশাপীরাই নদী দখল করে এবং কলকারখানার বর্জ্য নদীতে নিক্ষেপ করার নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে।

অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন যে, একটি জাতির জন্য নদী অপরিহার্য এবং বড় বড় সমস্যা নদীকে কেন্দ্র করে পড়ে উঠেছে। তিনি কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন:

- * দেশের সকল প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকরণ
- * বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় করা
- * আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নদীর পানি বন্টনের চুক্তি করা
- * নদী রক্ষায় গ্রাম পরিষদ গঠন
- * নদীকে দেশের জাতীয় সম্পদ হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া
- * নদী দখল, দূষণ মুক্ত রাখা এবং
- * জনগণকে সচেতন করা

সাংবাদিক জনাব সাইফুল ইসলাম নদীর অবৈধ দখল মুক্ত করার আহ্বান জানান। তিনি নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে স্থানীয় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বৈশ্বাধী টেশিভিশনের প্রতিনিধি হানি আহমেদ বলেন, বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, নদীর কারণেই দেশে ফসল ফলে। মাথাভাঙ্গা নদী একসময়ে ঝরশ্রোতা থাকলে বর্তমানে নদীটি যুতশ্রায়। হিসনা নদীটি ব্যাপক অবৈধ দখলের শিকার। নদীর দূষিত পানির কারণে চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। নদীর জমি লিকা দেওয়া এবং অপরিষ্কৃত বর্জ্য না দেওয়ার আহ্বান জানান। বিদ্যালয়ের কারিগরি শিক্ষক মো: সুনম উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, নদীকে কেন্দ্র করে মানব সমস্যা পড়ে উঠেছে। তাই এই নদীকে রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। নদীকে রক্ষা করতে হলে জনগণকে সচেতন হতে এবং সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

অত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রী ইডানা ফেরদৌস- শত ব্যক্ততার মাঝে প্রধান অতিথি অত্র সেমিনারে আসার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি নদীকে মূরের সাথে তুলনা করেছেন এবং নদী রক্ষায় একাবলভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

দৃষ্টি প্রতিবেদী সিলিয়া বিশ্বাস বলেন যে, দৃষ্টি প্রতিবেদীরা চোখে কিছু না দেখলেও মনে যন্ত্র থাকে। আমাদের ইচ্ছে নদীতে নৌকা করে ঘুরে বেড়ানো। অতএব আমরা নদীর নিকট দূর চাইতাম বর্তমানে আমরা নদীর জন্য দূর চাই। অর্থাৎ নদীকে তিনি রক্ষা করার আহ্বান জানান।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বলেন যে, নদীর উপর জেলসেতের ক্ষয়নির্ভরশীল। তাই আমাদের নদী রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী। নদীর প্রতি গভীর ভালবাসা থাকা প্রয়োজন। য' য' অবস্থান থেকে আমাদের নদী রক্ষায় সচেতন হতে হবে।

বীর প্রতীক এঞ্জেলুল দক বান নদীর পানির ন্যায্য হিসাব সত্ত্বে থেকে আলায় করার দাবি জানান। তিনি নদী বাঁচানোর জন্য সহায়ন করার আহ্বান জানান। যেমন সন্ধ্যায় করা হরেজিলা দেশকে স্বাধীন করার জন্য।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন যে, নদীর সাথে আমাদের জীবনযাত্রা হাজার বছর ধরে। নদীকে রক্ষা বর্তমানে জাতীয় দাবি। হাজার বছরের সৃষ্টি কালচার, সাহিত্যচর্চা সকল কিছুই নদীকে কেন্দ্র করে। নদীর উপস্রুতগুলো ভারত, নেপাল এবং চীন থেকে উৎপত্তি। বাঁধ নির্মাণসহ পানি প্রস্থান করার কারণে আমাদের নদীগুলো কঠিন হচ্ছে। এছাড়া নদী দখল, ভরাট, দুর্ঘটনার কারণে নদীগুলো আজ মুক্তপ্রায়। বর্তমান সরকার নৃত্যভাবে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ে নদী রক্ষায় কাজ করে চলেছে। ভূগমূল পর্যায়ে নদীর সমস্যা চিহ্নিত করতে গল্পে নদীর সমস্যা দূর করা সম্ভব। হিন্দা নদীতে বাঁধ দিতে মাছ চাষ করার নদীটি ঝায় মৃত। নদীতে মাছ চাষ ও নদীকে রক্ষা করতে হবে। এ ব্যাপারে তিনি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সার্বজনিক সদস্য ছাত্রের ছানক বসবস্তু পেখ মুক্তিবুর রহমানের প্রতি প্রস্তা জানিয়ে বলেন যে, নদী রক্ষা করা আমাদের মূল কাজ। নদী/পানির জন্য অল্প ফুলের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদের দরদ সেবে তিনি বুঝে আশাশ্রিত। আজকের এই সেমিনার/অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই নদী কমিশনকে আরও উৎসাহিত করবে। নদীতে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ বিষয়টি জরুরী সহকারে দেখা হচ্ছে। যে কোনো মূল্যে অবৈধ দখলদারদের প্রতিবন্ধ করা হবে। পরিশেষে তিনি সৈরী সহকারে প্রতিবন্ধী বাঁচানোর লক্ষ্যে পালন করার মনোনিবেশে ধন্যবাদ জানান।

চেয়ারম্যান মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েরা নাচ, গান ও বক্তৃতির মাধ্যমে যেভাবে নদী সংরক্ষণ বিষয়ে মনের ভাব প্রকাশ করেছে সেটি এই অনুষ্ঠানের বড় সার্থকতা।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান অলোচনাকালে সেমিনারের প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করত জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সতর্কতা অবহিত করেন। নদী কমিশনের সুশাসিত জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন যে ইংরেজরা সার্বভার্ষিক প্রায় ১৯০ বছর শাসন করেছে। তখন প্রায় ৫০ কোটি লোক ছিল। এই ৫০ কোটি লোক মিলে এদেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করতে প্রায় ১৯০ বছর লেগেছে। ধন্যবাদ জানান ছাত্রের পিতা পেখ মুক্তিবুর রহমানকে। তাঁর সং, বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্বে মুক্তিবুরের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল মাত্র ২৪ বছরে। আমরা সবাই এ দেশের স্বাধীন নাগরিক। আমরা যখন দুর্নীতির কথা গনি তখন আমরা লক্ষ্যে অবনত হয়ে যাই। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার শিখতে হবে। সততা নির্ভর মাধ্যমে তিনি কাজ করার আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সেই প্রকল্পগুলো পুনরায় বাঁচাই-বাহাই করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলাজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নদী সংরক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নদী কমিশনের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। Natural Reservoir তৈরির জন্য খাল, হাটের খনন করতে হবে। তিনি নদীর নাব্যতা নষ্ট করে কোনো ব্রিজ, কালভার্ট না করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, জনগণ এখন অনেক সচেতন। তিনি জেলা প্রশাসককে নদীর অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে দ্রুত উচ্ছেদ কার্য চালানোর আহ্বান জানান।

চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক (বর্তমান ও আগামী) জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কলেজের বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক ও রাষ্ট্রীয় রক্ষক। তিনিই (কলেজের বাহাদুর) নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটিং বা জড়িত সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা কারো নত বা কাউকে দেয়া যায় না তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দলিল করলেও তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [B] ধারার ক্ষমতাবলে যথারন্থে কলেজের বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি অফিস বোর্ড কর্তৃক অসম্মততার প্রমাণে তিরিক [evidence on incorrectness] বাতিল করার সুশীল আইন বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার গতির দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কলেজের বাহাদুরের। বেশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা সিদ্ধি করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদেরকে সন্ত্রাসিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকার বিআইডব্লিউটিএ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম

নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গায় দাখিলা বিসেচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়/আদর্শ গ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্তরে প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যরূপ শাসন জরিপে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Basement বিষয় কোনো প্রকার আবেদন বা গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকায় বাস্তবায়নযোগ্য 'নর' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করেন।

নদীর সিকিটি ও পরিস্থিতি কল্পে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের প্রচলিত আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, যত্ন সংরক্ষণ দক্ষিণ/পূর্বসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দাখিল কালেক্টর/জেলা প্রশাসক/কমিশনার উপর অর্পিত। নদীর জায়গা শিফট ম্যাপে যেখানে ছিল আবেদন ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি জ্ঞিতমত প্রকাশ করেন। সিএন ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও কোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আবেদন ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ালয় সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

CS পাঠ অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রেকর্ডের পক্ষে [জেলা কালেক্টর] পক্ষের বিপরীতে ১ নং খতিয়ানভুক্ত আছে এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইপূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মাহামান হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ স্থান, ২০০৯ ঘোষিত রায়ে নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার মার্মেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিক পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদায়তাকে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৯ [কাল হ ১৪৭-১৫১] ধারাকে বে ক্ষমতা দেয়া আছে তার বর্ধিত প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর রক্ষণ করার পক্ষে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আদায় বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake পক্ষে সহজেই সংশোধনী/স্ক্রাক করে নেয়া যায়, যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা ক্রম পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্তর বিবেচনা না করে অস্বীকৃতিভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ ছয়টির সঙ্কটময় হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনার বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার ন্যূনতা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও সুইচ গেট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী স্তরগ্রাস হয়ে পড়েছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে স্তরগ্রাস বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছে। স্থানীয় তেরখানার ভূতিরার বিলের জলাবদ্ধতার কারণ ও একইরূপ বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-খনাছোলা সেতু প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রস্থের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনাধীন। ভবিষ্যতে বিভিন্ন সন্ন্যাসদ/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের মর্মে প্রয়োগ ও জব্দসহজসহকারে বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মানসীর প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের zero tolerance নীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ স্থান

স্বাধীনতার পরের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিন্ধে ম্যান অনুদায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা [CEGIS, IWM] এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে। Transboundary Interlink/ Uperlink বর্ষিত ভৌগোলিক বিভাজনের কারণেই পানির কামা প্রবাহ পাওয়া যাবে না-এটা খুবই আমাদের নদী ধরনের পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা বন্যার সময় যে পানি পাই তা Bay of Bengal-এ নেমে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে এক বৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদেরকে Delta plan এর মধ্যে নদীর/পানির সমস্যাটির অনেক সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো একক প্রকল্প করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পর্যাপ্ত আলোচনা ও অনুমোদন নিতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। Basin/Catchment বিবেচনায় নদী সংক্রান্ত সুখম ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে। চোখেরমান মহোদয় বলেন যে সকল অবৈধ দখলপত্র উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ের উদ্যোগ করবে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনভিবিদ্যে জেলা প্রশাসকে উদ্যোগ শুরু করার আহ্বান জানান। নদীর জায়গা জবরদখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি সূচনাবে বিখ্যাস করেন যে ওখু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই বর্ষের দর। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অর্থাৎ কোনো সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

হিসনাসহ অন্যান্য নদীর রক্ষা করা স্থাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নৈতিক দায়িত্ব। অত্র এলাকায় তামাক চাষের ব্যাপকতার তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তামাক চাষের কারণে এই উপজেলার অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অটোমোবাইল শীকার হচ্ছে। তামাক চাষ অত্র এলাকার পরিবেশ ও জলবায়ুকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তিনি আমাদের বিরুদ্ধ শস্ত চাষ করার আক্যান জানান এবং প্রতিবন্ধী শিল্পের কল্যাণে আরও অধিক বিবেচিত হয়ে কাজ করার জন্য সমাজ সেবা অফিসারসহ স্থানীয় প্রশাসন এবং বিত্তবানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সরকার/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অধিকাংশ 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অধিকাংশ দেশে আনতে হবে। কেনোক্রমেই কোনো ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-কিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিষ্ক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউপিয়ার পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়সূর্বক এ বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষমতা সূচী করতে এবং মর্দী, খাল-কিল বর্জ্য নিঃসরণ/ নিষ্ক্ষেপ/ নিষ্কাশন কার্যক্রমে বদল করবে। তারা উপস্থিতরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় শাপলই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান [সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] যাতে আবর্জনা উপস্থিতরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/স্থানীয় মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি স্থানান্তরসূর্বক কার্যক্রম প্রশিক্ষণ নিয়ে পর্যাপ্তভাবে সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্য করে তুলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে স্বাক্ষর গাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যক্রম ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে নৈতিক প্রদর্শন কিংবা নিষ্কিন্দার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মামলা করবেন। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সত্যতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোমো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে তদনবার্ষিক আইন প্রয়োগে সচ্ছতা, সফলতা ও জবাবদিহিতা করছি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন ময়লা-আবর্জনা কিভাবে ক্ষেত্রীয় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারনার আহ্বান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে দড়ে তেজার কার্যক্রম উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

পরিবেশে সফলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি সেদিনার সমাপ্ত করেন।

সেমিনারে বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	সৌলতপুর হিসনা নদী পুরোপুরি বেদখল আছে। স্থানীয় অবৈধ দখলদার নদীতে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করছে। মর্দীটি অবৈধ দখল হতে মুক্ত করতে	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

	<p>হবে। নদীর মধ্য হতে সকল নির্মাণ বন্ধ করে স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। সিএস পর্চ ও প্রাথমিক আইন বিধি-বিধান (SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪০ ও ১৪৯ [৪] অনুসরণ ও প্রয়োগ পূর্বক) এবং মহাযান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট সিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালতে পক্ষতুলক হয়ে আইনি লড়াই স্বার্থক ও সফলভাবে করতে হবে। অবৈধ দখল থেকে নদীকে রক্ষা করতে প্রয়োজনে CrPC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।</p>	<p>২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া। ৫। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া</p>
২।	<p>নদী সিক্তি বা পয়জির কারণে বখারুমে জমির ভাঙন কিংবা লজা হলে ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাপিত আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ RoR প্রস্তুত করবেন/করবেন এবং সংশ্লিষ্ট কম্পোজিট বাছানুর তা সরেক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারতুলক [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-সনুনে প্রদত্ত ক্ষমতা ক্রমে সরেক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র সার্বিক এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any time] কার্যকর প্রয়োগ করে কালেক্টর বাছানুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্চায় নদীর মালিকানা ও বড়/বার্ষ সংক্রান্ত বিচ্যুতি/ভুল-ত্রুটি সরেক্ষমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।</p>	<p>১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া</p>
৩।	<p>নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জলগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রান্সিট হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহাযান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট সিটিশনের ২৪ ও ২৫ ছন্দ ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনোরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।</p>	<p>১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া</p>
৪।	<p>জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারার নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর রক্ষা করার পবিত্র সার্বিক অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাছানুর অবিলম্বে পূর্বাপর মালিকানার রেকর্ড/বড়-বার্ষ সংশ্লিষ্ট দলিলানি/পর্চ/সিএস ও আক্কেস, ভুল বিবেচনাপূর্বক সরেক্ষমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/আপিল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ঋতিয়ান সহজেই সংশোধন/তচ্ছ করে সেবার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি স্বেচাচার</p>	<p>১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ৪। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৫। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া</p>

	স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অগ্রসর। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের দ্রুতগতি পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	
৫।	ক। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনারূপে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিনার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিঙ্গে ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালকিল্প ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সমঝাবহ্ব কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উল্লেখিত অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে কালকিল্প ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সৌজা ম্যাপ/দিরারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যনির্বাহী সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অর্ধেক কোনো অসুস্থাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর ছবি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিরারা জরিপ অধিদপ্তরে নিষ্পন্ন করবেন। এই নিয়মিত জরিপের মাধ্যমে এবং SAIA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কম্পেস্টের বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও কেরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সক্ষম হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর নবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যান্যানুগ সীমানা/নদীর স্বত্ব এবং স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, বুলনা বিভাগ, বুলনা ৪। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৫। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
৬।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর কোরশোরে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর কোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উল্লেখের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল], কুষ্টিয়া
৭।	Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনারূপে/পৃথক সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিদপ্তর আইন অনুযায়ী নদী রক্ষণার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
৮।	নদীর বিভিন্ন জায়গার অপরিষ্কৃত হ্রিক নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয় না-সাঁড়ার এবং ব্রিজের স্বল্প দৈর্ঘ্য হেতু নদীর দু'পাশের ড্রাট হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া এবং নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এপজিইটি, কুষ্টিয়া

		<p>৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে, কুষ্টিয়া</p> <p>৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া</p> <p>৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া</p>
৯।	নদীর তীরে বা নদীর কাষশায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোনো কর্মসূচির আওতায় আকর্ষণ/আনর্শ্রাম/প্রস্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হতে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার ক্ষমপাত্য বিবেচনায় তা খস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	<p>১। জেলা প্রশাসক, নতায়নগঞ্জ</p> <p>২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ</p> <p>৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সোনারগাঁ</p>
১০।	নদীর তীরে স্থাপিত ইটের গুটাসকুল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর যাক্ষা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত নাইসেস অফিসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও লিপগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	<p>১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা</p> <p>২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ</p> <p>৩। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া</p> <p>৪। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া</p> <p>৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া</p> <p>৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া</p> <p>৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া</p>
১১।	অনুমোদনবিহীন বাসু চর হতে বাসু উত্তোলন করা বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের উত্তোলন তরাসিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাসু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যিক হয়। সন্ত্রিস্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোনো প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির অন্য বাসু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে আইন লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	<p>১। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা</p> <p>২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া</p> <p>৩। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া</p> <p>৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া</p> <p>৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া</p>
১২।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় দিয়ে সর্বকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিন্ডিকাল সোসািটির প্রতিনিধি পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যিক।	<p>১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া</p> <p>২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া</p> <p>৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া</p>
১৩।	কাি কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে প্রায় ৮০% জমিতে ডামাকের চাষ হয়। ডামাকের চাষের কারণে এই উপজেলার অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অটিজনের শিকার। ডামাক চাষ অত্র এলাকার পরিবেশ ও জলাশয় কেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ডামাকের বিকল্প শস্য চাষ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। [খ] নদী/পানি/পরিবেশের জন্য অত্র জুলের শিক্ষক, ছাত্র/ছাত্রীদের সে সংবেদনশীলতা রয়েছে। সেই সংবেদনশীলতা রক্ষা ও বৃদ্ধি করার জন্য নদী সংরক্ষণ বিভিন্ন	<p>১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া</p> <p>২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া</p> <p>৩। উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া</p> <p>৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া</p>

	প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। [গ] নদীর জমি উদ্ধারপূর্বক নদীর পাড়ে ছাত্র/ছাত্রী/শিক্ষক/অন্যদের জন্য বিশ্রামের জন্য বিভিন্ন পার্ক/উদ্যান তৈরি করা যেতে পারে।	
১৪।	[ক] কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন, নদী, খাল-কিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিষ্ক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-কিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিষ্ক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যক্রমকে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থানীয় লাঙ্গল, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [খ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির আ নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবেন।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি, [সকল] কুষ্টিয়া

ড. মুজিবুর রহমান স্বাক্ষার
সেহান্দা

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫(৬২)-৭৪৮

তারিখ: ৩০ অক্টোবর, ২০১৮

সমন্বয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (স্বাক্ষরিত) নথি:

- ০১। মহাপরিচালক, মহাপরিচালক বিজ্ঞান, বাংলাদেশ পরিবেশ, চাক (সংশ্লিষ্ট অধীন দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের অধীনস্থিত প্রয়োগ নিশ্চিত করবার্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করা।
- ০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৩। সচিব, পৌ-পরিবেশ মন্ত্রণালয়/স্থানীয় মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ, কন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ পরিচালক, ঢাকা।
- ০৪। কমিশনার, কুষ্টিয়া বিভাগ, কুষ্টিয়া।
- ০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, অপরাজিত, ঢাকা-১০০০।
- ০৬। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পৌ-পরিবেশ মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সনদ অবগতির জন্য]।
- ০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জালালাবাদ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
- ০৮। সেক্রেটারি, বিআইউটিআই, মতিঝিল, ঢাকা।
- ০৯। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১০। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া।
- ১১। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া।
- ১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড এল.জি.ইতি/সড়ক ও জনপথ, কুষ্টিয়া।
- ১৩। সেহান্দা মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], কুষ্টিয়া।
- ১৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি, [সকল], কুষ্টিয়া।
- ১৬। সার্বজনিক সনদ্য মহোদয়ের স্তম্ভিত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৭। অফিস কপি সংরক্ষণার্থে।

ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নদী ও জীবন: সুরক্ষা কৌশল এবং আমাদের অসীকার' শীর্ষক সেমিনার।

তারিখ: ০৪ আগস্ট/২০১৮। | স্থান: অডিটোরিয়াম, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এবং রিভারাইন পিপল-এর যৌথ উদ্যোগে ০৪/০৮/২০১৮ তারিখে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নদী ও জীবন: সুরক্ষা কৌশল এবং আমাদের অসীকার' শীর্ষক ০৪/০৮/২০১৮ তারিখে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, সার্বজনিক সদস্য মো: আশাউদ্দিন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মো: শাহিনুর রহমান, ট্রেজারার ড. মো: সেলিম তোহা, কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র মো: আনোয়ার আলী, বিনাইদহ পৌরসভার মেয়র, জনাব সাইদুল করিম মিন্টু, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মাধ্যমুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রবিউল ইসলাম এবং রিভারাইন পিপল এর সদস্য-সচিব, ড. আলতাফ হোসেন রাসেলসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী, বিভিন্ন সোসাইটির প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রবিউল ইসলাম তাঁর জন্মভূমি বকুতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন যে, নদী রক্ষার আমাদের করণীয় নির্ধারণ করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

রিভারাইন পিপল-এর সদস্য সচিব আলতাফ হোসেন রাসেল নদীর সাথে জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিষয় তুলে ধরেন। তিনি তাঁটির দেশ হিসেবে আমাদের নদীজলোর ক্ষতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। ভারত কর্তৃক একতরফা পানি প্রত্যাহারের কারণে আমাদের দেশের যে ক্ষতি হচ্ছে সে বিষয় তুলে ধরেন। কুমার নদ নিয়ে তিনি একটি স্টাডি করেছেন। তিনি নদী কেন্দ্রিক দখল, দূষণের বিষয়টি Power Point উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরেন [কৃষি সংস্কৃত]। মাথাভাঙ্গা থেকে নবগঙ্গা পর্যন্ত প্রায় ১২৪ কিলোমিটার এই কুমার নদ। উৎস যুগে মাটি ভরাট করে নদীটিকে প্রায় মেরে ফেলা হয়েছে। জিকে প্রকল্পের চ্যানেল তৈরির জন্য নদীটির প্রবাহ নষ্ট হয়ে যায়। গায়তুল্লা নামক স্থানে কুমার নদীর প্রায় ৫ কিলোমিটার বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জ্বালানীপুরে পুলিশ ফাঁড়ি কর্তৃক নদীর একদল গভীরে সীমানা করে নদী দখল করা হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি নদী কমিশনের সৃষ্টি আন্দোলন করেন। গাড়াতুল্লা নামক মোহনা স্থানে মাছের প্রজনন হয়। এটি ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। শৈলকুপার কবিরপুর নামক স্থানে আরেকটি মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। শৈলকুপার পৌরসভা জবনটি নদীর উপর স্থাপিত। তিনি জিকে প্রকল্প এবং কুমার নদ উভয়েই রক্ষার আবেদন জানান। কুমার নদীর উৎস যুগ খোঁজার দাবি জানান। জ্বালানীপুরে পুলিশ ফাঁড়ির অবৈধ দখলের তীব্র কোভ প্রকাশ করেন। তিনি অক্লিষ্টে নদীর অবৈধ দখলমুক্ত করার দাবি জানান। তিনি আরো বলেন যে, অপরিষ্কৃত বর্ষা দিয়ে মাছ চাষে নদী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মাধ্যমুর রহমান প্রথমেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বরণে বলেন যে, নদী, মাটি, মানুষ একে অপরের পরিপূরক। তিনি নদ-নদীর সাথে মানব সভ্যতার নিবিড় সম্পর্কের বিষয় তুলে ধরেন। অপরিষ্কৃত বর্ষার কারণে নদীজলো মারা যাচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। কাছাকাছি বর্ষার কারণে বাংলাদেশের নদীজলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে নদীর প্রবাহ, নাব্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অপরিষ্কৃত ড্রেজিং এর কারণেও নদী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পানির দূর কমে যাওয়া, আর্সেনিক দূষণের বিষয়ও তুলে ধরেন। লক্ষ্যভক্তার পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। পানি বর্ষনে আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণের বিষয়টি তিনি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন যে, নদী ও জলাধার রক্ষার একযোগে কাজ করতে হবে। নদীর জমি ব্যক্তিগত নামে রেকর্ড করার কোনো সুযোগ নেই। সিএস পর্চা অনুসারে নদী রক্ষা করতে হবে। কোনো প্রকার বর্ষা নদীতে নিক্ষেপ করা যাবে না। গলার পানি বর্ষন চুক্তি কার্যকর করতে হবে এবং নদী গবেষণার বরাদ্দ রাখতে হবে।

বিনাইদহে পৌরসভার মেয়র জনাব সাইদুল করিম মিন্টু বলেন যে, সকল বিষয়ে আমাদের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। নদী রক্ষার আমরা সচেতন নই। নবগঙ্গা নদীতে গাইড ওভারল নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, নদীতে বর্ষা নিক্ষেপ/নিসরণ করে নদীকে ভরাট এবং দূষিত করা হচ্ছে। সুলত প্রজাবংশী ব্যক্তিবাই নদী দখল করেন। তিনি নদী রক্ষায় স্থানীয় সরকারকে সজ্ঞাসা করার আহ্বান জানান। নদীতে বর্ষা নিক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। জনসাধারণের মধ্যে নদীর বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি

করার আবশ্যক জ্ঞান। নদীকে ঘেরে সকল জায়গায় সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। নদী রক্ষার বিষয়ে মানসিকতা পরিবর্তনের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র মো: আনোয়ার আলী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারবর্গকে হুম্বা জানিয়ে তিনি বলেন যে, দেশের অধিকাংশ নদীই মুক্তজায়। সরকারের এদের পক্ষে নদী রক্ষা করা সম্ভব নয়। জনগণকে সাথে নিয়ে তিনি নদী রক্ষার আহ্বান জানান। গড়াই নদীর শাখা নদীতে ডিকে প্রকল্প করা হয়েছে। ফলে নদীটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে একে এর প্রবাহ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সূর্যপশ্চিমার খাটতির কারণে এমনটি হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। নদীর জমি লিজ দেওয়া বন্ধ করার আহ্বান জানান। পানির স্তর কমে যাওয়ার তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, এতে কৃষি কাজসহ দেশের ব্যাপক ক্ষতি হবে। নদী রক্ষায় আইন প্রণয়ন এবং জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। অপরিষ্কৃত বর্জ্য তুলে দেওয়ার আহ্বান জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেন্সিয়ার ড. মো: সেলিম তোহা এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার আরোহণ করার জন্য উদ্যোগীদের তিনি ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, আমাদের কৃষি, জলবায়ু ভারসাম্য রক্ষায় নদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নদী রক্ষা করতে না পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রকল্পকে নিরাপদ করা যাবে না। তিনি জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও দেশেই সম্রাট করার কথা বলেন। নদী রক্ষায় চেয়ারম্যান সেক্টর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে চলেছেন। এজন্য তিনি চেয়ারম্যান কে ধন্যবাদ জানান। তিনি কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহের নদী রক্ষায় জনগণকে এগিয়ে আনার আহ্বান জানান।

সার্বক্ষণিক সদস্য জড়ির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতি হুম্বা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি নদী রক্ষার বৌদ্ধভাবে সেমিনার আয়োজনে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, জাতীয় উন্নয়নে নদী অত্যাবশ্যক। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নদী রক্ষায় দায়িত্ব বাহনের উপর তারা সঠিকভাবে নদী রক্ষা করতে পারেনি। ফলে নদী বিলুপ্ত হচ্ছে। রিজার্ভেইন পিপলের কারণে এ এলাকার নদী রক্ষার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে। নদী রক্ষার দায়িত্ব মূলত জেলা প্রশাসনের। সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সরকার নদী রক্ষা করে থাকে। জাতীয় স্তরে নদীগুলোকে অবশ্যই রক্ষা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। তিনি বলেন যে, নদী কমিশনের ব্যস মাত্র চার বছর। তাবিষয়ে এ কমিশন অধিক কার্যকর হবে। তিনি আরো বলেন যে, নদীর জমির প্রোগ্রাম পরিবর্তন করা যায় না। এ বিষয়ে জনগণকে আরও সচেতন হতে হবে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সেমিনারে আলোচনাকালে তিনি সেমিনারের প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন পঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদী কমিশনের সুপারিশে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন এ এলাকার পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এলজিইডি কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের যে সকল সমস্যার কথা এখানে বলা হয়েছে তা কম-বেশি দেশের সামগ্রিক চিত্র। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান যে এ সমস্যাকে হৃদয় দিয়ে বোঝার জন্য। তিনি আরও বলেন যে ইংরেজরা ভারতবর্ষ প্রায় ১৯০ বছর শাসন করেছে। তখন প্রায় ৫০ কোটি লোক ছিল। এই ৫০ কোটি লোক মিলে এসেখ থেকে তাদের বিভাজিত করতে প্রায় ১৯০ বছর লেগেছে। ধন্যবাদ জানান জড়ির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁর সং, বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল মাত্র ২০ বছরে। আমরা সবাই এ সেক্টর ঘাটীন নাগরিক। আমরা যখন দুর্নীতির কথা জনি তখন আমরা লজ্জার অবনত হয়ে বই। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার শিখতে হবে। সততা নির্ভর মাধ্যমে তিনি কাজ করার আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সেই প্রকল্পগুলো পুনরায় বাচাই-বাছাই করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নদী সচেতন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নদী কমিশনের মাধ্যমে সহায় করতে হবে। Natural Reservoir তৈরির জন্য বাল, হাওর রক্ষা করতে হবে। তিনি নদীর ন্যূনতম স্রোত কমে গেলে ব্রিজ, কালজর্ট বা কলার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, জনগণ এখন অনেক সচেতন। তিনি জেলা প্রশাসককে নদীর অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে দ্রুত উচ্ছেদ কর্বা চানার আহ্বান জানান।

চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক (বর্তমান ও আগামীরা) জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি অধিদপ্তর তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক ও রাষ্ট্রীয় রক্ষক। তিনিই (কালেক্টর বা বাহাদুর) নদীর স্বত্ব-স্বার্থ সেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন করা আদার করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা কয়ত্রো নয় বা কাউকে দেয়া যায় না তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দখল করলেও তা উক্ত S.A.T.A, ১৯৫০ এর ১৪০ ধারা ও ১৪৯ [৫] ধারার ক্ষমতাবলে যথাক্রমে কালেক্টর বা বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি অধিদপ্তর কর্তৃক অস্বাভাবিক প্রমাণে ভিত্তিক [evidence on incorrectness] বাতিল করার সুশ্রুটি আইন

বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জারণ Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার পবিত্র দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/সাধারণ কর্তৃক নদীর জারণ ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সশ্রুতি জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলার প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদেরকে সশ্রুতি প্রচেষ্টার প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও কদম এলাকায় বিআইডব্লিউটিএ কে কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জারণ দায়িত্ব বিস্ময়জনক কর্তৃকটির আওতাধীন নির্মিত অশ্রুতি/আদর্শ গ্রাম/গুজরাং প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যরূপে বাস ক্ষমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিষয় কোনো প্রকার আশ্রয় বা গুজরাং প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকায় বাস্তবায়নযোগ্য 'নয়' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করবেন।

নদীর সিকিটি ও পরিকল্পিত করণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের প্রকৃতি আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকপদের উপর অর্পিত। নদীর জারণ সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম স্বার্থ আইনপত্র কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা নদীর তীরভূমি ও বেসরকারী নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনার সেবা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

সিএস পর্চা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে 'জেলা কালেক্টর' পদের বিপরীতে ১ নং বর্তমানভুক্ত আছে এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইপূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মাহামান হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ স্থল, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিসং পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদায়ককে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৯ [কালহ ১৪৭-১৫১] ধারাকে বে ক্ষমতা সেবা আছে তার স্বার্থ প্ররোপের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ফুলক্রমে তির মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি অফিস বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/শূন্য করে নেয়া যায়, যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা ত্রাস পাবে ও প্রত্নত সন্ধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন সঞ্চয়/সংস্থা [এসজিওটি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জারণ ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ ক্ষয়িত লক্ষণীয় হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান স্বেচ্ছায় অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ পরীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনার বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আবেশনের এলাকার ন্যায়তা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন স্বার্থ, কালভার্ট ও সুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী বিলুপ্ত পথে ছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মুক্তহাট বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। ফুলতার ডেরখানার ভুক্তিয়ার কিলের কলাবদ্ধতার কারণে এ কইলাপ কলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনগোনা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রস্থের চেয়ে অপেক্ষাকৃত রঙুট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনাপূর্ণ। সবিধ্যতে বিভিন্ন সঞ্চয়/সঞ্চয়/সংস্থা কর্তৃক নদী সশ্রুতি বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সশ্রুতি যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী

রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেল্লারমান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের বর্ধিত প্রয়োগ ও জনচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের zero tolerance শীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ খন্ড আন্ডাররায়ের সার্বিক নির্দেশের পরিস্থিতিতে সিলেট জালা অসুব্যবহারী মদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তিনি নদীকে পূর্ণসরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CBGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উন্নয়নরূপে আঁকরণ করা সম্ভব হবে। Transboundary Interlink/ Uperlink বর্ষিত জৌগোদিক বিজ্ঞানের ব্যবহারেই পানির কাছাকাছি প্রবাহ পাওয়া যাবে না-এটা খুবই আশ্চর্যের নদী ধর্মের পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা বলার সময় যে পানি পাই তা Bay of Bengal-এ নেমে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে এবং বৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদেরকে Delta plan এর মধ্যে নদীর/পানির সঞ্চয়্যার অনেক সমাধানের ইন্ডিক্স রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পর্যাপ্ত আলোচনা ও অনুমোদন নিতে হবে। বিধিগতভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। Basin/Catchment; বিবেচনার নদী সংক্রান্ত সুবম ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে। চেল্লারমান মহোদয় বলেন যে নদী হতে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মঠ পর্যায়ে উদ্ধার কার্বে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসককে উদ্ধার কাজ শুরু করার আহ্বান জানান। নদীর জায়গা ছবরদখল হওয়া কাম নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে তথ্য উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই হয়েছে নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অধীরনে কোনো সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সরকার/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন সন্ত্রাণের উদ্যোগে অবিলম্বে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অকিঞ্চম দেশে আনতে হবে। কোনোভাবেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-কিন কিংবা জলাশয়ে নিসারণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সহায়তাপূর্বক এ বিষয়ে অকিঞ্চম জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-কিনে বর্জ্য নিসারণ/নিক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগশই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান [সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] বাতে আবর্জনা উপর্যুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ সন্ত্রাণালয়/ভূমি সন্ত্রাণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি স্থানান্তরপূর্বক কার্যকর প্রশিক্ষণ সিনে পর্যাপ্তভাবে সক্ষমতা, দক্ষতা ও ষোগ্য করে ফুলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ পাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈক্ষিত প্রশর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে অধিনেয় প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মামলা করবেন। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সত্যতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে বাধ্যতা, সতসাহস ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন মফলা-স্বাবর্জনা কিভাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারণার আহ্বান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়। ব্রিডারাইন সিপলসহ সংশ্লিষ্ট ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের তিনি ধন্যবাদ জানান।

উপ-উপাচার্য জাতির পিতাকে স্মরণ করে বলেন যে, পল্টাই নদীসহ নদীর চর যারা দখল করেছে তাদেরকে অকিঞ্চম উচ্ছেদ করতে হবে। ঐক্যবদ্ধভাবে তিনি নদী রক্ষায় সকলকে অবদান রাখার আহ্বান জানান।

পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি সেমিনার সমাপ্ত করেন।

সেমিনারে বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সুশারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুশারিশ	বাহ্যবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	[ক] মাধাকান্ধা থেকে নবগঙ্গা পর্যন্ত প্রায় ১২৪ কিমি দীর্ঘ এই কুমার নদ। উৎস মুখে মাটি ভরাট করে নদীটিকে প্রায় মেয়ে ক্লেমা হয়েছে। জিকে প্রকল্পের চ্যানেল দ্বারা নদীটির প্রবাহ নষ্ট হয়ে যায়। পায়কুলা নামক স্থানে কুমার নদীর প্রায় ৫ কিমি নদী লম্বল হয়েছে। ভবানীপুরে পুলিশ ফাঁড়ি কর্তৃক নদীর একদম গভীরে সীমানা করে নদী লম্বল করা হয়েছে। [খ] সিএস পর্চা ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] অনুসরণ ও প্রয়োগ পূর্বক এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ে নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালতে পক্ষতুল্য হয়ে আইনি লড়াই সার্থক ও সম্বলভাবে করতে হবে। অবৈধ দখল থেকে নদীকে রক্ষা করতে CTPC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া। ৫। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুষ্টিয়া
২।	নদী সিকলি বা পরষ্টির কারণে বর্ধাক্রমে জমির ক্ষতিম কিংবা লহ্ন হলে ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাসহ আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ RoR প্রস্তুত করবেন/করানবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনস্বার্থকর্তৃক [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পথের দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any Time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ব্যতীত ও সময়াবধি আবশ্যিক/যথার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্চার নদীর মাশিকলা ও বড়/ঘাট সংক্রান্ত বিদ্যুতি/ফুল-স্বাস্থি সরঞ্জামাদি তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকলা কুষ্টিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা] কুষ্টিয়া
৩।	নদীর জায়গার বা নদীর তীরে যে-সহজ শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিরখিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জমগণ, বর্জি তথা সরকারের ট্রান্সিট হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৬ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ ছন্দ ২০০৬-এ প্রদত্ত রায়ে নির্দেশনাসমূহ [ত্রায়ে পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অকিলখে কোনোরূপ অবহেলা কিংবা কিলম ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাহ্যবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা] কুষ্টিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা] কুষ্টিয়া
৪।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদায়তকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [কিঃ ১৪৭-১৫১] ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরেশার রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি তুলনামে ভিন্ন মাশিকনার রেকর্ডতুল্য হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাপর	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ৪। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া

	<p>মালিকানার রেকর্ড/ষড়-মাসিক সর্ভস্বিত দলিলাদি/সর্টা/সিএল ও আরএস, তুল্য কিংবা চূড়ান্ত সর্ভস্বিত মালিকানাধীন ঘাটাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/অপিল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯(৪) ধারার বিধান অনুযায়ী মতব্বন্ধনসহ সর্বশেষ পর্যন্ত ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পিত খতিয়ান সহজেই সংশোধন/শুদ্ধ করে নেয়ার কর্তৃক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আয়ক-৫১,০০,০০০০.০৪১,৬৭,০৫১,১১,৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অঙ্গীকার। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের ত্রুটি/ত্রুটি দূর হবে ও দ্রুত সমাধান হতে পারবে।</p>	<p>৫। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা] কুষ্টিয়া ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা] কুষ্টিয়া</p>
<p>৫।</p>	<p>[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সর্ভস্বিত জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ব্যতীত নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএল ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালক্রমে স্থিতিক্রমে নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সমঝোতা কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের ককল থেকে কালক্রমে স্থিতিক্রমে উদ্ধার/শুদ্ধ করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় মাসিক সভায়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের স্বাক্ষরিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনীয় মৌজা ম্যাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনসমূহের চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যদিবস সময়ের ও সহযোগিতার পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অস্বাভাবিক কোনো অসুস্থতা দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর ভূমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক এর অনুরোধক্রমে প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিশ্চিত করবেন। এই দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালক্রমে বাহাদুর নদী, মদীয় তীরভূমি ও কেরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সক্ষম হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুসারে তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়নুসারী সীমানা/নদীর ষড়-মাসিক নির্ধারণ করবেন।</p>	<p>১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ৪। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৫। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা] কুষ্টিয়া ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা] কুষ্টিয়া</p>
<p>৬।</p>	<p>বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর কোরশোরে যে সমস্ত শিল্প/সাব শিল্প এবং অনাপত্তি পর ও লাইসেন্স সেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর কোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।</p>	<p>১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা] কুষ্টিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা] কুষ্টিয়া</p>
<p>৭।</p>	<p>Pathway/Pavement তৈরীপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত ভূমি প্রয়োজন হলে সর্ভস্বিত উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিশ্চিত সভায় আলোচনাক্রমে/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থানীয় সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষণার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা] কুষ্টিয়া</p>

	বাছায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	
৮।	নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিষ্কৃত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না যর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর মাঝে জায়গার কারণ হয়ে না-সাঁড়ায় এবং ব্রিজের যত্ন দেখা হেতু নদীর দু'শাঙ্কের ভরাট হওয়া কিংবা চর গড়ে বাওয়া এবং নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুষ্টিয়া ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা] কুষ্টিয়া ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা] কুষ্টিয়া
৯।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দায়িত্ব বিমোচন কর্ফোর্ট বা অন্য কোন কর্ফোর্টের আওতায় আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/শুজুগ্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অঙ্গশক্তি বিবেচনায় তা বাস ক্ষমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা], কুষ্টিয়া ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা], কুষ্টিয়া
১০।	নদীর তীরে স্থাপিত ইন্টারপ্রাটাসমূহ সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের আটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর হুমকি দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা] কুষ্টিয়া ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা] কুষ্টিয়া
১১।	অনুমোদনবিহীন বাসু চর হতে বাসু উত্তোলন করা বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙ্গন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাসু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যিক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বাসু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে আইন সংশোধনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা] কুষ্টিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা] কুষ্টিয়া
১২।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। সকল উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সভার দিবে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অতিরিক্ত বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী ব্যবস্থাকর্মীদের নদী রক্ষা কমিটিতে প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যিক।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা] কুষ্টিয়া ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা] কুষ্টিয়া

১৩।	<p>ক। কোমোডনেই কোন ধরনের বর্জ্য তিরল কিংবা কঠিন, নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিসরণ/নিষ্ক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমঝুত্বপূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিসরণ/নিষ্ক্ষেপ/ নিষ্কাশন কার্যক্রমকে বন্ধ করবে। তারা উপযুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থানীয় লাগনাই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। খ। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা দিচ্ছিন্নতার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে Compliance Report প্রদান করবে।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৬। সহকারী কমিশনার [ফ্রমি], [সকল] কুষ্টিয়া</p>
-----	--	---

ড. মুজিবুর রহমান হাফিজাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫(৪১)-৬৩৮

তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

সদস্য অংশগ্হিত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

- ০১। মহাপরিষদ সচিব, মহাপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট আইন সচিব/অধিদপ্তরকে আইনের যথাযথরূপে প্রয়োগ নিশ্চিত করণার্থে কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণের স্বাক্ষরিত পত্রের অনুরোধসহ]।
- ০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৩। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়/সুবিধা মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
- ০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
- ০৬। মাননীয় মহী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় [মাননীয় মহী মহোদয়ের সদস্য অবগতির জন্য]।
- ০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জয়গাঙ্গী কাম, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
- ০৮। চেয়ারম্যান, বিআইজিটি/জিটি, মতিঝিল, ঢাকা।
- ০৯। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১০। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া।
- ১১। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া।
- ১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/ এল.জি.ইউ/সড়ক ও জনপথ, কুষ্টিয়া।
- ১৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], কুষ্টিয়া।
- ১৫। সহকারী কমিশনার [ফ্রমি], [সকল], কুষ্টিয়া।
- ১৬। সার্বজনিক সড়ক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৭। অফিস কপি [সরেক্ষাার্থে]।

ড. অপেক্ষা কুমার বিশ্বাল
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: কুষ্টিয়া জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা ও কুষ্টিয়া শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গড়াই নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন।

তারিখ: ০৫ আগস্ট/২০১৮। স্থান: কুষ্টিয়া

জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। পরিচয় পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজেশ] বলেন যে, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় ইতোমধ্যে গড়াই নদীর অবৈধ দখল, দূষণ সংক্রমিত পরিদর্শন করেছেন। সঙ্গে তার নিকট হতে গড়াই নদীর অবৈধ দখল, দূষণ বিষয়ে সূচিভিত্তিক/পরিচালিত মতামত/নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

মোঃ রাকিবুল ইসলাম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া বলেন যে, নদীসমূহের ক্ষতিপূরণ কার্য পরিচালনার জন্য এবং সীমানা নির্ধারণের পর শিলাই নির্মাণ ও স্থাপনের জন্য প্রতি কিমি ১০ টি ছিগেবে প্রতি কিলোমিটারে ২৫ হাজার টাকা ব্যয় করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

কমিশনের সার্বজনিক সদস্য বলেন যে, নদীর সীমানা নির্ধারণ করার দায়িত্ব পানি উন্নয়ন বোর্ডের নয়, এটি জেলা প্রশাসকদের।

জেলা প্রশাসক কুষ্টিয়া বলেন যে, নদীর সীমানা নির্ধারণ করার দায়িত্ব কাশেমপুর বাহাদুরের।

মোঃ রাকিবুল ইসলাম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া আরও বলেন যে, ছোট নদী, খাল, জলস্রাব পুনঃখনন প্রকল্পের মাধ্যমে নদী খননের পরিসরনা গ্রহণ করা হচ্ছে। তাছাড়া পূর্বের ন্যায় গড়াই নদী খনন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পদ্মা নদীতে কুঠিবাড়ি এলাকায় ৩.২০ কিমি ড্রেজিং করা হয়েছে। আগামী বছর গড়াই নদী ড্রেজিং করার নিমিত্ত একটি ভিসিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে রয়েছে।

কমিশনের সার্বজনিক সদস্য জিজ্ঞাসা করেন, অল্প পরিমাণে পদ্মা নদীতে কুঠিবাড়ি এলাকায় ৩.২০ কিমি ড্রেজিং করা হলে নদীতে পরিমাণটি পড়বে কিনা এবং নদী খননে এটা কি স্থায়ী সমাধান?

মোঃ রাকিবুল ইসলাম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া বলেন যে-ড্রেজিং এর বিষয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ স্টাডি করা হয়নি। বিধাত ড্রেজিং-ই হ্রাস সমাধান কিনা এ বিষয়ে সঠিকভাবে কথা বার না। তবে এই ড্রেজিং এর মাধ্যমে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে, নদী ভাঙন রোধকল্পে পানি উন্নয়ন বোর্ড কাজ করে। দীর্ঘদিন যাবৎ কোনো উচ্ছেদ কার্য করা হয়নি। পদ্মার পাল্প হাউসের নিকটস্থ বিভিন্ন স্থায়ী অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রণয়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

কমিশনের সার্বজনিক সদস্য বলেন যে, অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হলেন সহকারী কমিশনার [ভূমি]। তিনি অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রণয়নপূর্বক উচ্ছেদ কার্যক্রম করবেন।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজেশ] কালিঙ্গা, ডাকুয়া, হিসনা-সাপরখালী নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্রোজার এবং নদীর উভয় পাড়ে ওয়াকগেয়ে নির্মাণের বিষয় তুলে ধরেন।

কমিশনের সার্বজনিক সদস্য বলেন যে, জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে সর্বশ্রেষ্ঠ পৌরসভার মেয়রের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গড়াই নদীতে প্রায় ২০টা ডাম্পিং স্টেশন রয়েছে যা খুবই উদ্বেগজনক। তিনি নদীতে কোসোরূপ সরলা আবর্তনা যা ফেলার জন্য মেয়রের নিকট আস্থান জানান। এ বিষয়ে তিনি উপ-পরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তরের ও সূচি আকর্ষণ করেন।

উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন বলেন যে, কুমার নদীতে বিভিন্ন অংশে বাঁধ দিয়ে মৎস্য চাষ করা হচ্ছে। জামজামি বাজারের নিকট নদীতে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা নদীতে লিজ দিয়ে মাছ চাষ করা হয় না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সহকারী কমিশনার (ভূমি), বৌলতপুর বলেন যে, পথার ব্যাপক ভাঙনে জনসাধারণের জমি নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে মর্দীতে দিয়ারা অরিপ করার আহ্বান জানান। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, হিসনা মর্দীর বিশাল অংশ ব্যক্তি মালিকানাধীন ত্রেবর্ড হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের সিনিয়র ক্যামিস্ট মোঃ মিজানুর রহমান বলেন যে, পৌরসভায় আরও একটি ডাম্পিং স্টেশন করার প্রক্রিয়া চলছে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সত্যর আলোচনাকালে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদী কমিশনের সুপ্রতিশে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, এ এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এলজিইডি কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের যে সকল সফলতার কথা এখানে বলা হয়েছে তা কম-বেশি দেশের সামগ্রিক চিত্র। তিনি সরকারকে হস্তবান জানান যে এ সমস্যাকে হস্ত দিয়ে বোঝার জন্য। তিনি আরও বলেন যে ইংরেজরা ভারতবর্ষ প্রায় ১৯০ বছর শাসন করেছে। তখন প্রায় ৫০ কোটি লোক ছিল। এই ৫০ কোটি লোক মিলে এসেই থেকে তাদের বিভাজিত করতে প্রায় ১৯০ বছর লেগেছে। হস্তবান জানান জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁর স্মৃতি ও সাহসী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল মাত্র ২০ বছরে। আমরা সবাই এ দেশের স্বাধীন নাগরিক। আমরা যখন সুস্বীকৃতি কথা গুলি তখন আমরা লক্ষ্যের অবনত হয়ে বাই। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার শিখতে হবে। সত্যতা নির্ধারণ মাধ্যমে তিনি কাজ করার আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সেই প্রকল্পগুলো পুনরায় বাতাই-বাছাই করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নদী সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নদী কমিশনের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। Natural Reservoir তৈরির জন্য খাল, ছাগর খনন করতে হবে। তিনি নদীর ব্যবহার নষ্ট করে কোন ব্রিজ, কালভার্ট না করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, জনগণ এখন অনেক সচেতন। তিনি জেলা প্রশাসককে নদীর অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে দ্রুত উচ্ছেদ কার্য চালানোর আহ্বান জানান।

চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক [বর্তমান ও আগামী] জনগণের গর্ভে রক্ত, রাষ্ট্রের গর্ভে সরকার এবং সরকারের গর্ভে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কলেজের বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক ও রাষ্ট্রীয় রক্ষক। তিনিই [কলেজের বাহাদুর] নদীর রক্ত-স্বর্ষ দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক ত্রেবর্ড অব রাইটস বা জব্বার সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা করায় মর বা কাউকে দেখা যায় না অর্থাৎ ছায়াভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তির নামে দলিল করলেও তা উক্ত SATA, ১৮৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে যথাক্রমে কলেজের বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি অফিস বোর্ড কর্তৃক অস্বীকার প্রমাণে তিরিক [evidence on incorrectness] বাতিল করার সুপার্ট আইন বিদ্যমান। জনগণের স্বন্যায়ের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার পত্র দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কলেজের বাহাদুরের। কংশ পরাম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদেরকে সখিলিত প্রকটায় প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও কংশ এলাকায় বিআইডব্লিউটিএ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিরহিত পর্ববেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গার দায়িত্ব বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়/আদর্শ গ্রাম/গুজরায় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার ব্যতীর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোনো প্রকার আশ্রয় বা গুজরায় প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও কোরশোর এলাকায় বাস্তবায়নযোগ্য 'নয়' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

নদীর সিকিটি ও পরাজির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রকল্পে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের প্রকল্পের আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিদপ্তরের দায়িত্ব কলেজের/জেলা প্রশাসকদের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিকিট ম্যাপে দেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অভিভূত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের জিজ্ঞাসে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও কোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়নুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কলেজের নিতে পারেন।

সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে। CS পর্টা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে [জেলা কালেক্টর' পদের বিপরীতে ১ নং ঘতিয়ানতুলক আর্দে এবং সোটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ডিজিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইপূর্বক সরেজমিন পরিলক্ষন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] সোভাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সেক্স ROR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার ব্যপেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, জমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, জমি ও জমি রাজস্ব আদায়কে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা নেয়া আছে তার বর্ধার্ব গ্রহণের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফেরেশার রক্ষা করার পক্ষে দাবিও অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকনায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং জমি আদায় বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake পন্থা সহজেই সংশোধনী/তফসিল করে নেয়া যায়, যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের স্বাচলিতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এসজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর বর্ধার্ব বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালজর্ড/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ জমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয়র অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালজর্ড বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে বর্ধার্ব সন্নিধা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার নাবাভ্র ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালজর্ড ও সুইচ রাইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী কিছুটা পথে ছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উন্নয়ন আন্দোলনের মাঝে সম্পৃক্তদের সহায়তার বিভিন্ন বাঁধ, কালজর্ড অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। খুলনার জেরখাদার ভূমির বিলের প্রসারিত করার ও একইরূপ বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধন্যগোদা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রান্তের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিলম্বে বাস্তবায়ন। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মহাপ্রকল্প/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের বর্ধার্ব প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাহলেই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের zero tolerance নীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা স্তব্ধতা না হয়ে সে বিষয়ে সফলকর সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন তারিখের রায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CBGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে, যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও ছবি উন্নতরূপে আচ্ছন্ন করা সম্ভব হবে। Transboundary Interlink/ Uperlink বর্ধিত ভৌগোলিক বিভাগের কারণেই পানির কামা প্রবাহ পাওয়া যাবে না-এটা ধরেই আমাদের নদী খমরে পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা বন্যার সময় যে পানি শাই আ Bay of Bengal-এ নেমে বাংলাদেশ অংশেই হয়ে রাখতে হবে এবং বৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদেরকে Delta plan এর মধ্যে নদীর/পানির সমস্যার অনেক সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পর্যাপ্ত আলোচনা ও অনুমোদন নিতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। Basin/Catchment বিবেচনায় নদী সংক্রান্ত সুব্যবস্থা ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে।

চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে নদী হাতে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ের উদ্ধার কার্যে জেলা প্রশাসনের প্রস্তুততা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসকে উদ্ধার কাজ শুরু করার আহবান জানান। নদীর জলস্রাব কমানোর জন্য কাজ করা হবে। তিনি তীব্রভাবে বিশ্বাস করেন যে গুণ উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। স্বাস্থ্য দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে যৌক্তিক ন্যায় করাতে হবে। জেলা প্রশাসক এক পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উদ্ধারনে অর্থাৎ কোনো সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাস ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সৌলতপুরের হিসানা নদীর জমি ব্যক্তি মালিকানাধীন রেকর্ড হওয়ার ফোকাস প্রকাশ করেন। নদীর জমি রক্ষায় সিলি কোর্টে মামলা করায় তিনি বিষয় প্রকাশ করেন। এ ক্ষেত্রে কোর্টের কোন এখতিয়ার নাই। সিলি কোর্ট শুধু Title এর বিষয়গুলো সম্পর্কে এখতিয়ারবান। তবে RoR এর বিষয়গুলো সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর এখতিয়ারভুক্ত। তিনি আরও বলেন যে, গড়াই নদীতে বাধ দেওয়ার অবৈধ কসতি গড়ে উঠেছে। হাতিরপুল ব্রিজের নিকট উচ্চ তীরে অবৈধ বসতি গড়ে উঠেছে। অকিলম্বে উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করতে হবে। নদীর জমি কস্টকে ক্রমোচ্চ/লিঙ্গ দেয়া যাবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। হিসনা সহ অন্যান্য নদীর রক্ষা করা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নৈতিক দায়িত্ব। জল জলাকার তামাক চাষের ব্যাপকভাবে তিনি ফোকাস প্রকাশ করেন। তামাক চাষের কারণে এই উপজেলার অধিকাংশ শিশু প্রতিবন্ধিতা ও অটিজমের শিকার হচ্ছে। তামাক চাষ জল জলাকার পরিবেশ ও জলবায়ুকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তিনি তামাকের বিক্রয় শস্য চাষ করার আহবান জানান এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে আরও অধিক নিবেদিত হয়ে কাজ করার জন্য সমাজসেবা অফিসারের স্থানীয় প্রশাসন এবং বিজ্ঞানদের সৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সরকার/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অবিলম্বে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অকিলম্বে দেশে আনতে হবে। কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য তরল কিংবা কঠিন, নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে মিসলগ/মিস্কেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অকিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিস্কর্ষ/ মিস্কেপ/ নিষ্কাশন কার্যক্রমের বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাফসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] যাতে আবর্জনা উপর্যুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেদিকে খোয়ায় গ্রেসে কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি স্থানান্তরপূর্বক কার্যক্রম প্রসিক্লি মিরে পর্যাপ্তভাবে সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্য করে তুলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ গাইড লাইন ও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যক্রম ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে নৈমিল্য ধর্ষণ কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সহজ/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এক পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মামলা করবেন। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সততা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, সঙ্গোহন ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন মফসা-আবর্জনা কিভাবে কোথাও ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারণার আহবান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি যিচ্চিয়ে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জগৎকে সচেতন করে গড়ে তোলার কার্যক্রম উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

তিনি আরও বলেন খননকৃত মাটি ব্যবস্থাপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে করতে হবে। সভায় বিদ্যমান আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	ব্যবস্থাপনকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	কা কুষ্টিয়া শহরের উত্তর পার্শ্বে গড়াই নদীর (GK) ঘাটে হরিপুর ব্রিজের দক্ষিণ পার্শ্বে নদীর তীরভূমিতে শত শত অবৈধ বাড়িঘর গড়ে উঠেছে। এই সকল বাড়িঘর অকিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে। [খ] হরিপুর ব্রিজের উত্তরে কমলাপুরে যোগেশ্বর কোম্পানি নদীর মধ্যে বাধান ও পার্ক জেরি করেছে। নদীর জলস্রাব কমানোর জন্য স্থানীয় নির্মাণ করা যাবে না। সিএস অনুসারে নদীর সীমানা চিহ্নিত করে কোম্পানির সম্প্রদায় কক্ষ বন্ধ করতে হবে। অকিলম্বে নদীর জলস্রাব অবৈধভাবে স্থাপিত স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদ করতে হবে। [গ] সৌলতপুর হিসনা নদী পুরোপুরি বেদখল আছে। স্থানীয় অবৈধ দখলদার নদীতে বাধ দিয়ে বাধ চাষ করছে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া। ৫। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুষ্টিয়া ৬। সংশ্লিষ্ট সরকারী কমিশনার (ভূমি),

	<p>নদীটি অবৈধ দখল হতে মুক্ত করতে হবে। নদীটি সংস্কার ও নদন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। [বা] সিএল পর্চা ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] অনুসরণ ও প্রয়োগ পূর্বক এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালতে পক্ষভুক্ত হয়ে আইনি লড়াই খরচক ও সফলভাবে করতে হবে। অবৈধ দখল থেকে নদীকে রক্ষা করতে CrPC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।</p>	<p>কুটিয়া</p>
০২।	<p>নদী নিকট বা পরস্পর কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা লুপ্ত হলে ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাপিত আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ RoR প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সরেক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনস্বত্বিকরত্ব [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরেক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ শক্তি সঞ্চিত এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any Time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায্যনুগ ও সময়ানুগ আবশ্যিক/স্বার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি অরিগের সঙ্গে CS পর্চার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচার/ভুল-ত্রুটি সরেক্ষমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।</p>	<p>১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও অরিগ অফিস ২। জেলা প্রশাসক, কুটিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুটিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুটিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুটিয়া</p>
০৩।	<p>নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকপদ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে বার্ষিক প্রতিবেদন জেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সরেক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নকিল হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনোরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বার্ষিক নিরীক্ষা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।</p>	<p>১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও অরিগ অফিস ২। জেলা প্রশাসক, কুটিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুটিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুটিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুটিয়া</p>
০৪।	<p>জেলা কালেক্টর/অরিগ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারার নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরপোরেশন রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। অরিগ বিভাগের নদীর জমি তুলনামূলক ভিন্ন মালিকানায রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ মালিকানায় রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্চা/সিএস ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেক্ষমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিজিষ্টার/রিজিস্ট্রার/আপিল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্য ভূমি</p>	<p>১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও অরিগ অফিস ৩। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ৪। জেলা প্রশাসক, কুটিয়া ৫। পুলিশ সুপার, কুটিয়া ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুটিয়া ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুটিয়া</p>

	<p>সেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধন/ওস্ক করে নেয়ার কার্যকর প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৪৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অগ্রগণ্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা ক্রম পাবে ও দ্রুত সমাধান চুঁজে পাওয়া যাবে।</p>	
০৫।	<p>কাি ভূমি সেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনারূপে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহানগর আইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের স্বার্থে নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কাগজিলায় ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সমঝাবহি কর্মসূচিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্চেন অতিথান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কনস থেকে কাগজিলায় ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনীয় মৌজা ম্যাপ/দিয়ার জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যনির্ভর সমন্বয়ের ও সহযোগিতার পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোনো অকুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর ভূমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি সেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিসে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ার জরিপ অকিলাখে নিশ্চিত করবেন। এই দিয়ার জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায্যনুগ সীমানা/নদীর স্বত্ব এবং স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।</p>	<p>১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি সেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ৪। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৫। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া</p>
০৬।	<p>বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর কোরশোরে যে সমস্ত লিঙ্গ/সাব লিঙ্গ এবং অসামঞ্জস্য পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর কোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।</p>	<p>১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া</p>
০৭।	<p>ভূগর্ভ পানির চাপ কমানোর জন্য নদ-নদী, খাল-বিল, গুকুর খনন করতে হবে। খল খননে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সার্থে স্থানীয় জনসাধারণদের সম্পৃক্ততার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অস্বাভিকার ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সহযোগ খালগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে দূরত্বে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে তুল্য/কলেজ/হসপিটাল/মন্দিরসহ অন্যান্য জায়গার উন্নয়নের জন্য খননকৃত মাটি ব্যবহৃত করা যেতে পারে। ড্রেজকৃত পলি/</p>	<p>১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া</p>

	মাটি ব্যবস্থাপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সুসম্পন্ন করতে হবে।	
০৮।	উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোনো প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া
০৯।	কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে প্রায় ৮০% ছমিতে তামাকের চাষ হয়। তামাকের চাষের কারণে এই উপজেলার অধিকাংশ শিশু প্রতিবন্ধিতা ও অতিজন্মেয় শিকার। তামাক চাষ অত্র এলাকার পরিবেশ ও জলাশয় কেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তামাকের বিরুদ্ধে মন্য চাষ করা যেতে পারে। এ বিরুদ্ধে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া
০৯।	Pathway/Pavedway তৈরিসুর্বেক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিসম্পাদনা নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে/স্বীকৃত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী সংরক্ষণে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে জমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। উপজেলার নির্বাহী অফিসার, [সকলা] কুষ্টিয়া ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা] কুষ্টিয়া
১০।	নদীর বিভিন্ন অঙ্গণায় অপরিষ্কৃত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না যর্মে সিদ্ধান্ত হবে। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ব্রিজের স্বল্প দৈর্ঘ্য হেতু নদীর দু'পাড়ের ভরাট হওয়া কিংবা চর পড়ে বাওয়া এবং নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুষ্টিয়া ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুষ্টিয়া ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], কুষ্টিয়া
১১।	নদীর তীরে বা নদীর জারণায় সঞ্চিত কিসোটন ফর্মসিটি বা অন্য কোনো কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়/আদর্শগ্রাম/গুরুগ্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অঙ্গপন্যতা বিবেচনায় তা খাল কমিটিতে স্থানান্তরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা], কুষ্টিয়া ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা], কুষ্টিয়া
১২।	[ক] মৎস্যবাড়িমা, যোগিমা, বারখাদান গড়াই নদীর তীরভূমিতে ৭টি ইটেরভাটা স্থাপন করা হয়েছে। ইটের ভাটাসমূহ ক্রমান্বয়ে নদীর দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে। অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। [খ] নদীর তীরে স্থাপিত ইটের ভাটাসমূহ সম্পর্কে বিদ্যমান তথ্যাদি সজ্ঞাহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পরে প্রকান সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে পড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মাফলা সাপের করবে। প্রয়োজনে এপন্য লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও দিলগলা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা] কুষ্টিয়া ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা] কুষ্টিয়া
১৩।	অনুমোদনবিহীন বাসু চর হতে বাসু উত্তোলন করা বাসু মহাল ও মাটি	১। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা

	<p>ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি জা যদি সরকারি বা অন্যান্য লস্হা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যিক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোনো প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। এছাড়াও আইন লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহামল ও ষাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।</p>	<p>২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া</p>
১৪।	<p>জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে জেরণ করতে হবে। সকল উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার গুণকভাবে সময় নিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে শিষ্ণ সোসাইটির প্রতিনিধি, পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় অঙ্করূচ করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের নদী রক্ষা কমিটিতে প্রতিনিধি হিসেবে অঙ্করূচ করা আবশ্যিক।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া</p>
১৫।	<p>[ক] হরিপুর ব্রিজ হতে কুষ্টিয়া পুরাতন বাজার পর্যন্ত ২০টি স্থানে পৌরসভার আবর্জনা নদীতে ডাম্পিং করা হয়েছে। নদীতে আর ডাম্পিং করা যাবে না। অক্লিবে ডাম্পিং বন্ধ করতে হবে। [খ] নদীতে মফলা-আবর্জনা ডাম্পিংকারীদের বিরুদ্ধে যৌক্তিক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেশলমায় জরিমানা করলেই চলেবে না। আইনের উপযুক্ত ও যুক্তই এরোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-প্রধানসহ দায়ীদের বিরুদ্ধে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া উচ্চ কর্তৃপক্ষের কোনোরূপ অবহেলা কিংবা শিথিলতা নদী ও নদী সঞ্চাল, পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। [গ] কোনোক্রমেই কোনো ধরনের বর্জ্য [জল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-কিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিষ্ক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে ষোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অক্লিবে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে এবং নদী, খাল-কিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিষ্ক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যক্রমে বন্ধ করবে। তারা উপযুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থায়ী লামসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [ঘ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে Compliance Report প্রদান করবে।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া ৫। মেম্বর, কুষ্টিয়া পৌরসভা, কুষ্টিয়া ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুষ্টিয়া ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া</p>
১৬।	<p>জেলা গনসংযোগ অফিস, সিস্ট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় শিষ্ণ সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বাঁচবে সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।</p>	<p>১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/গনসংযোগ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ও সভাপতি জেলা নদী রক্ষা কমিটি ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি উপজেলা নদী</p>

		রক্ষা কমিটি, কুষ্টিয়া ৪। সংশ্লিষ্ট সংস্করণী কমিশনার [ভূমি], [সকলা], কুষ্টিয়া।
--	--	---

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫(৪১)-৭৩২

তারিখ: ২৪ অক্টোবর, ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ০১। মহাপরিচালক সচিব, মহাপরিচালক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীন দপ্তর/অফিসকে আইনের সংশ্লিষ্ট অংশে নির্দিষ্ট করণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের যথাযথ অনুরোধসহ।
- ০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৩। সচিব, নৌ-পরিবহণ মহাপরিচালক/ভূমি মহাপরিচালক/পানি সম্পদ মহাপরিচালক/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মহাপরিচালক সচিবালয়, ঢাকা
- ০৪। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা
- ০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
- ০৬। মাননীয় স্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহণ মহাপরিচালক (মাননীয় স্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জরাজীর্ণ ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
- ০৮। চেয়ারম্যান, বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান, মতিঝিল, ঢাকা।
- ০৯। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১০। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া
- ১১। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া
- ১২। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পানি উন্নয়ন বোর্ড/এস.জি.ইউ/সড়ক ও জনপথ, কুষ্টিয়া
- ১৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
- ১৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা], কুষ্টিয়া
- ১৫। সংস্করণী কমিশনার [ভূমি], [সকলা], কুষ্টিয়া
- ১৬। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
- ১৭। অফিস কপি [সংরক্ষণার্থে]।

ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: খুলনা, বাগেরহাট, কেশর, কিনাইনছ ও চুরাভাঙ্গা জেলা সফর প্রতিক্রিয়া।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মো: আলাউদ্দিন গত ০৬/০৮/২০১৮ তারিখ হতে ০৮/০৮/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত খুলনা, কেশর, কিনাইনছ এবং চুরাভাঙ্গা জেলা সফর করেন। সফরকালে তারা মাথাভাঙ্গা, জৈরব, কপোতাক্ষ, চূর্ণি নদীর উৎসস্থ পরিদর্শন করেন। তারা খুলনা বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিশনের সভায় বক্তব্য রাখেন। ০৮/০৮/২০১৮ তারিখে খুলনা বিভাগের নদ-নদীর বিদ্যমান সমস্যা এবং সমস্যার সমাধান বিষয়ে করণীয় শীর্ষক সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন। তারা কেশরের জেলায় জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় ও জেলায় আয়োজিত নদী রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আয়োজিত র্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। তাদের সফরকালীন বিভিন্ন কার্যাবলি প্রতিবেদন দ্বারা পেশ করা হলো:

২। মাথাভাঙ্গা নদীটি এখনও প্রবহমান। পুরান শাখা নদী হিসেবে হিসনা, গছা হতে বের হয়ে হিসনা নদীটি মাথাভাঙ্গা নদীতে পড়েছে। হিসনা নদীর পানি ও পাখবর্তী ও/একটি জলাভূমির পানি মাথাভাঙ্গা নদীর মাধ্যমে শ্যামপুর ও জয়নগর হয়ে ভারতের মেসেনাপুর জেলায় প্রবেশ করেছে। জয়নগর হতে মাথাভাঙ্গা নদী চূর্ণি নামে খরপ করে ভারতে প্রবেশ করেছে। নদীর পানি ঘাট ও

গতিধারা অন্তর্যাক্ষ সাবলীল। নদীটি বাস্তবিক শ্রোত নিয়ে প্রবাহমান এবং এখনও ১০৬ মে/২৩ চৈত্র তারিখে ৫-৭ ফুট পানি আছে। এই মাথাভাঙ্গা নদীটিই বাংলাদেশের সারক্ষেপ পানি বহন করে নিয়ে ভারতে যাচ্ছে। চুম্বাডাঙ্গা, বিনাইদহ ও যশোর উন্নয়ন কর্মক্রমে লম্বিত্রি এলাকার গান্ধি-নির্ভর চাবাবানসহ সৈন্যনির্ভর গার্হস্থ্যিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সুপারিশ:

[ক] মাথাভাঙ্গা বাবার ড্র্যাফট স্থপন করে ভারতের দিকে প্রবাহিত পানি বাংলাদেশে প্রবাহের বিষয়টি RS ও GIS প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষা পূর্বক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণার্থে পানি উন্নয়ন বোর্ডকে সুপারিশ করা হলো;

[খ] বোয়ালখালী খালের সংস্কার করে মাথাভাঙ্গা নদীর সাথে সংযোগ করে এই এলাকার চাষাবাসের জন্য ভূ-উপরিষ্ক পানি ব্যবহার করা যেতে পারে। সিএডিসি, রবেল্ল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও পাউবো যৌথভাবে বিষয়টি পরীক্ষা করে প্রস্তাব দিতে পারেন।

[গ] মাথাভাঙ্গার পানি নিয়ে কসোভাক্ষের ত্রুটির অংশ এবং জৈরব নদীতে শাক্তিত সৃষ্টি করার বিষয়টি পরীক্ষা করা যেতে পারে। পাউবো কারিগরি দিক পরীক্ষা করতে পারে।

৩। কেশবপুরে কসোভাক্ষ নদ একটি প্রকল্পের আওতার খনন করা হয়েছে। জোয়ার-ভাটায় সাগরদাড়ির নদীতে পানি আসছে। স্থানীয়ভাবে পর্যটন গড়ে উঠছে। নদীর শার্কে, ইকোপার্ক, ওয়াকওয়ে পাউবো কর্তৃক নির্মানাধীন রয়েছে। আগামী জুন/২০১৮ মাসে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। এই প্রকল্পে ২৯.৬৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সাগরদাড়ি কসোভাক্ষ নদের সারক্ষেপ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবহারের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হলো:

[ক] শ্রক্ক শেবে আসোচ্য অংশে সারক্ষেপ ও মনিটরিং সচল রাখার জন্য পাউবো কে সুপারিশ করা হলো;

[খ] আগার কসোভাক্ষ নদ বিশেষ প্রকল্পের আওতার খনন করে নিরবিচ্ছিন্ন কসোভাক্ষ নদ সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জেলা নদী রক্ষা কমিটি ও পাউবো-কে পরামর্শ দেয়া হলো।

৪। যশোর শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জৈরব নদীটি নৃণ ও নখলে ভারাক্রান্ত। এ নদীর উপর দিয়ে ৮টি শক্তিক ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে। নদীতে নির্বিচারে শহরের ময়লা-আবর্জনা ডাল্পিং করা হচ্ছে। নদীর তীরকূষিতে দড়টান ব্রিজ, কঠেরপুল এলাকার নদীর দুপার্শ্বে ও নদীর মধ্যে অবৈধভাবে ইবনেদিনা, উত্তরা, ইউনাইটেড, সুইজ, জলতা হাসপাতাল ও রাজধানী হোটেল গড়ে তোলা হয়েছে। এ নদীর পানির প্রবাহ ময়লা-আবর্জনার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। জৈরব নদীর উদ্ধার ও নখল মুক্ত করার জন্য নিম্ন বর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

[ক] মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের রায়ে নির্দেশনানুযায়ী CS মোড়াবেক নদীর সীমা চিহ্নিত করতে হবে। তবে RS পর্চা হলে তা CS পর্চায় প্রেক্ষাপটে রাজস্ব অফিসার মালিকানা হস্তান্তর, রেকর্ড ৮-৭ ও সার্ভের তথ্যাদির ভিত্তিতে SATA এর ধারা ৮৬ ও ৮৭ ধারার মর্মানুযায়ী সীমানার মধ্যে অবৈধ স্থপনার তালিকা করে অবিলম্বে উচ্ছেদ করার জন্য জেলা প্রশাসক, যশোরকে সুপারিশ করা হলো; [খ] উচ্ছেদ করার পরপরই নদীটি খননের জন্য কার্যক্রম শুরু করতে হবে। এজন্য পাউবো খননের কার্যক্রম গ্রহণ করবে; [গ] অবৈধ নকলদার বা বে-সকল ক্ষেত্রে মাফলা করে সিভিল আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে তা আইনি মোকামিলার জন্য জেলা প্রশাসক আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে চাহিদা মোড়াবেক নদী রক্ষা কমিশন আইনি সহায়তা সহযোগিতা প্রদান করবে; [ঘ] নদীর সূতীরের উদ্ধারকৃত জায়গার ইকোপার্ক, ওয়াকওয়ে, ফার ছাদ নির্মাণ করার জন্য যশোর শৌরমতা কর্মক্রম গ্রহণ করবে; [ঙ] ইতোপূর্বে জৈরব নদীর কোন অংশ খাস জমি হিসেবে লিফ/বা কলুপিয়াত গ্রহান করা হলে অবিলম্বে তা বাতিল করতে হবে।

৫। খুলনা বিভাগীয় কমিটির সভায় নদী কমিশনের চেয়ারম্যান নদী রক্ষা আইন ও বিভিন্ন বিধি-বিধানের ভিত্তিতে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে নদী রক্ষা কমিটির আইনগত দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে আলোচনা করেন। খুলনা বিভাগের ১০টি জেলার নদ-নদীর বিদ্যমান সমস্যা, স্থায়ী দখল ও নৃণ বিধে সিপি আলোচনা করেন। নদী কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জমাথ মো: আলিউদ্দিন খুলনা বিভাগের উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভা, কার্যবিবরণীর বিষয়ে স্পষ্টিত্র জেলার জেলা প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পর্যালোচনায় তিনি উল্লেখ করেন যে, সাওতালীরা এবং মেহেরপুর জেলায় নদী কমিটির সভা অনুষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম। এছাড়া প্রেরিত বিবরণীতে নদীর দখল, নৃণ ও নাব্য বিষয়ে পূর্ণ বিবরণী সমস্যার প্রকৃতি ও গভীরতা সমাধানের কসড় প্রস্তাব থাকে না। দৃষ্টান্তমূলক হলেও সভা বাংলাদেশে অনেক উপজেলায় অনাব্যবি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় নি। মার্চ পর্যায়ে কমিটি সমূহের কার্যবলি আরো গতিশীল করার জন্য নিম্নবর্ণিত পরামর্শ দেয়া হলো:

[ক] জেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনের প্রবোধিত ক্ষেত্রে নির্দেশনা দিতে পারেন। [খ] বৃক্তিসংগত সময়ে কমিটিসমূহের সভা অনুষ্ঠানের জন্য বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটি, জেলা নদী রক্ষা কমিটির ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির আহবায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। [গ] সভায় কার্যবিবরণীতে দখল, নৃণ, নাব্য ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্ট প্রস্তাব ও সমাধানের সম্ভাব্য সমাধান বিষয়ে নদী রক্ষা কমিশন ও সরকারের করণীয় বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

৬। খুলনা বিভাগীয় কমিশনার, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে "নদী বাঁচাও, দেশ বাঁচাও" শ্লোগানের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিও নক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয়। র্যালিতে বিভাগীয় কমিশনার এর কার্যালয়ের কর্মকর্তা, পাউবো কর্মকর্তা, স্থানীয় পরিবেশ ও পানি বিষয়ক এনজিও ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষককুলন অংশগ্রহণ করেন। ড. সুজিবুর রহমান হাওলাদার র্যালির স্তম্ভ উদ্বোধন করেন। নুর নগর পাউবো অফিস প্রাঙ্গন হতে শুরু হয়ে বিভাগীয় কমিশনার এর কার্যালয়ের সামনে সমবেত হয়। তথ্যায় বিভাগীয় নদী মূষণ, দক্ষণ, নাব্যতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। র্যালিতে চেয়ারম্যান, নদী রক্ষা কমিশন সমাবেশে তিনি নদী রক্ষায় নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য আহবান জানান। [ক] জাতীয় সঙ্গন হিসেবে নদী রক্ষায় সকলের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য হিসেবে সচেতন হওয়ার এবং অপসরকে সচেতন থাকার জন্য অনুরোধ জানান। [খ] নদী রক্ষায় সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সমর্থিত প্রায়স সক্রিয় স্বাধার অন্য পরাধর্ষ স্থান করেন।

৭। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা ও পাউবো, খুলনার, যৌথ ব্যবস্থাপনার খুলনা বিভাগীয় নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, বিদ্যমান সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানের করণীয় শীর্ষক এবং খুলনা বিভাগীয় নদীর ভাঙন, নাব্যতা, হাইড্রোলজিক্যাল ও জিওমরফোলজিক্যাল পরিবর্তন এবং বিদ্যমান সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ পূর্বক সমস্যা সমাধানের উপায় শীর্ষক যৌথ দুটি মূলভাব পর [Key note] উপস্থাপন করা হয় [অনুলিপি সংস্কৃত]। জনাব আশীষ বাবু নদীর সায়েন্সিফিক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ কুলে ধরেন। প্রথমে সমস্যা চিহ্নিত করার প্রস্তাব করেন। জনাব সুভাষ চন্দ্র সরকার অন্য আরেকটি মূলভাব পাঠ উপস্থাপন করেন। তার উপস্থাপনে খুলনা বিভাগের মোট নদ-নদীর সংখ্যা, মূষণ ও দখলের অবস্থা এবং দক্ষণ মূষণের কবল হতে নদ-নদী রক্ষার জন্য করণীয় বিষয়াদি উল্লেখ করা হয়েছে। উপস্থাপিত বিষয়ের উপর মুক্ত আলোচনা করা হয়। স্ত্রী সমাজের প্রতিনিধি, এনজিও কর্মীদের মতামত ও সাজেশন গ্রহণ করা হয়। উপস্থাপিত শেপারের উপর খুলনা বিভাগীয় কমিশনার জনাব লোকমান আহমেদ এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বক্তব্য রাখেন। জনাব লোকমান আহমেদ বলেন যে, সেমিনারের সুপারিশসমূহ সমর্থিত আকারে প্রেরণ করা হবে এবং প্রস্তাব অনুসারে অর্থায়নকারি প্রতিষ্ঠানে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। নদী কমিশনের চেয়ারম্যান সেমিনারে উপস্থাপনকারীদ্বয়কে ধন্যবাদ জানান এবং তাদের সুপারিশসমূহ যাচাই-বাছাই করে সমর্থিত বাস্তবায়ন করার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপের আশ্বাস স্থান করেন। সবশেষে বিভাগীয় কমিশনার সেমিনারে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. সুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০২৯.০০১.১৪- ২০২

তারিখ: ১১ এপ্রিল, ২০১৮

অনুলিপি : সদস্য অবগতি ও করণার্থে প্রেরণ করা হলো:

- ০১। মুক্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা-১২১৫।
- ০২। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৩। সচিব, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
- ০৫। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, তরাপা তখন, অভিজিলা, ঢাকা।
- ০৬। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
- ০৭। মাননীয় স্ত্রী/র একান্ত সচিব/নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয় [স্ত্রী মহোদয়ের সদস্য অবগতির জন্য]।
- ০৮। সচিব [মুদ্রাচিত], জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
- ০৯। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা।
- ১০। জেলা প্রশাসক, খুলনা/অপসর/বাগেরহাট/কিনাইদহ/চুয়াচাক।
- ১১। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, খুলনা/কশোর/বাগেরহাট/কিনাইদহ/চুয়াচাক।
- ১২। চেয়ারম্যান মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
- ১৩। সার্বজনিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
- ১৪। সফর কপি।

মো: সাহিদুল রহমান
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: চূয়াডাঙ্গা জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এক নবগঙ্গা ও মাথাভাঙ্গা নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন।

তারিখ: ০৬ আগস্ট/২০১৮। স্থান: চূয়াডাঙ্গা

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাটলাদার পত ০৫/০৮/২০১৮ তারিখ থেকে ০৬/০৮/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত চূয়াডাঙ্গা জেলা সফর করেন। সফরসম্বন্ধী হিসেবে কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মো: আশাউদ্দিন চূয়াডাঙ্গা জেলার নবগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা নদী পরিদর্শন এক চূয়াডাঙ্গা জেলার নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান করেন। বর্ণিত কার্যক্রম নিম্নে দেয়া হলো:

জেলা প্রশাসক জনাব জিন্নাউদ্দিন আহমেদ সফর প্রসঙ্গে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। পানি উন্নয়ন বোর্ডের সিবাফী প্রকৌশলী জনাব আহম্মদুল ইসলাম চূয়াডাঙ্গা জেলার নদ-নদীর সামগ্রিক চিত্র পাওয়ার পয়েন্ট প্রেক্ষেটেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন। চূয়াডাঙ্গা জেলার প্রধান প্রধান নদ-নদীসমূহ: মাথাভাঙ্গা, কুমার, নবগঙ্গা, চিত্রা, ভৈরব নদী।

মাথাভাঙ্গা নদী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, চূয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ১৬৭০.০০ মিটার তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ সম্পন্ন করে নদী তটন থেকে লানমাল রক্ষা করা হয়েছে। বর্তমানে মাথাভাঙ্গা নদীটি পুনঃখনন করে প্রবাহ বৃদ্ধি করা এবং ত্রির্ভুজায় সৃষ্টির লক্ষ্যে ডিপসি প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ডিম্বাইনের কাজ চলমান রয়েছে।

কুমার নদী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, কুমার নদীর আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমার ইউনিয়নের পারকুলা ইনসেট স্ট্রাকচার থেকে কালিন্দারপুর ইউনিয়নের হাউনপুর জেপ স্ট্রাকচার পর্যন্ত ৬.০০০ কিমি অংশ লিকে [গদা-কসোতাক] সেচ প্রকল্পের গদা প্রধান খাল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ত্রির্ভুজায় সৃষ্টি এবং অত্র এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কুমার নদীর উৎসস্থল হতে ৭০.০০০ কিমি: পুনঃখননের প্রস্তাবনা বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে।

ভৈরব নদী সম্পর্কে তিনি বলেন মেহেরপুর জেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্ষুতি ভৈরব নদীর ২৯.০০০ কিমি: অংশ চূয়াডাঙ্গা পত্র বিজ্ঞাপের মাধ্যমে পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫৬.০০০ কিমি [চূয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর অংশ] পুনঃখননের জন্য ডিপসি প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

নবগঙ্গা নদী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, নদীর সৈর্ঘ্য ১৮৫.০০ কিমি [প্রায়], জেলাভিত্তিক সৈর্ঘ্য ৬০.০০০ কিমি [প্রায়], নদীর উৎসস্থল/এলাকার নাম মাথাভাঙ্গা, নদীর বাম পাড়/ইসলামপাড়া উপজেলা-চূয়াডাঙ্গা সদর, জেলা- চূয়াডাঙ্গা, নদীর পতিতস্থল মধুমতি নদী/বড়দিয়া উপজেলা-সেহাঙ্গড়া, জেলা- নড়াইল, পতিপথের গুরুত্বপূর্ণ স্থান/শহর চূয়াডাঙ্গা সদর, হরিণকুড়, বিনাইইদহ সদর, শৈলকুপা, মাছরা সদর, শোহাপড়া, নড়াইল সদর।

চিত্রা নদী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, নদীর সৈর্ঘ্য: ১৫৫.০০ কিমি: [প্রায়], জেলাভিত্তিক সৈর্ঘ্য: ৩০.০০০ কিমি: [প্রায়], নদীর উৎসস্থল/এলাকার নাম: মাথাভাঙ্গা নদীর বাম পাড়/গোপালখালি-দর্শনা উপজেলা-সানুড়হুসা, জেলা- চূয়াডাঙ্গা, নদীর পতিতস্থল: ভৈরব/মহেদেহপুর উপজেলা-ঘশোর সদর, জেলা- ফরিদা, পতিপথের গুরুত্বপূর্ণ স্থান/শহরঃ দর্শনা, সামুড়হুসা, চূয়াডাঙ্গা সদর, কোটচাঁদপুর, কালিপাড়া, ঘশোর সদর, নড়াইল।

নদী সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, জেলায় নদ-নদীর সিলে রেকর্ড না থাকায় সীমানা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। বার ফলে নদী পুনঃখননের উদ্দেশ্যে সঠিকভাবে ডিজাইন করা যাচ্ছে না। এছাড়া সঠিকভাবে সীমানা নির্ধারণ করতে না পারার কারণে অবৈধ দখলদারদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না এবং অবৈধ দখলদারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য বাজেট চাহিদা বোর্ডে প্রেরণ করা হলেও এখন পর্যন্ত কোনরূপ বরাদ্দ পাওয়া যায় নাই। ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ডিপসি প্রস্তাবনা গত মে মাসের দ্বিতীয় সভায়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে এখন পর্যন্ত অনুমোদন হয়নি। প্রয়োজনীয় লোকসল সংকট থাকার পরেও প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুতকরণ, প্রয়োজনীয় জরিপ কাজ, ডাটা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরন ইত্যাদি কাজের জন্য পুরোপুরি মার্চ নজরের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরিতে অধিক সময় লাগছে। অত্র জেলার মাথাভাঙ্গা নদী ব্যতিত বাকি সবগুলি নদীতে প্রবাহ নাই বললেই চলে। মাথাভাঙ্গা নদীতেও জু মৌসুমে প্রবাহ অনেক কম থাকে। প্রত্যেকটি নদীর নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে। বার কালে বর্ষাকালে কিছু পানি থাকলেও জু মৌসুমে কোন পানি থাকে না। এ

জেলায় সকল নদী খনন করা হলে নদীর নবাবতা বৃদ্ধি পাবে, জলাধার সৃষ্টির মাধ্যমে সেচ/নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি হবে, কৃষি/মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, পরিবেশের অবনতি বন্ধায় থাকবে।

প্রত্যেকের প্রতিনিধি জনাব জাহাঙ্গীর আলম নদী রক্ষায় আঞ্চলিক ইস্যুতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কী কাজ করছে তিনি জ্ঞানতে চান। নদীতে বাধ দেয়া, নদীতে বাধ দিয়ে মাহ চাষ করা ইত্যাদি কারণে নদী মারা যাচ্ছে। নদীর ঘনি কাউকে লিঙ্গ না দেয়ার সুপারিশ করেন।

প্রথম আলোর প্রতিনিধি জনাব শাহ আলম বলেন যে, ঠেকর নদীর উৎসস্থল জরুরি হয়ে আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। কুমার নদীর বুকে অসংখ্য ইট ভাট এবং পুকুর করা হয়েছে। কুমার নদীতে বিভিন্ন প্রকল্পের কারণে বর্তমানে নদীটি মৃত্যুবরণ করেছে। কুমার নদীর জলকণাটের কারণে পানির প্রবাহ কমে গেছে। বিভিন্নভাবে নদী খনন করা হয়েছে। তিনি সম্মতিভাবে নদী খননের আহ্বান জানান। এতে পানির বিজ্ঞানভিত্তিক তৈরি হবে। নদীকে সংকুচিত করে অপরিষ্কৃত সেতু, কলজার্ট তৈরি করার নদী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমন্বয় করে কাজ করার আহ্বান জানান। বঙ্গা নদী দখলের শৃঙ্খল জড়িত জায়গার বিয়েছে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ড.মাহাবুবুর রহমান বলেন যে মৎস্য অধিদপ্তরের জলাশয় সংস্কার এর মাধ্যমে মৎস্য চাষ প্রকল্প রয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে মুক্ত নদীতে খনন করে মৎস্য চাষ করা হয়। নবগঙ্গা নদীর দুই কিলোমিটার খনন করে মৎস্য চাষ করা হয়েছে। পরবর্তীতে আরও খনন করা হবে। মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য অল্প পরিসরে নদী খনন করা হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ নদী খনন করার দায়িত্ব পানি উন্নয়ন বোর্ডের।

জেলা কৃষি কর্মকর্তা বলেন যে, কুমার নদীতে পানি না থাকায় পাট ছাষ দিতে পারছে না। এখানে আর্সেনিকের প্রকোপ রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, নদী বাঁচলে জীববৈচিত্র্য রক্ষা পাবে।

চেরায়মান জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, কুষ্টিয়া জেলার সৌলতপুরে প্রায় তিনশত প্রতিবাদি রয়েছে। এত অল্প এলাকার এত সংখ্যক প্রতিবাদি থাকায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। সুলত তামাক চাষ করার কারণে এমনটি হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে তিনি কৃষি কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চেরায়মান মহোদয়ের সাংবাদিকদের বিষয়টি তুলে ধরার আহ্বান জানান।

কৃষি কর্মকর্তা বলেন যে, তামাক চাষের পরিবর্তে তুলা, তেজপাতা চাষ করা যেতে পারে। তিনি বলেন যে টোবাকো কোম্পানি চাষীদের অধিক প্রমোদনা দেওয়ার তারা তামাক চাষে আশ্রয়ী হয়।

সড়ক ও জনপথের নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন যে, ব্রিজ নির্মাণ করার ক্ষেত্রে তারা নদীর স্বাভাবিক এক মরফোলজিক্যাল স্ট্যাডি করে ব্রিজ নির্মাণ করে। ফলে নদী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

চুরাডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র জনাব মালেক বলেন যে, নদী খনন এক পানির বিজ্ঞানভিত্তিক তৈরি করতে হবে। নদীর উত্তর পাড়ে জ্যাকগুয়ে নির্মাণ করতে হবে। তিনি বলেন, ইসলামগাড়া নদী জঙ্গলের শিকার। তিনি ক্রমত এই জঙ্গল রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানান।

মুক্তিবাহিনীর সাবেক কমান্ডার বলেন যে, এই এলাকার প্রধান মাথাভাঙ্গা নদীর পানির প্রবাহ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। মাথাভাঙ্গা নদীকে তিনি বৃহৎ পানির আধার তৈরির আহ্বান জানান। চুরাডাঙ্গায় সব খননের কৃষি মৎস্য উৎপাদন হয়। ফলে এখানে পানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারা বছর কৃষি কাজের জন্য পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। কেউ কোম্পানির কারণে নদীর পানি দূষিত হচ্ছে। তিনি তুর্গতস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করার তাগিদ দেন। তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত নেয়ার আহ্বান জানান।

সাবেক অধ্যক্ষ জনাব সিক্কির রহমান জানান যে, নদী না বাঁচলে দেশ বাঁচবে না। এ এলাকার কৃষি কাজ চলমান রক্ষার্থে নদীকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। টোবাকো কোম্পানি কর্তৃক চাষীদের অধিক প্রমোদনা দেওয়ার তারা তামাক চাষে আশ্রয়ী হয়। পুরস্কার পাশাপাশি মেয়ররাও এ কাজে জড়িত রয়েছেন। ফলে মেয়র বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

সভায় উপস্থিত অপর সাবেক অধ্যক্ষ বলেন যে, কুষ্টিয়ার গড়াই নদীতে পানি না থাকায় মাথাভাঙ্গা নদীতে পানি প্রবাহ নেই। তাই উৎসসূত্রে পানির প্রবাহ নিশ্চিত করতে পুরনো মাথাভাঙ্গা নদীতে পানির প্রবাহ পূজা যাবে। আলুদিয়ার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জিহা নদী খননের আহ্বান জানান।

নান্দুড়হনা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন যে তান্ত্র আধুনিক সাসে পানি ঘরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। নদী রক্ষার তিনি নিয়মিত উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা করেন। ঝলগলো ব্যক্তি মালিকানাধীন রেকর্ড হওয়ার তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়াও তিনি জৈরন নদী খননের আহ্বান জানান।

ডেইলি স্টার পত্রিকার সাবোদিক এম এ হালেম নদী রক্ষায় রাজনৈতিক কমিটিমেন্টের গুরুত্ব তুলে ধরেন। মাথাভাঙ্গা নদীতে ব্যাপক বর্ষা, আবর্জনা মিক্ষেপ-নিয়ন্ত্রণ করা হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার পরামর্শ দেন তিনি। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কলিভুত্রা বলেন যে, কারাচা বাঁধের কারণে দেশের নদ-নদীগুলো ক্রমশঃ হ্রাস হতেছে। নদীগুলোতে পলিমটি জমায়ে পানির ধারণ ক্ষমতা কমে গেছে। নদী খনন করলে বর্ষা মৌসুমের পানি নদীতে ধারণ করা যাবে এবং তৎ মৌসুমে কৃষি কাজসহ অন্যান্য কাজে এই পানি ব্যবহার করা যাবে।

অতিরিক্ত ফেলা ম্যাজিস্ট্রেট করহান খন্দকার বলেন যে, সিএস পর্চা অনুসারে নদীর সীমানা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বর্তমানে বিভিন্ন মৌজার ২৬৫ টি শিট ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের নিকট চেয়েছেন। মৌজা নকশার এই শিটগুলো পেলে নদীর সীমানা নির্ধারণসহ অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করা যাবে।

সার্বক্ষণিক সদস্য উপস্থিত সফলকে নদীর গুরুত্ব জানান। তিনি নিয়মিত নদী রক্ষা কমিটির সভা করার আহ্বান জানান। নদী রক্ষার প্রধান দায়িত্ব জেলা প্রশাসনের। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাদের নদী রক্ষায় তেমন তৎপরতা দেখা যায় না। তারা নদীর কোন খেঁজ খবর রাখেন না। তিনি নদী রক্ষায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) দফতর আরও তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান। উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিতে কেসরকারি প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান। মাথাভাঙ্গা ব্রিজের নিকট ব্যাপক বর্ষা ফেলা হয়। তিনি নদীতে বর্জ্য না ফেলার অনুরোধ জানান। ইসলামপুরার সুইস গেটের কারণে ময়লা নদী মৃত। তিনি সুইস গেট অপসারণের দাবি জানান। এতে নবমজার পানির প্রবাহ নিশ্চিত হবে। তিনি নদীকে সংরক্ষিত না করে অপরিষ্কৃত ব্রিজ নির্মাণ না করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, অরএস ও এএস জরিপ নদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নদীর ক্ষেত্রে সিএস পর্চা অনুসরণ করতে হবে। বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সিএস অনুসারে নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। নদীর ভূমি শিফট দেওয়া যাবে না। নদী/খাল কখনই ব্যক্তি মালিকানাধীন হতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন যে, ১৯৭৬ সালে যেটি খাল ছিল বর্তমানেও সেটি হিসেবে বিবেচিত থাকবে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সভার আশোচনাফলে তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদী কমিশনের সুপারিশে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, এ এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এলজিইডি কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের যে সকল সমস্যার কথা এখানে বলা হয়েছে তা কম-বেশি দেশের সামগ্রিক চিত্র। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান যে এ সমস্যাকে বদল দিয়ে বোঝার জন্য। তিনি আরও বলেন যে ইয়েজেরা আরওতর্ষ প্রায় ১৯০ বছর শাসন করেছে। তখন প্রায় ৫০ কোটি লোক ছিল। এই ৫০ কোটি লোক মিলে এদেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করতে প্রায় ১৯০ বছর লেগেছে। ধন্যবাদ জানান জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁর স্মৃতি ও সাক্ষী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল মাত্র ২০ বছরে। আমরা সবাই এ দেশের স্বাধীন নাগরিক। আমরা যখন দুর্নীতির কথা তখন আমরা লক্ষ্যম অবনত হয়ে যাই। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার শিখতে হবে। সমতা নির্ধারণ মাধ্যমে তিনি কাজ করার আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সেই প্রকল্পগুলো পুনরায় যাচাই-বাছাই করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নদী সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নদী কমিশনের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। Natural Reservoir তৈরির জন্য খাল, হাওর খনন করতে হবে। তিনি নদীর মাধ্যমে নষ্ট করে কোনো ব্রিজ, কালভার্ট না করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, জনগণ এখন অনেক সচেতন। তিনি জেলা প্রশাসককে নদীর অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে দ্রুত উচ্ছেদ কার্য চালানোর আহ্বান জানান।

চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক বর্তমান ও আগামীরা জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কলেজের বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক ও রাষ্ট্রীয় রক্ষক। তিনিই [কলেজের বাহাদুর] নদীর যত্ন-স্বার্থ দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জরপা কারো নয় বা কাউকে দেয়া যায়

না তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ স্বাভিমান্যে দখল করলেও তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে যথাসময়ে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক অন্তত্বতার প্রমাণভিত্তিক [evidence on incorrectness] বাতিল করার সুশ্রুটি আইন বিলম্বিত। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার শব্দটি দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দুগুণ আয়দানের সম্মিলিত এজেন্টের প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকার বিআইডব্লিউটিএ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সত্রেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গায় দায়িত্ব বিমোচন কর্তৃপক্ষের আওতায় নির্মিত আশ্রয়/আন্দ্রাস/স্বচ্ছ্যাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ রাখা বিবেচনায় অন্যত্র স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোনো প্রকার আশ্রয় বা স্বচ্ছ্যাম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকার বাস্তবায়নযোগ্য 'না' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

নদীর সিকিটি ও পরিস্থিতির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রকল্প কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাপন আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দখল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকদের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিনস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অতিরিক্ত প্রকাশ করেন। সিনস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনার মেরা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে স্বাভিক্রম পাওরা গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায্যনুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সত্রেজমিনে স্বাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

CS পর্চা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে [জেলা কালেক্টর] পদের বিপরীতে ১ নং স্বত্বায়নতৃত্ব আছে এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও স্বাচাই-বাহাইপূর্বক সত্রেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মাহামান্ড হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ে নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RS-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এক্ষেত্রে মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদায়কে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৯ [কাসহ ১৪৭-১৫১] ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার স্বার্থ প্রয়োগের ক্ষমতায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি তুলনামূলক ভিন্ন মালিকানার রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এক্ষেত্রে ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/স্বচ্ছ্যাম করে নেয়া যায়, যা অনুদান করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের মতিপতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এসবিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ ভূমিকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অতিরিক্ত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সতীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার লক্ষ্যতা ও পরিবেশের উপর বিস্তার প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও সুইচ গেট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী কিছুটা পথে ছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের স্বাধ্যমে সুতস্যায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। শুলনার তেরখাদার কুড়িয়ার বিলের হলবান্ডতার কারণ ও একইরকম বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনগোলা গেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রকল্পে চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনামূলক। অবশ্যে

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেমারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের ঘর্ষণ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের zero tolerance নীতির বিষয়ে শ্রবণ করে তিনি বলেন যে, উল্লয়নের নামে নদীর জারণ অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুল ডারিফের রায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CBGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমঝিতিরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি আশান্বিত যে, SPARRSO Real Time Data শিরে কাজ করে বা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উপভোগ্যরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে। Transboundary Interlink/ Uperlink বর্ণিত ভৌগোলিক বিভাজনের কারণেই পানির কাম্য প্রবাহ পাওয়া যাবে না-এটা ধরেই আমাদের নদী রক্ষণের পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা বন্যার সময় যে পানি পাই তা Bay of Bengal-এ সেমে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে এবং সৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদেরকে Delta plan এর মধ্যে নদীর/পানির সমস্যার অনেক সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পর্যাপ্ত আলোচনা ও অনুমোদন নিতে হবে। বিহীনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। Basin/Catchment বিবেচনার নদী সংক্রান্ত সুবস ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে।

চেমারম্যান মহোদয় বলেন যে নদী হতে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ধার কর্তৃক জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিদীর্ঘে জেলা প্রশাসকে উদ্ধার কাজ শুরু করার আহ্বান জানান। নদীর জায়গা জবরদখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। স্বাভাবিক দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে যৌক্তিক মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এক গুণিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিদ্বন্দ্বিতা/শেঠী নদীর উল্লয়নে কোনো সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চেমারম্যান বলেন যে, নদী বিষয়ে পূর্বে আমাদের তেমন কোন সচেতনতা ছিল না। নদী কমিশন গঠিত হওয়ার পর আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি গড়াই নদীর উৎস মুখ, নবগঙ্গা ও চিরা নদী খননের আহ্বান জানান। গড়াই থেকে ময়মনতি পর্যন্ত কয়েকটি ব্যারাজ নির্মাণ করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে আরও অধিক রিসার্চ প্রয়োজন। মাথাভাঙ্গা নদীর সুইস সেইট অপসারণই যথেষ্ট নয়। নবগঙ্গা নদী ধমন করতে হবে। তাহলেই মাথাভাঙ্গা নদীর পানি নবগঙ্গা নদীতে প্রবেশ করবে। মাথাভাঙ্গা নদী রক্ষণের প্রকল্প দ্রুত পাণ করার আহ্বান। প্রকল্পের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করার কথা বলেন। এছাড়াও শৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রকল্প দ্রুত পাণ করার জন্য মেয়রকে উদ্যোগী হবার আহ্বান জানান।

ইটভাটা আইল্ডক যুগোপযোগী করার আহ্বান জানান। পরিবেশ অধিদপ্তরকে হ্যাডুপার সেওয়ার আগে সংরক্ষণ তদন্ত করার কথা বলেন। কৃষি জমি অকৃষি করে ব্যবহার না করার নির্দেশনা দেন। টপ লয়েল এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। টপ লয়েল কাটা বন্ধ করার আহ্বান জানান।

তিনি সরকারের সকল দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় করে প্রকল্প নেওয়ার আহ্বান জানান। জিকে হককে কিছু অবৈধ দখল রয়েছে। এই অবৈধ দখল অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে। নদীর জমি কাউকে লিজ দেওয়া যাবে না।

সরকার/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অবিলম্বে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে আনতে হবে। কোনোরকমেই কোনো ধরনের বর্জ্য [চরল কিংবা কাঠিন্দা, নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিসর্গ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিসর্গ/নিক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যক্রমে বন্ধ করবে। তারা উপপূর্ণরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় শাশনই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার

নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ) যাতে আবর্জনা উপযুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে। একেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি স্থানান্তরপূর্বক কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যাপ্তভাবে সক্ষমতা, দক্ষতা ও সোণা করে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে। একেত্রে স্বাধিক গাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারি কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈল্পিক প্রদর্শন কিংবা নিষেধতার জন্য সংশ্লিষ্ট পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কর্তৃত্বভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন যামলা করবেন। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি স্বাধিক কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা বলি সতর্ক, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। একেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, সত্মাহল ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন ময়লা-আবর্জনা কিস্তাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারপার আহ্বান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি মিত্রগোষ্ঠে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

তিনি আরও বলেন খননকৃত মাটি ব্যবস্থাপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে করতে হবে।

সতায় নিম্নলিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	[ক] চুয়াডাঙ্গা সদরে ৩নং কুতূপপুর ইউনিয়নে হাসানছাটী গ্রামে নবঙ্গা নদীতে দুপার্শ্বে অবৈধভাবে দখল করে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি বসে তোলাবন্ধ এবং বিক্রি হচ্ছে। অবিলম্বে নবঙ্গা নদীর চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৩০ কিমি। সীমানা ঠিক করতে হবে। সিঙ্গল মোড়বেক নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। [খ] সিঙ্গল পর্টা ও প্রাথমিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] অনুসরণ ও প্রয়োগ পূর্বক] এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং সিটি সিটিশনের সংশ্লিষ্ট স্মারের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একেত্রে আদালতে পক্ষভুক্ত হয়ে আইনি মডাই সার্ভক ও সফলভাবে করতে হবে। অবৈধ দখল থেকে নদীকে রক্ষা করতে CrPC এর ১৩৬ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা। ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা। ৩। সহকারী কমিশনার ভূমি, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা।
০২।	চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরের পোশাকপাড়া ও ইসলামপাড় নবঙ্গা নদীর উৎসস্থলের সন্নিকটে একটি খুঁস পেট সেবা আছে। এই পেট নির্ধারণ করার জন্য নদীটি মরে গেছে। অবিলম্বে খুঁস পেটটি অপসারণ করলে বা গুটি পেট খোলে সিলে নদীতে স্বাভাবিক পানি প্রবাহ হবে। কলে নদীর অবৈধ দখল ৫০% কমে যাবে। অন্যান্য সত্মর পেটটি খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা। ২। মেমর, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা, চুয়াডাঙ্গা। ৩। সিবিটি একসেক্টরী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চুয়াডাঙ্গা। ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা। ৫। সহকারী কমিশনার ভূমি, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা।
০৩।	নদী সিক্তি বা পরিষ্কার কারণে স্বাভাবিক জমির ভাঙ্গন কিংবা শক্ত হলে ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাবদ্ধ আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির স্থাননাগাদ RoR প্রস্তুত করবেন/করবেন এবং সংশ্লিষ্ট কলেস্টার বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনস্বার্থক [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পন্থায়	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা। ৩। পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা। ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিকল চুয়াডাঙ্গা। ৫। সহকারী কমিশনার, ভূমি, সিকল।

	দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা ভিত্তি যে কোনো সময় [at any time] কর্তৃক প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়নুগা ও সমন্বয়িত আবশ্যিক/স্বার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা IS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্টার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচ্যুতি/ভুল-ত্রুটি সরাসরি তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।	চুরাভাঙ্গা
০৪।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসক/জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মালিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা ঘনপত্র, রুট তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহানন্দ হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অক্লিষ্টে কোনোরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সচিব সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, চুরাভাঙ্গা ৩। পুলিশ সুপার, চুরাভাঙ্গা ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] চুরাভাঙ্গা ৫। সহকারী কমিশনার, ভূমি, সকল চুরাভাঙ্গা
০৫।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদায়কে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫ [কাস্থ ১৪৭-১৫১ ধারার নদী, নদীর তীরভূমি ও কেলশোর রক্ষা করার পক্ষে দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অক্লিষ্টে পূর্বাধিক মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মালিকানি/পর্টার/সিঙ্ক ও আয়স, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরাসরি মাচারপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। বিভিউ/রিভিউ/আপিল এর মাধ্যমে রাইটের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯(৪) ধারার বিধান অনুযায়ী bona fide mistake শব্দে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধন/শুদ্ধ করে দেয়ার কর্তৃক প্রতিকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধন/শুদ্ধ করে দেয়ার কর্তৃক প্রতিকাশিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের আয়ক-৩১,০০,০০০০,০৪১,৬৭,০৩১১১.৮৪১ অধিঃ ২৩ সেক্টর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অগ্রগণ্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের ত্রুটি/ত্রুটি হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান গুণে গণ্য হবে।	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ৪। জেলা প্রশাসক, চুরাভাঙ্গা ৫। পুলিশ সুপার, চুরাভাঙ্গা ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] চুরাভাঙ্গা ৭। সহকারী কমিশনার, ভূমি/সকল চুরাভাঙ্গা
০৬।	[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহানন্দ হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বালাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালকিলম ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সমন্বয়িত কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে কালকিলম ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলা/উপজেলা স্তরে যৌক্তিক ম্যাপ/দিরামা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ৪। জেলা প্রশাসক, চুরাভাঙ্গা ৫। পুলিশ সুপার, চুরাভাঙ্গা ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] চুরাভাঙ্গা ৭। সহকারী কমিশনার, ভূমি/সকল চুরাভাঙ্গা

	<p>প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেশে কার্যনির্বাহী সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অধিকৃত কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ জরিপ অধিদপ্তরে নিষ্পন্ন করবেন। এই দিওয়ান জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কম্পেন্ডের বাহ্যিক নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর সাবির আইনসমূহ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায্যনুগ সীমানা/নদীর বস্তু একে বার্ষিক নির্ধারণ করবেন।</p>	
০৭।	<p>বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর কোরশোরে যে সমস্ত নিষ্কাশন/সেচ নিষ্কাশন এবং অনশক্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর কোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।</p>	<ol style="list-style-type: none"> ১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] চুয়াডাঙ্গা ৫। সহকারী কমিশনার, [সকল] চুয়াডাঙ্গা
০৮।	<p>ভূগর্ভস্থ পানির চাপ কমানোর জন্য মস-শরী, খাল-বিল, পুকুর খনন করতে হবে। খাল খননে কর্মসম্বল সৃষ্টির সার্ভে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি নিরাসন স্থানে দূরত্বে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে স্থান/কলেজ/ মসজিদ/মন্দিরসহ অন্যান্য জায়গায় উন্নয়নের জন্য খননকৃত মাটি ব্যবহার করা যেতে পারে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি ব্যবস্থাপনা জেলা/ উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সুসম্পন্ন করতে হবে।</p>	<ol style="list-style-type: none"> ১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চুয়াডাঙ্গা ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] চুয়াডাঙ্গা ৫। সহকারী কমিশনার, [সকল] চুয়াডাঙ্গা
০৯।	<p>জেলার মধ্যে পাউবো কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত অনেক জমি অব্যবহৃত রয়েছে বর্ষাযে ব্যবহার না করার ফলে জমিগুলো বে-দখল হয়ে যাচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবহৃত অতিরিক্ত জমি প্রয়োজনে রিজিউম করা যেতে পারে। এছাড়াও ফ্রি জমির উপ সয়েল বিক্রি বন্ধ করতে হবে।</p>	<ol style="list-style-type: none"> ১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চুয়াডাঙ্গা ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা। ৪। সহকারী কমিশনার [সকল], চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা।
১০।	<p>উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর ধ্বংসের ভয়াট করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর ধ্বংসের ভয়াট করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।</p>	<ol style="list-style-type: none"> ১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ২। পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চুয়াডাঙ্গা
১১।	<p>পার্ব্বর্তী কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুরে গ্রাম তিনশত প্রতিবেশি রয়েছে। এত অল্প এলাকার এত সংখ্যক প্রতিবেশি থাকার তিনি বিষয় প্রকাশ করেন। মূলত তামাক চাষ করার কারণে এমনটি হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ বিরুদ্ধে তিনি কৃষি কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাহাজের চাষের কারণে এই উপজেলার অধিকাংশ লিট প্রতিবেশি ও অটোরসের শিকার।</p>	<ol style="list-style-type: none"> ১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ২। উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা।

	তামাক চাষ জরাজীর্ণ পরিবেশ ও জলাশয় কেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তামাকের বিকল্প শস্য চাষ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবে।	
১২।	কি মাথাভাঙ্গা হতে সৃষ্ট নবগঙ্গা লোহাগড়া ও নড়াইলে মধুমতি নদীতে পতিত হয়েছে। ঐ পর্যন্ত নদীর প্রবাহ চালু করা যেতে পারে। চুয়াডাঙ্গা জেলাধীন ৩০ কিমি নদীর শীমানা নির্ধারণ করে নদীর দুপার্শ্বে হাটায় গাছ ও তীর ভূমি সৃষ্টি করতে হবে। [খ] Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিরস্তিত সত্ত্বর আলোচনাক্রমে/পৃথীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থায়ী সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষণার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চুয়াডাঙ্গা ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] চুয়াডাঙ্গা ৪। সহকারী কমিশনার (ভূমি), চুয়াডাঙ্গা
১৩।	নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিষ্কৃত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-সাঁড়ায় এবং ব্রিজের স্বল্প সৈর্ঘ্য হেতু নদীর দুপার্শ্বের ভরাট হওয়া কিংবা ঢল পড়ে যাওয়া এবং নদী নথ্যের কারণ সৃষ্টি না হয়।	১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চুয়াডাঙ্গা ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, চুয়াডাঙ্গা ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] চুয়াডাঙ্গা ৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি), চুয়াডাঙ্গা
১৪।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অঙ্গগণ্যতা বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], চুয়াডাঙ্গা ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), চুয়াডাঙ্গা
১৫।	জেলা পর্ষয়ে বিভিন্ন কোর্টে নদী সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান মামলাগুলি আইনি মোকদ্দমা করে সত্ত্বর নিষ্পত্তি করতে হবে। বিদ্যমান মামলার তালিকা প্রণয়ন, পিপি/জিপি নিয়োগ এবং এস,এফ [Statement of Facts] যথাবৎভাবে তৈরি করে মামলাগুলি মোকদ্দমা করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], চুয়াডাঙ্গা ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), চুয়াডাঙ্গা
১৬।	কি নদীর তীরে স্থাপিত ইন্টারজাটাসমূহ সম্পর্কে বিদ্যমান তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুপত্তি পর প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইন্টার জাট ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মাসলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলপালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ২। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ৩। পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], চুয়াডাঙ্গা ৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি), [সকল], চুয়াডাঙ্গা

১৭।	অনুমোদনবিহীন বাসু চর হতে বাসু উত্তোলন করা বাসু মহাল ৬ মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন এককল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ডাঙর তুরাচিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাসু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা বলি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যিক নয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন একক প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বাসু উত্তোলন করা যাবে না। এছাড়াও আইন লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বাসু মহাল ৬ মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ২। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ৩। পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা], চুয়াডাঙ্গা ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চুয়াডাঙ্গা
১৮।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। সকল উপজেলার উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সমন্বিত দিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী প্রবেশকদের নদী রক্ষা কমিটিতে প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যিক।	১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা] চুয়াডাঙ্গা ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চুয়াডাঙ্গা
১৯।	[ক] চুয়াডাঙ্গা রড বাজারের নিকট মাথাভাঙ্গা ব্রিজের উপর ব্রিজের পূর্ব দিকে ডানে-বামে শহরের মতলা-আবর্জনা নদীতে ডাম্পিং করা হচ্ছে। মাথাভাঙ্গা নদীতে কোন আবর্জনা ডাম্পিং করা যাবে না। [খ] নদীতে ময়লা-আবর্জনা ডাম্পিংকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনামুণা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র চলমান করলেই চলেবে না। আইনের উপযুক্ত ও যুগ্মই প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-প্রধানসহ মালিকদের বিরুদ্ধে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে উচ্চ কর্তৃপক্ষের কোনরূপ অবহেলা কিংবা শিথিলতা নদী ও নদী সম্পদ, পরিবেশ-প্রতিক্রম রক্ষায় বিঘ্ন ঘটাব ফেলতে পারে। [গ] কোনোভাবেই কোনো ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিষ্কাশ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিবহন/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সময়সূচক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিষ্কাশ/নিষ্কাশন কার্যক্রমের বহু করবে। তারা উপযুক্তভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত গুণগতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থানীয় ল্যাপসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [ঘ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে Compliance Report প্রদান করবে।	১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ২। মেয়র, চুয়াডাঙ্গা, পৌরসভা ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, চুয়াডাঙ্গা ৪। পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা ৬। মেয়র, কুষ্টিয়া পৌরসভা, চুয়াডাঙ্গা ৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা] চুয়াডাঙ্গা ৮। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চুয়াডাঙ্গা
২০।	জেলা পলসংযোগ অফিস, খিট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংক্রমণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃত্ব, স্বনামপ্রতিষ্ঠিত, সামাজিক নেতৃত্ব, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বাস্তব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/পলসংযোগ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ও সভাপতি জেলা নদী রক্ষা কমিটি ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী

		অফিসার ও সভাপতি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, চুয়াডাঙ্গা ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা], চুয়াডাঙ্গা।
--	--	---

ড. মুজিবুর রহমান শাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫(৪১)-

তারিখ: ২৮ শে অক্টোবর, ২০১৮

সদস্য অবগতি ও ধারাবাহিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে]:

- ০১। মহাপরিচালক সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ পরিবহন, চাক [সংশ্লিষ্ট অর্থায়ন/অবিসংকল্পিত অর্থায়ন/বহোপযুক্ত গ্রহণ নিশ্চিত করণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বহাংশ গ্রহণের অনুরোধসহ]।
- ০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৩। সচিব, নৌ-পরিবহন অঞ্চলসহ/ভূমি অঞ্চলসহ/পানি সম্পদ অঞ্চলসহ/পরিবেশ, বন ও অলবাহু পরিবর্তন অঞ্চলসহ বাংলাদেশ পরিবহন, চাক।
- ০৪। কমিশনার, স্থানীয় বিভাগ, ফুলবা
- ০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
- ০৬। দাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন অঞ্চলসহ [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদস্য অবগতির জন্য]।
- ০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াশিংটন ডিসি, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
- ০৮। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, মতিঝিল, ঢাকা।
- ০৯। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১০। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা।
- ১১। পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা।
- ১২। মেম্বর, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা, চুয়াডাঙ্গা।
- ১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/এস.ডি.ইউ/সড়ক ও জনপথ, চুয়াডাঙ্গা।
- ১৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকলা], চুয়াডাঙ্গা।
- ১৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকলা], চুয়াডাঙ্গা।
- ১৭। সার্বজনিনিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৮। অফিস কপি [সংরক্ষণার্থে]।

ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: সিলেট জেলাধীন জ্বাকলাং ও অরমালি এলাকার নদ নদী সঞ্চাল, পানি ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা এবং ডাউকী ও পিয়ারাইন নদীর সঞ্চাল, দূষণ সংক্রমিত পরিদর্শন প্রতিবেদন।

প্রধান অতিথি	: জনাব শাহজাহান খান, এম.পি. মাননীয় মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
বিশেষ অতিথি	: ড. মুন্সির রহমান হাওলাদার, চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন : জনাব মেহাবাহ উদ্দিন চৌধুরী, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট।
সভাপতি	: জনাব নুমেদী জামান, জেলা প্রশাসক, সিলেট।
স্থান	: নলডুরী মাদল, সিলেট
তারিখ	: ১৫/০৯/২০১৮

জেলা প্রশাসক সিলেট এবং জেলা নদী রক্ষা কমিশনের সভাপতি মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অনুমতিক্রমে বর্ধিত সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার প্রারম্ভে মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাহজাহান খান এম.পি বলেন যে, পিয়ারাইন ও ডাউকী নদীর সঞ্চাল, দূষণ ও স্মার্ট রক্ষায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন। এ কারণে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট, জেলা প্রশাসকসহ ডাউকী ও পিয়ারাইন নদী সংক্রমিত পরিদর্শন করা হয়। নদী দুটিকে কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিলাফ-কোন সরকার নদী খননের জন্য কোন কাজ করেনি। বর্তমান সরকার নিয়মিত নদী খনন করে যাচ্ছে। কিভাবে পিয়ারাইন ও ডাউকী নদী রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যই এই সভার আয়োজন করা হয়েছে।

২। সভার সভাপতি জেলা প্রশাসক ৩৩-১৬/০৫/১৮ ইং তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক সিলেট জেলার চৈকোপুর উপজেলাধীন সারী নদী এবং জ্বাকলাং এর ডাউকী ও পিয়ারাইন নদী সংক্রমিত পরিদর্শন প্রতিবেদন এর নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ পাঠ করে শুনান। এ সভায় বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, সিলেট প্রেসক্লাবের সভাপতি, কো, বাপা, কেসরকারি এবং এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসক বলেন যে, গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়েকটি বাস্তবায়ন হয়েছে এবং কয়েকটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি রাখা হয়েছে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনাতে প্রদত্ত সুপারিশ (১২ নম্বর) সমূহ নিম্নরূপ:

[১] সারী নদীর 'হাইড্রোলজিক্যাল/মরফোলজিক্যাল স্ট্যাটি' সমন্বিত প্রকৃতি: RS, GIS I GPS ব্যবহার/প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করাতে হবে।

[২] মাইনস্ট্র বৈধ অপসারণ বিষয়ে JRC ভারত সরকারের সাথে দ্রুত আলোচনা করা এবং ফলশ্রু ফলাফলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

[৩] সারী নদীর পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

[৪] সারী নদী এবং এর উপনদী বড়গাং ও কুটালগাং এর স্বাভাবিক দাব্যতা পুনরুদ্ধার করতে নদী ক্ষয়/স্কেজিং/বৃক্ষ রোপন/ পর্যটন ব্যবস্থার পুনরুদ্ধারে একটি মাস্টার প্লানের মাধ্যমে অবিলম্বে প্রকল্প বাস্তবায়ন জরুরি হয়ে পড়েছে। এ প্রকল্পের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, স্বাস্থ্য ও কৃষি উৎপাদন, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে সর্বাঙ্গিক মাধ্যমে সমস্যার সমাধান উদ্ঘাটন করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

[৫] কা ডাউকী ও পিয়ারাইন নদীর গর্ভ থেকে নদী ও নদীর দাব্যতা ক্ষয় এবং জাতীয় সম্পদের ক্ষতিসাধন রোধ ও অবৈধভাবে পাখর ও বাধু উত্তোলন সংশ্লিষ্ট আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে অবিলম্বে পাখর উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। [৬] এ অবৈধ পাখর ব্যবসায়ীদের সাথে আইনি লড়াই জোরদার করার ব্যবস্থা জেলা প্রশাসন/সরকার কর্তৃক অবশ্যিক ও অতীত জরুরি হয়ে পড়েছে। আদালতে চলমান মামলাগুলির আইনগত অবস্থা ও অবস্থান পরীক্ষা-নিরীক্ষা আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

[৬] জ্বাকলাং এর জীববৈচিত্র্য/পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও পর্যটন সম্ভাবনা পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও উন্নয়ন মূলক উদ্যোগ/প্রকল্প বাস্তবায়নের নিম্নে কালবিলাস না করে গ্রহণ করতে হবে।

[৭] [ক] অবৈধভাবে ব্যবহৃত স্টোন-ক্রাশার মেশিন অনতিবিলম্বে বন্ধ করতে হবে; [খ] আইন প্রয়োগে জব্দ করে ধ্বংস করতে হবে এবং অবৈধ ব্যবসায়ী চক্রকে ফৌজদারী আইনে/পরিবেশ আইনের অধীনে বিচারে সোপর্দ করতে হবে; [গ] সংশ্লিষ্ট আইনের ন্যায়নুপ প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের স্বার্থ/জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ অতীব জরুরি ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে।

[৮] ডামাঝিল ছাড়া বন্দর এবং জাকলং এলাকার পর্যটন শিল্পের প্রসারের সুবিধা গ্রহণের লক্ষে সিলেট-জাকলং মহাসড়ক দ্রুতই সংস্কার করে যানবাহন চলাচল উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

[৯] স্টোন-ক্রাশার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অনুরূপ স্থানান্তর করতে হবে; এবং এটি যতদ্রুত করা যাবে তত দ্রুতই জাতীয় এ সম্পদ: নদী, পানি সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিক্রমকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এ কাজে জোরালো ভাবে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সর্বাঙ্গিক, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সম্পূর্ণতা/সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনশ্রুতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা আয়োজনের কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করতে হবে। তবে এ জাতীয় সম্পদের অবৈধ স্থলকারী/ধ্বংসকারী যে সংগঠন/সংস্থা/গোষ্ঠীরই হোক না কেন, তিনি বা তারা যত বড় শক্তিশালীই হউক না কেন যথোচিত আইনের প্রয়োগ নির্ভয়ে ন্যায়পরায়নতার সঙ্গে রুট/জাতীয় স্বার্থেই নিশ্চিত করতে হবে।

[১০] কোম্পানি/পিয়াইন/সারীসহ সকল নদীপথ, নদী তীর ফেরাখোরসহ পর্যটন এলাকার সরকারি জমির অবৈধ স্থল থেকে উদ্ধার, নদীকে দূষণমুক্ত করণ এবং পানি-পরিবেশ সংরক্ষণার্থে বিভিন্ন আদালতে চলমান সকল মামলার আইনি লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। BELA কিংবা অন্যান্য পরিবেশ সংরক্ষণকারী সংস্থার পাশাপাশি রাষ্ট্রের/জাতীয় স্বার্থে এসকল মামলার আইনি-লড়াই জোরদার করণার্থে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/বিভাগীয় প্রশাসন/জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরগুলি তাদের নিজস্ব বিজ্ঞ এগ্রেডেজকেট নিয়োগ করে সত্যিকার চিত্র/অবস্থা বিজ্ঞ আদালতে তুলে ধরার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও তাদের আইনগতীয় নিয়োগপূর্বক মামলা শুরু করবেন। চলমান মামলার পক্ষভুক্ত হয়ে জোরালো আইনি লড়াই চালিয়ে যাবে এবং দেশের ও জনগণের নদী সংশ্লিষ্ট জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করনে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

[১১] সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের যৌথ উদ্যোগে জাকলং এলাকায় জনচেতনতা কর্মসূচির প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আশু সুস্থ পাওয়া যাবে। একাজে বিজ্ঞানীয়/জেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সময়ের সুমিকা গাশম করবে।

[১২] বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রেরিত সুপারিশের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর যথা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩। উপস্থিত বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নের অঙ্গগতি তুলে ধরেন যা নিম্নলিখিত উপস্থাপনা, উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহকে বাস্তবায়নে যন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃকতারিখে নির্দেশনামাত্র জমা করবে। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃকও সারী করবে এবং অনুরোধক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণার্থে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

[১] সড়ক ও জনপথের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব উৎপল সামান্ত বলেন যে, অত্র এলাকার ৮ কি.মি. দৈর্ঘ্য সড়কের অবস্থা বেহাল। শীঘ্রই এই সড়কের দূর অবস্থার পরিবর্তন হবে। ব্রাহ্ম সংসদে ১২৫ কোটি টাকার মধ্যে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে। আগামী নির্বাচনের আগে সড়কের অবস্থা আরো উন্নয়ন করা হবে।

[২] পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী শ্রী: সিরাজুল ইসলাম বলেন যে, নির্বাচনের আগে প্রতি জেলায় একটি করে খাল খনন করা হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

[৩] পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আলতাফ হোসেন বলেন যে, নদীতে যারা কর্তা কেসে তাদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তালিকা প্রণয়নের পর তাদের উচ্ছেদ করা হবে। নদীর পাড়ের ইটভাটার জালিকা তৈরি করা হচ্ছে, ৬০০টি স্টোন ক্রাশার রয়েছে। জাকলং ও কোম্পানিপাড়া থেকে পাথর উত্তোলন করা হয়। জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন হতে ৪০০টি জরুরী সেতু রয়েছে। নদীর পাড়ের কাঠখানার ইটিপি স্থাপন বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২৩টির মধ্যে ২২টি ইটিপি কার্যকর রয়েছে। প্রাণ, স্বাস্থ্যের সুতাং নদী দূষণ করছে। নদী কে দূষণের জন্য মাছবপুনে অবস্থিত মার লি: কে ১৭,০০,০০০/- [সতের লক্ষ] টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

[৪] স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বলেন যে, পূর্ব জাকলং নদীতে বাঁধ দেওয়ার বিধির্ন এলাকার জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে। হিঙ্গলির খালের বাঁধ অপসারণের দাবি করেন এবং এ ব্যাপারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

[৫] কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক বলেন যে, বোরে চাষের সময় পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যত না। অনানুষ্ঠানিক জরি চাষের আওতায় আনতে ৫১ কোটি টাকার প্রকল্পের অধিকাংশ অর্থ খাল খননের জন্য বরাদ্দ ছিল। উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি আছে। উক্ত মৌসুমে সেচের সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। কোন কোন খাল খনন করলে কৃষির/সেচের সুবিধা হবে সেটির বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। কিন্তু দ্রুতজনক হলেও সেইভাবে খাল খননা খনন করা হয়নি।

[৬] জেলা মত্যা কর্মকর্তা সুলতানা আহমেদ বলেন যে, নদীর ধ্বংসের সাথে মত্যা সম্পদ প্রত্যাহতভাবে জড়িত। আগে ৬৭% মত্যা প্রাকৃতিক উৎস থেকে আহরিত হতো, বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাছ চাষ করতে হয়। সারি নদীতে মাছের প্রাকৃতিক

প্রথমদে উৎস ছিল, বর্তমানে সেটি আর নেই। বর্তমানে অনেক দেশীয় মাছ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি শরীর সংযোগ খাল গুলো খনন করার আহ্বান জানান। এতে মাছের চারণ ভূমি তৈরি হবে।

৭। পর্বটন করপোরেশনের ম্যানেজার জনাব জাহিদ হোসাইন বলেন যে, সিলেট ব্রাড্জিং এর অন্য কাজ করা হচ্ছে, বিদ্যমানকান্দি, সাতারগুলা টুরিজম স্পট করা হচ্ছে। পর্বটনসের বাতয়ার রাস্তা গুলো আরো নত এবং আর এলাকার নদী গুলোর পূর্বের অবস্থা কিরে এলে পর্বটনসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। সিলেটে একটি ফাইভ স্টার হোটেল নির্মাণ করা হবে এবং প্রাকৃতিক কন্যা সলজুড়িতে ৫০ রুমের একটি আবাসিক হোটেল তৈরি করা হবে।

৮। কোমার প্রতিনিধি এ্যাডভোকেট শাহেদা আক্তার বলেন যে, ২০০৯ সাল থেকে ডাউকি, পিরাইন নদী রক্ষা আইনি লড়াই চলিয়ে যাচ্ছি। অবৈধভাবে পাথর উত্তোলনের বিষয়ে ম্যানুয়ালি পাথর তুলতে হবে, ব্যতিক্রমভাবে পাথর উত্তোলন পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। ডাউকি পিরাইন নদী বর্তমান হাওরে পরিনত হচ্ছে। ডাউকি নদীর উপর নির্মিত ব্রিজ অপসারণে রিট করা হয়েছিল। ডাউকি নদীকে Ecological Critical Area হিসাবে পেছটে প্রকাশিত হয়েছে। তারপরও পরিষ্কৃতির উন্নতি হয়নি। পাথর ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন বিষয়ে আনাশতে রিট দাখিল করে তাদের অনুমুদে রায় নিয়েছে। বেইশী ব্রিজের বিষয়ে রিট করা হয়েছিল। এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন ফলাফল পাওয়া যায়নি। ২০১০ সালে পর্বটন করপোরেশন গঠিত হয়েছিল। জাফলং এখনও পর্বটন এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়নি।

৯। সাংবাদিক আফাতাব চৌধুরী বলেন যে, নদ নদী, খাল, বিল জলধয়ের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে তিনি প্রধান অভিযা এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান এর সূচি আকর্ষণ করেন। তিনি আরো বলেন যে, পাথর পর্বত থেকেই নদীর উৎপত্তি হয়। নদী গুলোর নাব্যতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান। নদ নদীর ১০ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে কোন কলকারখানা নির্মাণ করা যাবে না। স্টোন ক্রাশার মেশিন গুলোকে অন্য এলাকার স্থানান্তরের আহ্বান জানান।

১০। কাপার প্রতিনিধি বলেন যে, এখানকার প্রকৃতি ব্যাপক দুষ্ণের শিকার। গুম নদীর তীরের প্রান্তে পর্বটন স্পট আর জাফলং প্রান্তে সন্সাব দুষ্ণের শিকার বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। জাফলং যেহেতু Ecological Critical Area ঘোষিত সেহেতু এখানে পাথর উত্তোলন করা যৌক্তিক নয় কিন্তু তারপরও পাথর উত্তোলন করা হচ্ছে। তিনি বলেন যে, আর এলাকায় প্রত্যেকটি নদীকে বাঁচাতে হবে। খাল খননের আগে নদীকে বাঁচাতে হবে। নদ নদী গুলোর বাঁচব চিত্র দেখতে হলে হেলিকপ্টারে নদী গুলো ভালো করে দেখার আহ্বান জানান।

১১। প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব ইশরাফুল করীম বলেন যে, সিলেট কে পর্বটন বাঁচব করার আহ্বান জানান এবং বলেন এখানে পর্বটনের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

১২। পুলিশ সুপার মো: মনিরুজ্জামান বলেন যে, নদী বাঁচলে দেশ বাঁচবে। বাংলাদেশ নদী মাতৃক দেশ। নদী যদি পানি ধারণ না করতে পারে সেহেতু বন্যা হবে। নদীকে ব্যাপক করে ড্রেজিং করতে হবে। নাব্যতা কিরেনে আনতে হবে, তিনি জলনচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানান। সিলেটে দ্বারা আসে তাদের নিরাপত্তার সর্বোচ্চ আর্থিকায়ন দেওয়া হয়। বর্তমান পাথর উত্তোলন বন্ধ রাখা হয়েছে। তিনি আরো বলেন ৩০২ ধারার মামলা দেওয়া হচ্ছে। পরিবেশ ব্যবস্থা রক্ষার জন্য সমন্বিতভাবে কাজ করা হচ্ছে।

১৩। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের অবৈতনিক সদস্য শায়মিন সোনিয়া মোর্গেন বলেন যে, নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে নদী রক্ষার্থে। সকল সত্তর যদি সঠিক ভাবে কাজ করতো তবে নদী কমিশন গঠন এর প্রয়োজন হতো না। দ্বারা বিভিন্ন সত্তরের কাজ করে তারা স্বল্প সময়ের জন্য কাজ করে। জর্জাং নদী রক্ষায় বিশেষজ্ঞ প্যানেল তৈরি করা প্রয়োজন। সরকারে বিভিন্ন সত্তর, এনজিও প্রতিনিধিসহ, সিভিল সোসাইটি একত্রে কাজ করা দরকার। সরকারের বিপক্ষে নয় বরং সরকারের কাজ সঠিকভাবে ফিটরি করার জন্য সুশীল সমাজ কাজ করে। তিনি নদ নদী দখল, দুষ্ণের প্রকৃত চিত্র তুলে করার আহ্বান জানান।

১৪। সার্বজনিক সদস্য জনাব মো: অলা উদ্দিন বলেন যে, জাফলং, জামাবিলা বিধমত জাফলা এর ফলে নদী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নদীকে আগের অবস্থায় কিরিয়ে আনতে হবে। এতে পর্বটনের সংখ্যা বাড়বে। জাফলং জামাবিলের প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুপ্রাণ রেখে হোটেলসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে। স্থানীয় রাষ্ট্রনৈতিক/জনপ্রতিনিধি/সরকারি কর্মকর্তাসহ সকলের আর্থিক উদ্যোগ ও সমন্বিত প্রচেষ্টা থাকা প্রয়োজন। Ecological Critical Area হিসাবে এই এলাকাকে রক্ষা করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, ৬০০ স্টোন ক্রাশার আহ তার মধ্যে ৪০০টির ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। যৌক্তিক/সীমিত আকারে শাইসেল দিতে হবে।

১৫। বিজ্ঞপীয় কমিশনার বলেন যে, নদী বাঁচলে পরিবেশ বাঁচবে, আর পরিবেশ বাঁচলে দেশ বাঁচবে। বাংলাদেশের জনসাংখ্যা বেশি কিন্তু আয়তন খুবই কম। নদীকে কেন্দ্র করে সজ্ঞতা গড়ে উঠে, নগর গড়ে উঠে। আবার নদী সৃষ্ট হলে সজ্ঞতা ধ্বংস হয়। নদী রক্ষায় কেউই বিমত করেনি। তবে নদী রক্ষার গৃহীত সিদ্ধান্ত গুলো বাস্তবিক অর্থে বাস্তবায়ন করা হয়নি। নদী রক্ষায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা করা সম্ভব হয়। তিনি সরকারি কর্মকর্তাদের অস্পষ্ট/অস্পূর্ণ প্রতিবেদন না দেওয়ার আহ্বান জানান। ডিন ডাউকি নদী খনন করতে হবে বলে জানান। তবে সীমান্তবর্তী নদী খননে কিছু প্রটোকল রয়েছে, কলে ভিত্তি করে সীমান্তবর্তী নদী খননের কোন সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় না।

১৬। [ক] জাতীয় নদী কমিশনের চেয়ারম্যান আজকের সভার মাননীয় যন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিত থাকার জন্য তাকে আনুষ্ঠানিক খন্যবাদ জানান এবং বলেন যে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের শীলাছুমি হিসেবে পরিচিত সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার ডাউকি ও পিয়াইন নদী বেষ্টিত জায়গাকে সরকার 'স্বতন্ত্র প্রকৃতির ঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু অপার সৌন্দর্যের লিপিবদ্ধি জাফলাং এর ডাউকি ও পিয়াইন নদী পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে স্থানীয় প্রজাবংশী ব্যক্তিবর্গ/পাথর ও বালু ব্যবসায়ী কর্তৃক নদী সংকুচিত করে বোনা মেশিন দিয়ে পাথর ও বালু উত্তোলন করছে একে মর্গীর মধ্যে দিয়ে পাথর পরিবহনের জন্য ট্রাক চলাচল অব্যাহত রেখেছে। পাথর পরিবহনের জন্য বড় বড় ট্রাক ব্যবহৃত হচ্ছে যার ফলে সিলেট থেকে জাকশং এর প্রধান লড়ক সাধারণ মানুষের চলাচলের অনুশযোগী হয়ে পড়েছে এবং পর্যটকদের সংখ্যা একেবারেই হ্রাস পেয়েছে। ডাউকি নদী থেকে উত্তোলিত পাথর ক্রমের জন্য এখানে অবৈধভাবে অসংখ্য অবৈধ স্টোন-ক্রাশার মেশিন দেখতে পাওয়া যায়। এসব স্টোন ক্রাশার নির্ভর পাথর থাকার কাজ করছে সংখ্যক শ্রমিক, যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এখানে এসে এই কাজের সাথে জড়িত হয়েছে বলে জানা যায়। তবে এদের সংখ্যা কয়েক হাজার হলেও অবৈধভাবে পাথর উত্তোলনকারী প্রজাবংশী স্থানীয় নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিকের ছায়ায় অতিরিক্ত শাখা-শাখা মন্ত্রের অধুনা তুলে ধরছেন নিজেদেরই যাদিচ্ছের স্বার্থে।

[খ] ডাউকি নদী থেকে বালু উত্তোলন করে ডাউকি নদীর মধ্যেই ছুপ করে রেখেছে, যার ফলে ৫৮ কি.মি দৈর্ঘ্য ডাউকি নদী তরুট হয়ে নৌ-চলাচলে বাঁধার সৃষ্টি হচ্ছে। ডাউকি নদীর উপর ভারত সরকার একটি সড়ক বেইলী সেতু তৈরি করেছে বলে স্থানীয়ভাবে তুলে ধরা হয়। আরও জানা যায় একে প্রত্যক্ষ করা হয় যে উজান থেকে বড় কোন পাথর ডাউকি কিংবা পিয়াইন নদীর প্রবাহমান জলধারার তলে আসে না, যদিও স্থানীয় অবৈধ ব্যবসায়ী ও প্রজাবংশীজন নিজেদের স্বার্থে পাথর উত্তোলন কাজ অব্যাহত রেখেছে। তারা স্মরণ: উক্ত ডাউকি ও পিয়াইন নদীর বাংলাদেশের অংশে পাথর ও বালু উত্তোলনসহ নদীর নাবাভা বিনষ্ট/হ্রাস করেছে। সিলেট বিভাগীয়/জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনা তুলে ধরা হয় যে, স্থানীয় প্রশাসন/রাজনৈতিকদের প্রভাব ও উপপুত্রি অবৈধ তদবির ও চাপের ফলে তারা আইন প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হলেও তারা সফল হতে পারেননি। অপরাধিকে আদালতের রায়ের ফলেও নদী রক্ষার্থে আইনের প্রয়োগ বন্ধ করতে হয়েছে বলেও আলোচনায় বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ আনোকপাত করেন।

[গ] ইতিমধ্যে ডাউকি ও পিয়াইন নদীর উপর মহামান্য হাইকোর্টের কয়েকটি মামলা রয়েছে যা- ডাউকি ও পিয়াইন নদীতে বোনা মেশিন দিয়ে পাথর উত্তোলনের বিরুদ্ধে মামলা [রিট পিটিশন নং-৪৯৫৮/২০০৯], ডাউকি নদীতে অবৈধভাবে স্থাপিত বেইলি সেতু অপসারণের জন্য মামলা [রিট পিটিশন নং-১০৭০৩/২০১১] এবং পরবর্তিতে রিট পিটিশন নং-৪৯৫৮/২০০৯ এর রায় বাস্তবায়ন না হওয়ার আদালত অবমাননার জন্য Contempt হয়েছিল যার নং-199/2012। স্থানীয় প্রজাবংশী মহল মহামান্য হাইকোর্টের উক্ত আদেশ অবমাননা করে বহাল তবিজ্ঞতে পাথর ও বালু উত্তোলন করেই চলেছে বলে অভিযোগ রয়েছে এবং বিভাগীয়/জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে আলোচনা হয়েছে ফলে, জাকশং এর নদী ও পানি সম্পদ/জীববৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্য একেবারেই বিপর্যয় হয়ে পড়েছে এবং পর্যটনও দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও প্রায় নিঃপেষিত অবস্থায় পৌঁছেছে।

[ঘ] তিনি আরো বলেন যে, বিপত সত্তর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য পত্র প্রেরণ করেছেন। পূর্বে জাকশং এর যে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিলো বর্তমানে সে প্রাকৃতিক পরিবেশ আর নেই। উল্লসনের নামে নদী, খাল, বিল দখল করা যাবে না। Ecological Critical Area হিসেবে ঘোষিত জাকশং এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষয় রাখার জন্য সরকারকে বিশেষভাবে কাজ করতে হবে। ডেলাটা গ্রাম এর আওতাধীন অত্র এলাকার নদ নদীর সমস্যা সমাধানের জন্য একটি টাফফোর্স গঠন করা যেতে পারে। নদীর সমস্যা নিয়ে গুৱাকর্ষণ করা যেতে পারে। নদ নদী রক্ষার জন্য আইনের স্বার্থ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

[ঙ] তিনি আরো বলেন যে, শুধুমাত্র খাল নিয়ে কাজ করলে নদী রক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। নদীর Total Study করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, হবিগঞ্জ জেলার সুতাং, সোনাই নদী সরকারিভাবে পরিদর্শন করেছেন এবং সুতাং নদীর তদ্যাবধি দূষণ সমস্যা মিনে পরিদর্শন করার জন্য উপপরিচালককে অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন যে, শিল্প-কারখানার দূষিত পানি চর্চয়োগ বিছার লাভ করেছে। নদী দূষণকারীদের বিরুদ্ধে শুধু জরিমানা ক্ষেপেই নয় প্রয়োজনে জেল দিতে হবে। আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, জাকশং এর পিয়াইন নদী এর জীব বৈচিত্র্য পরিবেশ রক্ষার জন্য একটি Comprehensive মাস্টার প্ল্যান তৈরি করার জন্য পর্যটন করপোরেশনের ম্যানেজারের প্রতি আবেদন জানান।

৪। [ক] মাননীয় যন্ত্রী বলেন যে, উপস্থিত সকল সদস্য নদী রক্ষার মহামত প্রদান করার ভাঙ্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্থানীয় জনহিতনিহিতসহ সরকারে নিজে নদী রক্ষায় কাজ করার আহবান জানান। জাতীয় পিতার প্রতি শ্রদ্ধা আনিয়ে বলেন যে, ১৩০০/১২০০ নদী নিয়ে বাংলাদেশ। নদী আমাদের প্রাণ, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার নদী রক্ষার কার্যক্রম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নদী সুরক্ষা করা হচ্ছে। নদী রক্ষায় ১৪টি ফ্লোজার নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২৪টি ফ্লোজার সঞ্চার করা হয়েছে। বর্তমানে ১০০টি ফ্লোজার কেমরকারি বাতে পরিচালনা করা হচ্ছে। মংলায় খোলিমাঝালি ৩০ কি.মি. চ্যানেলে ২০ ফুট খনন করা হয়েছে, ফলে জাহাজ চলাচল করেছে। প্রায় ২০০ কি. নৌ পথ খনন করা হয়েছে, সঞ্চার বন্দরের নিম্ন ফ্লোজার ত্রন করা

হয়েছে। ক্যাপিটাল ড্রেনেজ করা হয়েছে। প্রভাবশালীদের মদদে নদীর অবৈধ দখল হটে। বর্ধাংশ মনিটরিং করা হলে নদীর দখল দৃশ্য ভরাট বন্ধ হবে। তিনি সমন্বিত কর্মসূচির উপর জোর দেন। জনসচেতনতাফুলক কার্যক্রম জোরালো করতে হবে। নদীর দৃশ্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে তিনি পরিবেশ অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। [খ] স্থানীয় মন্ত্রী আরো বলেন যে, সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য উপস্থাপন করতে হবে। বিষয় ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকলে সঠিকভাবে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। কারখানা পরিদর্শনের সময় শুধু ইটিপি চাশু করা হয়, অন্য সময় ইটিপি বন্ধ রাখা। মোট কলকারখানা কত রয়েছে এক এর মধ্যে কতটি ইটিপি চাশু রয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান দরকার। [গ] মাননীয় মন্ত্রী আরো বলেন যে, বর্তমান উচ্ছেদ করার আবেদন জনসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়, ফলে উচ্ছেদ কাজে জনগণের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে তিনি আরো বলেন যে, শুধু আইন নয় বরং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করলে উচ্ছেদ কাজে সফলতা আসবে। পরিবেশ বিশদকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি বেলারকে জেলা নদী রক্ষা কমিটির সাথে একত্রে কাজ করার আহবান জানান। সুরমা নদীর পাড়ে স্টোনক্রশার চলছে, এটিও বন্ধ করার নির্দেশ দেন। [ঘ] মাননীয় মন্ত্রী আরো বলেন যে, বাস্করবানে টুরিষ্টদের জন্য যে সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে অনুক্রমভাবে অত্র এলাকার অন্যতম উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। নদীর পাড়ে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য গ্যাকগ্রেড নির্মাণ করা দরকার। পর্যটকদের আকর্ষণ করার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সমন্বিত প্রকল্প নেওয়ার আহবান জানান। [ঙ] শুধু রাস্তা নির্মাণ নয় পর্যটকদের জন্য অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির আহবান জানান। নদীর গ্রাণ আছে, নদীর এই গ্রাণও ধ্বংস করা হচ্ছে, নদী ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিপাক সভার পৃষ্ঠিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কঠোর এবং তৎপর হতে হবে। বোমা মেশিন দিয়ে পাথর উত্তোলন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে এই অবৈধ পাথর উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। পাথর উত্তোলনের সাথে অনেকের জীবন-জীবিকা জড়িত আছে। তাঁদের জীবন-জীবিকা কিভাবে চলবে সেটিও মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বালু উত্তোলন করতে হলে হুক [Stuck] করা মেশিন ব্যবহার করা বাবে না। বিশেষজ্ঞদের মতামত শিরে বিশেষ ক্ষেত্রে বালু উত্তোলন করা যেতে পারে।

১। সুশাসিতসমূহ:

ক্রমিক নং	সুশাসিতসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	অগ্রগতি
০১।	সারী নদীর 'ঘাইড্রোলজিক্যাল/মরফোলজিক্যাল স্ট্যাডি' সমন্বিত প্রযুক্তি: RS, GIS I GPS ব্যবহার/ প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করাতে হবে।	স্পার্সো [SPARRSO] কিংবা SPARRSO এর নেতৃত্বে CEGIS/IWM এর বৌধ ধরাসে/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট এর তত্ত্বাবধানে এ সমীক্ষাটি সহসাই সম্পন্ন করতে হবে।	
০২।	মাইনট্রু বীথ অপসারণ বিষয়ে JRC ভারত সরকারের সাথে দ্রুত আলোচনা করা এবং ফলাফলসু ফলাফলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সদস্য, বৌধ নদী কমিশন/সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	
০৩।	সারী নদীর পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলাবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/ মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা নদী রক্ষা কমিটি, সিলেট।	
০৪।	সারী নদী এবং এর উপনদী হতুলাং ও কটীলাং এর স্বভাবিক নাব্যতা পুনরুদ্ধার করতে নদী খনন/ড্রেজিং/গুচ্ছরোধন/পর্কটন ব্যবস্থার পুনরুদ্ধারে কার্যকর উদ্যোগ/প্রকল্প একটি মাস্টার প্লানের মাধ্যমে অবিলম্বে বাস্তবায়ন জরুরি করে গুরুত্ব দে। এ এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, স্বাস্থ্য ও কৃষি উৎপাদন, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে সমীক্ষার মাধ্যমে সমস্যার হ্রাসপ উদ্ঘাটন করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলাবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/সচিব, স্বাস্থ্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়/সচিব, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/ জেলা নদী রক্ষা কমিটি, সিলেট।	
০৫	[ক] অবিলম্বে জাটকি ও পিলাইন নদীর গর্ভ থেকে নদী ও নদীর নাব্যতা ধ্বংস এবং জাতীয়	[ক] বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট/জেলা প্রশাসক, সিলেট/পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট	

	সম্পদের ক্ষতিসময়নূর্বক অবৈধভাবে পুথর ও বালু উত্তোলন সংশ্লিষ্ট আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। [খ] এ অবৈধ পাথর ব্যবসায়ীদের সাথে আইনি লড়াই জোরদার করার ব্যবস্থা জেলা প্রশাসন/সরকার কর্তৃক আবেদনিক ও অত্রৈব জরুরি হয়ে পড়েছে। আদালতে চলমান মামলাগুলির অধীনগত অবস্থা ও অবস্থান পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ে আইনানুগ পদক্ষেপ [সি/ডি/আগিল রিভিশন] গ্রহণ করতে হবে।	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। [খ] বিভাগীয়/জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি সমন্বিত উপযুক্ত কর্মসূচি/সরঞ্জাম পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ/জনসচেতনতা উত্থাপন অপরাধ প্রতিরোধে জনসচেতনতা ও জনসত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যুগ্ম কার্যক্রম উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ডিআইজি, সিলেট, বিজ্ঞান Cr. Pc-1-30 ধারাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনে কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করবেন।
০৬	জাকল্ল এর জীববৈচিত্র্য/পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও পর্যটন সম্ভাবনা পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও উন্নয়ন মূলক উদ্যোগ/প্রচারণা বাস্তবতার নিরিখে গ্রহণ করতে হবে।	[ক] চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড/মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। [খ] সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক/বিভাগ/জেলা/উপজেলা প্রশাসন/পুলিশসহ সীমাহীন রক্ষা বাহিনীকে সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
০৭	[ক] অবৈধভাবে ব্যবহৃত স্টোন-ক্রশার মেশিন ফনডিংবিলায়ে বন্ধ করতে হবে; [খ] আইন প্রয়োগে জব্দ করে ধ্বংস করতে হবে একে অবৈধ ব্যবসায়ী চক্রকে কৌশলদারী আইনে/ পরিবেশ আইনের অধীনে বিচারে সোপর্ন করতে হবে; [গ] সংশ্লিষ্ট আইনের ম্যামানুগ প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের বার্ষিক/জাতীয় বার্ষিক সংরক্ষণ অতীত জরুরি জিজ্ঞাসিত নিশ্চিত করতে হবে।	[ক] জেলা প্রশাসক, সিলেট/পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট/পুলিশ সুপার, সিলেট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। [খ] জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি।
০৮	তামাবিল মূল বন্দর একে জাকল্ল এলাকার পর্যটন পিকচার এসজরুর সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যে সিলেট-জাকল্ল মহাসড়ক দ্রুতই সংস্কার করে যানবাহন চলাচল উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট/জেলা প্রশাসক, সিলেট/নির্বাহী প্রকৌশলী, এল.জি.ই.ডি/নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ।
০৯	স্টোন-ক্রশার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অন্যত্র স্থানান্তর করতে হবে; এবং এটি যতদূর করা যাবে তত দ্রুতই জাতীয় এ সম্পদ: নদী, পানি সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এ ক্ষেত্রে জোরালো ভাবে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সর্বেপরি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সম্পৃক্ততা/সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা আহ্বানের কার্যক্রম উদ্যোগ নিশ্চিত করতে হবে। তবে এ জাতীয় সম্পদের অবৈধ দখলকারী/ধ্বংসকারী যে সংগঠন/সংস্থা/ গোষ্ঠীরই হোক না কেন, তিনি বা তারা যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন প্রযোজ্য আইনের প্রয়োগ নির্ভয়ে ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে সঠিক/জাতীয় বার্ষিক নিশ্চিত করতে হবে।	[ক] বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট/জেলা প্রশাসক, সিলেট/পুলিশ সুপার, সিলেট/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার পোয়াইনঘাট, সিলেট। [খ] বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি।
১০	[ক] বেলা ডাউটকী/সিরাইন/সারীসহ সকল	[ক] সচিব, বেলামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন

<p>নদীপথ, নদী তীর ফোরেশনসহ পর্বটন এলাকার সরকারি জমির অইবধ দখল থেকে উদ্ধার, নদীকে সুবন্দুস্ত করণ এবং পানি-পরিবেশ সংরক্ষণার্থে বিভিন্ন আদালতে চলমান সকল মামলার আইনি লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। BELA কিংবা অন্যান্য পরিবেশ সংরক্ষণকারী সংস্থার পাশাপাশি রাষ্ট্রের/ জাতীয় স্বার্থে এসকল মামলার আইনি-লড়াই জোরদার করণার্থে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/বিভাগীয় প্রশাসন/জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরগুলি তাদের নিজস্ব বিজ্ঞ এগোডকোডেট নিয়োগ করে সত্যিকার চিত্র/অবস্থা বিজ্ঞ আদালতে তুলে ধরার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। খ) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও তাদের আইনজীবী নিয়োগপূর্বক মামলা রুছু করবেন। চলমান মামলায় পক্ষভুক্ত হতে জোরালো আইনি লড়াই চালিয়ে যাবে এবং সেম্বের ও জনগনের নদী সংশ্লিষ্ট জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।</p>	<p>মন্ত্রণালয়/জ্বালানী ও ঐনিক সম্পদ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় /দৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট/ জেলা প্রশাসক, সিলেট/পুলিশ সুপার, সিলেট/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার গৌরাইনঘাট, সিলেট (খ) বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবে এবং এ কমিশনকে অবহিত রাখবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।</p>	
<p>১১। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়দের বৌধ উদ্যোগে আফসং এলাকায় জনসচেতনতা কর্মসূচিসহ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বিদ্যমান সমস্যাটি সমাধান সহজ হবে। একাজে বিভাগীয়/জেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সমন্বয়ের তৃণিক্স পালন করবে।</p>	<p>সচিব, পরিবেশ বন ও জলাবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/ সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়/সচিব, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্বটন মন্ত্রণালয়/সচিব, জ্বালানী ও ঐনিক সম্পদ মন্ত্রণালয়/সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়</p>	
<p>১২। বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক কর্তৃক হেরিত সুপারিশের আদোকে কর্তৃকর ব্যবস্থা জনস্বার্থে তিথিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ নগর/অধিদপ্তর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।</p>	<p>সচিব, পরিবেশ বন ও জলাবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/ ভূমি মন্ত্রণালয়/সচিব, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্বটন মন্ত্রণালয়/সচিব, জ্বালানী ও ঐনিক সম্পদ মন্ত্রণালয়/সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়</p>	

ড. সুজিত্তর মহাবাল স্বাক্ষর
চেয়ারম্যান

ফন-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১১৫(৫৫)-৪৬৯

তারিখ: ১৫/০৯/২০১৮

অনুলিপি: সদর জ্ঞাতার্থে ও স্বার্থার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে মরত্বে)

- ০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীনস্থ নগর/অধিদপ্তরকে আইনের স্বত্বস্বত্বকৃত ব্যাখ্যা পিঠিত করণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বধ্যদেশ এলাকের সুরাযক্ষার্থে।
- ০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৩। সচিব, দৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ বন ও জলাবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্বটন মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/জ্বালানী ও ঐনিক সম্পদ মন্ত্রণালয়, পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট
- ০৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর, আশারগাঁও, ঢাকা
- ০৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, হোটেল কন্টিনেন্টাল, কাছাী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা।
- ০৭। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, দৌপরিবহন মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদর অফিসের জন্য]
- ০৮। জেলা প্রশাসক, সিলেট
- ০৯। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট

- ১০। পুলিশ সুপার, সিলেট
 ১১। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, সিলেট/পানি উন্নয়ন বোর্ড সিলেট
 ১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, এল.জি.ই.সি, সিলেট
 ১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোরাইঘাট, সিলেট/বিজয়পুর সিলেট।
 ১৪। অ্যাডভোকেট শাহেদা, বিজয়ীর লক্ষ্যক, বেলা, সিলেট
 ১৫। সার্বজনিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
 ১৬। দফতর কপি (সংরক্ষণার্থে)।

মো: আব্দুল সাব্বাদ
 পরিচালক (উপসচিব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: হবিগঞ্জ জেলার নদী রক্ষা কমিটির সভা ও সোনাই, সুতাং নদীর দূষণ দূষণ সরঞ্জামে পরিদর্শন প্রতিবেদন।

গত-১৪/০৪/২০১৮ ইং তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার হবিগঞ্জ জেলার সফর করেন। সফরসঙ্গী হিসাবে সার্বজনিক সদস্য মো: আলতাউদ্দিন, অবৈতনিক সদস্য শারমিন সোনিয়া মোর্শেদ হবিগঞ্জ জেলার সোনাই, সুতাং নদীর দূষণ, দূষণ সরঞ্জামে পরিদর্শন এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান করেন। বর্ণিত কার্যক্রম নিম্নে দেয়া হলো:

হবিগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির বর্ণিত সভার প্রধান অতিথি ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, বিশেষ অতিথি জনাব মো: আলতাউদ্দিন এবং অবৈতনিক সদস্য শারমিন সোনিয়া মোর্শেদ ও সভাপতি জনাব মো: সফিউল আলম, জেলা প্রশাসক (তারুপ্রাণী, হবিগঞ্জ উপস্থিত ছিলেন।

অতিরিক্তি জেলা প্রশাসক (রাষ্ট্রস্ব) সভার প্রারম্ভে হবিগঞ্জ জেলার নদ নদীর সাময়িক চিত্র পাওয়ার পয়েন্ট প্রজেক্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, কান্তি ও বোয়ালিয়া নদী নাব্যতাহীন। ধলেশ্বরী, সাখাতি, কলভদ্র ও গজারিয়া নদী আংশিক নাব্য। দীর্ঘদিন ক্রমিক না করা ও শিল্পকারখানার বর্জ্য ও দূষণের ফলে সজ্জিত হারাজে সুতাং নদী। শিল্প কারখানার দূষণে সুতাং নদী এখন হবিগঞ্জবাসীর দূষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মারাত্মক দূষণে পানি বিঘ্নিত হয়ে মরে যাচ্ছে নদীর মাছ।

নদীর বিন্যাসন সমস্যাসমূহের কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে, উচ্চান থেকে আসা ভারতের বন্যার পানি ও পাহাড়ি ঢল প্রচুর পলি বহন করে আসে। দীর্ঘদিন ধনন কাজ না হওয়া, অবৈধ দখল, স্থাপনা নির্মাণ ও বাসু উত্তোলন, নদীতে বর্জ্য ফেলা, পানি দূষণ, নদীর পাড় ভাঙন ও নদীর গতিপথ পরিবর্তন, আগাম বন্যা, পলি জমে নদী ভরাট, নাব্যতা হ্রাস ইত্যাদি নদীগুলোর প্রাকৃতিক প্রবাহ সংকটাপন্ন করে তুলেছে। তিনি বলেন যে, মাধবপুরের সোনাই নদী এবং সুতাং নদী জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে নিয়ে পরিদর্শন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কমিশনের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি আরো বলেন যে, খোয়াই নদীর বাঁধ তেঁকে গেলে হবিগঞ্জ বন্যার ডুবে যাবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাঁধ সংস্কারে কাজ চলমান রয়েছে বলে তিনি জানান।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মো: তাওফীদুল ইসলাম পাওয়ার পয়েন্ট প্রজেক্টেশনের মাধ্যমে তার বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, পলি ঝরা ভরাট হওয়ার কারণে কুলকুলিয়া, কুশিয়ারা, ডিমা, বলেশ্বরী, কান্তি, গোপলা, হাওয়াই নদীর অস্তিত্ব ক্রমশঃ হারাচ্ছে। বিকিরা না নদী মুক্তশায়।

হবিগঞ্জ জেলা নদীগুলোর বিন্যাসন সমস্যাসমূহের কথা উল্লেখ করেন, যেমন: নদী ভরাট হয়ে বাওয়া, আগাম বন্যা, নদী ভাঙন ও গতিপথ পরিবর্তন, অবৈধ দখল ও স্থাপনা নির্মাণ, অবৈধ বাসু উত্তোলন ও নদী দূষণ।

তিনি আরো বলেন যে, হবিগঞ্জ জেলায় নদীসমূহের মধ্যে অন্যতম খোয়াই নদী, লোনাই নদী ও সুতাং নদী।

তিনি বলেন যে, খোয়াই নদীর তীরে হতে পল্লর বাজার পর্যন্ত ৫কিমি: দৈর্ঘ্য বরাক নদীর উভয় তীরে ছোট-বড় ২২৫ টি অবৈধ স্থাপনা রয়েছে। মাদুলিয়া এলাকায় গত ১৫/৭/২০১৮ ইং তারিখে ৩০টি স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। রাবপুর এলাকায় আরও

৩০টি স্থাপনা উচ্ছেদকল্পে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের সাথে সাথে উচ্ছেদ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। অবশিষ্ট ১৫৯ টি স্থাপনা উচ্ছেদকল্পে তালিকা ধ্বংস করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

তিনি আরো বলেন যে, সোনাই নদীর প্রধান সমস্যার মধ্যে রয়েছে- নদী ভরাট, অবৈধ দখল, অবৈধ বাসু উত্তোলন, পাছাড়ি ঢাল।

সুতরাং নদী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, সুতাং নদীর প্রধান সমস্যার মধ্যে রয়েছে- নদী ভরাট, অবৈধ দখল, নদী দূষণ, পাছাড়ি ঢাল।

তিনি বলেন যে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্নখোই বহিঃস্থ জেলায় প্রাকৃতিক দুর্ভোগ যথা: আকস্মিক বন্যা, খরা, নদী ভাঙন মোকাবেলায় বিশেষত: সীমান্তবর্তী জেলা হিসেবে সীমান্ত নদী ভাঙন হতে বহিঃস্থ জেলায় তথা দেশের কু-খন্ড সক্ষম কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ইতোমধ্যে নদীগুলি পুনরায় জীবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করেছে। গোপলা-বিজ্ঞানা-রত্না ৯০ কি:মি:, করাচি ২০ কি:মি:, সোনাই ২৮ কি:মি: এবং কাষ্টি ৩০ কি:মি: পুণ:স্বাক্ষনের মাধ্যমে পূর্বের অবস্থায় নেওয়ার জন্য উন্নয়ন প্রকল্প দাখিল করা হয়েছে। সুটকী নদী খননের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, ৩০টি পর্যায়ে বাধ রয়েছে। বাধগুলো সংস্কারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলায় প্রতিদিনই জনাব ভোক্তাঙ্গল সোহেল অত্র এলাকার নদ-নদী ধরার ব্যাপক দূষণের চিত্র পাওয়ার পরেই প্রোজেক্টেশনের মাধ্যমে ফুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, পলিবাহিত খোয়াই নদী খনন না হওয়াতে নদীর তলায় পলি ও বাসি জমে জমে স্থানে স্থানে চক্ক পড়েছে। দেখা গেছে শহরের সবচেয়ে নিচু স্থানটি থেকে নদী তলদেশের উঁচু স্থানটি প্রায় ১০/১৫ ফুট উঁচু হয়ে উঠেছে। এতে নদীতে বিরে খাশ শহরে হয়েছে হুমকির সম্মুখীন আর নদীর অপর পাশের গ্রাম ও ফসলি জমিকে সহ্য করতে হচ্ছে ভালনের আঘাত। দেখা যায়, প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে অথবা অন্য সময়ও পাছাড়ি ঢলে খোয়াই ফুলে বেঁচে উঠলে বহিঃস্থ জেলায় উন্নয়ন [চুনাক্ষাটের শাকড়িপাড়া] অথবা সাতটেতে মির্জাপুর-চানপুর-কাশিপুর-সুজাতপুর] ভাঙনের সৃষ্টি হয়। আর ভাঙন মানেই হাজার হাজার একর জমির ফসলহানি আর হাজারও মানুষের দুর্ভোগ।

এছাড়াও খোয়াই নদী থেকে অবাধে চলছে বাসু উত্তোলন। অনিয়ন্ত্রিত বাসু ও মাটি জেলার ফলে এরই মধ্যে হাক্ষিমে গেছে পক্ষর হাক্ষর সৌক্যখট। পক্ষর বাজারের পাশ দিয়ে হয়ে যাওয়া খোয়াই নদীর অংশটি প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে সরে গেছে। অপরিষ্কৃত বাসু উত্তোলন ও মাটি অটার কারণে একনটি হয়েছে। এছাড়া কয়েক বছর ধরে প্রায়ই নদীতে ঢাল নামে। নিচু এলাকা গ্ৰাবিত হয়।

আজ প্রতিকারের ক্ষেত্রে তিনি কয়েকটি দাবি ফুলে ধরেন।

- ১। খোয়াই নদী খনন করে নদীর তলদেশ শহরের গড় উচ্চতা থেকে দশফুট পতীরে নিতে হবে।
- ২। খোয়াই নদীর বাঁধের উচ্চ পাড়ে পজিয়ে উঁচু অবৈধ দখলদার ও স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে।
- ৩। উচ্চ পাড়ে খোয়াই বাঁধের দুর্কল ও ক্ষত বাগরা অংশগুলো মেরামত করতে হবে।
- ৪। খোয়াই নদী থেকে অপরিষ্কৃত ও অনিয়ন্ত্রিত বাসু/মাটি উত্তোলন বন্ধ করতে হবে।
- ৫। নদীর তীরে নিকিষ্ট বর্জ্য অপসারণ করতে হবে এবং বর্জ্য নিক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

তিনি আরো বলেন যে, বহিঃস্থ জেলায় পুণ:তন খোয়াইয়ের বর্তমান চিত্রটিও স্ত্রীতিমত আঁতকে গুঠার মত। দুই দক্ষয় ৫ কিলোমিটার 'লুপ কাটিংয়ের [আঁকা-বাঁকা সোছাকরণ] মাধ্যমে খোয়াই নদীর গতি পরিবর্তন করে নদীটিকে শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত করে নেওয়ার কলে শহরের হাক্ষখান নিরে প্রবাহিত ঝরফোতা খোয়াই শাক্ষ হয়ে খেমে যায়। এটির নাম হয়ে বার 'পুণ:তন খোয়াই নদী'। 'লুপ কাটিংয়ের আগেখোয়াই নদীর প্রস্থ ছিল গড়ে ২'৯ ৫০ থেকে ৩শ ফুট ও গভীরতা ছিল ২৫ থেকে ৪০ ফুট।

এছাড়াও কোম্পানির বর্জ্যে দূষিত হয়ে পড়েছে বহিঃস্থ জেলায় অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী 'সুতাং নদী'। বর্তমানে সুতাং নদী ও এর আশপাশের অবস্থাও পূর্বে উদ্ভিবিভ এখতিয়ারপুর অংশের মতই। কুখিকাকে সেচ বাবছার নামে শৈলক্ষড়া নামক খালটি জেলা প্রশাসন ২০১৪ সালে পুন:স্বাক্ষন করে প্রাণ-অত্রএকএল ও ক্ষমার কোম্পানির সঙ্গে হুক্ত করে দেয়া হয়। ফলে ঐ কোম্পানিগুলোর বর্জ্য সহজেই খালের মাধ্যমে সুতাং নদীতে ছাড়া হচ্ছে। যে কারণে শিল্পবর্জ্য দূষণে সুতাং নদীটি হয়ে পড়েছে মক্ষরশূন্য, নদীর পানি ব্যবহারকারীরা গড়েছেন মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে তারা যাচ্ছে হাঁস-মোরগ-দবাধিপণ্ড। মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে চর্মরোগসহ নানা অসুখে। মাঠে ফসল উৎপাদন কমে যাচ্ছে।

সমন্বয় সমাধানে তিনি কিছু প্রস্তাব ফুলে ধরেন:

- ১। কুখিকামি বিনষ্ট করে কোন ধরনের শিল্প কক্ষখানার অনুমোদন দেওয়া যাবে না।

২। যে সকল শিল্প-কারখানা ইতিমধ্যে পড়ে উঠেছে এক্সপোর 'উৎস বর্জ্য পরিশোধন' ব্যবস্থা [হিটিপি] নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোনভাবে চালু করা যাবে না।

৩। পরিবেশ দূষণকারী কারখানার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪। এসকল শিল্প-কারখানার তথ্য জানতে সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও পরিবেশবিদদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিতে ব্যবস্থা নিশ্চিত রাখতে হবে।

মার সি: কোম্পানি কর্তৃক নদী দূষণের বিষয়টিও তিনি ফুলে ধরেন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান উপস্থাপিত তিনটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেক্ষেটেশনের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। কৃষি সম্প্রদায়ের অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব মো: আলী বলেন যে, হবিগঞ্জের তিনটি নদীকে রক্ষা করা জরুরি। জিকে সেচ প্রকল্প, মেঘনা ফলদা সেচ প্রকল্প, শাপলা বাগধা সেচ প্রকল্পগুলো ভাল করে পর্যবেক্ষণ/স্ট্যাটি করে অত্র এলাকার তিনটি নদীকে সেচ প্রকল্পের আওতার আনতে পারলে মৎস্য ও শস্য উৎপাদন বাড়বে এবং দর্শনীয় দৃশ্যও সৃষ্টি হবে।

এছাড়াও কয়েক জনাব বিধান বিহারী দাস বলেন যে, অত্র নদী দূষণের নাম প্রকাশ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট স্থানে টাঙ্কি দিতে হবে।

অধ্যক্ষ জনাব আলী আসফর বলেন যে নদ নদী দূষণ, পরিবেশ দূষণ সব কিছুই রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় হচ্ছে। বাসু উত্তোলন, গাছ কাটা সহ সকল অত্র রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। রাজনীতিবিদ, শিল্প কারখানা মালিকগণকে নদী রক্ষায় সচেতন করতে হবে।

মহিলা কমপ্লেক্সের সাবেক অধ্যক্ষ জনাব আব্দুল জাহেদ বলেন যে, খোয়াই নদী হবিগঞ্জ জেলার ডাউন। সকল আবর্জনা/মলমূত্র খোয়াই নদী কেলা হয়। পাশ হাটস নির্মাণের মাধ্যমে হবিগঞ্জ জেলার জলাবদ্ধতা নিরসন সম্ভব।

বাণার সভাপতি জনাব ইকরুল গয়াদুস বলেন যে, সর্বশেষ সচেতন হলে নদী রক্ষা পাবে। নদীর পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। পুরাতন খোয়াই নদীর অত্র দূষণের উচ্ছেদ করতে হবে। বাণার সদস্যকে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে অত্র সভাপতি করতে হবে।

জেলা নদী কমিটির সম্মানিত সদস্য জনাব চৌধুরী আবু বকর সিদ্দিকি বলেন যে, নদ-নদী রক্ষা ব্যক্তিগত পরিবেশের তারতম্য রক্ষা করা যাবে না। নদীর ন্যূনতম কমে যাচ্ছে ফলে অকাল বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি নদীতে ড্রেজিং এবং সকল প্রকার অত্র দূষণ উচ্ছেদ করার আহ্বান জানান। খোয়াই নদীর বাঁধ ভাল মতো নির্মাণ করা হয়নি বলে বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং ফলশ্রুতি নষ্ট হয়ে যায়। এ বিষয়ে তিনি পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাঁধ নির্মাণে সন্নিয়ম হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান শাহীদ বলেন যে, বিভিন্ন শিল্প কারখানার কারণে নদী দূষণ হচ্ছে। সুতরাং নদীকে রক্ষা করা না হলে বাগিক ক্ষতি হবে। হবিগঞ্জের মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। তিনি সুতাং নদীকে রক্ষা করার আহ্বান জানান। জলাবদ্ধতা নিরসনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়াও যারা বাঁধ কাটে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান।

শ্রেণী সভাপতি জনাব শাহান মিল্লা বলেন যে, নদীর সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু সমাধান করা হচ্ছে নয়। নদী-নালা জকিয়ে বাঁধার সেচের সমস্যা হচ্ছে। কুলিয়ারসহ সকল নদী খনন করা সরকার। খনন না করলে মাছ, ফসল উৎপাদন সম্ভব নয়। নদীর সংযোগ খাল সমূহ উন্মুক্ত করতে হবে। এতে করে সেচের সমাধান হবে।

জেলা নদী রক্ষা কমিটির সদস্য জনাব জালাল উদ্দিন বলেন যে, কিছু কলকারখানা নদী, পানি মানুষ, পরিবেশের জন্য ব্যাপক ক্ষতির কারণ। শাহগঞ্জের মার সি: কোম্পানি ব্যাপক দূষণের জন্য দায়ী। জনগণ এতে ক্ষুব্ধ হয়েছে। অবিলম্বে মার কোম্পানি কে স্থানান্তর করতে হবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোহাম্মদ আলী সুমন বলেন যে, বিভিন্ন নদীতে বাঁধ সেওয়ার অত্র এলাকার পানি বের হতে পাচ্ছে না। এটি জাতি এলাকার জন্য বড় সমস্যা। কিশোরগঞ্জে অপরিষ্কৃত বাঁধ সেওয়ার এর কৃষকরা হবিগঞ্জ পড়েছে।

আব্দুলবরিকের উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব জালাল উদ্দিন বলেন যে, অত্র এলাকার নদী গুলো ড্রাট হয়ে গেছে। দ্রুত নদী গুলো খনন এবং নদী স্তরন রোধ করার আহ্বান জানান।

সমর উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব সৈয়দ মাহমুদুল হক বলেন যে, পুরাতন খোয়াই নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদ করতে হবে এবং নদীর সৌন্দর্য বর্ধন করার জন্য যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে সেই প্রকল্পগুলো শুরু করার আহবান জানান। খোয়াই নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে। বাসু উত্তোলনের ইজারা বাতিল করতে হবে। উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। সুত্যাং নদীর পানি দূষিত হয়েছে। চর্মরোগসহ নানা রোগ ছড়িয়েছে। অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার আহবান জানান। শহর রক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার আহবান জানান।

একসপি জনাব নাজিমুদ্দিন বলেন যে, উচ্ছেদ কার্যে পুলিশ সকল সময় সহযোগিতা করছে এবং করবে। সঠিক নির্দেশনা পেলে আক্ষা সহযোগিতা করবে।

জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন যে, প্রতিটি কলকারখানার ইটিসি খাকা সবেশে নদীর পানি দূষিত হচ্ছে। এর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

অবৈতনিক সন্দন শরমিন সোনিয়া মোর্শেদ বলেন যে, হবিগঞ্জের নদী সফ্রো এই সমস্যা শুধু হবিগঞ্জে সীমাবদ্ধ নয় সারা বাংলাদেশের ছিন্ন একই। বাসু নদী দখলের সাথে জড়িত তাদের সামাজিকভাবে ক্রমশে হবে। অবৈধ দখলদার তালিকা প্রকাশ করা উচিত। সম্মিলিতভাবে এ সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে।

সার্বজনিক সন্দন উপস্থিত সঞ্চালক হনুবাণ জানান নদীর সমস্যাকে সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য। হবিগঞ্জ কে তেজগাঁও এর মত শিল্প এলাকা বানানো যাবে না। নদীর সীমানা নিশ্চিত করতে হবে। নদীর জমি নাযজারী করা যাবে না। জল-বিক্রয় বন্ধা যাবে না। মহিলাদের জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পৌরসভার মেয়রের তুমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বর্জ্য যাতে নদীতে নিক্ষেপ না করা হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। খোয়াই নদীকে মেয়ে বাইপাশ নদী স্বন্দ করা যাবে না, ৫১টি নদীর অস্তিত্ব বের করার জন্য জেলা প্রশাসন কে জানান। নদী রক্ষা কমিটিকে নিয়মিত সভা করার আহবান জানান। বিশুণ নদী জেলাকে রক্ষা করার আহবান জানান।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সভায় আলোচনাকালে তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদী কমিশনের সুপারিশে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন এ এলাকার পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এলাকাইতি কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের যে সকল সমস্যার কথা এখানে বলা হয়েছে তা কম-বেশি শেষের সামগ্রিক চিত্র। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান যে এ সমস্যাকে ফুস দিয়ে বোঝার জন্য। তিনি আরও বলেন যে ইংরেজরা ভারতবর্ষ প্রায় ১৯০ বছর শাসন করেছে। তখন প্রায় ৫০কোটি লোক ছিল। এই ৫০কোটি লোক মিলে এদেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করতে প্রায় ১৯০ বছর লেগেছে। ধন্যবাদ জানান জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁর সৎ, বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল মাত্র ২০ বছরে। আমরা সবাই এ দেশের স্বাধীন নাগরিক। আক্ষা এখন দুর্নীতির কথা জনি তখন আমরা লজ্জার অবনত হয়ে যাই। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার শিখতে হবে। সভাটি নিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি কাঙ্ক্ষিত আহবান জানান। ইতোমধ্যে যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সেই প্রকল্পগুলো পুনরায় যাচাই-বাছাই করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলাকাইতি, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নদী সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নদী কমিশনের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। Natural Reservoir তৈরির জন্য খাল, খাড়র খনন করতে হবে। তিনি নদীর দাব্যতা মঠ করে কোন ব্রিজ, কালাত্যাঁ না করার আহবান জানান। তিনি আরও বলেন যে, জনগণ এখন অনেক সচেতন। তিনি জেলা প্রশাসককে নদীর অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে দ্রুত উচ্ছেদ কার্য চালানোর আহ্বান জানান।

চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক [বর্তমান ও আগামী] জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক ও রাষ্ট্রীয় রক্ষক। তিনিই কালেক্টর বাহাদুর নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা কতো দূর বা কতটুকু সেয়া বার না তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিগতভাবে হস্তান্তর করতে তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক অক্ষমতার প্রমাণে ডিফিক [evidence on incorrectness] বর্ণিত করার সুপ্তি অধীন বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Basement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার পবিত্র দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সর্বশ্রেষ্ঠ জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইচিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায়

প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ সকল উচ্ছেদের ক্ষমতা জেলা প্রশাসক ও কক্স এক্সকায় বিভাগ/উপজেলা এ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতার নিৰ্ভিত আধরণ/আনর্প গ্রাম/গুজরাম গ্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার কুহস্তর জাতীয়/রাতীয় দার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোনো একর আধরণ বা গুজরাম গ্রকল্প নদীর তীরভূমি ও কোরশোর এক্সকায় বাজ্বামনবোধা 'নর' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

নদীর সিকিষ্টি ও পরষ্টি করণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের একাধক আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্ক নদীর মালিকানা, বত্ব সরেক্ষণ দলিশ/পর্গসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকপক্ষের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিন্দে ম্যাপে দেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুবোধ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিন্দে ম্যাপের তিষ্টিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও কোরশোর] নির্ধারিত করতে হবে। ঐবোধ্য মেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে লেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিষ্টিক্ষা করে ন্যায়নুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। লেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

CS গর্টা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাটের পক্ষে [জেলা কালেক্টর] পদের বিপর্কিতে ১ নং খতিয়ানভুক্ত আছে এক সেটাই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুবোধ আইনেই সীমিত। RS-এর তিষ্টিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিষ্টিক্ষা ও বাচাই-বাছাইপূর্ক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৩] বোধাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মাহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট সিটিশন এ ২৪ ও ২৫ ছন, ২০০৯ খেবিত রায়ে নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার দার্থেই সরেক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [কিসহ ১৪৭-১৫১] ব্যক্তিতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার দার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে তিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণে সহজেই সংশোধনী/স্বছ করে নেয়া যায়, যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হলে পাবে ও দ্রুত সমাধান কুজে পায়ো যাবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থ [এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এক জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর দার্থ বিবেচনা না করে অপরিষ্কিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য গ্রকল্প গ্রহণ করার করণে নদীসমূহ জমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোনো গ্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না' মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে হধাধক সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন গ্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাজ্বায়ন করা ঘর, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এক্সকায় শায়তা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার একৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও মুইন গেইট নির্ধানের কারণে বড়াল নদী বিলুপ্ত পথে ছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃত্যায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। তুলনার তেরখানার ভূতিরার বিলের মলাবদ্ধতার কারণ ও একইরূপ বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-কন্যাপোদা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রক্ট্রে চেয়ে অশেপাকৃত হোটি ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনাহীন। তবিধাতে বিভিন্ন মন্ত্রালয়/দপ্তর/সংস্থ কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্ক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন গ্রহণের জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিহীন নিষ্টিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের দার্থ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উধা সরকারের zero tolerance নীতির বিষয়ে শ্রয়ণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা

ব্যবহৃত না হলে রাস বিঘরে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জ্ঞান আদেশের সারসংক্ষেপে পরিচয় দিয়ে সিলেট জেলা আদালতের সিনিয়র জজকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CEGIS, IWM এর সাথে SPARRSO-কে দিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোর্সে সফল করে না। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে। Transboundary Interlink/ Uperlink বর্ষিত জৈবগোষ্ঠিক বিভাজনের কারণেই পানির কামা প্রবাহ পাওয়া যাবে না-এটা বরংই আমাদের নদী খননের পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা কন্যার সময় যে পানি পাই তা Bay of Bengal-এ নেমে বাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে এবং বৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদেরকে Delta plan এর মধ্যে নদীর/পানির সমস্যার অনেক সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পর্যাপ্ত অংশগ্রহণ ও অনুমোদন নিতে হবে। বিভিন্নভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। Basin/Catchment বিবেচনায় নদী সংক্রান্ত সুখম ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে।

চেরায়মান মহোদয় বলেন যে নদী হতে সকল অবৈধ মৎস্যদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ধার কার্বে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসকে উদ্ধার কাজ শুরু করার আহ্বান জানান। নদীর জায়গা জবরদখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে ফুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন মৎস্য করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে মৌলিক মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ মৎস্যদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অর্থাৎ কোর্সে সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চেরায়মান আরও বলেন যে, নদীর জমি নিরলুপভাবে সরকারের দখলে নিতে হবে। নদী রক্ষায় সেক্টরিসের নিরাপত্তা দিতে হবে। নদীর জমি রক্ষাবেক্ষণে অর্থাৎ করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ইউনিয়ন জমি সহকারী কর্মকর্তা নদী পরিদর্শন করে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট দাখিল করবে। নদী রক্ষার সিভিল সোসাইটি/সাংবাদিকসহ সকলকে ধর্মাবাদ জানান।

চেরায়মান বলেন যে, নদী বিষয়ে পূর্বে আমাদের জেমন কোন সচেতনতা ছিল না। নদী কমিশন গঠিত হওয়ার পর আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীর জমি কাটকে লিঙ্গ দেওয়া যাবে না, বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে না। তিনি Integrated প্রকল্প নেওয়ার আহ্বান জানান। প্রকল্পের কার্যসে জড়িত যারা আছে তাদের যাতে ক্ষতি না হয়/কম হয় সেটিকে লক্ষ্য করতে হবে।

শুধু নদী খননই যথেষ্ট নয় একই সাথে সহযোগী ঝালজলো খনন করতে হবে। আমাদের মন্ত্রণালয় সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

আপাতী ১ মাসের মধ্যে নদীর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন শুরু করতে হবে এবং নদীর অবৈধ মৎস্যদার উচ্ছেদ করতে হবে। বাকি সব চেয়ে বেশি কমতাসীল/প্রভাবশালী তাদেরকে আগে উচ্ছেদ করতে হবে। নদী উচ্ছেদে কোন ছাড় দেওয়া হবে না। জেলা প্রশাসনের সাথে নদী কমিশন রয়েছে। বর্তমান ১৬কোটি মানুষ থাকলেও সর্বিষয়ে ৫০কোটি মানুষ হবে। এটি বিবেচনায় রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে জনসাধারণের মতামত নেওয়ার আহ্বান জানান। এতে জনসাধারণের Owner Ship থাকতে হবে।

ইটভাটা আইনকে সুসংগঠিত করার আহ্বান জানান। পরিবেশ অধিদপ্তরকে ছাড়পত্র দেওয়ার আগে যথাযথ ডকুমেন্ট করার কথা বলেন। কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার না করার নির্দেশনা দেন। টপ সফেল এর গুরুত্ব ফুলে ধরেন। টপ সফেল কাটা বন্ধ করার আহ্বান জানান।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেরায়মান বলেন যে, সোনাই নদীতে নির্মিত শায়খাম টেক্সটাইল অফিসে ভেঙ্গে দিতে হবে। চেরায়মান মার লি: কোম্পানিকে বন্ধ/Relocate করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। পুলিশ যদি সহযোগিতা না করে তবে CrPc ১২৯ ধারার আর্দি নিয়োগ করার নির্দেশনা দেন জেলা প্রশাসককে। সকল কল করখানা মালিকদের সাথে সভা করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান। নদী দুর্ঘটনারীসের শুধু জরিমানা নয় বরং জেল দিতে হবে। সে যতই কমতাসীল/শক্তিশালী হোক না কেন তাকে আইনের আওতায় আনতে হবে। প্রয়োজনে নদী রক্ষায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করা হবে। ইতোমধ্যে কমিটিতে জেলা প্রশাসককে আমাদের নির্দেশনা বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছে।

তিনি বর্জ্য ফেলার আয়ত্তা নির্দিষ্ট করার আহ্বান জানান। সরকার/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অবিলম্বে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে আনতে হবে। কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [ভসল কিংবা কঠিন, নদ-নদী, খাল-কিলা কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিষ্ক্ষেপ/ফেলা বাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সময়সূচীপূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিঃসরণ/ নিষ্ক্ষেপ /নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপযুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাঙ্গলই, পল্লিবিশ-উপস্বাস্থী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/ উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] যাতে আবর্জনা উপযুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেসকলে খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে। সেফেয়ে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি স্থানান্তরপূর্বক কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যাপ্তভাবে লক্ষ্যতা, সক্ষমতা ও যোগ্য করে তোলায় সায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে বর্জ্য গৃহস্থায়ী গ্রহণ গ্রহণ করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য গ্রহণ কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/ গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের শাসন করা হবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনক্রমেই নদীতে ফেলা বাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিউন মারকা করা হবে। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি বর্জ্য কাছ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সত্যতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে যত্নতা, সফলতা ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন মজলা-আবর্জনা কিসাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারণার আহ্বান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে পড়ে তোলায় কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

জেলা প্রশাসক হবিগঞ্জ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অতি জেলা প্রশাসক [রাহুল] সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন যে, যাচাই করার কারণে নদ-নদী দূষণ, দখল হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা এই সভা থেকে পাওয়ার আমরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের পক্রিয়া শুরু করব। সাহায্য টেক্সটাইল মিলের জায়গা পুনরায় পরিমাপ করতে হবে এক নদীর জমি কতটুকু ছিল সেটিও পরিমাপ করতে হবে। মাধবপুর উপজেলার মাধবপুর ব্রিজের উত্তর দিকের উত্তর পার্শ্বের সমস্ত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। উচাইল বাজার শায়েস্তাপুরে সুতাং নদীর উপর ব্রিজের নিকট নির্মিত সকল অবৈধ স্থাপনা অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে।

সাহায্য এক এসএম কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্যের কারণে খাল দূষিত হচ্ছে। এখতিয়ার এবং খরচির খালের দূষণ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

সভায় বিক্ষয়িত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	কা হাজিনোরা ও মেঘনার মিলন স্থলে নদীর তীরে ব্যক্তি মালিকানাধীন দোকান, ইট নির্মিত টিনশেড ইত্যাদি অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠেছে। অবিলম্বে এই অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। সোনাই নদীতে নির্মিত সাহায্য টেক্সটাইল অবিলম্বে ভেঙ্গে দিতে হবে। মার সি: কোম্পানিকে বন্ধ/Rebate করতে হবে অজিলয়ে। মাধবপুর উপজেলার মাধবপুর ব্রিজের উত্তর দিকের উত্তর পার্শ্বের সমস্ত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। উচাইল বাজার শায়েস্তাপুরে সুতাং নদীর উপর ব্রিজের নিকট নির্মিত সকল অবৈধ স্থাপনা অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে। [খ] সিএস পর্টা ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯][৪] অনুসরণ ও প্রয়োগ পূর্বক এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালতে পক্ষভুক্ত হয়ে আইনি লড়াই স্বার্থক ও সফলভাবে করতে হবে। অবৈধ দখল থেকে নদীকে রক্ষা করতে CMC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ। ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ।

০২।	[ক] গোবিন্দপুর খেয়া বাটী ছাট্রি ছাট্রিনির অতি সত্ৰিকটে মেঘনা নদীতে চলমান ত্ৰুটিংকৃত মাটি নদীতেই নিষ্কাশ হচ্ছে বা সঠিক নয়। এ খননকৃত মাটি নদী থেকে অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে। [খ] হবিগঞ্জ সদরের মেঘনা নদীর উপর তীরে নির্মিতব্য নতুন ব্রিজ নদীর জমি অনেক খানি বেঁচে নদীর মধ্যে এসে ব্রিজ করা হয়েছে। খায় ১ কিলোমিটার ব্যাপী নদীর মধ্যে বাধ দেয়া হয়েছে। এ ব্রিজ নদীর মান্যতাহীনীর কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। স্বাভাবিকভাবে নদীর স্ফীতি করে এ ব্রিজ নির্মাণ করা হয়নি মর্মে প্রতিশ্রুত হই। এ নদীর সঙ্গে সংযোগকৃত খালগুলোর পানির প্রবাহ বাতে বন্ধায় থাকে সেটা নিশ্চিত করতে হবে।	<ol style="list-style-type: none"> ১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ। ২। মেয়র, হবিগঞ্জ পৌরসভা, হবিগঞ্জ। ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, হবিগঞ্জ। ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ। ৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি), হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ।
০৩।	নদী নিষ্কাশ বা পরিষ্কার কারণে স্বাভাবিক জমির ভাঙন কিংবা নষ্ট হলে ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাপিত আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ RoR প্রস্তুত করবেন/করবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর অ সুরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় ডা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুন প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সুরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ব্যাধানুধ ও সময়াবদ্ধ আবশ্যিক/স্বার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্টার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচারি/ভুল-ত্রুটি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের বাতায় রোধ করতে পারেন।	<ol style="list-style-type: none"> ১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] হবিগঞ্জ ৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি), [সকল] হবিগঞ্জ।
০৪।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সময় শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অন্য স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়োজিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অর্ন্ততম স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম প্রাথমিক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, সঠিক তথ্য সরকারের ট্রান্সিট হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সুরক্ষণ করবেন। মহানগর হাবিকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ (রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮) মজির হিসেবে পঠা করে অবিলম্বে স্বেসাক্ষর অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	<ol style="list-style-type: none"> ১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] হবিগঞ্জ ৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি), [সকল] হবিগঞ্জ।
০৫।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদায়তকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ (ক)সহ ১৪৭-১৫১ ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি তুলনামূলক ভিন্ন মালিকস্বায় রেকর্ডভুক্ত হলে ডা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাপর মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্টার/সিএস ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/অপিল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি অফিস বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক	<ol style="list-style-type: none"> ১। চেয়ারম্যান, ভূমি অফিস বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ৫। পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] হবিগঞ্জ ৭। সরকারী কমিশনার (ভূমি), [সকল]

	SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯(৪) ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ঋতিয়ান সহজেই সংশোধন/সংশোধন করে নেয়ার কর্তৃক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্বভৌমতার নির্দেশনা জ্ঞাপন। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান হুঁজে পাওয়া যাবে।	হবিগঞ্জ।
০৬।	ক। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহাসড়ক হাইকোর্ডের ৩৫০৩/২০০৮ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের মদ-নদীসমূহের সীমানা কালকিনয় ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গৃহক সমঝাব্যস্ত কর্মসূচিকল্পনা [Timebound Action Plan] অহুৎপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের ককন থেকে কালকিনয় ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। খ। এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাস্তরোতে প্রয়োজনীয় মৌজা ম্যাপ/নিরীক্ষা জরিপের মাধ্যমে সুরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পাঠে কার্যসিদ্ধ সময়ের ও সহযোগিতায় পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অহুৎপূর্বক কোনো অহুৎপূর্বক দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিল্লার জরিপ অধিদপ্তরে নিষ্পত্তি করবেন। এই নিয়মের জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আধীনস্থ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়নুগ সীমানা/সীমার স্বত্ব এবং স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ৫। পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] হবিগঞ্জ ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] হবিগঞ্জ
০৭।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর কোরশোরে যে সমস্ত লিফ/সাব লিফ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর কোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] হবিগঞ্জ ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] হবিগঞ্জ
০৮।	ভূগর্ভ পানির চাপ কমানোর জন্য মদ-নদী, খাল-কিল, পুকুর খনন করতে হবে। খাল খননে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সার্থে স্থানীয় জনসাধারণদের সম্পৃক্ততার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অপ্রতিকার ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খলগুলি উসবুত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্পে পলি/মাটি নিরাসন হানে দ্রুত সন্ধির নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, হবিগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] হবিগঞ্জ ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি],

	হবে। প্রয়োজনে কুল/ কলেজ/মসজিদ/মসজিদসহ অন্যান্য জায়গায় উন্নয়নের জন্য খননকৃত মাটি ব্যবহৃত করা যেতে পারে। ক্ষেত্রকৃত পলি/ মাটি ব্যবস্থাপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সুসম্পন্ন করতে হবে।	[সকল] হবিগঞ্জ
০৯।	জেলার মধ্যে পড়িবো কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত অনেক জমি অব্যবহৃত রয়েছে যথাযথ ব্যবহার না করার ফলে জমিগুলো বে-দখল হয়ে যাচ্ছে। গ্রামি উন্নয়ন বোর্ডের ব্যবহৃত অতিরিক্ত জমি প্রয়োজনে রিজিউম করা যেতে পারে। এছাড়াও কৃষি জমির টপ সফল বিক্রি বন্ধ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, হবিগঞ্জ ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ
১০।	উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-কিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-কিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২। পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, হবিগঞ্জ
১১।	Pathway/Pavement তৈরিরূপক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিরূপার্থে নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে/ গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষণার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, হবিগঞ্জ ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] হবিগঞ্জ ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] হবিগঞ্জ
১২।	নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিষ্কৃত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ব্রিজের যন্ত্র দৈর্ঘ্য হেঁচু নদীর দু'পাশের ভরাট হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া এক নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়। নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিষ্কৃত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ব্রিজের যন্ত্র দৈর্ঘ্য হেঁচু নদীর দু'পাশের ভরাট হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া এবং নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়।	১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, হবিগঞ্জ ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, হবিগঞ্জ ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] হবিগঞ্জ ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] হবিগঞ্জ
১৩।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দাখিল্য নিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রাগততা বিবেচনায় তা খাল জম্মিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], হবিগঞ্জ ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল], হবিগঞ্জ
১৪।	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কোর্টে নদী সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান মামলাগুলি আইনি মোকাদিমা করে সত্ত্বর নিষ্পত্তি করতে হবে। বিদ্যমান মামলার তালিকা প্রস্তুত, পিপি/জিপি নিয়োগ এবং এস.এফ [Statement of Facts] বধ্যাবর্তভাবে তৈরি করে মামলাগুলি মোকাদিমা করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], হবিগঞ্জ ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল], হবিগঞ্জ

১৫।	[ক] নদীর তীরে স্থাপিত ইটেরভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। সে সংক্র ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মাফসা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রস্তুত শাইসেপ অফিসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাস্তব করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলপেলা করে নিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], হবিগঞ্জ ৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি), [সকল], হবিগঞ্জ
১৬।	[ক] অনুমোদনবিহীন বাসু চর হতে বাসু উজোশন করা বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙন ড্রামটিক করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাসু উজোশন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যিক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বাসু উজোশন করা যাবে না। প্রয়োজনে আইন লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] হবিগঞ্জ ৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি), [সকল] হবিগঞ্জ
১৭।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। সকল উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় দিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অধ্যক্ষের বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষণায় নদী রক্ষা কমিটিতে প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যিক।	১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] হবিগঞ্জ ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), [সকল], হবিগঞ্জ
১৮।	জেলা গণসংযোগ অফিস, খ্রিষ্ট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, গানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় মিডিয়া সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবানী ও পরিবেশ বান্দব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/গনসংযোগ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ও সভাপতি জেলা নদী রক্ষা কমিটি ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, হবিগঞ্জ ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি), [সকল], হবিগঞ্জ
১৯।	[ক] সকল শিল্প কারখানার ইটিসি স্থাপন এবং ২৪ ঘণ্টা চালু রাখার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। [খ] নদীতে ময়লা-আবর্জনা চাম্পিংকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এমন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র জরিমানা করলেই চলবে না। আইনের উপযুক্ত ও যুক্তসঙ্গত প্রয়োজ্য মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-প্রধানসহ দায়ীদের বিরুদ্ধে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের কোনরূপ অবহেলা কিংবা শিথিলতা নদী ও নদী সম্পদ, পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। [গ] কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য তরল কিংবা কঠিন, নদী, খাল-কিলা কিংবা জলাশয়ে	১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২। মেম্বর পৌরসভা, হবিগঞ্জ ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিবদ, হবিগঞ্জ ৪। পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ ৬। মেম্বর, কুষ্টিয়া রপৌরসভা, হবিগঞ্জ

<p>নিসরণ/নিষ্কাশন/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং রক্ষা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অকিঞ্চিৎকর জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিসরণ/নিষ্কাশন/নিষ্কাশন কার্যক্রমের বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত শক্তি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [খ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ স্বাক্ষর/পৌরীয় বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। জেলা/ উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের Compliance Report প্রদান করবে।</p>	<p>৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] হকিমুল ৮। সহকারী কমিশনার [কুমি], [সকল] হকিমুল</p>
---	---

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
সেক্রেটার্যান

তারিখ: ১৪ অক্টোবর, ২০১৮

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫(৪)।

সদস্য অবলম্বিত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি ক্ষেত্রান্তর ভিত্তিতে নহে।

- ০১। মহাপরিচালক সচিব, মহাপরিষদ নিয়ন্ত্রণ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সিঙ্গেল অর্ধন নকশা/অফিস প্রকল্পে আইনের স্বাক্ষরপত্র প্রয়োগ নিশ্চিত করবার্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলাফল প্রদানের অনুরোধসহ।
- ০২। মুক্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৩। সচিব, বৈ. পরিবহণ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। কমিশনার, সিঙ্গেল বিভাগ, সিঙ্গেল।
- ০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আদারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
- ০৬। মাননীয় স্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, বৈশিষ্টকরণ মন্ত্রণালয় [মাননীয় স্ত্রী মহোদয়ের সময় অবলম্বিতের জন্য]।
- ০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গুৱাপা ডাক, হাতিফিল, ঢাকা-১০০০।
- ০৮। সেক্রেটার্যান, নিসরণ/নিষ্কাশন, হাতিফিল, ঢাকা।
- ০৯। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১০। জেলা প্রশাসক, হকিমুল।
- ১১। পুলিশ সুপার, হকিমুল।
- ১২। মেয়র, পৌরসভা, হকিমুল।
- ১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/ এন.ডি.ইউ.সি.সি.ও. ও জলপা, হকিমুল।
- ১৪। সেক্রেটার্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] হকিমুল।
- ১৬। সহকারী কমিশনার [কুমি], [সকল] হকিমুল।
- ১৭। সার্বজনিক সদস্য মহোদয়ের অভিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৮। অফিস কপি [সংরক্ষণার্থে]।

করিম আহমদ পাটোয়ারী
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয় : সিলেট বিভাগের নদ-নদীর রক্ষায় করণীয় বিষয়ে সেমিনার ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভার প্রতিবেদন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মো: আশাউদ্দিন গত ১৬/০৫/২০১৮ তারিখে সিলেটের বিভাগের সিলেট বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভা, নদী রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধিশীলক ব্যালি এবং সিলেট বিভাগের নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যা সমাধানে করণীয় শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন। বর্ণিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও তাত্ক্ষণিক বিষয়ে জাতীয় নদী কমিশনের মহাসমত/সিদ্ধান্ত/পরামর্শ নিম্নে পেশ করা হলো:

জাতীয় নদী ও রক্ষা কমিশন ও সিলেট বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির যৌথ উদ্যোগে সিলেট বিভাগে ব্যালি ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সিলেট বিভাগের নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, বিদ্যমান সমস্যা ও করণীয় বিষয়ক সেমিনারে সিলেট বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সদস্যবৃন্দ সিলেটের বিভিন্ন জেলায় পরিবেশ ও নদী বিষয়ক কর্মী, বেলার প্রতিনিধি, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। একটি প্রবন্ধ [সংযুক্ত] উপস্থাপন করেন জনাব ফুলালকান্তি বেব, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার [রাাজখ], বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এবং অন্য একটি [সংযুক্ত] উপস্থাপন করেন শামি উল্লয়ম বোর্ড এর নির্বাহী প্রকৌশলী। পাউবো এর প্রবন্ধে সিলেট বিভাগের নদীসমূহের নাব্যতা, হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন, নদীর ভাঙন এবং বিদ্যমান সমস্যাদি চিহ্নিতকরণপূর্বক বিভিন্ন তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধ দুটির উপর মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উনুক্ত আলোচনার হবিগঞ্জের সোনাই, সুতাং, খোয়াই এবং সুনামগঞ্জের আবুয়া নদী; মৌলভীবাজারের কুশিয়ারা; সিলেটের ডাউকি, পিরাইং, পোয়াইন, মুনিয়া বাসিয়া, সারি নদীসহ অন্যান্য ঝাল-ঝিল ও হাওরের চরম দুরাবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি/পরিবেশবাদী মহাসমত পেশ করেন।

বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট, সভাপতির বক্তব্যে বলেন যে, নদী নথলের অস্বাভাবিক ক্ষেত্র নিতে হবে, সেখানে পিঠ ঠেকে গেছে। Stake holders সহ সমাজের জনগনের বিবেকবোধ জাগ্রত করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে নদীকে হস্তা করেছি আমরা। এ সমস্যাকে আর খামাচাপা দিয়ে রাখতে চাই না। সমস্যাকে স্বীকার করে নিয়েই সমাধান খুঁজতে হবে। তিনি আরও বলেন যে সরকার নদী রক্ষা কমিশন গঠন করেছে এবং আইন পাশ করেছে যা সরকারের সদিচ্ছার প্রমাণ, আমাদেরকে নদী রক্ষার কাজ করতেই হবে। এখন সময় পরিবর্তনের। তিনি আরও বলেন যে "We are the culprits" আইনগুলি আগেও ছিল কিন্তু হেরোপ নেই। এফেক্টে আমরা দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেইনি।

BELA এর সিলেট শাখার বিজ্ঞ আইনজীবী শাহ শাহিদা বলেন যে আদালতে নদী সংশ্লিষ্ট মামলাগুলিকে সরকারের পক্ষকিনয়নে আর কালক্ষেপন করা যাবে না। রিট পিটিশন বাঁধা হিসেবে কাজ করছে। আদালত থেকে নদী রক্ষায় অনুকূল আদেশ [Favorable order] পেতে আইনি লড়াই যথাসময়ে করতে হবে। অনেক সময় আদালতের তায়কে গোপন করে মাফলার সুবিধা নেবার চেষ্টা চলার সংশ্লিষ্ট পক্ষ।

যাকিয়ার পুরুষন কাজ শুরু হলেও সফল মুক্ত করা হারসি বলে মহাসমত তুলে ধরেন। সংশ্লিষ্ট সরকারি/বেসরকারি অংশীদারদের [Stakeholders] সমন্বিত কাজ করা সরকার।

বিড়াল ধান খার। বিড়ালের গলায় বঁটা বাঁধবে কে [Who is to bell the cat?] বলে একজন পরিবেশবাদী মহাসমত তুলে ধরেন।

সুতাং নদী, খোয়াই নদী দখল হয়ে গেছে। নদীর পতিপথ, নৌকাঘাট উধাও হয়ে গেছে। নদীর উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেতিকাভাবে প্রভাবশালী কর্তৃক নদী দখল হয়ে গেছে। এলাকার মানুষ কথা বলতে সাহস পায় না। মাণ্ডিক আলোচন হলেও কাজ হয় না।

বক্তাপণ গ্রন্থ তুলেন যে এতগুলি আইন থাকে কেন নদী দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ ক্রমাগতভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছে ও অসহনীয় পর্যায়ে পৌছেছে। দূষণ করে বলেন যে আমরা বড় হচ্ছি তুল শিখে। আমাদেরকে পূর্বেই লক্ষ্য চিহ্নিত করতে হবে; দখল-দূষণ রোধ/প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর ভাঙনরোধে নদীর তীর সংরক্ষণে প্রকল্প নিতে হবে।

সিলেট বিভাগীয় নদী কমিটির সভায় বিভিন্ন জেলাধীন নদীর সংকটাপন্ন অবস্থা, দখল ও দূষণের বাস্তব অবস্থা নিয়ে সন্ধিয়ারে আলোচনা হয়। তার মধ্যে সুরমা, কুশিয়ারা, যাদুকাটা, রকি, সারি, ডাউকি শিরাইন, খোয়াই, সাভুং ও বাসিয়া নদীর দখল ও

দূষণের চিত্র ত্যাবহ বলে সভায় আলোচিত হয়। ইতিমধ্যে ডাউকি ও পিয়াইন নদীর উপর মহামান্য হাইকোর্টের কয়েকটি মামলা রয়েছে: ডাউকি ও পিয়াইন নদীতে বোমা মেশিন দিয়ে পাথর উত্তোলনের বিরুদ্ধে মামলা [রিট পিটিশন নং-৫৯৫৮/২০০৯], ডাউকি নদীতে অবৈধভাবে স্থাপিত বেইলী সেতু অপসারণের জন্য মামলা [রিট পিটিশন নং-১০৭০৩/২০১১] এবং পরবর্তীতে রিট পিটিশন নং-৪৮৫৮/২০০৯ এর রায় বাস্তবায়ন না হওয়ার আদালত অবমাননার জন্য Contempt হয়েছিল, যার নং-199/2012। মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ার সুযোগে নদী দখল, নাব্যতা হ্রাস ও দূষণ করার অবকাশ ঘিরে পাচ্ছে দখলকারী, জাশায় সফটওয়্যার ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী বেসরকারী মফল। তারা প্রশাসনের তেয়াজ্ঞা করছে না/মেনে চলছে না বলে সভায় মন্তব্য করা হয়।

চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক, জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক। তিনিই কালেক্টর বাহাদুর নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখা জনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস [RoR] সংরক্ষণ করে থাকেন ও ভূমি উন্নয়ন করা আদায় করে থাকেন। নদীর জারপা কারো নয় বা কাউকে দেয়া হয়নি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিগত মঙ্গল করলেও তা অবৈধ বিবেচনায় লুণ্ঠন বাতিল হবে। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement [জনঅধিকারভুক্ত] হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। বংশ পরম্পরার জনগণ কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হয়ে এসেছে এবং হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সফটওয়্যার জেলা প্রশাসক ত্র নিশ্চিত করবেন। বিআইডব্লিউটিএ, পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ চাল রাখতে হবে এবং এর দূষণ প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও কনস্ট্রাক্টর বিআইডব্লিউটিএকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মঠ পর্বীরে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল ধরনের সহযোগিতা করবে।

নদীর সিকিউরিটি ও পরিষ্কার কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাসূত্র আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ, দানিল/পার্শ্বসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর নির্ধারিত বলে তিনি সভায় উল্লেখ করেন। নদীর জায়গা সিএস যাগে যেখানে ছিল আকস্মিক যাগেও এর কোন ব্যতিক্রম হবার কোন সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস যাগের ভিত্তিতে নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আকস্মিক যাগকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে কোন ব্যতিক্রম ঘটলে উক্ত আইন ও বিধি-বিধানের আলোকে তা কালেক্টর বাহাদুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সরেজমিন জরিপ পূর্বক উপযুক্তরূপে পশ্য/নির্ধারণ করতে পারেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে নদীর জমি CS পর্যায়ে RoR [Record of Rights] যথাযথভাবে রেকর্ডভুক্ত আছে। CS এর পরবর্তীতে RS রেকর্ড-এ পর্টা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা জেলা কালেক্টরের নামে আছে এবং সেটিই বিধান। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করা দরকার। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদায়ককে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ কিস্তি ১৪৭-১৫১ ধারায় যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তার স্বার্থ ও উপযুক্ত প্রয়োজ্য মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশের রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানার রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি অফিসিয়ারের চেয়ারম্যান কর্তৃক SITA, ১৯৫০ এর ১৪৯(৪) ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধন করা করে নেয়া যায়, যা অজ্ঞতা কিংবা অনিচ্ছা বা অসীমতার কারণে অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও নদীর জমির সীমানা নির্ধারণে দ্রুত সমাধান হুঁজে পাওয়া যাবে।

জেলা প্রশাসক/কালেক্টরের চাহিদা/অনুরোধের মোতাবেক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নদীর সীমানা নির্ধারণে কালেক্টরকে কারিগরি জনবল সরবরাহ করে মঠ জরিপ নিয়মিত জরিপ সম্পন্ন করণের দায়িত্বপালন তৎপর হতে পারে। অধ্যাবধি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নদীর সীমানা নির্ধারণে আইনানুগ কার্যনির্বাহী শেষ করতে পারেনি। এ বিষয়ে তিনি জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুর চাহিদা মোতাবেক বিভাগের অন্যান্য জেলা থেকে সহযোগিতার মাধ্যমে কিংবা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর থেকে কারিগরি জনবল সরবরাহ নিয়ে বাস্তবতার ভিত্তিতে পৃথক দিয়ারা জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বাংলাদেশের সকল নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের কার্যক্রম জেলা প্রশাসক/কালেক্টরের চাহিদা মোতাবেক কিংবা স্ব-উদ্যোগে কাগজি ব্যক্তিরকে সম্পাদন করবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত রাখবে। নদীর জায়গার দায়িত্ব বিমোচন কর্তৃপক্ষের আওতায় নির্মিত আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/প্রজ্ঞাসূত্র হ্রস্ব গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার কৃষ্ণের জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ

প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খাল জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোন প্রকার আধারন বা প্রকল্পের প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও কোরশোর এলাকার বাছবায়নযোগ্য 'নর' মর্মে সভাপতি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা (এলজিইডি/রোডস এন্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি) কর্তৃক নদীর সার্ভ বিবেচনা না করে অপরিষ্কারভাবে নদীর আওতায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হ্রাসকৃত সন্মুখীন হয়ে পড়ছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিযুক্ত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোন প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না' মর্মে সত্যার উপস্থাপন করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে বখাযখ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাছবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার নাব্যতা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উপস্থাপনকৃত বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কাশভাট ও ব্রুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী মৃত প্রায় হয়ে পড়েছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছে। স্থানীয় তেরখাদার কৃতিয়ার বিলের জলাবদ্ধতার কারণ ও একইরূপ বলে উপস্থাপন করেন। মেঘনা-খনাপোদা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রস্থের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনামূলক। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি দৃষ্টিভঙ্গি করবে' মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোন মূল্যে আইনের বখাযখ শ্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে স্থানীয় স্থানীয় zero tolerance নীতির বিষয়ে সবাই স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থাকে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয়ে সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের যাকের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সি এস ম্যান্ড অন্বেষী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

বিভাগাধীন জেলা সমূহে নিয়মিতভাবে জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা হচ্ছে না। কোনো কোনো জেলার এ পর্যন্ত মাত্র একটি/দুটি সভা হয়েছে। অনেক উপজেলার কমিটিও গঠিত হয়নি। কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে পরিবেশ, নদী, জলাশয়, হাওর নিয়ে যারা/বে সংগঠন কাজ করছে কমিটিতে তাদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তির বিষয়েও মতামত ব্যক্ত করা হয়।

সেমিনার ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায় কতিপয় সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করা হয় যা নিম্নরূপ:

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	ব্যবস্থায়নে
১।	সুভাষ নদীতে ককরাখালার দূষণ ও অবৈধ দখল উচ্ছেদ করার জন্য জেলা প্রশাসক হবিগঞ্জ সড়ক আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রেরণ করবেন।	১। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট রিট তদারকি করবেন ২। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ
২।	সোনাই নদীতে অবৈধ স্থাপনা নির্মান বন্ধ করতে হবে। সাময়িক টেক্সটাইল কমপ্লেক্স মিলের সম্প্রসারিত স্থাপনা ও বাণিজ্যিক কার্ভার জেলা প্রশাসক/উপজেলা প্রশাসন আপাতী ১ (এক) মাসের মধ্যে উচ্ছেদপূর্বক নদীকে মুক্ত করবেন।	১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও অস্থায়ক উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি [সকল], হবিগঞ্জ।
৩।	বাসুকটী, সুরমা নদী হতে নির্বিচারে বালু পাথর উত্তোলন করা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। নদীর তীরে স্থাপিত স্টোল জনসার উচ্ছেদ করতে হবে।	১। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ
৪।	সিলেট বিভাগাধীন যে সকল নদীর উপর দখল, দূষণ বিষয়ে রিট মাফা বিনাময় রয়েছে ঐ সকল মাফার স্থাপিকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক অবিলম্বে তৈরি করবেন ও মাফা মুক্ত নিষ্পত্তির জন্য মাফাগুলোর তালিকা, চাহিদাকৃত তথ্যাদি ইত্যাদি নিয়মিতভাবে অনুসরণ করবেন। এসব মাফার সরকার পক্ষে জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট জিপি এবং প্রয়োজনে	১। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট

	বিজ্ঞ ও দক্ষ আইনজীবী নিয়োগ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এর ২৪-২৫ জুন/২০০৯ এর রায়ে নির্দেশনা ও এসব মামলার জ্ঞানী সংশ্লিষ্ট আদেশ নকশে আশঙ্ক ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট করবেন। যে সকল নদী, খাল, বিল, অশাশয় অবৈধ স্থাপনা নিয়ে মামলা নেই কিংবা মামলা চলমান বা চললেও নিষেধাজ্ঞা নেই, সেইসম্পর্কে অবিলম্বে উচ্ছেদের কার্যকর অতিয়ান পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	
৫।	সকল মামলার তালিকা, বর্তমান অবস্থা, নদী কমিশন কোন কোন ক্ষেত্রে পার্টিভুক্ত, কোন কোন বিষয়ে কমিশন সহযোগিতা করতে পারে তা উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।	১। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, সিলেট বিভাগ
৬।	মহাপরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট হাণ্ড উন্নয়ন, নদীনাশা ধ্বনন কার্যক্রম নিবিড় এবং নিশ্চিতরূপে সরবরাহ করতে হবে। এ কাজ সরবরাহের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটিকে নিয়মিত পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে নিশ্চিত করতে হবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত রাখতে হবে।	১। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট বিভাগ ৩। পরিচালক, মহসর/ সুরোপ ব্যবস্থাপনা /পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ।
৭।	সেমিনারে বিস্তারিত আলোচনা, পর্যালোচনা, মতামত পূর্বেক্ষনের ভিত্তিতে সিলেট বিভাগের নদ-নদী রক্ষা, উন্নয়ন সেমিনারের সুপারিশমালা পৃথকভাবে কমিশনার অফিস হতে প্রেরণ করবেন।	১। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট
৮।	নদী সিকিটি বা পল্লির কারণে যথাক্রমে জমির ডাঙন কিংবা লক হলে ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাপত্র আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান অনুযায়ী নদীর জমির হালনাগাদ ROR প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জেলা প্রশাসকগণ সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব। নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ জলিকম গ্রহণ করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনামুহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাষ্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুনের প্রদত্ত রায়ে নির্দেশনামুহ রায়ের পৃষ্ঠা ৯-৪, ৫ ও ৮। সজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনরূপ অস্বাভাবিক কিংবা বিলম্ব স্বান্তিরেখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট ৩। পুলিশ সুপার [সকল], সিলেট
৯।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদায়তকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ কিসহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভূস্বাক্ষেপিত	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ৪। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট

	<p>মালিকানার রেকর্ডভুক্ত যথেষ্ট তাৎক্ষণিক বাধ্যতাবহ অবিলম্বে পূর্বাঙ্গের মালিকানার রেকর্ড/ স্বত্ব-স্বার্থ সন্থিগুণ্ট মালিকানি/পর্চা/সিএস ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেক্সরিল বাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন/রিভিউ/রিভিশন/আপীল করে স্মার্টের গফে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন কিংবা ভূমি অফিস বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৫৯(৫) ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/স্ক্র করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কর্তৃক জটিলতা ত্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান হুচ্ছে পাওয়া যাবে।</p>	
১০।	<p>ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সন্থিগুণ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের স্মারকের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস স্মাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়সীমা কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চলিয়ে নদীকে অবৈধ সংকল ও সংকলারদের কবল থেকে কাশ কিলম্ব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। এ বিজয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এক জেলাস্তরোতে প্রয়োজনীয় মৌলা ম্যাপ/নিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র শেলে কার্যনিয়ম সময়সূচের ও সহযোগিতায় পার্শ্ব থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোন অসুস্থতা দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিশ্চিত করে নদী, নদীর জীরভূমি ও কোরালোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক CS/RS এর দাবির আইনানুগ ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়নপূর্বক ম্যাপানুগ সীমানা নির্ধারণ করবে।</p>	<p>১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ৩। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট</p>
১১।	<p>অস্বাভিকার ভিত্তিতে খাল বননের প্রকল্প শিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালপত্রি গ্রহণমান করার জন্য উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। স্বনকনৃত পলি/মাটি নিরাসপদ স্থানে দূরত্বে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। খাল বননের ক্ষেত্রে ময় মেসারী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট</p>
১২।	<p>উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, গুফুর জলাশয় ভরাট করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, গুফুর জলাশয় ভরাট করে তার বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইন ও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে।</p>	<p>১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট ৩। পুলিশ সুপার [সকল], সিলেট ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট</p>
১৩।	<p>নদীর জীরে বা নদীর জায়গায় সার্বিক বিবেচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আরণ্য/আসপ্প্রাম/জরুরাম বা এই জাতীয় কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এক নদী রক্ষার অঙ্গগণ্যতা বিবেচনার তা খাল জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক, সিলেট ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল], সিলেট</p>

১৪।	<p>বিআইভিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর কেরশোরে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অন্যপত্তি পত্র ও লাইসেন্স সেয়া রয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সে সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।</p>	<p>১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩। চেয়ারম্যান, বিআইভিউটিএ ৪। জেলা প্রশাসক, সিলেট</p>
১৫।	<p>নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপটিকালিভাবে নদীর প্রয়ের চেয়ে ক্ষুদ্র আকারের ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। সমন্বিত সমীক্ষণ [Integrated Study] করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে, যাতে নদীর প্রবাহমান নাব্যতা কে কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত না করে কিংবা দু'পাড় লম্বের ক্ষরণ সৃষ্টিতে সহায়তা না হয়।</p>	<p>১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সিলেট ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, রোডল এন্ড হাইওয়ে, সিলেট</p>
১৬।	<p>নদীর তীরে স্থাপিত ইন্টারভালমুহ সম্পর্কে বিদ্যমান তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অন্যপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইন্টারভাল ও শিল্প প্রতিষ্ঠানমুহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর যত্ন সহকারে ব্যবস্থা নেবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে সোকাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করত: নদী প্রতিষ্ঠানমুহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।</p>	<p>১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। চেয়ারম্যান, বিআইভিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট ৪। পুলিশ সুপার [সকল], সিলেট ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট</p>
১৭।	<p>Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিসংরক্ষণার্থে নদীর তীরভূমির পার্শ্ব অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিম্নমিত সভায় আলোচনাক্রমে/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষণার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।</p>	<p>১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট ৩। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট</p>
১৮।	<p>অনুমোদনবিহীন বাসু চর হতে বাসু উত্তোলন করা বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিসর। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ডাঙন তুরানিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাসু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যিক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তি জন্ম বাসু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে শংখনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।</p>	<p>১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট ৩। পুলিশ সুপার, সিলেট ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার জুনি।</p>
১৯।	<p>জেলা পদনযোগ অফিস, ডিবি ও ই-মিডিয়ায় সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি সম্প্রদেয়ন ও বৃদ্ধিশীল কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় লিঙ্গল সেসাইটির নেতৃত্ব, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক সেতুক, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বাস্তব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।</p>	<p>১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট ৩। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিসমূহ সিলেট ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার জুনি।</p>

২০।	[ক] কোনক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা অশাশবে নিসারণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমঝপূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিসারণ/ নিক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যক্রমকে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি (3R) Reduce, Reuse and Recycle/ স্থানীয় শাপসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [খ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ নৃক্ষকারী কিংবা কার্যক্রম ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিক্ষেপতার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/সেতারি বিঘরে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবেন।	১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, সিলেট ৪। পুলিশ সুপার, সিলেট ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] সিলেট
২১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক নদীর দূষণ, দূষণ প্রতিরোধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করবেন। এক্ষেত্রে জেলা নদী রক্ষা কমিটি কার্যক্রম তুমিকা-সহযোগিতা, সহায়তা প্রদান করবে।	১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট ৩। পুলিশ সুপার, সিলেট ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট
২২।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এক মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় দিয়ে কার্যক্রম সভা করতে হবে। কমিটিতে সিঙ্গল সেলাইটির প্রতিনিধি পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অধিকার বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী প্বেষকদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যিক।	১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট ৩। পুলিশ সুপার, সিলেট ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] সিলেট

ড. মুজিবুর রহমান হাফিজাবাদ
চেয়ারম্যান

তারিখ : ১৭ জুলাই, ২০১৮

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫(৫৫)-৫১১

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে [জ্যেষ্ঠ কর্মীর তিথিতে লম্বা]:

- ০১। মহাপরিচালক সচিব, মহাপরিচালক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। মুক্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৩। সচিব, নৌ-পরিচালক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আশারহাট, ঢাকা-১২০৭।
- ০৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৭২ গ্রীষ্ম বোড, ঢাকা।
- ০৭। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
- ০৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিচালক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সচিবালয়, [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৯। চেয়ারম্যান, IITW/LA, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল, ঢাকা।
- ১০। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, অরুণা তল, মতিঝিল, ঢাকা।
- ১১। সচিব [স্থানসিঁড়ি], জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
- ১২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট বিভাগ
- ১৩। পুলিশ সুপার, [সকল], সিলেট বিভাগ
- ১৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল], সিলেট বিভাগ
- ১৫। মাননীয় চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা [চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
- ১৬। সার্বিকভাবে সদয় মহোদয়ের ব্যক্তিগত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
- ১৭। সফর কপি।

৫২৮

বার্ষিক প্রতিবেদন '১৮ ১ নদীরক্ষা কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার-এর সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলাধীন শারী নদী এবং জাফলং-এর ডাউকী ও শিয়ারাইন নদী সত্বেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন।

পরিদর্শনের তারিখ: ১৬/০৫/২০১৮। সময়: কোলা ২০০-৫০০ ঘটিকা

১। পরিদর্শনের উদ্দেশ্য:

[ক] শারী নদীর দক্ষ, বাশু উত্তোলন ও ভারত সরকার কর্তৃক উজানে বাঁধ নির্মাণের ফলে শারী নদীর এবং নদীর পাড়ের মানুষের জীবনস্বাস্থ্যের উপর যে প্রভাব পড়েছে তা পর্যবেক্ষণ;

[খ] ডাউকি ও শিয়ারাইন নদীর গর্ভস্থলের গভীর থেকে কির্দীর্ণ এলাকা ক্রমে নির্বিচারে পাথর উত্তোলন, নদীর মধ্যে বাসুর চুপ ও নদীর পাড়ে গড়ে-ওঠা স্টোন-ক্রাশার-এর ফলে ডাউকি ও শিয়ারাইন নদী যে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে তার বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ;

২। পরিদর্শনকালে [১] মো: সালাউদ্দিন চৌধুরী, পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট; [২] মো: আলতাফ হোসেন, উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট; [৩] বিপ্লবিত কুমার পাল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোয়াইনঘাট, সিলেট; [৪] অ্যাডভোকেট শাহ সাহেদা, বিজ্ঞানীয় সমন্বয়ক, কোলা, সিলেট; [৫] আব্দুল হাই হাদী, সভাপতি, শারী নদী বাঁচাও আন্দোলন; [৬] পুলিশ বিভাগ; [৭] স্থানীয় গণস্বাস্থ্য কর্মী এবং [৮] অন্যান্য সরকারি-কেন্দ্রিক সংস্থার কর্মকর্তা/প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৩। পরিদর্শন কাহিনী ও পর্যবেক্ষণ:

শারী নদী ভারতের মেঘালয় পর্বত থেকে উৎপত্তি হয়ে জৈন্তপুর মধ্যে দিয়ে শারী নাম ধারণ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এই নদী সিলেটের জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট ও কোম্পানিগঞ্জের উপর দিয়ে প্রবাহিত। জৈন্তাপুর এলাকায় নদীটির স্বাভাবিক প্রবাহ প্রত্যক্ষ করা হ'ল। উপস্থিত পরিবেশবাদীগণ বলেন যে, শারী নদীটি যদিও ছোট বার প্রবাহ ক্রমশঃ হ্রাসমান। নদীটি স্থানীয় স্বাস্থ্য প্রকৃতির কিছু মাত্রের অভ্যন্তর। চুপ চুপ ধরে এ নদীটি মানুষের মাছের চাহিদা পূরণ করে আসছে বলে জানান। এ নদীর সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য শাখা নদী, বিল ও হাওরের পরিবেশের ভারসাম্য এ নদীর উপর নির্ভরশীল। এ নদীর বহুমুখিক ব্যবহার রয়েছে বলেও তারা উল্লেখ করেন। বিশেষভাবে তারা উল্লেখ করেন যে শারী নদী উজানে জৈন্ত ছিল ডিম্বকের মাইনটু [Myntdu] নদীতে ভারত সরকার বাঁধ নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যে শেষ করেছে, যা এ অঞ্চলের মানুষের জীবন, প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোট ৩ টি ইউনিটে ১২৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য এ নদীতে ৫৩ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন 'মাইনটু ইলেকট্রিক' বাঁধ দেয়া হয়েছে। জানা যায় যে ২০০২ সালের ২৫ অক্টোবর ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালাম এটির ভিত্তি প্রকল্প স্থাপন করেছিলেন। প্রায় শতাধিক ঝাল ও ছোট বড় নদী এর সাথে সম্পৃক্ত। গোয়াইন ঘাটের মধ্য দিয়ে 'গোয়াইন' নাম ধারণ করে জাতকে সুরমা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে এ নদী। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ১৪২০ মিটার। মেঘালয়বাসির কাছে মাইনটু [Myntdu] বা শারী নদী আশির্বাদস্বরূপ। তাদের কাছে এটি 'Ka Tawaiar Ka Takan' বলে পরিচিত, যার অর্থ 'আমাদের মহান কেতেরপতা'। বাংলাদেশের কাছে এ নদীর গুরুত্ব অনেক বেশি।

এ নদীর পানি ঘাট ও বিতরণ বা আবহমান কাল থেকে মানুষ নানা কাজে ব্যবহার করে আসছে। বৃষ্টিশ আমলেও এ নদীটি ছিল বাংলাদেশের একমাত্র পথ। জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, কোম্পানিগঞ্জের সম্পূর্ণ ও সদরের একাংশের কৃষিকাজ সম্পূর্ণভাবে এ নদীর উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো মানের বািলির প্রধান উৎস হচ্ছে এ নদী। 'শারীর বািলি' নামে খ্যাত এ বািলির অকুণ্ঠ জাচার রয়েছে এ নদীতে। হাজার-হাজার মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধান উপায় এ নদী।

স্থানীয় পরিবেশবাদী সংগঠনের প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দ বাঁধের কারণে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আশংকা করেছে। পানির স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ ও প্রাকৃতিক ছন্দপ্রবাহ ক্রমশঃ হ্রাসের কারণে ক্রি, হাওর, বাজর, খাল ও নদীর প্রাণীবৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাবে। স্বাভাবিক প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস ও ইকোলিস্টেম ভাঙা পালাটের কারণে জলাচর প্রাণী লুপ্ত হবে এবং তাদের উপর নির্ভরশীল পরিযায়ী পাখিদের আর আশ্রয়ন ঘটবে না। উদ্ভিদের যে বৈচিত্র্য ও নদীকেন্দ্রিক সমাজ স্বাস্থ্য ও পরিবেশ গড়ে ওঠেছে তার ট্রান্সিলেশন ঘটবে। শারী নদী কেন্দ্রিক যে অর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, বাঁধের কারণে তাও ধ্বংস হয়ে যাবে। শারীর উচ্চমানের বাশু আর পাওয়া যাবে না। এতে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়বে এবং ব্যবসার সাথে জড়িত শত শত পরিবার পথে বসবে। কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আর থেকে বঞ্চিত হবে সরকার।

৪। পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ:

ক্রমিক নং	সুপারিশসমূহ	বাহ্যবাহনকারী সংস্থা
০১।	সারী নদীর 'হাইড্রোলজিক্যাল/মরফোলজিক্যাল স্ট্যাডি' সমন্বিত প্রযুক্তি RS, GIS I GPS ব্যবহার/প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করাতে হবে।	স্পার্সো [SPARRSO] কিংবা SPARRSO এর নেতৃত্বে CEGIS/IWM এর যৌথ প্রয়াসে/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিত্তাঙ্গী কৃষিশিল্প, সিলেট এর তত্ত্বাবধানে এ সুরীকটি সহসাই সম্পন্ন করাতে হবে।
০২।	মহিন্দ্র বাঁধ অপসারণ বিষয়ে JRC ভারত সরকারের সাথে দ্রুত আলোচনা করা এক ফলপ্রসূ ফলাফলের ব্যবস্থা গ্রহণ করাতে হবে।	সনস্য, বৌধ নদী কমিশন/সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
০৩।	সারী নদীর পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাতে হবে।	সচিব, পরিবেশ বন ও জলাবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/ জেলা নদী রক্ষা কমিটি, সিলেট।
০৪।	সারী নদী এবং এর উপনদী বড়গাং ও কাটাগাং এর যজ্ঞবিক মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করতে নদী ধমন/জৈবিক/বৃক্ষ রোপন/পর্ষটন স্থাবর পুনরুদ্ধারে কার্যকর উদ্যোগ/প্রকল্প একটি মাস্টার প্লানের মাধ্যমে অবিলম্বে বাস্তবায়ন জরুরি হয়ে পড়েছে। এ এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মৎস্য ও কৃষি উৎপাদন, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে সমীক্ষার মাধ্যমে সময়সীমা স্বল্প উদ্ঘাটন করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করাতে হবে।	সচিব, পরিবেশ বন ও জলাবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/সচিব, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়/সচিব, বৈশিষ্টিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা নদী রক্ষা কমিটি, সিলেট।

৫। ডাউকি ও পিরাইন নদী পরিদর্শন কাবাদি ও পর্যবেক্ষণ:

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের শীলাভূমি হিসেবে পরিচিত সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার ডাউকি ও পিরাইন নদী বেষ্টিত জাকসংকে সরকার 'স্বতন্ত্র ঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু অপার সৌন্দর্যের মিলিত্ব জাকসং এর ডাউকি ও পিরাইন নদী পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ/পাথর ও বাসু ব্যবসায়ী কর্তৃক নদী সংকুচিত করে বোমা বেশিন দিয়ে পাথর ও বাসু উত্তোলন করছে এবং নদীর মধ্যে দিয়ে পাথর পরিবহনের জন্য ট্রাক চলাচল অব্যাহত রেখেছে। পাথর পরিবহনের জন্য বড় বড় ট্রাক ব্যবহৃত হচ্ছে যার ফলে সিলেট থেকে জাকসং এর প্রধান সড়ক সাধারণ মানুষের চলাচলের অনুশযোগি হয়ে পড়েছে এবং পর্যটকদের সংখ্যা একেবারেই হ্রাস পেয়েছে। ডাউকি নদী থেকে উত্তোলিত পাথর জাকসংর জন্য এখানে অবৈধভাবে অসংখ্য স্টোন-ক্রাশার মেশিন দেখতে পাওয়া যায়, যার কোন সরকারি অনুমোদন নাই। এসকল স্টোন ক্রাশার নির্ভর পাথর ব্যবসার কাজ করছে সংখ্যক শ্রমিক, যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এখানে এসে এই কাজের সাথে জড়িত হয়েছে বলে জানা যায়। তবে এদের সংখ্যা কয়েক হাজার হলেও অবৈধভাবে পাথর উত্তোলনকারী প্রভাবশালী চহু স্থানীয় নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিকের হাযায় অতিরিক্ত লাঞ্চে-শ্রমিকের শ্রমের অকুহাত তুলে ধরছেন নিজেদেরই বাণিজ্যের স্বার্থে।

ডাউকি নদী থেকে বাসু উত্তোলন করে তা নদীর মধ্যেই ছুপ করে রেখেছে, যার ফলে ৫৮ কি.মি লৈম্ব ডাউকি নদী তরাটি হয়ে নৌ-চলাচলে বাঁধ সৃষ্টি হয়েছে। ডাউকি নদীর উপর ভারত সরকার অবৈধভাবে একটি সরু বেইলী সেতু তৈরি করেছে বলে স্থানীয়ভাবে তুলে ধরা হয়। আরও জানা যায় এক প্রত্যক্ষণ করা হয় যে উজান থেকে বড় কোম পাথর ডাউকি কিংবা পিরাইন নদীর প্রবহমান জলাধারার ডেসে আসে না, যদিও স্থানীয় অবৈধ ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী চহু নিজেদের স্বার্থে পাথর উত্তোলন করছে অব্যাহত রেখেছে। তারা মূলত: উক্ত ডাউকি ও পিরাইন নদীর বাংলাদেশের অংশে নদী গর্ভ ছুপ গর্ভীরভাবে খুঁড়ে বড় বড় পাথর ও বাসু উত্তোলনসহ নদীর নাব্যতা বিনষ্ট/হ্রাস করছে এবং স্বার্থ সিদ্ধির মোহময়ে দিক্টিত হয়ে দেশেরই সর্বনাশ করে চলেছেন। সিলেট বিত্তাঙ্গী/জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনা তুলে ধরা হয় যে, স্থানীয় প্রভাবশালী/রাজনৈতিকদের প্রভাব ও উপস্থিতির অবৈধ স্তনিক্র ও চাপের ফলে তারা আইন প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে হলেও তারা সফল হতে পারছেন না। জপরদিকে আলাপান্তের স্রাভের ফলেও নদী রক্ষার্থে আইনের প্রয়োগ বন্ধ করাতে হয়েছে বলেও আলোচনায় বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ আলোকপাত করেন।

ইতিমধ্যে ডাউকি ও শিলাইন নদীর উপর মধ্যমায় হাইকোর্টের কয়েকটি মামলা রয়েছে যা- ডাউকি ও শিলাইন নদীতে বোমা মেশিন দিয়ে পাথর উত্তোলনের বিরুদ্ধে মামলা [রিট পিটিশন নং-৪৯৫৮/২০০৯], ডাউকি নদীতে অবৈধভাবে স্থাপিত বেইলী সেতু অপসারণের জন্য মামলা [রিট পিটিশন নং-১০৭০৩/২০১১] এবং পরবর্তিতে রিট পিটিশন নং-৪৯৫৮/২০০৯ এর রায় বাস্তবায়ন না হওয়ার আদালত অবমাননার জন্য Contempt হয়েছিল যার নং-199/2012। স্থানীয় প্রতাবশাপী মজল মধ্যমায় হাইকোর্টের উক্ত আদেশ অবমাননা করে বহাল তবিমতে পাথর ও বালু উত্তোলন করেই চলছে বলে অভিযোগ রয়েছে এবং বিভাগীয়/জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে আলোচনা হয়েছে কলে, জাফলাং এর মদী ও পানি সম্পদ/স্বীকৃত-বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্য একেবারেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং পর্যটনও নারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও গ্রাম নিঃশেষিত অবস্থার সৌছেছে।

৬। পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ:

ক্রমিক নং	সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
০১	[ক] অবিলম্বে ডাউকি ও শিলাইন নদীর গর্ভ থেকে নদী ও নদীর মাঝে থলে একে জাতীয় সম্পদের ক্ষতিসাধনবর্ধক অবৈধভাবে পাথর ও বালু উত্তোলন সংশ্লিষ্ট আইনের কঠোর প্ররোধের মাধ্যমে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। [খ] এ অবৈধ পাথর ব্যবসায়ীদের সাথে আইনি লড়াই জেরদার করার ব্যবস্থা জেলা প্রশাসন/সরকার কর্তৃক আবশ্যিক ও অতীব জরুরি হয়ে পড়েছে। আদালতে চলমান মামলাগুলির আইনগত অবস্থা ও অবস্থান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আইনানুগ পদক্ষেপ [রিট/আপিল রিভিশন] গ্রহণ করতে হবে।	[ক] বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট/জেলা প্রশাসক, সিলেট/পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট প্ররোধজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। [খ] বিভাগীয়/জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি সম্বন্ধিত উপস্থিত কর্মসূচি/সরেজমিন পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ/জনমত উত্তোলন অপরাধ প্রতিরোধে জনসচেতনতা ও জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যুগ্মই কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ডিআইজি, সিলেট, বিভাগ Cr. P-1৩৩ ধারাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনে কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করবেন।
০২	জাফলাং এর সীকৃত-বৈচিত্র্য/পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও পর্যটন ক্ষতিসাধন পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও উন্নয়ন মূলক উদ্যোগ/প্রকল্প বাস্তবতার নিরিখে কালকিলচ না করে গ্রহণ করতে হবে।	[ক] চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড/মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর প্ররোধজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। [খ] সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/জেলা/উপজেলা প্রশাসন/পুলিশসহ সীমান্ত রক্ষা বাহিনীকে সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
০৩	[ক] অবৈধভাবে ব্যবহৃত স্টোন-ক্রশার মেশিন অনতিবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। [খ] আইন প্ররোধে লক্ষ্য করে থলে করতে হবে এবং অবৈধ ব্যবসায়ী চক্রকে ফৌজদারী আইনে/পরিবেশ আইনের অধীনে বিচারে সোপর্দ করতে হবে। [গ] সংশ্লিষ্ট আইনের ন্যায়ানুগ প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের স্বার্থ/জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ অতীব জরুরি ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে।	[ক] জেলা প্রশাসক, সিলেট/পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট/পুলিশ সুপার, সিলেট প্ররোধজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। [খ] জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি।
০৪	তামাকিল ছল কন্দর এবং জাফলাং এলাকার পর্যটন শিল্পের প্রসারের সুবিধা গ্রহণের লক্ষে সিলেট-জাফলাং মহাসড়ক দ্রুতই সম্বন্ধর করে বাসবাহন চলাচল উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট/জেলা প্রশাসক, সিলেট/নির্বাহী প্রকৌশলী, এল.জি.ই.ডি/নির্বাহী প্রকৌশলী রোডস্ এন্ড হাইওয়ে, সিলেট।
০৫	স্টোন-ক্রশার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অন্যত্র স্থানান্তর করতে হবে, একে এটি বতন্ত্রস্ত করা যাবে উক্ত দ্রুতই জাতীয় এ সম্পদ: নদী, পানি সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এ	[ক] বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট/জেলা প্রশাসক, সিলেট/পুলিশ সুপার, সিলেট/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার গোরাইসঘাট, সিলেট। [খ] বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি।

	কাজে জোরালো ভাবে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সম্পৃক্ততা/সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা আরোজনের কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করতে হবে। তবে এ জাতীয় সম্পদের অবৈধ দখলকারী/স্বার্থকামী যে সংগঠন/সংস্থা/গোষ্ঠীরই হোক না কেন, তিনি বা তারা বত বড় পঙ্কিলাপীই হউক না কেন প্রয়োজ্য আইনের প্রয়োগ নির্ভয়ে ন্যায়পরায়নতার সঙ্গে রুট/জাতীয় স্বার্থেই নিশ্চিত করতে হবে।	
০৬।	বেলা ডাউন্টী/পিআইন/সারীসহ সকল নদীপথ, নদী তীর কোরশোরসহ পর্যটন এলাকার সরকারি জমির অবৈধ দখল থেকে উদ্ধার, নদীকে দূষণমুক্ত করণ এবং পানি-পরিবেশ সংরক্ষণার্থে বিভিন্ন আদালতে চলমান সকল মামলার আইনি লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। BFLA কিংবা অন্যান্য পরিবেশ সংরক্ষণকারী সংস্থার পাশাপাশি রাষ্ট্র/জাতীয় স্বার্থে এসকল মামলার আইনি-লড়াই জোরপূর্বক করণার্থে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/বিভাগীয় প্রশাসন/জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরগুলি তাদের নিজস্ব বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট নিয়োগ করে সক্রিয়কর চিত্র/অন্যান্য বিজ্ঞ আদালতে ফুর্শে ধরার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও তাদের আইনজীবী নিয়োগপূর্বক মাফলা রক্ষু করবেন। চলমান মামলার পক্ষতুচ্ছ হবে জোরালো আইনি লড়াই চালিয়ে যাবে এবং সেপের ও জনপদের নদী সংশ্লিষ্ট জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করনে সর্বাঙ্গিক গুচেষ্টা চালিয়ে যাবে।	[ক] সচিব, কোমারিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ ও মনসাব্যু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় /সৌপরিবেশ মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট/জেলা প্রশাসক, সিলেট/পুলিশ সুপার, সিলেট/ উপজেলা নিবাহী অফিসার গোরাইনবাট, সিলেট। [খ] বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবে এবং এ কমিশনকে অবহিত রাখবে।
০৭।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়দের বৌধ উদ্যোগে জাবলং এলাকার জনসচেতনতা কর্মসূচিসহ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আত সুকল পাওয়া যাবে। একান্তে বিভাগীয়/জেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সমন্বয়ের জুমিস পালন করবে।	সচিব, পরিবেশ বন ও জলাবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়/সচিব, কোমারিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিদায়ক মন্ত্রণালয়
০৮।	বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক কর্তৃক শ্রেণিত সুপারিশের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর যথা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	সচিব, পরিবেশ বন ও জলাবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়/সচিব, কোমারিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিদায়ক মন্ত্রণালয়

ড. মুজিবুর রহমান হাজলদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫(৫৫)-৪৬৯

তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৮

অনুলিপি : সদর জাতার্থে '৪ কার্যার্থে [প্রেরিতকর ভিত্তিতে নয়]

- ০১। মহাপরিচালক সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। সংশ্লিষ্ট অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের ফরোপমুক্ত প্রয়োগ নিশ্চিত করণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বধ্যদেশ এনালের অনুরোধসহ।
- ০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢেজলাীক, ঢাকা।

৫০২

বার্ষিক প্রতিবেদন '১৮ ১ নদীরক্ষা কমিশন

- ০৩। সচিব, সৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়/সুবি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ বন ও জলাবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/কোম্পিউটার বিভাগ ঢাকা।
 ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/জাতীয় ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট
- ০৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর, আশাউরী, ঢাকা
- ০৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, হোটেল ফকিরস্টেট, কাওরী মজলল ইসলাম এজিভিও, ঢাকা।
- ০৭। মাননীয় স্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, সৌপরিবহন মন্ত্রণালয় [মাননীয় স্ত্রী মহোদয়ের সদর অফিসের জন্য]
- ০৮। জেলা প্রশাসক, সিলেট
- ০৯। পুলিশ সুপার, সিলেট
- ১০। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট
- ১১। নির্বাহী প্রকৌশলী, এল.জি.ই.টি, সিলেট
- ১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, রোডস্ বড হাইওয়ে, সিলেট
- ১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পোয়াইনঘাট, সিলেট।
- ১৪। অ্যান্ডলেক্টে শাহ সাবেদা, বিভাগীয় সমন্বয়ক, কোম, সিলেট
- ১৫। সার্বজনিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
- ১৬। নগর কমিশনারের কার্যালয়।

স্বঃ আব্দুল লামাদ
 পরিচালক (উপসচিব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয় : সিলেট বিভাগ পরিদর্শন প্রতিবেদন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুহিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বজনিক সদস্য জনাব মোঃ আশাউরিন গত ১৪/০৫/২০১৮ তারিখে সিলেটের বিভাগের সুনামগঞ্জ এবং সিলেট জেলা সফর করেন। সফরকালে সুনামগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায়, অধিদপ্তর উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায়, সিলেট বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায়, নদী রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধিস্থল গুলি এবং সিলেট বিভাগের নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, বিন্যাসন সমস্যা ও সমস্যা সমাধানে করণীয় শীর্ষক সেমিনারে বোন্দাম করেন। বর্ণিত কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ ও তাত্ক্ষণিক বিষয়ে জাতীয় নদী কমিশনের মতামত/সিদ্ধান্ত/পরামর্শ শিল্পে পেশ করা হলো:

০২। সুনামগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির প্রতিবেদন নিম্নে দেয়া হলো:

১৪/০৫/২০১৮ তারিখ বিকাল ৪.০০ টায় সুনামগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিটির সকল স্তরের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সুনামগঞ্জ জেলার নদী সমূহের দখল, দূষণ, বাসু উত্তোলন বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি সদস্যগণ বিভিন্ন তথ্যসহ মতামত প্রদান করেন। তারা যাদুকটা, সুজবা, কুশিয়ারা, রক্তি বৌলই নদীর দখল, নদীতে অবৈধ বাসু উত্তোলনের কথা উল্লেখ করেন। প্রত্যেক সদস্যের বক্তব্যের মাঝেও নদ-নদী রক্ষায় সমন্বয়বাহিতা ও বোগবোগ বিচ্ছিন্নতার আড্ডাস পাওয়া যায়। উপস্থিত সকল সদস্যই দৃঢ় ও আন্তরিক সমন্বয় ও সহযোগিতার উপর জরুরি আশ্রয় করেন। জমা বন্টা নিয়ন্ত্রণ বার্ষিক, সুইস পেট ও রেজিস্টারের স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা যাচাই করার প্রস্তাব করেন।

সভার আলোচনা ও পরিদর্শনের স্তিতিতে কমিশনের পক্ষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত/সুপারিশ করা হলো:

৩। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাছবায়নে
সিদ্ধান্ত নং-১	সুনামগঞ্জের নদী হাওর, বাজর, জলাশয় সংক্রান্ত কোন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের অন্ত জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনা করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে বৃক্তিসংলত সক্ষম প্রকল্পের হালনাগাদ বাছবায়ন অবস্থা জানাতে হবে এবং মঠ পর্যায় জেলা নদী রক্ষা কমিটি সমন্বয় সাধন করবে। কমিটির সকল	চেয়ারম্যান, BIWIA জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ পাউবো, বিএডিসি,

সদস্য এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর প্রকল্প সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা, দক্ষতা, যোগ্যতা পেশাদারিত্ব ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে; যাতে বরাদ্দকৃত অর্থ/সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার জনস্বার্থে নিশ্চিত করা যায়। এ বছর বাঁধ নির্মাণে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে (রাঁড়-দিন) পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ এর ফলে সম্পদের সঞ্চয়হার এক যে শক্তির সৃষ্টি হয়েছে তা অব্যাহত রাখতে হবে এবং জনগণের আস্থার জায়গা তৈরি করতে হবে।	এলজিইডি, সড়ক ও জনস্বার্থ, সুনামগঞ্জ।
--	---------------------------------------

৪। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:

সুনামগঞ্জ জেলায় যাদুকাটা, রক্তি, সুরমা নদী হতে নির্বিচারে বাসু তোলা হচ্ছে। অপরিষ্কৃত এবং অতিরিক্ত বাসু উত্তোলনে নদীপার্শ্ব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পক্ষান্তরে নাব্যতা হ্রাসিত হচ্ছে এবং সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে। কলে নদী থেকে প্রকল্প হচ্ছে এবং পলি কমে চর সৃষ্টি হওয়াতে সৌপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। নদীর নাব্যতা রক্ষা, ভাঙন প্রতিরোধ এবং নদী সুরক্ষার জন্য নিয়ন্ত্রিতভাবে বাসু উত্তোলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নদীর ঘাটতরা বাসু মহাল ঘোষণা দেওয়া এবং ইজারা প্রদান বাতিল করার উপর পরিবেশবান্ধীরা যে চক্রান্ত আরোপ করেন তার যথার্থতা বিবেচনার নিতে হবে।

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
সিদ্ধান্ত নং-২	সুনামগঞ্জ জেলাধীন ইজারাকৃত বাসুমহাল পুনরায় জরিপ করতে হবে। জরিপের পর নদীর জন্য ক্ষতিকর, পরিবেশের জন্য হুমকি না হওয়ার শর্তে বাসুমহাল ঘোষণা ও ইজারা প্রদান করতে হবে। জেজিইডির পূর্বের খননকৃত মাটি/পলি নিরাসন দূরত্ব হ্রাসকরের উপযুক্ত সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা নদী রক্ষা কমিটির সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, BIWTA/ জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ ও অধিবায়ক জেলা নদী রক্ষা কমিটি/পরিবেশ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ।

৫। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:

সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরে যাদুকাটা নদী হতে পাথর আহরণ করা হয়। নদী তীরে ২০-২৫টি স্টোন-ক্রাসার/মেশিন দিগে পাথর তোলা হচ্ছে। নদীতে পাথরের বর্জ্য ময়লা দ্বারা নদী ক্রমাঙ্করে ভরাট হচ্ছে এবং সংলগ্ন এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশ কিন্ট হচ্ছে। মনুষ্য জীবনও বিপন্ন হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
সিদ্ধান্ত নং- ৩	অবিধে নদী হতে পাথর উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। স্টোন-ক্রাসার বন্ধ করার জন্য আইনের অধিকার প্রয়োগ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ/পলিশ সুপার, সুনামগঞ্জ/পরিবেশ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ।

৬। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:

সুনামগঞ্জে ৮২ নদী এবং অসংখ্য দূর্গমান ও নিয়ন্ত্রিত খাল রয়েছে। এসব সংযুক্ত খালজলার মাধ্যমেই হাওরের পানি হাওর-স্তীরবর্তী অঞ্চলের পানি নদীতে প্রবাহিত হয়। পাউবো এর কার্যক্রমের শুরু হতে সুনামগঞ্জে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের জন্য অধিকাংশ খালের মুখে বাঁধ দেয়া হয়েছে। কলে হাওরের সাথে নদীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে পড়েছে। বৃষ্টির পানি আকস্মিক বন্যা [Flash Flow] পানি আর নদীতে বা হাওরে প্রবেশ করতে পারছেননা। খালজলার সংখ্যা নির্ধারণ ও খননের মাধ্যমে প্রবাহমান করার জোরালো বক্তব্য সভায় পেশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
সিদ্ধান্ত নং-৪	মৃত, অর্ধমৃত ও চলমান সকল খাল সচল করতে হবে। খাল খননের জন্য অগ্রাধিকার [Priority] নির্ধারণ করে প্রকল্প পেশ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার

৭। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:

সুনামগঞ্জ শহরে উত্তর পূর্ব দিকে হালুয়ারহাট ও সুরমা জেলা পার্কের ঘাটে দখল ও ভাঙন রয়েছে। হালুয়ার ঘাটে নদী দখল এবং নদীর তীরভূমিকে ইটের ভাটা স্থাপন করা হয়েছে। অতি সত্বর হালুয়ার ঘাটে নদীর দখল উচ্ছেদ করা প্রয়োজন। সুরমা জেলা পার্কটি উন্নয়ন করা জরুরি। তারা বলেন যে, সুনামগঞ্জ শহরবাসীর জন্য কোন রকম চিকিৎসাসেবাসের সুযোগ নেই। জেলা পার্কটিতে বসার স্থান, বেঞ্চ, ওয়াকওয়ে ও বিভিন্ন কাঠের গাছ লাগিয়ে ইকোপার্ক সৃজন করা সম্ভব। সত্যর জেলা পার্কের উন্নয়নে প্রেরিত পাঁচবো প্রকল্পটি পাশের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাহ্যবায়নে
সিদ্ধান্ত নং- ৫	পার্কের ইতোমধ্যে ৫.২৫ কোটি টাকা একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব পেশ করেছে। পাঁচবো বোর্ড জেলা পার্ক উন্নয়নের জন্য প্রেরিত প্রস্তাব অনুসরণ করবে। প্রকল্প অনুমোদনের পর সুরমা নদীর তীরে উজান দিকে ও ভাটার দিকে ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হবে। ইকোপার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ পাঁচবো, সুনামগঞ্জ।

৮। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:

সুরমা নদীর উপর আবুহ জ্বর ব্রিজের তালিতে পশ্চিম দিকে ইটের ভাটা এবং পূর্ব দিকে নদীর সীমান মধ্যে রাইস মিল বসিয়ে দূষণ নদী দখল করেছে।

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাহ্যবায়নে
সিদ্ধান্ত নং-৬.১	অকিঞ্চম নদীর তীরভূমি হতে ইটের ভাটা হতে এবং রাইস মিল উচ্ছেদ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, BIWIA/ জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ ও আহ্বায়ক জেলা নদী রক্ষা কমিটি/ পুলিশ সুপার, সুনামগঞ্জ/ পাঁচবো, সুনামগঞ্জ।
সিদ্ধান্ত নং- ৬.২	সুনামগঞ্জ জেলাধীন সকল নদ-নদীর সীমানা আর,এস, হোজাবেক চিহ্নিত করতে হবে। যে সকল নদীর সীমানা মাপ নেই সেইসঙ্গে সংগ্রহ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ/ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার

৯। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:

উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ: তাহিরপুর উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান ও সার্বজনিক সদস্য অংশ গ্রহণ করেন। সভায় আলোচনা হতে জানা যায় যে, উপজেলাধীন নদী, খাল, হাওর রক্ষার কোন কাজ কর্মে উপজেলা পরিষদ সম্পৃক্ত নছে। হাওর ব্যবস্থাপনার জনগনের দ্বারা হাওর ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়।

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাহ্যবায়নে
সিদ্ধান্ত নং-৭	উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। উপজেলাধীন সকল নদী, খাল, হাওর, বাওর ইত্যাদির তালিকাও প্রণয়ন করা আবশ্যিক। হাওর ব্যবস্থাপনার সাথে উপজেলা পরিষদকে সংশ্লিষ্ট করতে হবে।	উপজেলা চেয়ারম্যান, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তর।

১০। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:

সভায় আলোচনা হতে জানা যায় যে, হাওর এলাকায় হাওর উন্নয়ন রক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য কোন মহাপরিকল্পনা নেই। খুচরা বা মিল পৃথকভাবে কখন যে বিক্রয় মসে করে সে মত কাজ করে। সভায় হাওর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। মহাপরিকল্পনার আওতায় সংশ্লিষ্ট দপ্তর তার উপর অর্পিত দায়িত্ব প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। মহাপরিকল্পনার আওতায় রাস্তাঘাট, নদী খাল, গবাদিপশুর পেস্টার মানব আশ্রয় কেন্দ্র, ক্ষয় মাড়ানি ক্যাম্পাস নির্মাণ করা

প্রয়োজন। তাছাড়া হাওর সহনীয় শস্যাদি গবেষণা করে আবিষ্কার উপর ধরুতু আরোপ করেন। বঙ্গের শুষ্ক মৌসুমে ধানের অতিরিক্ত অনাকেন শস্য উৎপাদন লক্ষ্য কি না তা দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আহ্বান জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
সিদ্ধান্ত নং-৮	জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট হাওর উন্নয়ন মহাপরিচালনায় আলোচ্য বিষয়াদি যাচাই বাছাই এবং অকর্তৃত্ব করবে।	চেয়ারম্যান, BIWTA/ জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ ও আহবায়ক জেলা নদী রক্ষা কমিটি / পুলিশ সুপার, সুনামগঞ্জ/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুনামগঞ্জ/ পাউবো, সুনামগঞ্জ/ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ মফস্ব অধিদপ্তর যৌথ সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

১১। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:

হাওর এলাকার মানুষের স্বীকৃত মান উন্নয়নের জন্য কৃষি ক্ষেত্রে বহুমুখী কৃষি সিস্টেম চালু করার বিষয়ে সদস্যগণ মতামত পেশ করেন। তারা উল্লেখ করেন হাওর এলাকার বর্তমানে মাত্র ধান উৎপাদন করা হয়। ধানের সহযোগী শস্য বা অল্পবর্তীকালীন হাওর উপযোগী কোন শস্য উৎপাদন করা অপ্রয়োজনীয়। তা না হলে হাওর এলাকার মানুষের সরিষা চাষ করা বাবে না। এ ছাড়া হাওর অঞ্চলে সমবায়ী শস্য বাড়াই, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় হাওর উন্নয়ন বিষয়ক পার্কক্রম চালুকরণ এবং সুনামগঞ্জ জেলায় BRRI কার্যক্রম স্থাপনের প্রস্তাব করেন।

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
সিদ্ধান্ত নং-৯.১	হাওর অঞ্চলে সমবায়ী শস্য বাড়াই কেন্দ্র, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ব বিদ্যালয়ে হাওর উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ে বিভাগ খোলা হবে।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
সিদ্ধান্ত নং-৯.২	তাহিরপুর উপজেলার বৌশাই নদী দখল হয়ে যাচ্ছে। জীববর্তী জনগণের জনসাধারণ ক্রমাগত নদীর দখল বাড়াচ্ছে। অবিলম্বে সি.এস, অস.এস এবং সি.এস ও বাস্তবভিত্তিক সংশ্লিষ্ট আইন কানূনের ভিত্তিতে সরেজমিন পরিদর্শন ও জরিপপূর্বক কার্য-কারণ সমন্বিত তুলনামূলক বিচারে নদীর সীমানা চিহ্নিত করতে হবে এবং দখলদারদের অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে।	সহকারী কমিশনার (ভূমি), তাহিরপুর, নির্বাহী অফিসার, তাহিরপুর এবং জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ।
সিদ্ধান্ত নং-৯.৩	মাটিরান ও টাঙ্গুয়ার হাওরের মধ্যে বসবাসরত মানুষের স্থলপথে যোগাযোগের কোন রাস্তা নেই। বর্তমানে নির্মিত বাঁধগুলো পাঁকা করতে হবে। বাঁধ পাঁকা করা হলে জনগণের স্লামচল ও শস্যাদি বহন করা সহজ হবে। এছাড়া হাওরের বিদ্যমান নদী ও খাল এবং সহযোগী ঝলগুলো খনন করা আবশ্যিক। নদী ও সুরোগ খালে নাব্যতা থাকলে কৃষকরা নৌকা যোগে ধান ও অন্যান্য শস্যাদি বাড়িতে আনতে ও বাহিরে নিতে পারবে।	পাউবো, এলজিইডি, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাহিরপুর।

১২। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:

টাঙ্গুয়ার হাওর ব্যবস্থাপনা স্থানীয়ভাবে সমাজভিত্তিক টেকসই প্রকল্পের আওতায় কয়েকটি কমিটির মাধ্যমে চলেছে। লক্ষ্য করা গেছে টাঙ্গুয়ার হাওর চলমান ব্যবস্থাপনার স্থানীয় জনসাধারণের নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে। টাঙ্গুয়ার হাওরের মাছ, বিভিন্ন জলাজ প্রাণী ও ধীর বেগে নির্বিচারে আহরণ ও ধ্বংস করা হচ্ছে। ECA হিসেবে যে সকল অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করার কথা তা নেই বলে তারা জানিয়েছে। টাঙ্গুয়ার হাওর ব্যবস্থাপনার স্থানীয় প্রশাসনে কোন অংশগ্রহণ নেই।

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
সিদ্ধান্ত নং- ১০	উদ্বৃত্ত হাওর ব্যবস্থাপনার স্থায়ী প্রশাসন-কে সম্পূর্ণ রাখতে হবে। হাওরের বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, পাত, পাখী ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় সরকারি তদারকি/পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা ছনম্বাৰ্বে প্রদত্ত সুবিধা প্রাপ্তির উপযোগী শ্রেণির স্বার্থ বিবেচনায়, দ্রুত মতস্বাক্ষরী, কৃষক ও তুমিহীন জনপ্রিয়ের স্বার্থ	হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ/ জেলা প্রশাসন, সুনামগঞ্জ/ পরিবেশ অধিদপ্তর এবং পাউবো, সুনামগঞ্জ।

১৩। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:

হাওর অঞ্চলের নদ-নদী খাল উন্নয়নে সন্নিবিষ্ট কার্যক্রম সঠিকভাবে হচ্ছে না। ফলে হাওরের নদীনালা, খাল কোথাও খনন হচ্ছে আবার কোথাও ভরাট হচ্ছে। সেখা বায় বে, বৌলাই নদীর সংযোগ খাল ফরা গাথরের কিছু অংশ খনন করা হয়েছে। কিন্তু আর্চর্ড বে খননকৃত মাটি [Dredged Soil] নদীর মধ্যেই রাখা হয়েছে। যা নদীর নাব্যতাকে হরণ করেছে।

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
সিদ্ধান্ত-১১	মহাপরিষ্কারনা সংশ্লিষ্ট হাওর উন্নয়ন, নদীনালা খনন কার্যক্রম নিষিদ্ধ এবং নিশ্চিতভাবে সমন্বয় করতে হবে। এ সমন্বয়ের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটিকে নিয়মিত পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কার্যকরভাবে নিশ্চিত করতে হবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত রাখতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট/সকল জেলা প্রশাসক, সিলেট বিভাগ/ পরিবেশ, মৎস্য, মুরগোণ ব্যবস্থাপনা দপ্তর ও বিসিক, সুনামগঞ্জ।

১৪। ব্যালি ও সেমিনারে অংশ গ্রহণ:

পত ১৬/০৫/২০১৮ তারিখে জাতীয় নদী ও রক্ষা কমিশন ও সিলেট বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির বৌধ উদ্যোগে সিলেট বিভাগে ব্যালি ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সিলেট বিভাগের নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, বিদ্যমান সমস্যা ও করণীয় বিষয়ক সেমিনারে সিলেট বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সদস্যকর্ম সিলেটের বিভিন্ন জেলায় পরিবেশ ও নদী বিষয়ক কর্মী, বেলায় প্রতিনিধি, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে দুটি প্রকল্প উপস্থাপন করা হয়। একটি প্রকল্প [সংযুক্ত] উপস্থাপন করেন জনাব মৃৎলকান্তি দেব, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার [রাঙ্গাঘা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এবং অন্য প্রকল্পটি [সংযুক্ত] উপস্থাপন করেন পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নির্বাহী প্রকৌশলী। পাউবো এর প্রবন্ধে সিলেট বিভাগের নদী সমূহের নাব্যতা, হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন, নদীর তালন এবং বিদ্যমান সমস্যাদি চিহ্নিতকরণপূর্বক বিভিন্ন তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধ দুটির উপর মুক্ত আলোচনা করা হয়। উল্লিখিত আলোচনায় হবিগঞ্জের সেনাই, সুতাং, বোয়াই এবং সুনামগঞ্জের আবুদা নদী; মৌলভীবাজারের কুশিয়ারা; সিলেটের ভাঁড়কি, পিরাইং, গোয়াইন, মুনিহা বাসিরা, সান্নি নদীসহ অন্যান্য খাল-কিল ও হাওরের চরন দুরাবস্থা সম্পর্কে মতামত পেশ করেন।

বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট, সভাপতির বক্তব্যে বলেন-নদী দখলের অচল্যাতন ভেংগে দিতে হবে, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। Stakeholders সহ সমাজের জনগনের বিবেকবোধ জগত করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে নদীকে হত্যা করেছি আমরা সমস্যা ধামাচাপা দিতে চাই-তা ঠিক না। সমস্যাকে স্বীকার করে নিয়েই সমাধান খুঁজতে হবে। তিনি বলেন যে সরকার নদী রক্ষা কমিশন পঠন করেছে এবং আইন পাশ করেছে বা সরকারের শপিচ্ছার প্রমাণ আদালতেরকে নদী রক্ষায় অগ্র করেতেই হবে। এখন সময় পরিবর্তনের। তিনি আরও বলেন যে We are the culprits; আইনগুলি আশেও ছিল, প্রয়োগ নেই। এফেত্রে আমরা দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেইনি।

BELA এর সিলেট শাখার বিজ্ঞ আইনজীবী শাহ শাহিনা বলেন যে-আদালতে নদী সংশ্লিষ্ট মামলাগুলিতে সরকারের পক্ষবিশেষ আর কালক্ষেপন করা যাবে না। বিট পিটিশন বোধ হিসেবে কাজ করছে। আদালত থেকে নদী রক্ষায় অনুকূল আদেশ [Favorable order] পেতে আবেদন শড়াই বখা সময়ে করতে হবে। অনেক সময় আদালত রায় ঘোষণা করে।

স্বসিয়ার পুনঃখনন কাজ শুরু হলেও দক্ষল মুক্ত করা যারনি বলে মজমত তুলে ধরেন। সংশ্লিষ্ট সরকারি/বেসরকারি অংশীজনের Stakeholders সন্নিবিষ্ট কাজ করা দরকার।

বেকাল ধান খায়। বেঙ্গালের গলায় খঁটা বাঁধবে কে [Who is to bell the cat?] বলে একজন পরিবেশবাদী মতামত তুলে ধরেন।

সুতাং নদী, খোয়াই নী দখল হয়ে গেছে। নদীর পলিপথ, নৌকাঘাট উৎখাত হয়ে গেছে। নদীর উপর অত্যধার করা হচ্ছে; স্বাভাবিকভাবে প্রবাহমানী কর্তৃক দখল হয়ে গেছে। এলাকার মানুষ কথা বলতে সাহস পায় না। নাগরিক আন্দোলন হলেও কাজ হয় না।

বকগন প্রকল্প তুলেন যে এডভান্সি আইন ঠাকা সত্ত্বেও কোন নদী দখল, গামি ও পরিবেশ দূষণ ক্রমাগতভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছে ও অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। দুরূহ করে বলেন যে আনরা বড় হচ্ছি তুলে দিবে। আমাদেরকে লক্ষ্য পূর্বেই চিহ্নিত করতে হবে; দখল-দূষণ রোধ/প্রতিরোধ করতেই হবে। নদী সংগারোধে নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প নিতে হবে।

সেমিনারে আনুষ্ঠানিকভাবে কঠিন সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করা হয় যা নিম্নরূপ:

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাহ্যায়নে
সিদ্ধান্ত ১২.১	সুতাং নদীতে কারখানার দূষণ, অবৈধ দখল, উচ্ছেদ করার জন্য জেলা প্রশাসক হবিগঞ্জ সত্ত্বর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	জেলা নদী রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক ও জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ।
সিদ্ধান্ত ১২.২	সোনাই নদীতে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ করতে হবে। সামগ্রিক টেক্সটাইল কমপ্লেক্স মিলের সম্প্রসারিত স্থাপনা ও ব্যবসায়ী কার্যক্রম জেলা প্রশাসক/উপজেলা প্রশাসক আধায়ী ১ [এক] মাসের মধ্যে উচ্ছেদপূর্বক স্থাপনাদীকে মুক্ত করবেন।	জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ও জেলা নদী রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক, হবিগঞ্জ/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও আহ্বায়ক উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি।
সিদ্ধান্ত ১২.৩	বাদুকাটা, সুরমা নদী হতে নির্বিচারে বাসু পাথর উত্তোলন করা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। নদীর তীরে স্থাপিত স্টোন ক্রসার উচ্ছেদ করতে হবে।	জেলা নদী রক্ষা কমিটি আহ্বায়ক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক।
সিদ্ধান্ত ১২.৪	সিলেট বিভাগীয় যে সকল নদীর উপর দখল, দূষণ বিষয়ে রিট মামলা বিদ্যমান রয়েছে ঐ সকল মামলার তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক অবিলম্বে তৈরি করবেন ও মামলা দ্রুত সম্পন্নিত্ত্ব জন্য মামলাগুলোর তারিখ, চাহিদাকৃত তথ্যাদি ইত্যাদি নিয়মিতভাবে অনুসরণ করতে হবে। এসব মামলার সরকার পক্ষে জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট রিপি একং প্রয়োজনে বিজ্ঞ ও দক্ষ আইনজীবী নিয়োগ করবেন। যথামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এর ২৪-২৫ জুন/২০০৯ এর রায়ে নির্দেশনা ও একম মামলার জননী সংশ্লিষ্ট আদেশ নজরে আনার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করবেন। যে সকল নদী, খাল, কিল, কলার অবৈধ স্থাপনা নিয়ে মামলা নেই কিংবা মামলা নিয়ে নিষেধাজ্ঞা নেই সেইগুলি অবিলম্বে উচ্ছেদের কার্যক্রম অভিযোগ পরিচালনার নেতৃত্ব দিবেন।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
সিদ্ধান্ত ১২.৫	সকল মামলার তালিকা, বর্তমান অবস্থা, নদী কমিশন কোন কোন ক্ষেত্রে পার্টিভুক্ত, কোন কোন বিষয়ে কমিশন সহযোগিতা করতে পারে তা উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রতিবেদন ফেরল করবে।	জেলা নদী রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক।
সিদ্ধান্ত ১২.৬	সেমিনারে বিচারিত আশোচনা, পর্যালোচনা, মতামত পর্ববেকনের তিস্তিতে সিলেট বিভাগের নদ-নদী রক্ষা, উন্নয়ন সেমিনারের সুপারিশমালা পূর্বকভাবে কমিশনার অফিস হতে প্রেরণ করবেন।	বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট।

১৫। বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায় অংশগ্রহণ:

সিলেট বিভাগীয় নদী কমিটির সভায় বিভিন্ন জেলায়ী নদীর সংকটাপন্ন অবস্থা, দখল ও দূষণের বাস্তব অবস্থা নিয়ে সবিম্বারে আলোচনা হয়। সভায় সুরমা, কুশিয়ারা, বাদুকাটা, রক্তি, সারি, ডাউকি পিয়াইন, খোয়াই, সাভুং ও হালিয়া নদীর দখল ও

দূষণের চিহ্ন জন্মাবহ বলে সতর্ক আলোচিত হয়। জাফলং-এ ডাউকি ও পিয়াইন নদীতে অবৈধ পাথর ও বাসি উত্তোলনের বিপরীতে রিট মাফুল রয়েছে। মাফুল নিষ্পত্তি না হওয়ার সুযোগে নদী দখল, নাব্যতা রূপ ও দূষণ করার অবকাশ বিধে পাচ্ছে দখলকারী জনশাসন সক্রিয় ব্যবসায়ী ও প্রকাশশালী বেসরকারি মফল। তারা প্রশাসনের তোত্রাঙ্ক করছে না/মেনে চলছে না বলে সতর্ক অবহিত করা হয়। State Acquisition Act 149/4 ধারিতে CS ও RS বিষয়ে কোনরূপ সতর্কতা ছত্রিপ অধিদপ্তর থেকে না পেলে জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাছানুর চেহায়মান জুমি আপিল বোর্ড থেকে গেতে পারেন।

RS পর্টার 144/A অনুসারে Prejanting Valu নদী ও নদীর তীর ও ফোরশরের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত না হওয়ার বিধান রয়েছে তা সতর্ক CS থেকে ROR এর ক্ষেত্রে যদি কোন পরিবর্তন হয়ে থাকে তা বাস্তবভিত্তিক মালিকানা আইনানুগ দলিল অবশ্যই পরীক্ষা নিরীক্ষা/বাছাই-বাছাই আইনগত সুযোগ উক্ত 189 [8] ধারিতেই সৃষ্টি করা হয়েছে। অবিশ্যে সেই সুযোগ বাস্তবায়ন করার জন্য জেলা প্রশাসক তার নিয়ন্ত্রনাধীন সহকারী কমিশনার জুমিদের মাধ্যমে অবৈধ দ্বন্দ্বের প্রতিটি কেসা জিত্তিক পত্তীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আইনানুগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জুমি ও জুমি রাজস্ব আদালত হিসাবে সর্বোচ্চ 1 [এক] সপ্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। নদীর জমি অবৈধ দখল থেকে গুনরুকার ও উচ্ছেদের অধিষ্ঠ বানবে ছত্রপি জিত্তিতে জুমি আদালত হিসেবে এই কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়া হলো। উল্লেখ্য যে কোনরূপ গুহর/আপত্তির ক্ষেত্রে নদীতে সরকারের একছর ট্রাটি/মালিকানা কোনভাবেই বিস্তিত হতে পারে না। কিংবা সরকারের CS বেকর্ড চূত হতে পারে না।

আরও উল্লেখ্য যে, আইনানুগ কোন নদীর জমির দলিলমূলে বহুত্বের বিষয়টি পত্তীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার বিষয়। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাছানুরকে ক্ষমতা দেয়া আছে। নদীর জমিতে বেবানে CS এর সাথে RS এর অপামফলা রয়েছে।

বিভাগাধীন জেলা সমূহে নিয়মিতভাবে জেলা নদী বন্দন কমিটির সভা হচ্ছে না। কোনো কোনো জেলায় এ পর্বত মাত্র একটি/দুটি সভা হয়েছে। অনেক উপজেলায় কমিটিও গঠিত হয়নি। কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে পরিবেশ, নদী, জলাশয়, হাওর নিয়ে যারা/যে সংগঠন কাজ করছে কমিটিতে তাদের প্রতিনিধি অর্ন্তুক্তির বিষয়েও মতামত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
সিদ্ধান্ত নং-১৩.১	সক্রিয় জেলা প্রশাসক নদীর দখল, দূষণ প্রতিরোধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করবেন। এক্ষেত্রে জেলা নদী রক্ষা কমিটি কার্যকর জুমিকা-সহযোগিতা, সহায়তা প্রদান করবে।	সক্রিয় জেলা প্রশাসক/জেলা নদী রক্ষা কমিটি /পরিবেশ অধিদপ্তর।
সিদ্ধান্ত নং-১৩.২	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে স্থায়ী নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার গৃহকভাবে সময় দিবে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অধ্যাক্ষর বিবেচনায় অর্ন্তুক্ত করতে হবে। স্থায়ী নদী পবেষকদের প্রতিনিধি অর্ন্তুক্ত করা আবশ্যিক।	বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট, সকল জেলা প্রশাসক, সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাউবো, সিলেট।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেহায়মান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০২৯.০০১.১৬-

তারিখ: ৩০ মে, ২০১৮

অনুলিপি : সদস্য অবলতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

- ০১। মহাপরিচালক, মহাপরিচালক বিভাগ, বাংলাদেশ পরিচালনা, ঢাকা।
- ০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৩। সচিব, স্টেট-পলিকবৎ প্রশাসন, বাংলাদেশ পরিচালনা, ঢাকা।
- ০৪। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিচালনা, ঢাকা।
- ০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আশারদীও, ঢাকা-১২০৭।
- ০৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৭২ বীশ রোড, ঢাকা।
- ০৭। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।

- ০৮। মানসীর মসীর একক সচিব, সৌপরিচয়ন জেলাপত্র, বাংলাদেশ সচিবালয়, [মাদারীয়া মসী মনোরমের সময় অবসতির জন্য]।
- ০৯। চেয়ারম্যান, BFWTA, ১৪৩-১৪৩, মতিঝিল, ঢাকা।
- ১০। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, গয়াপাড়া ডবন, মতিঝিল, ঢাকা।
- ১১। সচিব (সুপারভাইজার), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
- ১২। জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুন্দরগঞ্জ।
- ১৩। পুলিশ সুপার, সিলেট/সুন্দরগঞ্জ।
- ১৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাকিয়াপুর, সুন্দরগঞ্জ।
- ১৫। মানসীর চেয়ারম্যানের একক সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা [চেয়ারম্যান মনোরমের সময় অবসতির জন্য]।
- ১৬। সার্বজনিক সম্পদ মনোরমের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
- ১৭। দপ্তর কপি।

মো: সাইদুর রহমান
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার-এর বরিশাল জেলার গৌরনদী, আশৈলঝাড়া ও উজিরপুর উপজেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত বিভিন্ন নদী পরিদর্শন এবং সাতলা-বাগধা প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন।

পরিদর্শনের তারিখ: ০৯-১১ মার্চ/২০১৮। সময়: সকাল ৯:০০- ৫:০০ ঘটিকা

১। পরিদর্শনের উদ্দেশ্য:

বরিশাল জেলার গৌরনদী, উজিরপুর ও আশৈলঝাড়া উপজেলাধীন নদ-স্রোত দখল, দূষণ ও মাছাড়া রক্ষার করণীয় বিষয়ে পর্যবেক্ষণ এবং সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোস্টার- ১, ২ ও ৩ সংশ্লিষ্ট এলাকার কন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা নিরসন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকাবাসীর জ্ঞান-মূল্য রক্ষা, স্বাস্থ্যসঙ্গ উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ ও বোলাবোলা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি রক্ষণ এবং কেসারতু দূরীকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনে করণীয় বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ করা।

এছাড়া চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ১০ মার্চ বরিশাল সার্কিট হাউস সভাকক্ষে সাতলা-বাগধা প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৌরনদী, উজিরপুর ও আশৈলঝাড়া উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীর বর্তমান অবস্থা এবং স্থানীয় জনসাধারণের জীবনধারণের উপর এ প্রকল্পের প্রভাব শীর্ষক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন। পৌরনদী উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান এবং ১১ মার্চ বরিশাল বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায়ও যোগদান করেন।

২। পরিদর্শনকালে মো: সাজিদুর রহমান সর্দার, প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল/ মো: সাঈদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল/উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালকিনি, মাদারীপুর/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আশৈলঝাড়া, গৌরনদী, উজিরপুর, বরিশাল/ উপজেলা চেয়ারম্যান, গৌরনদী/ শৌরসভার মেয়র, গৌরনদী/ পুলিশ প্রশাসকরা স্থানীয় জনগণ ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণ:

৩। গৌরনদী এবং কালকিনি অংশে নদী ও খাল পরিদর্শন [তারিখ: ০৯-০৩-১৮]:

বরিশাল ও মাদারীপুর জেলার যথাক্রমে গৌরনদী ও কালকিনি উপজেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত পালোরদি আড়িয়ালখার শাখা নদীতে, ভুরখাটা বাজার সংলগ্ন অংশে প্রচুর পরিমাণে কচুরিপানা এবং বাঁশ ফেলে নদীর মাঝে বিঘ্ন ঘটছে বলে দেখা যায়। পানির প্রবাহ নাই-কলেই চলে। ভুরখাটা বাজার থেকে সরলা-আবর্জনা নদী গর্ভে ফেলা হচ্ছে। পরবর্তিতে কালকিনি খেয়া ঘাট থেকে নৌকায় করে টর্কি বন্দর পর্যন্ত পালোরদি নদী পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ রয়েছে, তবে বিভিন্ন জায়গা থেকে অপরিষ্কারভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে এবং টর্কি বাজার এলাকার নদী দখল করে কিছু স্থাপনা গড়ে উঠেছে। গৌরনদী বাজার সংলগ্ন খাল বিভিন্ন স্থান/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দখল করেছে এতে খালটির স্বাভাবিক পানি প্রবাহে বিঘ্ন ঘটছে। পানির প্রবাহ একেবারে নাই-কলেই চলে।

৪। উজিরপুর এবং আশৈলঝাড়া অংশে পোস্টার, মুইসগেট, খাল পরিদর্শন [তারিখ: ১০-০৩-১৮]:

কা উজিরপুর উপজেলার ওত্তরা ইউনিয়নের সাতলা-বাগধা প্রকল্পের ২ নম্বর পোস্টারধীন হাবিবপুর মুইস গেট অংশ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে মুইসের উভয় পাশের লুক্ক এপ্রোন, পাইড বাঁধ, লিক্‌টেগেট ও স্লাপটেসমূহ আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের সাথে কথা বলে জানা যায় যে প্রকল্প- সংলগ্ন খালগুলি ভরাট হয়ে যাওয়ায় অফ মৌসুমে বা জোরাকের সময়ও পানি উপরিভাগে ঢুকতে সমস্যা সৃষ্টি হয়।

কা সাতলা ইউনিয়নের সাতলা-বাগধা প্রকল্পের ২ নম্বর পোস্টারধীন মুতীবাড়ি মুইস গেট সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে মুইস গেটের কপাট রিপিরাজি করা দরকার, কলবোর্ট এবং কপিকল নাই। মুইস গেটের দু'পাশে ব্রক দিয়ে বাঁধাই করা অংশ ভেঙে গেছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে বর্ষার সময় মুইস গেটের দুই দিকে পানির দুর্গ্নে ব্রকগুলো

ভেঙ্গে গেছে যার ফলে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি কিছু অংশ খালের মধ্যে চলে এসেছে। ভবিষ্যতে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি নদী গর্ভে চলে আসতে পারে। সাতলা-বাগধা প্রকল্পের মধ্যে বিদ্যমান সংযোগ খালগুলো ভরাট হয়ে গেছে।

[প] আটপলঝাড়া উপজেলার সাতলা-বাগধা প্রকল্পের ১ নম্বর পোস্‌টারাধীন আমকুলা সুইস গেট পরিদর্শন কালে স্থানীয় জনঅভিনিধিদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, সুইস গেটটির আরসিসি সেরামত করা প্রয়োজন। কম বোর্ড নেই এবং ছেরোসিটিং সিস্টেম যেমন: চেইন কব্জা, হ্যান্ডল, স্টীলের তর ইত্যাদি নেই। সুইস গেটটির কপাট না খুললে জোয়ার-ভাটা, ঘূর্ণিঝড় ও অলোজুবোসের এবং বর্ষাকালে বন্ধ্যার পানি প্রচল বেগে প্রবাহের কলে সুইসের উজান ও ভাটিতে তদাবহ ভাঙনে স্থানীয় জনসংস্কারের বসতবাড়ি ও ফসলী জমি নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যাচ্ছে।

সুপারিশসমূহ:

ক্রমিক নং	সুপারিশসমূহ	ব্যস্তায়নকারী সংস্থা
০১।	ভূরখাটা বাজার সংলগ্ন বরিশাল জেলার পৌরনদী এবং মাদারীপুর জেলার কালকিনি খানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আমানলতা খাল এবং পালোবদি নদী থেকে কচুরিপানা ও বাঁশ পরিষ্কার করে খনন/ ড্রেজিং করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে।	বরিশাল ও মাদারীপুর নদী রক্ষা কমিটি অবিলম্বে এ প্রকল্প অধিদপ্তর/উপজেলা চেম্বারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনসহ নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রেরণ করবে।
০২।	ভূরখাটা বাজারের ময়লা-অবর্জনা নদীতে জমািত বন্ধ করে নির্ধারিত স্থানে ল্যান্ড ফিল [Land fill] মাধ্যমে ফংস/রি সাইকেল [Recycle] এর ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক নদী কমিশনকে অবহিত করতে হবে।	পরিবেশ অধিদপ্তর/উপজেলা চেম্বারম্যান, কালকিনি/পৌরনদী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কালকিনি/পৌরনদী বিষয়টি নিশ্চিত করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৩।	পালোবদি নদীর যে অংশে ড্রেজিং/খনন কাজ চলমান আছে সেখানে কাজের মান বজায় রাখতে হবে।	এ কাজ যৌথভাবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিআইডব্লিউটিএ, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তদারকিতে নিশ্চিত করবেন।
০৪।	পৌরনদী বাস্তুসংস্থ সংলগ্ন গয়নাঘাটে অবৈধভাবে দক্ষকৃত খালে নির্মিত কঠামো/তখন ও নোকান ইত্যাদি জনঅভিবিলম্বে উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করে আটপলঝাড়পাখী খাল-নদীর সঙ্গে একে সংযুক্ত করে ফলাফলে পানি প্রবাহ উন্নুক্ত করতে হবে।	এ কাজ যৌথভাবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিআইডব্লিউটিএ, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তদারকিতে নিশ্চিত করবেন।
০৫।	পৌরনদী উপজেলা তখন ও চতুরের পার্শ্বনিয়ে প্রবাহমা নদীটি তীব্র প্রোতধারার ভাঙনের চূড়ান্ত বৃত্তিতে আছে। অবিলম্বে খাড়া গর্ভেভ/পাইল ওয়াল নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে করে উপজেলা তখন ও চতুর ভাঙনের কলে এবং ক্ষতিহস্ত না হয়।	পানি উন্নয়ন বোর্ডে দ্রুত প্রকল্প প্রেরণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।
০৬।	সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোস্‌টারাধীন সুইস গেটগুলি দ্রুত সেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পানি উন্নয়ন বোর্ডে দ্রুত সেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।
০৭।	অক বৌসুমে পানি ব্যবহারের জন্য পানি সংরক্ষণের প্রাকৃতিক আধার [Natural Reservoir] তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য অবিলম্বে অধিদপ্তর/উপজেলা চেম্বারম্যানের প্রেরণ করতে হবে।	পানি উন্নয়ন বোর্ডে দ্রুত প্রকল্প প্রেরণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।
০৮।	খালগুলি খননপূর্বক মৎস্য চাষের উপযোগী করে তুলতে হবে এবং যৌথ খামার সেচ পদ্ধতির আওতাধীন সামাজিক মৎস্য চাষ নিশ্চিত করতে হবে। যাতে সকল মালিক-কৃষকগণ তার সুফল জমির অংশ ভিত্তিক হারে পেতে পারেন। এতে করে কৃষকদের মধ্যে বন্ধ ও বৈষম্যের অবসান ঘটবে এবং জীব বৈচিত্র্য রক্ষা, মৎস্য চাষের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যকর	পানি উন্নয়ন বোর্ড/মৎস্য অধিদপ্তর দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।

	ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
০৯।	শ্রমিকের খালস্রপির দাব্যতা বজায় রেখে নৌকা-ভিৎসির সাহায্যে কৃষক কর্তৃক ধান পরিবহনের জন্য খালস্রপি ব্যবহৃত হতে পারে তার সুব্যবস্থা করতে হবে।	পানি উন্নয়ন বোর্ড/কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রত্যেকনীয় পনক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
১০।	সেচের পানির সূক্ষম কটন কৃষক ও কৃষিক্ষেত্রি ভিত্তিক নিশ্চিত করতে হবে। এসব সেচের আওতাভূত ক্ষেত্রে এক বাকের ছলে বাড়ে সো-ফসল ফলানো যায় সেজন্য পরিবেশ সহনশীল উন্নত জাতের লগসই ও কুফসই চাষাবাদ ও কনসের বীজ উদ্ভাবনের গঠীয় গবেষণা করতে হবে।	পানি উন্নয়ন বোর্ড/কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রত্যেকনীয় পনক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

ড. মুক্তিুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৯.০০০০.১৪-২৪০

তারিখ: ৩০ এপ্রিল, ২০১৮

সদস্য অকগতি ও প্রত্যেকনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহা:

- ০১। সিসিএর সচিব, পানি সপদ মন্ত্রালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ০২। সচিব, সৌ-পরিবহণ মন্ত্রালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ০৩। অধিনায়ক, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল
- ০৪। মানসীর স্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, সৌপরিবহণ মন্ত্রালয় (মানসীর স্ত্রী মহোদয়ের সদস্য অকগতির জন্য)
- ০৫। মধ্যপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গুয়পদা কন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
- ০৬। মধ্যপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সার্বাবগীও, ঢাকা-১০০০।
- ০৭। মধ্যপরিচালক, মন্য অধিদপ্তর, সখীন কার্টেন মন্যুর সারী স্রপী, মন্য কন, সয়দা, ঢাকা-১০০০।
- ০৮। চেয়ারম্যান, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন ৪৯-৫১, সিলকুলা বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০০।
- ০৯। প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল
- ১০। জেলা প্রশালক, বরিশাল
- ১১। উপজেলা চেয়ারম্যান, কলকিনি, মানসীরপুর/সৌফলদী, বরিশাল
- ১২। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
- ১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কলকিনি, মানসীরপুর/পোরনদী, উজিরপুর, অটপলবাড়া, বরিশাল
- ১৪। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের অফিসে সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: কুড়িগ্রাম জেলার টিলমারী উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এক ব্রহ্মপুত্র নদীর দখল, সূষণ সরঞ্জামিনে পরিদর্শন।

তারিখ: ২১/১০/২০১৮। স্থান: টিলমারী

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুক্তিুর রহমান হাওলাদার গত-২১/১০/২০১৮ ইং তারিখ কুড়িগ্রাম জেলা সফর করেন। সফর সঙ্গী হিসাবে সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মো: আলআউদ্দিন, অবতৈনিক সদস্য জনাব মো: মুনিরুজ্জামান এক উপপরিচালক (গবেষণা ও পরিবীক্ষণ) ড. অশোক কুমার বিশ্বাস কুড়িগ্রাম জেলার টিলমারী উপজেলার ব্রহ্মপুত্র নদীর দখল, সূষণ সরঞ্জামিনে পরিদর্শন এক উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান করেন। বর্ণিত কার্যক্রম নিম্নে দেয়া হলো:

কুড়িগ্রাম জেলার টিলমারী উপজেলার নদী রক্ষা কমিটির সভায় প্রধান অতিথি জনাব ড. মুক্তিুর রহমান হাওলাদার, বিশেষ অতিথি জনাব মো: আলআউদ্দিন, অবতৈনিক সদস্য জনাব মো: মুনিরুজ্জামান এবং সভাপতি জনাব মুহা: রাশেদুল হক প্রধান উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। এরপর মুক্ত আলোচনায় উপস্থিত সদস্যগণ বক্তব্য প্রদান করেন। বাংলাদেশ বেতারের সম্পাদক জনাব নুরুল আশিন বলেন যে, ব্রহ্মপুত্র নদীর ডাঙনে ৬টি ইউনিয়নের মধ্যে ৩টি ইউনিয়ন ডাঙনের শিকার। চরভ্রংশে ব্যাপকভাবে ভাঙছে, তবে এখানে নদী দখলের ঘটনা নেই। প্রেসক্লাব সভাপতি জনাব নছরুল ইসলাম সাব বলেন যে, টিলমারী রক্ষার পানি উন্নয়ন বোর্ড কাজ করলেও ডাঙন চলমান রয়েছে। নদীর ডাঙন রেখে স্থায়ী পনক্ষেপ নিতে হবে।

রমনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আতাউর আলী সরকার বলেন যে, পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হলেও তৃতীয় পর্যায়ের প্রকল্প শুরু হয়নি। তৃতীয় প্রকল্পের কাজ শুরু হলে রমনা ইউনিয়নবাসী উপকৃত হবে।

জেলা পরিষদের সদস্য জনাব রেজাউল করিম শিউ বলেন যে, নদী ভাঙ্গনে মানুষের দুঃখ/কষ্ট অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তিনি টিলামারী বাসীর দুঃখ/কষ্ট দূর করার বিনীত অনুরোধ জানান।

উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব খালেকুর রহমান টিলামারীবাসীকে আকস্মিক বন্যা/নদী ভাঙ্গন থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ/ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

কুড়িগ্রাম জেলার পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন যে, ব্রহ্মপুত্র নদীর খনন/পাড় স্থিতিকরণ প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের মাত্র ৯ কিলোমিটার বাঁধ/পাড় স্থিতিকরণ করা হয়েছে। তাছাড়া বৃষ্টি তিস্তাও খনন করা হবে।

উপজেলা চেয়ারম্যান শওকত আলী বীর বিক্রম বলেন যে, জাতীয় খাৰ্বেই নদী জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। টিলামারীর ব্যাপক এলাকা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। টিলামারী রক্ষা প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ। তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করার আহ্বান জানান। নদী দখল/নাযত্না হ্রাসের সিদ্ধান্ত বেশ কিছু কারণ রয়েছে। টিলামারীতে নদী দখলের কোন সুযোগ নেই। টিলামারী রক্ষায় তৃতীয় প্রকল্পের অনুমোদন হলে টিলামারী জনগণ নদী জড়ন হতে রক্ষা পাবে। তৃতীয় পর্যায়ের প্রকল্প অনুমোদনের জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অবৈতনিক সদস্য মোঃ সনিরুজ্জামান বলেন যে, নদী রক্ষার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে তিনি নদী রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সভার আলোচনাকালে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদী কমিশনের সুসংগঠিত জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন যে এ এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এলজিইডি কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের যে সকল সময়সীমা কথা এখানে বলা হয়েছে তা কম-বেশি দেশের সামগ্রিক চিত্র। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান যে এ সমস্যাকে দ্রুত দিগে বোঝার জন্য। তিনি আরও বলেন যে ইংরেজরা ভারতবর্ষ প্রায় ১৯০ বছর শাসন করেছে। সতর্ক প্রায় ৫০ কোটি লোক ছিল। এই ৫০ কোটি লোক মিলে এদেশ থেকে তাদের নিতাড়িত করতে প্রায় ১৯০ বছর লেগেছে। ধন্যবাদ জানান জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁর সৎ, বশিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল মাত্র ২০ বছরে। আমরা সবাই এ দেশের স্বাধীন নাগরিক। আমরা যখন দূনীতির কথা শুনি তখন আমরা লজ্জায় অবনত হয়ে যাই। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার শিখতে হবে। সতর্কতা নির্ভর মাধ্যমে তিনি কাল করার আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে, এরোজনে সেই প্রকল্পগুলো পুনরায় যাচাই-বাছাই করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নদী সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নদী কমিশনের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। Natural Reservoir তৈরির জন্য খাল, হাওর খনন করতে হবে। তিনি নদীর নাযত্ন নষ্ট করে কোন ব্রিজ, কালজার্ট না করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, জনগণ এখন অনেক সচেতন। তিনি জেলা প্রশাসককে নদীর অবৈধ দখলকারদের বিরুদ্ধে দ্রুত উচ্ছেদ কর্ম চলানোর আহ্বান জানান।

চেয়ারম্যান জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আরও বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক; বির্তমান ও আগামীরা জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক মালীর মালিক ও রাষ্ট্রীয় রক্ষক। তিনিই [কালেক্টর বাহাদুর] নদীর স্বত্ব-স্বার্থ সেখাপোষার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া যায় না তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দখল করলেও তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার অধীনে যথাক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি অফিস বোর্ড কর্তৃক অগ্রসৃত্যের প্রমাণে তিরিক [evidence on incorrectness] বাতিল করার সুশীল আইন বিদ্যমান। জনগণের স্বাধিকারের জন্য নদীর আরগা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যাঁর পক্ষে দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় খাৰ্বে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিসিইডি/টিটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে ধর্মোজ্ঞনীর সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদেরকে সত্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকায় বিসিইডি/টিটিএ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এরোজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে সরেজমিনে মার্চ পর্যায়ের উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা

করবে। নদীর জায়গার দায়িত্ব বিমোচন কর্মসূচির আওতার নিমিত্ত আশ্রয়/আরক্ষণ/ওজস্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হবে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্তরে প্রাধান্য বিবেচনার অন্যত্র থাকা ক্ষমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর ক্ষমি Public Easement বিধার কোনো প্রকার আশ্রয় বা ওজস্রাম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও কোরশোর এলাকার বাস্তবায়নযোগ্য 'নয়' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করেন।

নদীর সিকি ও পয়ছির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রকল্পে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাপত্বে আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, যত্ন সংরক্ষণ দলিল/পর্তাগর সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকদের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অতিরিক্ত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও কোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেক্সমিনে বাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

CS পর্তা অনুসারে নদীর ক্ষমির মালিকানা রাইটের গণ্ডি [জেলা কালেক্টর' পদের বিপরীতে ১ নং সতিয়ানভুক্ত আছে] এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর ক্ষমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বাচাই-বাহাইপূর্বক সরেক্সমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মাহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার বাবেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [কাল ১৪৭-১৫১] ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার বর্ধিত প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর রক্ষা করার পক্ষে দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জরিপ সুলভমে জির মালিকানার রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bona fide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/তফাৎ করে নেয়া যায়, যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সহায় [এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্তরে বিবেচনা না করে অপরিসংখিতভাবে নদীর জায়গার ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ ক্ষয়িত্র সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অতিরিক্ত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না' মর্মে সজ্ঞায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে হুমুসহ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার নাব্যতা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও মুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী কিছুটা পথে ছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উন্নয়ন আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মুক্ততার বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। পুনরায় তেরখাদার দুর্ভোগের বিশেষ জলাবদ্ধতার কারণ ও একইরূপ বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনাগোনা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রান্তে চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনাশূন্য। ভবিষ্যতে বিভিন্ন অরণালয়/দপ্তর/সহায় কর্তৃক নদী সুলিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সুলিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের বর্ধিত প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের zero Tolerance নীতির বিষয়ে অগ্রণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অধিগ্রহণে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয়ে সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন তারিখের রায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তিনি নদীকে পূর্বাঙ্করণে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CBGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে। Transboundary Interlink/ Uperlink বর্ণিত ভৌগোলিক বিভাজনের কারণেই পানির কাম্য প্রবাহ পাওয়া যাবে না-এটা ধরেই আমাদের নদী খননের পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা বলার সময় যে পানি পাই তা Bay of Bengal-এ নেমে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে এবং বৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ ও উত্তমরূপে ব্যবস্থাপনা এবং চাষিরা যোতাবেক নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমাদেরকে Delta Plan ২১০০ এর মধ্যে নদীর/পানির সমস্যার অনেক সমাধানের ইন্ডিক্স রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনা ও সময়োপযোগী বাস্তবায়নের কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পর্যাপ্ত আলোচনা ও অনুমোদন নিতে হবে। বিহীনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। তাতে অর্থের অপচয় হবে অথচ স্থাপিত নদী পানি সম্পদও পরিবেশের উন্নয়ন নিশ্চিত হবে না। Basin/Catchment বিবেচনায় নদী সংক্রান্ত সুস্থ ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে।

চেল্লারম্যান মহোদয় বলেন যে উন্নয়নের ও সংরক্ষনের প্রাথমিক কাজ হিসেবে নদী হতে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উচ্চ কার্যে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অন্যতরূপে জেলা প্রশাসকে উচ্চতর কাজ সম্পন্ন করার আহ্বান জানান। নদীর জায়গা অবরোধ করা হওয়া কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলাও করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/পোষ্টী নদীর উন্নয়নে অর্থায়নে কোনো সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চেল্লারম্যান আরও বলেন যে, নদীর জমি নিরক্ষণভাবে সরকারের দখলে নিতে হবে। নদী রক্ষায় সংশ্লিষ্টদের নিরাপত্তা দিতে হবে। নদীর জমি রক্ষণাবেক্ষণে অর্থায়ন করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা নদী পরিদর্শন করে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট দাখিল করবে। নদী রক্ষায় সিভিল সোসাইটি/সংবাদিকসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান।

চেল্লারম্যান বলেন যে, নদী বিষয়ে পূর্বে আমাদের চেতন কোন সচেতনতা ছিল না। নদী কমিশন গঠিত হওয়ার পর আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীর জমি কাউকে লিজ দেওয়া যাবে না, বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে না। তিনি সমন্বিতরূপে [Integrated] প্রকল্প নেওয়ার আহ্বান জানান। প্রকল্পের কারণে জাটিতে যারা আছে তাদের যাতে ক্ষতি না হয় /কম হয় সেদিকে লক্ষ্য করতে হবে।

উপজেলা/জেলাসহ জাতীয়ভাবে নদীর মাটির গ্র্যান্ড প্র্যান্ড গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতে নদীর কোথাও ভাঙন/চর জাগতে পারে সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি নির্ভর সমীক্ষাপূর্বক ব্যবস্থা নিতে হবে। বিগত ০৫/১০ বছরে নদী সংক্রান্ত প্রকল্পগুলো স্ট্যাটি করে মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনা করতে হবে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

শুধু নদী খননই যথেষ্ট নয়, একই সাথে সংযোগ স্থাপনও খনন করতে হবে। আমাদের নদীর সার্বিক ও টেকসই উন্নয়নে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

অগারী ১ মাসের মধ্যে নদীর নিয়ারা পরিপ শুরু করতে হবে এবং নদীর অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। যারা সব চেয়ে বেশি ক্ষমতাসীল/প্রভাবশালী তাদেরকে আগে উচ্ছেদ করতে হবে। জাতীয় তথা রাষ্ট্রীয় বৃহত্তর পর্যায়ে নদী উচ্ছেদে কোন ছাড় দেওয়া হবে না। জেলা প্রশাসনের সহযোগীতায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন রয়েছে। বর্তমান ১৬কোটি মানুষ থাকলেও ভবিষ্যতে ৫০ বছর পরে ৩০ কোটি মানুষ হবে। সেই বিবেচনায় আমাদের Holistic approach নিয়ে কাজ করতে হবে। প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে জনসাধারণের মতামত নেওয়ার আহ্বান জানান। এতে জনসাধারণের Ownership থাকতে হবে।

তিনি ইটভাটা সংক্রান্ত আইনকে সুশোপযোগী করার আহ্বান জানান। পরিবেশ অধিদপ্তরকে ছাড়পত্র দেওয়ার আগে ক্যানন তদন্ত করার কথা বলেন। কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার না করার নির্দেশনা দেন। টপ সার্ভেস এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। টপ সার্ভেস কর্তা বহু করার আহ্বান জানান।

তিনি বর্জ্য ফেশ্বর জায়গা নির্দিষ্ট করার আহ্বান জানান। সরকার/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অবিলম্বে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে আনতে হবে। কোনোরূপেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিষ্কাশ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা

কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্ষা নিঃসরণ/ নিষ্কাশন কার্যক্রমকে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্ষা ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় সাগনই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] যাতে আবর্জনা উপর্যুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি স্থানান্তরপূর্বক কার্যক্রম প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যাপ্তভাবে সক্ষমতা, দক্ষতা ও বোঝা করে তুলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে বর্ষাবর্ষ গাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যক্রম ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/শোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এক পৌরসভার বর্ষা কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মাফলা করবেন। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সত্যতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, সৎসাহস ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন মহলা-আবর্জনা কিভাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারণার আহ্বান জানান। এটিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে পরে তেজস্বী কার্যক্রম উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	বাহ্যবাহনকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	[ক] নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোরে সকল অবৈধ স্থাপনা অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে। [খ] সিএস পর্টা ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] অনুসরণ ও প্রয়োগ পূর্বক] এক্ষেত্রে সম্ভাব্য আইনকোর্সের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালতে পক্ষতুলক হয়ে আইনি লড়াই স্বার্থক ও সফলভাবে করতে হবে। অবৈধ স্থাপন থেকে নদীকে রক্ষা করতে CrPC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। জেলা পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী। ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চিলমারী।
০২।	নদী সিক্কি বা পরজিত কারণে যথাক্রমে জমির ডাক্তন কিংবা লক্ক হলে ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাপন আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ RoR প্রস্তুত করবেন/করানবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনস্বার্থকরত্ব [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাইটের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পক্ষীয় দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any time] কার্যক্রম প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়নুগ ও সমর্যাবদ্ধ আবেদন/স্বার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে CS পর্টার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচারি/তুল-ত্রাষ্টি সরেক্সমিন তুলনা করে সহশোখনের অসেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৩। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], কুড়িগ্রাম।
০৩।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সময় শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্বাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসক/প্রশাসক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নির্যমিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম প্রবণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৩। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী।

	<p>মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ স্তম ২০০৯-এ প্রদত্ত আদেশের নির্দেশনাসমূহ [রায়েস গুঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অকিলবে কোনোরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী বন্ধা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।</p>	<p>৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি), চিশমারী।</p>
০৪।	<p>জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদায়কে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ (ক)সহ ১৪৭-১৫১ ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ফেরেশ্বার রক্ষণ করার পক্ষি হারিস্ত অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি তুলনামূলক ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ড/বহু-বার্ষিক সংশ্লিষ্ট মালিকানি/পার্শ্ব/সিঙ্গেল ও আরও, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন বাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/আপিল এর মাধ্যমে রাইটের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩(৪) ধারায় বিধান অনুযায়ী bona-fide mistake গণ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সংশোধন/স্বাক্ষর করে নেয়ার কার্যকর হওয়ার নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের নম্বর-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অগ্রগণ্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের স্বাচ্ছন্দ্যতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।</p>	<p>১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৫। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিশমারী। ৭। সহকারী কমিশনার (ভূমি), চিশমারী।</p>
০৫।	<p>[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের আদেশের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিঙ্গেল ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কম্পিল্ড ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনীয় রকমের পূর্বক সময়বদ্ধ কার্যপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উল্লেখ অভিধান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের রক্ষণ থেকে কম্পিল্ড ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনীয় মৌজা ম্যাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী বন্ধা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যক্রমের সমন্বয়ের ও সহযোগিতার পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক রকমের অহুতাতে দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী বন্ধা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। [গ] মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ফেরে দিয়ারা জরিপ অকিলবে নিশ্চিত করবেন। এই দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফেরেশ্বার জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর সার্বিক আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্নির্ধারণ করে ন্যায়ানুগ সীমানা/নদীর স্বত্ব এবং বার্ষিক নির্ধারণ করবেন।</p>	<p>১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৫। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিশমারী। ৭। সহকারী কমিশনার (ভূমি), চিশমারী।</p>

০৬।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত শিল্প/সাব শিল্প এবং অনাসক্তি গত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে ফেরত নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর কোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, টিলায়ারী। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সিকলা কুড়িগ্রাম
০৭।	ভূপুষ্টি পানির চাপ কমানোর জন্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর খনন করতে হবে। খাল খননে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সার্বে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অস্বাস্থ্যিকার ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সহযোগ খালগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে দূরত্বে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে ছুলা/ কলেজ/মসজিদ/মন্দিরসহ অন্যান্য জায়গায় উন্নয়নের জন্য খননকৃত মাটি ব্যবহৃত করা যেতে পারে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি ব্যবস্থাপনা জেলা/ উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সুসম্পন্ন করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, টিলায়ারী। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], টিলায়ারী।
০৮।	জেলায় মন্যে পাড়িবে কর্তৃক অধিবন্যকৃত অনেক জমি অব্যবহৃত রয়েছে যথাবৎ ব্যবহার না করার ফলে জমিগুলো বে-সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবহৃত অতিরিক্ত জমি প্রয়োজনে বিক্রয় করা যেতে পারে। এছাড়াও কৃষি জমির উপ ময়েল বিক্রি বন্ধ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, টিলায়ারী। ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], টিলায়ারী।
০৯।	উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করা যাবে না। যদি কোন সম্মু/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করে তদর বিক্রয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম
১০।	Pathway/Pavement তৈরিরপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিসংরক্ষণার্থে নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে/স্বীকৃত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থায়ী সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী সংরক্ষণার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, টিলায়ারী। ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], টিলায়ারী।
১১।	নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিকল্পিত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না যত্নে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর দাব্যতা ক্রমের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এক ব্রিজের স্থল সৈর্ষ হেতু নদীর দু'পাড়ের ভরাট হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া এবং নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুড়িগ্রাম ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, লড়ক ও জলসংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম

		<p>৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী।</p> <p>৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি), চিলমারী।</p>
১২।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গার দায়িত্ব বিবেচনা কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতার আওতাধীন/আলসর্ধ্য/ওচ্ছ্রায় বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অঙ্গস্বত্ব বিবেচনায় তা বাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	<p>১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম</p> <p>২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী।</p> <p>৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), চিলমারী।</p>
১৩।	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সোর্টে নদী সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান মামলাগুলি আইনি মোকাদ্দমা করে সড়ক নিষ্পত্তি করতে হবে। বিদ্যমান মামলার তালিকা প্রসারণ, পিপি/জিপি নিরোধ এবং এল,এক [Statement of Facts] বধ্যাধিকারে তৈরি করে মামলাগুলি মোকাদ্দমা করতে হবে।	<p>১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম</p> <p>২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী।</p> <p>৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), চিলমারী।</p>
১৪।	নদীর তীরে স্থাপিত ইন্টারন্যাশনাল সম্পর্কে বিদ্যমান তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সংজ্ঞা ইন্টার জাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রবল লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	<p>১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা</p> <p>২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম</p> <p>৩। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম</p> <p>৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম</p> <p>৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী।</p> <p>৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি), চিলমারী।</p>
১৫।	অনুমোদনবিহীন বাসু চর হতে বাসু উত্তোলন করা বাসু মহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের স্তরন ডুবানিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাসু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অমান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যিক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বাসু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে আইন লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বাসু মহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	<p>১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা</p> <p>২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম</p> <p>৩। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম</p> <p>৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী।</p> <p>৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি), চিলমারী।</p>
১৬।	চিলমারী শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের ১ম ও ২য় পর্যায়ের প্রকল্প সমাপ্ত। জরুরি ভিত্তিতে ৩য় পর্যায়ের প্রকল্প শুরু করার প্রয়োজনের উদ্যোগ নেয়া আবশ্যিক। এতে করে চিলমারী উপজেলার জনপদ নদী স্তরন থেকে রক্ষা পাবে। তবে এ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে পূর্ণসম্মুখে hydro-morphological ও geo-Technical সমীক্ষা করে টেকসই পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে।	<p>১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড</p> <p>১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম</p> <p>২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম</p>
১৭।	[ক] মর্ফকে পূর্ণসম্মুখে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CHGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কারণ SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উন্নয়নরূপে আহরণ করে। geo physical geo-Technical এবং Thematic map এবং নদীর ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে। [খ] উপজেলা/জেলাসহ জাতীয়ভাবে নদী	<p>১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড</p> <p>১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম</p> <p>২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম</p>

	<p>ও মাস্টার প্ল্যান কাংশক্রম উন্নয়নে প্রণয়ন করতে হবে। ভবিষ্যতে নদীর কোথার ভাঙস/চর জাগতে পারে সে বিষয়ে সীমাকা পূর্বক ব্যবস্থা নিতে হবে। [গ] বিগত ০৫/১০ বছরে নদী সংক্রান্ত প্রকৌশলীগুলো স্ট্যাটিজি করে মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনা করতে হবে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।</p>	
১৮।	<p>[ক] জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। [খ] সবলা উপজেলার উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় নিয়ে কার্যক্রম সভা করতে হবে। [গ] প্রত্যেক ইউনিয়ন তুমি সহকারী কর্মকর্তা নদী পরিদর্শন করে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট দাখিল করবে। কমিটিতে সিঙ্গল সোসাইটির প্রতিনিধি, পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অধ্যক্ষিকার বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী ধ্বংসকর্তার নদী রক্ষা কমিটিতে প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যিক।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিলমারী। ৩। সহকারী কমিশনার [তুমি], সিলমারী।</p>
১৯।	<p>[ক] নদীতে ময়লা-অবর্জনা জাম্পিকারীদের বিরুদ্ধে যৌজনায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ফেলয়ারে জরিমানা করলেই চলবে না। আইনের উপস্থূল ও যুৎসই প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-প্রধানসহ দায়ীদের বিরুদ্ধে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের কোনরূপ অবহেলা কিংবা শিথিলতা নদী ও নদী সম্পদ, পরিবেশ-প্রতিক্রম রক্ষায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। [খ] কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [ভুল কিংবা কঠিন], নদী, ঝাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিষ্কাশ/ফেলা যাবে না। [গ] পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সময়সূচক্রম এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, ঝাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/ নিষ্কাশ /নিষ্কাশন কার্যক্রমসঙ্গে বন্ধ করবে। [ঘ] উপস্থূলক্রমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থানীয় টেকসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তির মাধ্যমে তার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করবে। আদেশ পূর্বক সংশ্লিষ্টদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্তা উৎসাহনকারী প্রতিটি ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বর্জ্য কিভাবে/দেখে নিষ্পত্তি করতে হবে তার উপর সফল প্রিন্ট ও ই মিডিয়া ও জেলা উপজেলাসহ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উপস্থূলদের কে প্রশিক্ষণ প্রদান পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তরকে নিশ্চিত করতে হবে। [ঙ] জাতীয় লক্ষনসম্মী, নদী ও পরিবেশ সূচককারী কিংবা কার্যক্রম ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে Compliance Report প্রদান করবে।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। মেয়র পৌরসভা, কুড়িগ্রাম ৩। প্রথম নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, কুড়িগ্রাম ৪। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিলমারী। ৮। সহকারী কমিশনার [তুমি], সিলমারী।</p>
২০।	<p>জেলা গণসংযোগ অফিস, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে।</p>	<p>১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/জনসংযোগ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রামও</p>

	<p>এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃত্ব, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃত্ব, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বান্ধব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।</p>	<p>সভাপতি জেলা নদী রক্ষা কমিটি ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, কুড়িয়ায় ৪। সংশ্লিষ্ট সরকারী কমিশনার (জুমি), চিশমারী।</p>
--	--	---

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

তারিখঃ ২৮ অক্টোবর, ২০১৮

সং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫[৪১]-

সদস্য অর্থাৎ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (স্বাক্ষরিত) জিজ্ঞাসিত করা:

- ০১। মহাপরিচালক সচিব, মহাপরিচালক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট অধীন সঞ্চয়/অধিদপ্তরে অধিনেত্র হওঁয়তুক গ্রহণে নিশ্চিত করণার্থে কার্যক্রম পনক্বেপ গ্রহণের স্বার্থে প্রয়োজনীয় অনুমোদনসহ)।
- ০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৩। সচিব, নৌ-পরিবহন মহালয়/জুমি মহালয়/পানি সম্পদ মহালয়/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মহালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
- ০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
- ০৬। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মহালয় (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদস্য অবসতির জন্য)।
- ০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, প্রয়াগনা জল, মহিলা, ঢাকা-১০০০।
- ০৮। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, মহিলা, ঢাকা।
- ০৯। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১০। জেলা প্রশাসক, কুড়িয়ায়।
- ১১। পুলিশ সুপার, কুড়িয়ায়।
- ১২। মেয়র, পৌরসভা, কুড়িয়ায়।
- ১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/এস.ডি.ইউ/সড়ক ও জনপথ, কুড়িয়ায়।
- ১৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিশমারী।
- ১৬। সরকারী কমিশনার (জুমি) চিশমারী।
- ১৭। সার্বজনিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৮। অফিস কপি সংরক্ষণার্থে।

ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: সিনাঙ্গপুর জেলা সফর প্রতিবেদন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার গত-২২/১০/২০১৮ ইং তারিখ সিনাঙ্গপুর জেলা সফর করেন। সফর সঙ্গী হিসাবে সার্বজনিক সদস্য মো: আলমউদ্দিন, অকৃতনিক সদস্য মো: মুনিরুজ্জামান এবং উপসচিবালক (পরিবেশ ও পরিবীক্ষণ) ড. অশোক কুমার বিশ্বাস সিনাঙ্গপুর জেলার নদী রক্ষা কমিটির সভার যোগদান করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন নিম্নে পেশ করা হলো:

জেলা প্রশাসক মো: মাহমুদুল আলম উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় জেলা নদী রক্ষা কমিটির গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অর্থাৎ পর্যালোচনা করেন। পরবর্তীতে কমিটির সদস্যবৃন্দ জেলাধীন নদ-নদীর অবস্থা সম্বন্ধে সমাধান বিষয়ে তাদের মতামত ও পরামর্শ পেশ করেন।

৫৫২

বার্ষিক প্রতিবেদন '১৮ ১ নদীরক্ষা কমিশন

সভার সভাপতি জেলা প্রশাসক জানান যে, অবৈধ দখলদারদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ ফাইজুর রহমান দিনাজপুর জেলার নদ-নদীর উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। জেলার প্রধান প্রধান নদী সম্পর্কে তিনি জানান যে, দিনাজপুর জেলার প্রধান নদী গুণ্ডা হচ্ছে আমাই, চেপা, পর্চেশ্বরী, কাকড়া, পুনর্ভবা ইছামতি এবং ছড়াবিল ইত্যাদি। এছাড়া তিনি আরো জানান যে, দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলার ছোটবড় ৬৫টি নদী ও খাল রয়েছে।

জেলা নদী রক্ষা কমিটির সদস্য জনাব শফিকুল ইসলাম অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ নদী বাঁচাও আন্দোলন দিনাজপুর জেলার সভাপতি মোঃ শাহাদাত হোসেন বলেন যে, অত্র এলাকায় নদী গুণ্ডা চরমভাবে দখলের শিকার। তিনি আশা করেন নদী কমিশনের হস্তক্ষেপে নদীগুণ্ডা অবৈধ দখল হতে মুক্ত হবে। তিনি নদী রক্ষার্থে ২দিন ব্যাপি কর্মশলার আয়োজনের জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সহযোগিতা কামনা করেন। এতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও জেলা নদী রক্ষা কমিটির সাথে নদী বাঁচাও আন্দোলন এর সদস্যদের নদী রক্ষা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হবে।

বিিন্ন সদস্য মোঃ মনিরুজ্জামান বলেন যে, নদী রক্ষার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে তিনি নদী রক্ষার সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

সার্বজনিক সদস্য মোঃ আশাউদ্দিন বলেন যে, দিনাজপুর জেলার নদী গুণ্ডাকে রক্ষা করতে হবে, নদীর সংযোগ খাল গুণ্ডা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হর সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। প্রায় ৪টিয়ান অনুসারে নদীর সীমানা চিহ্নিত করতে হবে এক নদীর অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রণয়ন ও উচ্ছেদ করতে হবে। সরেকমিমে যাচাই-বাছাই ও বাস্তবচাহিদা পরীক্ষা করে বাঁধ ও মুইস গেট অপসারণ করার আহ্বান জানান।

সভার আলোচনাকালে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ মুন্সির রহমান জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন একে উন্নয়ন দায়-দায়িত্ব ও ছবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন এ এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড বিএডিসি, বরেন্দ্র বহুমুখী প্রকল্প এবং এলজিইডি কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের যে সকল সময়সীমা কথা এখানে বলা হয়েছে তা কম-বেশি দেশের সাময়িক চিত্র। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান যে এ সমস্যাকে দ্রুত দিয়ে বোঝার জন্য। তিনি উল্লেখ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর লং, বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্বে মুন্সিবুকের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে মাত্র ২০ বছরে। আমরা সবাই এ দেশের স্বাধীন নাগরিক। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার শিক্ষিত হবে। সভাটা নিঃসর মাধ্যমে তিনি কাজ করার আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সেই প্রকল্পগুলো পুনরায় যাচাই-বাছাই করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নদী সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নদী কমিশনের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। Natural Reservoir তৈরির জন্য বাঁধ, জলাধার খনন করতে হবে। তিনি নদীর ন্যায়তা মই করে কোন ব্রিজ, কালচার্ট মুইস গেট নির্মাণ না করার আহ্বান জানান। তিনি জেলা প্রশাসককে নদীর অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রণয়ন করতে তাদের দ্রুত উচ্ছেদ কার্য চালানোর পরামর্শ প্রদান করেন।

চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ। প্রতিটি নাগরিক [বর্তমান ও আগামীক] জনশপের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারে পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক ও রাষ্ট্রীয় রক্ষক। তিনিই কালেক্টর বাহাদুর নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখাখোনার বাহিত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা ছড়াক সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন কর আসার করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা করো মর বা কাউকে সেয়া যার মা তা মুদীজাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দখল করলেও তা উক্ত S.A.T.A, ১৯৫০ এর ১৫৩ ধারা ও ১৫৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে যথাক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি অফিস বোর্ড কর্তৃক অতীতের ধমাণে তদ্বিত্ত [evidence on incorrectness] ব্যক্তি করার সুস্পষ্ট আইন বিদ্যমান। জনশপের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার পবিত্র দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইড/বিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে সহযোগিতা সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌগণ সচল রাখা এবং নদীর দূষণ প্রতিরোধে আমাদের সম্মিলিত

প্রচেষ্টায় অব্যাহত রাখতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মার্চ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিরসিত পর্ববেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গার দায়িত্ব বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার ব্যবস্থার জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র বাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easementweave কোনো প্রকার আশ্রয় বা গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকায় বাস্তবায়নযোগ্য 'নর' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করেন।

নদীর শিকড় ও শয়জির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাপত্র আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, যতু সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনমত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অজিহত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই বাছাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

CS পর্চা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে 'জেলা কালেক্টর' পদের বিপরীতে ১ নং স্বত্বিয়ানত্বুক্ত হয়েছে। পরবর্তীতে RS-এ স্বত্বি/স্বত্বিহীনদের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ নেই। RS-এর ভিত্তিতে কোনো স্বত্বি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইপূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই এখতিয়ারবান। এক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার স্বার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পক্ষে দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্য লহজ্জাই সংশোধনী/তদ্ব করে নেয়া যাবে/অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা ক্রম পাবে ও দ্রুত সমাধান ক্রমে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন মন্ত্র/সংস্থা [এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/এডিলি/বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিবর্তিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কলজর্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হ্রাসকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অতিমত প্রকাশ করেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, অনেক ক্ষেত্রে যথার্থ মতীকা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প দেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয় বা পরবর্তীতে নদীর নাব্যতা ও নদীর প্রতিবেশ ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/মন্ত্র/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে সুপারিশ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

তিনি আরোও উল্লেখ করেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের স্বার্থ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। নদী রক্ষার বিষয়ে মানসীর প্রধানমন্ত্রীর তথা সরকারের zero tolerance নীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন তারিখের রায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CEGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, SPARRSO, Real Time data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও ছিন্ন উন্নয়নরূপে আচ্ছন্ন করা সম্ভব হবে। Transboundary Interlink/ Uperlink বর্ণিত ভৌগোলিক বিভাজনের স্বার্থেই

পানির কাম্য গ্রহণ পাওয়া যাচ্ছে না এ বাস্তবতামর্মে রেখেই আমাদের নদী খননের পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা কন্যার সময় যে পানি পাই তা Bay of Bengal-এ নেমে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে এবং বৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদেরকে Delta plan এর মধ্যে নদী/পানির সমস্যার অনেক সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পর্যালোচনা ও অনুমোদন নিতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। Basin/Catchment বিবেচনার রেখে নদী সংক্রান্ত সুখম ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে।

তিনি বলেন যে নদী হতে সফল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ধার কার্যে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা স্তর হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসক উদ্ধার কাজ শুরু করার আহ্বান জানান। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক একে পুলিশ ডায়েরি বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/সেপ্টী নদীর উন্নয়নে অর্থায়নে কোনো সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান আরও বলেন যে, নদীর জমি নিরক্ষুণ্ণভাবে সরকারের দখলে নিতে হবে। নদী রক্ষায় সংশ্লিষ্টদের নিগ্রাপত্তা নিতে হবে। নদীর জমি রক্ষণাবেক্ষণে অর্থায়ন করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ইউনিয়ন তুহি সহকারী কর্মকর্তা নদী পরিদর্শন করে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট দাখিল করবে। নদী বিষয়ে পূর্বে আমাদের ডেমন কোন সচেতনতা ছিল না। নদী কমিশন গঠিত হওয়ার পর আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীর জমি অটুকে লিভ নেওয়া যাবে না, ফলোবক নেওয়া যাবে না। তিনি integrated প্রকল্প নেওয়ার আহ্বান জানান। প্রকল্পের কারণে ভাটিতে যারা আছে তাদের যাতে ক্ষতি না হয় /কম হয় সেদিকে লক্ষ্য করতে হবে।

উপজেলা/জেলাসহ জাতীয়ভাবে নদীর মানস্টার প্রায় প্রেশন করতে হবে। ভবিষ্যতে নদীর কোথায় ভাঙন/চর ঘাসতে পারে সে বিষয়ে সমীক্ষা পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিগত ০৫/১০ বছরে নদী সংক্রান্ত প্রকল্পগুলো স্ট্যাডি করে মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সম্মত আলোচনা করতে হবে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

শু নদী খননই যথেষ্ট নয় একই সাথে সর্বোচ্চ খালগুলো খনন করতে হবে। আমাদের সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। নদীর অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। নদী উচ্ছেদ কোন প্রকার ব্যতিক্রম করা ও ছাড় দেওয়া হবে না। বর্তমান ১৬কোটি মানুষ থাকলেও ভবিষ্যতে ৫০ কোটি মানুষ হবে। এটি বিবেচনার রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে জনসাধারণের সাথে পরামর্শ করার পরামর্শ দেন এতে তাদের অংশীদারিত্ব বাড়বে।

ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৮৯ যুগোপযোগী করার আহ্বান জানান। পরিবেশ অধিদপ্তরকে ছাড়পত্র দেওয়ার আগে যথাযথ তদন্ত করার কথা বলেন। কুবি ছাঙ্গি অকুবি কাজে ব্যবহার না করার নির্দেশ প্রদান করেন। উপ সড়ক এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। উপ সড়ক কাটা ও বিক্রি বন্ধ করার আহ্বান জানান।

তিনি বর্জ্য ফেলার জায়গা নির্দিষ্ট করার আহ্বান জানান। সরকার/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অবিলম্বে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে সেপে আনতে হবে। কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য তিসল কিংবা কঠিন, নন-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিষ্ক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়সূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিঃসরণ/ নিষ্ক্ষেপ /নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সিটি কর্পোরেশন/সৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ যাতে আবর্জনা উপর্যুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ পরিবেশ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় 3R প্রযুক্তি স্থানীয়সূর্বক কার্যকর প্রশিক্ষণ নিয়ে পরীক্ষণে সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্য করে তুলার সায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ গাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ সূক্ষকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য লম্বা/পরিষদ/ব্যক্তি/সেপ্টীর বিষয়ে কার্যক্রমে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। সিটি কর্পোরেশন এবং সৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ধীর উদ্যোগে ফৌজদারী মামলা করবে। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে

আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। এক্ষেত্রে জনগণেরে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সক্রিয় বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন মতামত-আবলম্বনা কিস্তাবে কোথায় জেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারণার আহ্বান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট সমস্যাতে যদি মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের নির্দেশনা/পরামর্শ অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন।

ক্রমিক নং	প্রশ্ন সুপারিশ	বাঞ্ছানরকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	[ক] নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোরের সকল অবৈধ স্থাপনা অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে। [খ] সিএস পর্চা ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] অনুসরণ ও প্রয়োগ পূর্বক] এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ে নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আনালতে পক্ষতন্ত্র হয়ে আইনি লড়াই স্বার্থক ও সফলভাবে করতে হবে। অবৈধ দখল থেকে নদীকে রক্ষা করতে CrPC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ২। জেলা পুলিশ সুপার, দিনাজপুর ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [দিনাজপুর] ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [দিনাজপুর]।
০২।	নদী সিকিউরিটি বা পরিষ্কার কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা নষ্ট হলে ১৯৫০ সনের প্রকৃত আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারায় বিধান বাঞ্ছানরকারে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারায় ক্ষমতাবলে নদীর জমির স্থানগাদ RoR উচ্ছেদ করবেন/করাবেন এক সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনস্বার্থক [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় জা হাউসের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা সুল সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any Time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়ানুগ ও সময়াবদ্ধ আনালিক/স্বার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি কর্পোর সলে CS পর্চায় নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সক্রিয় বিচারি/ক্লাস-স্ট্রাঙ্কি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।	১। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ২। পুলিশ সুপার, দিনাজপুর ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] দিনাজপুর। ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] দিনাজপুর।
০৩।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ ডালিকা প্রদান করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জমগণ, রাইট তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ স্কন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ে নির্দেশনাসমূহ প্রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নথির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনোরূপ অবলো কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাঞ্ছানর নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ৩। পুলিশ সুপার, দিনাজপুর ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] দিনাজপুর। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল] দিনাজপুর।
০৪।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আপসতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের	১। চেয়ারম্যান, ভূমি অর্পিত বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকাবিভাগ, ঢাকা

<p>নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানাধীন রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অফিসে পূর্ণাঙ্গ মালিকানাধীন রেকর্ড/বহু-বার্ষিক সার্ভেইং নকশাদি/পত্র/সিএস ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড স্থাপনাদান করবেন। রিভিউ/রিভিশন/অপিল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড স্থাপনাদান করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯(৪) ধারার বিধান অনুযায়ী bona-fide mistake দাখিল ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহজেই সংশোধন/শুদ্ধ করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সক্রিয় ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতা-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১. ৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অক্ষয়। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।</p>	<p>৪। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ৫। পুলিশ সুপার, দিনাজপুর ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সফল দিনাজপুর। ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সফল দিনাজপুর।</p>
<p>০৫। [ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সার্ভেইং জেলা প্রশাসনের চাহিদার সীমিত মর্যাদায় মাইক্রো-সার্ভে ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের বাতিল নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস স্থাপন অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কাপকিপন ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়সীমিত কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের ককল থেকে কাপকিপন ব্যতিরেকে উদ্ধার/শুদ্ধ করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের ক্ষমতা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনীয় মৌজা ম্যাপ/দিয়েরা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যনির্বাহী সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পাশে থাকবে। এছাড়াও অধিকৃত কোনো অস্বাভাবিক দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথ্য নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুমোদনানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়েরা জরিপ অবিলম্বে নিশ্চিত করবেন। এই দিয়েরা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরপোর জায়গার সীমানা CS মোজাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়ানুগ সীমানা/নদীর যত্ন এবং বার্ষিক নির্ধারণ করবেন।</p>	<p>১। সচিব, ভূমিমন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকাবিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ৫। পুলিশ সুপার, দিনাজপুর ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সফল [দিনাজপুর]। ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সফল [দিনাজপুর]।</p>
<p>০৬। বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর কোরপোরে সে সমস্ত লিফ/সাব লিফ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর কোরপোরে অবৈধভাবে নির্মিত সফল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।</p>	<p>১। মহাপরিচালক, পানিউন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সফল [দিনাজপুর]। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সফল দিনাজপুর</p>
<p>০৭। ফুলাহ পানির চাপ কমানোর জন্য নদ-নদী, খাল-কিল, পুকুর খনন করতে হবে। খাল খননে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয় জনস্বার্থকর্মের</p>	<p>১। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ</p>

	<p>সম্পৃক্ততার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অধাধিকার ভিত্তিতে খাল রক্ষণের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে এসব প্রকল্পের উদারকি নিশ্চিত করতে হবে। বননকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে দূরত্বে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে কুল/কলজ/বসজিদ্/যলিরসহ অন্যান্য জায়গায় উল্লম্বের জন্য খননকৃত মাটি ব্যবহৃত করা যেতে পারে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি ব্যবস্থাপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সুসম্পন্ন করতে হবে।</p>	<p>১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, দিনাজপুর ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল। দিনাজপুর। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল। দিনাজপুর।</p>
০৮।	<p>জেলার মধ্যে পাড়বো কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত অনেক জমি অব্যবহৃত হয়েছে যথাযথ ব্যবহার না করায় ফলে জমিগুলো বে-সফল হয়ে যাচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবহৃত অতিরিক্ত জমি প্রয়োজনে রিজিউম করা যেতে পারে। এছাড়াও কৃষি জমির টপ সহেল বিক্রি বন্ধ করতে হবে।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, দিনাজপুর ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল। দিনাজপুর। ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল। দিনাজপুর।</p>
০৯।	<p>উল্লম্বের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় জ্বাট করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় জ্বাট করে তা নদী কমিশনকে তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে হবে এবং প্রশাসনিকভাবে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ২। পুলিশ সুপার, দিনাজপুর ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, দিনাজপুর ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সকল</p>
১০।	<p>Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভার আলোচনামূলক/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষণার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, দিনাজপুর ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল। দিনাজপুর। ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল। দিনাজপুর।</p>
১১।	<p>নদীর বয়তর বিভিন্ন জায়গায় অপরিষ্কৃত জলবে ত্রিঞ্জ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হবে। Integrated Study করে ত্রিঞ্জ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ত্রিঞ্জের বয় দৈর্ঘ্য হেতু নদীর দু'শাফের স্রাট হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া এবং নদী নাব্যতার কারণ সৃষ্টি না হয়।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, দিনাজপুর ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলাজিইডি, দিনাজপুর ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, দিনাজপুর ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] দিনাজপুর। ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল] দিনাজপুর।</p>
১২।	<p>নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/সুস্বাস্থ্য বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রাধিকার বিবেচনায় তা খাল জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] দিনাজপুর। ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল] দিনাজপুর।</p>

১৩।	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কোর্টে নদী স্মপ্ৰিট বিদ্যমান মামলাগুলি আইনি মোকদ্দমা করে সড়ক নিষ্পত্তি করতে হবে। বিদ্যমান মামলার তালিকা প্রবর্তন, পিপি/জিপি নিয়োগ এবং এন, এফ [Statement of Facts] সম্বন্ধেভাবে তৈরি করে মামলাগুলি মোকদ্দমা করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিকলা দিনাজপুর। ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি) সিকলা দিনাজপুর।
১৪।	নদীর তীরে স্থাপিত ইন্টারজাটসমূহ সম্পর্কে বিচ্ছিন্নিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইন্টার জাট ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রবন্ধ লাইসেন্স অধিকার মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিদ্ধান্ত করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকাবিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ৩। পুলিশ সুপার, দিনাজপুর ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, দিনাজপুর ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিকলা দিনাজপুর। ৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি) সিকলা দিনাজপুর।
১৫।	অনুমোদনবিহীন বাসু চর হতে বাসু উত্তোলন করা বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পতিপত্রী। কোন প্রকল্পের জন্যও মণী কিংবা মলাপত্রের আওতা ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাসু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যিক হয়। স্মপ্ৰিট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বাসু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে আইন শাসনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকাবিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ৩। পুলিশ সুপার, দিনাজপুর ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সিকলা] দিনাজপুর। ৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি) [সিকলা] দিনাজপুর।
১৬।	[ক] নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CBGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। করণ SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে আহরণ করে জিওস্পেসিয়াল এবং ডিজিটাল ম্যাপ এবং নদীর ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে। [খ] উপজেলা/জেলাসহ জাতীয়ভাবে নদীর মানচিত্র প্রদান প্রণয়ন করতে হবে। ডকুমেন্টে নদীর কোথায় ডাঙর/চর জাপতে পারে সে বিষয়ে সমীক্ষা পূর্বক ব্যবস্থা নিতে হবে। [গ] বিগত ০৫/১০ বছরে নদী সংক্রান্ত প্রকল্পগুলো সীতাতি করে মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আসোচনা করতে হবে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।	১। যথাপরিচালক, পানিউন্নয়ন বোর্ড ২। জেলাপ্রশাসক, দিনাজপুর ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানিউন্নয়ন বোর্ড, দিনাজপুর
১৭।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। সিকলা উপজেলার উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এক মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় দিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। প্রত্যেক ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা নদী পরিদর্শন করে প্রতি সপ্তাহে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট রিপোর্ট দাখিল করবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি,	১। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিকলা [দিনাজপুর]। ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি) [সিকলা] দিনাজপুর।

	পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অধিভুক্তির বিবেচনায় সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী পরিবেশকর্মীদের নদী রক্ষা কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যিক।	
১৮।	নদীতে ময়লা-আবর্জনা তালিকাভুক্তকারীদের বিরুদ্ধে কৌশলমূলক অবৈধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ফেলনামা জরিমানা করলেই চলেবে না। আইনের উপস্থিত ও যুগেই প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-প্রধানসহ দায়ীদের বিরুদ্ধে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে উচ্চ কর্তৃপক্ষের কোনরূপ অবহেলা কিংবা শিথিলতা নদী ও নদী সম্পদ, পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। [খ] কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], মলী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিষ্ক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সময়সূচীকৃত এ বিষয়ে আকস্মিক জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/ নিষ্ক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যক্রমেরে বন্ধ করবে। তারা উপস্থিতবর্তী বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থানীয় সাপসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [গ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যক্রমেরে অবহেলা প্রদর্শন করে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সহজ/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে আত্মীয় নদী রক্ষা কমিশনে [Compliance Report] প্রদান করবে।	১। জেলাপ্রশাসক, দিনাজপুর ২। মেয়র পৌরসভা, দিনাজপুর ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, দিনাজপুর ৪। পুলিশ সুপার, দিনাজপুর ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, দিনাজপুর ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] দিনাজপুর। ৮। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল] দিনাজপুর।
১৯।	জেলা জনসংযোগ অফিস, হিট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবান্দী ও পরিবেশ বাস্তব সংগঠনসমূহকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/ জনসংযোগ অধিদপ্তর ২। জেলাপ্রশাসক, দিনাজপুর ৩। জেলা জনসংযোগ কর্মকর্তা ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, দিনাজপুর ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] দিনাজপুর।

ড. মুজিবুররহমান হাভেলদার
সেবারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫[৪১]-০৩১

তারিখ: ১৩ জানুয়ারি, ২০১৯

সমস্ত অঙ্গপতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [নেত্রতার স্থিতিতে নয়]:

- ০১। মহাপরিচালক সচিব, মহাপরিচালক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট আইন সত্তর/অধিদপ্তরকে আইনের বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে নিশ্চিত করণেরে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণেরে যথাসময় প্রত্যাহার অনুরোধসহ]।
- ০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৩। সচিব, সৌ-পরিবেশন মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন/স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। মহাপরিচালক বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেড কোয়ার্টারস, ঢাকা।
- ০৫। চেয়ারম্যান, ভূমি অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০৬। কমিশনার, রংপুর বিভাগ, কংপুর।

৫৬০

বার্ষিক প্রতিবেদন '১৮ ১ নদীরক্ষা কমিশন

- ০৭। মহাপরিদর্শক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
- ০৮। মহা পরিচালক, জমি বেতন ও জরিপ অধিদপ্তর, সাত রাস্তার ঘোড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৯। মাননীয় স্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় [মাননীয় স্ত্রী মহোদয়ের সদয় অনুমতিসহ অন্য]
- ১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, তরশাদা ভবন, মতিবিল, ঢাকা-১০০০।
- ১১। প্রোগ্রামার, বিআইআইটি/টিএ, মতিবিল, ঢাকা।
- ১২। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৩। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর।
- ১৪। পুলিশ সুপার, দিনাজপুর।
- ১৫। মেয়র, পৌরসভা, দিনাজপুর।
- ১৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/এস.সি.ইউ/সড়ক ও জনপথ, দিনাজপুর।
- ১৭। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৮। সার্বজনিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সচিব/জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৯। অফিস কপি [সংরক্ষণার্থে]।

স্বাঃ করিম আব্দুসেদ পাটৌয়ারী
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: কুড়িগ্রাম জেলায় নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং ধরলা, বুড়ি তিছা, চিলমারীয়া রমানাঘাটসহ ব্রহ্মপুত্র নদীর দখল, দূষণ সংক্রমিত পরিদর্শন প্রতিবেদন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাজেলাদার গত-২১/১০/২০১৮ ইং তারিখ কুড়িগ্রাম জেলা সফর করেন। সফর সঙ্গী হিসাবে সার্বজনিক সদস্য স্বাঃ আলাউদ্দিন, অবৈতনিক সদস্য স্বাঃ মুনিরুজ্জামান এবং উপপরিচালক [পরিবেশ ও পরিবাহন] ড. অশোক কুমার বিশ্বাস কুড়িগ্রাম জেলায় ধরলা, বুড়ি তিছা, চিলমারীয়া রমানাঘাটসহ ব্রহ্মপুত্র নদীর দখল, দূষণ সংক্রমিত পরিদর্শন এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান করেন।

পরিদর্শন প্রতিবেদক নিম্নে দেয়া হলো:

কুড়িগ্রাম জেলায় নদী রক্ষা কমিটির সভায় প্রধান অতিথি ড. মুজিবুর রহমান হাজেলাদার, বিশেষ অতিথি জনাব স্বাঃ আলাউদ্দিন, অবৈতনিক সদস্য স্বাঃ মুনিরুজ্জামান এবং উপপরিচালক [পরিবেশ ও পরিবাহন] ড. অশোক কুমার বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসকসহ: সুলতানা পারভীন উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। এরপর মুক্ত আশোচনার উপস্থিত সদস্যগণ বক্তব্য প্রদান করেন।

জেলা প্রশাসক বলেন যে, তাগড়াইত্রা গনের অন্য চিলমারী বদর সারা বিশেষ পরিচিত। এই বদর রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য উপস্থিত কর্মীদের সৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২। পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব স্বাঃ শফিকুল ইসলাম কুড়িগ্রাম জেলায় নদ-নদী নিয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। প্রধান প্রধান নদী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, কুড়িগ্রাম জেলায় প্রধান নদী হলো হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র, তিছা, ধরলা, মুখকুমার, গঙ্গাধর এক কুড়িগ্রাম জেলায় ছোট নদ-নদীসমূহ হচ্ছে কুলকুমার, বুড়িতিছা, নীলকমল, বোয়ালমারী, সোনাতরি, হুগলিয়া, শিরাপদর, ধরলা, জাশনিরা, জিঞ্জিরা, কালহানি। নদ-নদীসমূহের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ব্রহ্মপুত্র নদের ডানতীরবর্তী মোড়গাছ এলাকায় ডান, বুড়িতিছা নদী অবৈধ দখল, তিছা নদীতে স্ট্র চর ও ছুবোচর, মোড়লবাসা এলাকায় ধরলা নদী ডান ও সিআইআই এলাকায় ধরলা নদী ডান ও ব্রহ্মপুত্র নদে স্ট্র চরের বর্ণনা দেন। তিনি আরো বলেন যে, নদী ডানতীরের কারণসমূহ হলো-Hydraulic Action, Abrasion, Transportation অন্যতম। নদীর Dynamic Equilibrium যখন প্রাকৃতিক কারণে [অতিরিক্ত পানির প্রবাহ, গতি, পলির পরিমাণ ইত্যাদি] পরিবর্তিত হয় নদী তখন নিজেই তার অবস্থার Readjust করে পূর্বের Equilibrium এ আসার চেষ্টা করেতার Dimension, X-section & Pattern পরিবর্তনের মাধ্যমে। নদী সাধারণত তার Equilibrium [সাম্যাবস্থা] বজায় রাখে Erosion & Deposition এর মাধ্যমে।

৩। তিনি আরো বলেন যে, কুড়িগ্রাম জেলার নদ-নদী ভাঙনের প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে- নদীর পানির গতিবেগের অধিক, নদীর বুকে পলিমাটি জমে চর/ভূবোচরের সৃষ্টি, নদীর তীরকর্তাবে [Obliquely] পাড়ের দিকে প্রবাহিত হওয়া, নদীর পানির ঢেউ এর কারণে এবং নদীর উত্তর তীরে মাটির প্রকৃতি। নদী ভাঙন রোধে গৃহীত ব্যবস্থা সমূহ সম্পর্কে আরো বলেন যে, শ্রীশ্রী সন্তোষকণ কাক, অনন্তপুর এলাকায় বাস্তবায়িত স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজের চিত্র, কাঁচকোল এলাকায় বাস্তবায়িত স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজের চিত্র এবং স্তনাইলাছ এলাকায় বাস্তবায়িত টি-হেড প্রোফেন এর চিত্র।

৪। নদী ভাঙন রোধে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে বলেন যে, ফ্রেজিং এর মাধ্যমে চর/ভূবোচর অপসারণ:কুড়িগ্রাম জেলার নদীভাঙন রোধে কুড়িগ্রাম পণ্ডর বিতাশ, বাগাউবো, কুড়িগ্রাম এর আওতাধীন সমস্ত প্রকল্প সমূহ, কুড়িগ্রাম বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প [সিকিউরিটি], কুড়িগ্রাম জেলার সিলমারী উপজেলাধীন বৈরাঙ্গীরহাট এবং সিলমারী বন্দর এলাকার ব্রহ্মপুর নদের ডান তীর রক্ষা প্রকল্প, কুড়িগ্রাম জেলার সিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাঙ্গীরহাট ও সিলমারী বন্দর এলাকায় ব্রহ্মপুর নদের ডান তীর রক্ষা প্রকল্প। কুড়িগ্রাম জেলার নদীভাঙন রোধে কুড়িগ্রাম পণ্ডর বিতাশ, বাগাউবো, কুড়িগ্রাম এর আওতাধীন বাস্তবায়িতবা প্রকল্প সমূহ চলাচল করছে।

৫। কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম নদ, রাজারহাট ও ফুলবাড়ি উপজেলাধীন ধরলা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ বাম ও ডানতীর সংরক্ষণ ও ফ্রেজিং প্রকল্প, কুড়িগ্রাম জেলার সৌমারী উপজেলার মনুমাড়ী হতে ফুলপুর চর মাটি ও রাজিবপুর উপজেলা সদর [সেঘার পাড়া] হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুর নদের ভাঙন হতে বামতীর সংরক্ষণ ও ফ্রেজিং প্রকল্প, কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর, রাজারহাট ও ফুলবাড়ি উপজেলাধীন ধরলা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ বাম ও ডানতীর সংরক্ষণ ও ফ্রেজিং প্রকল্প এবং তিস্তা নদীর বামতীরে রাজারহাট ও উলিপুর উপজেলায় Series of T-head Groynes নির্মাণের মাধ্যমে নদীভাঙন রোধ প্রকল্প। কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর, ভূরসামারী ও নাগেশ্বরী উপজেলাধীন সুখফুমার নদীর ভাঙন হতে ডান ও বামতীর সংরক্ষণ ও ফ্রেজিং প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রধান নদ-নদীসমূহ ফ্রেজিং করে বন্যা ও নদীভাঙন রোধ, মাঝেমাঝে বৃদ্ধি এবং তৃষ্ণা পূনরুদ্ধার প্রকল্প। সৌমারী উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব দিপঙ্কর রায় বলেন যে, নদী ভাঙনে কারণে সৌমারী উপজেলা মানচিত্র থেকে কিছু হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি নদী ভাঙন প্রতিরোধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহবান জানান। পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুপার এন্টেন ইঞ্জিনিয়ার বলেন যে, ত্রাচি, ছাড়া নদীর ফ্রেজিং এর খুব বেশি সূক্ষ্ম পাওয়া যায় না। এটিএন বহুলাব প্রতিনিধি কনাব আলমগীর বলেন যে, মাঝেমাঝে সংকটের কারণে সৌ-ট্রানজিট প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। নদী রক্ষার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে আরো কমতায়ন করার আহবান জানান।

৬। জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল্লাহমান বাবু বলেন যে, নদী ভাঙন এখানকার জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এখানে কর্মসংস্থানের তেমন কোন সুযোগ নেই। আর জেলার ১৬টি নদীকে যদি রক্ষা করা যায় তাহলে জনজীবনের উন্নয়ন ঘটবে। সৌমারী, রাজিবপুরের ভাঙন রোধে প্রোফেন নির্মাণ করা যেতে পারে। জেলা প্রশাসক বলেন যে, এখানে নদীতে খাঁচার মাছ চাষকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এখানে তিনি একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আহবান জানান। কৃষি সম্প্রসারণের অধিদপ্তরের পরিচালক ড. শাহজাহান বলেন যে, নদী রক্ষার নির্দেশস্বামী পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। পানি সংরক্ষণ করার জন্য নদী ধকন/মাঝেমাঝে কিন্নিয়ে আনার জন্য আহবান জানান। জেলা মফ কর্মকর্তা বলেন যে, খাঁচার মাছ চাষ এখানে দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে। যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বলেন যে, নদী নিয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা হবে এবং প্রয়োজনে সেজেসের মাধ্যমে নদী ধকন করা হবে।

৭। উলিপুরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মো: আব্দুল কাদের বলেন যে, বৃষ্টি তিস্তার উন্নয়নের গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের উলিপুরবাসী সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা করবে। ফুলবাড়ি উপজেলার চেয়ারম্যান বলেন যে, নদীর মাঝেমাঝে ব্রহ্ম পাথ অল্প বন্যায় বেশি ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। তবে চরসংরক্ষণে কৃষিতে ব্যাপক কলন পাওয়া যাচ্ছে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব মিনহাজুল আলম অবিলম্বে নদী ধকনের আহবান জানান। তিনি বলেন চর সংরক্ষণে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। নদীর পূর্বাঙ্গ স্ট্যাডি করে নদী ধকনের আহবান জানান। জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী আলোগা খাতুন নদী শাসনের উপর প্রকৃত্ত আরোপ করেন। অবৈতিক সদস্য মো: মনিরুজ্জামান বলেন যে, নদী রক্ষার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নিরুপলভ্যে কাজ করে যাচ্ছে তিনি নদী রক্ষার সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সার্বজনিক সদস্য বলেন যে, অবিলম্বে নদীর নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করতে হবে। নদীর সংযোগ খাল ধসে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তিনি চমকান নদী সংরক্ষণ প্রকল্পের ফলাফল সংশ্লিষ্টদের দূর্ব্যয়ন করার আহবান জানান। সিএস অনুসারে বৃষ্টি তিস্তা নদীর শিামালা করার আহবান জানান। নদীর অবৈধ দখলদার তালিকা প্রণয়ন/উচ্ছেদ, বাঁধ ও সুইস গেট অপসারণ করার আহবান জানান। চাকির পাশায়

নদীর অবৈধ দখলমুক্ত করার আহ্বান জানান। নদীর মধ্যে BIWTA কর্তৃক স্থাপিত পল্টুন অকার্যকর অবস্থায় পড়ে আছে। পল্টুনগুলোকে কার্যকর করতে হবে।

৮। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সত্যজিৎ আশোচনা কালে তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদী কমিশনের সুপারিশে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন এ এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এলসিইডি কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের যে সকল সমস্যার কথা এখানে বলা হয়েছে তা কম-বেশি দেশের সামগ্রিক চিত্র। তিনি সকলকে খন্যবান জানান যে প্রথমতঃ ফন্ড দিয়ে বোঝার জন্ম। তিনি জানান জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান এর সৎ, বলিষ্ঠ ও শাহসী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশবাসীনে হয়েছিলোমাত্র ২০ বছরে। আমরা সবাই এদেশের স্বাধীনতা গরিক। আমরা যখন দুর্নীতির কথা শুনি তখন আমরা লজ্জায় অকণ্ঠ হয়ে যাই। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার শিখতে হবে। সভার নিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি কাজ করার আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে যে প্রকল্পগুলোর নেত্রী হয়েছে, প্রয়োজনে সেই প্রকল্পগুলো পুনরায় যাচাই-বাহাই করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলসিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নদী সংরক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নদী কমিশনের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। Natural Reservoir তৈরির জন্য খাল, হাজর খনন করতে হবে। তিনি নদীর নাযত নষ্ট করে কোনপ্রিয়, কাশভাট্ট না করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, জলগাণ এবং অনেক সচেতন। তিনি জেলা প্রশাসককে নদীর অবৈধ দখলকারদের বিরুদ্ধে দ্রুত উচ্ছেদ কার্য চালানোর আহ্বান জানান।

৯। চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক [বর্তমান ও আগামীরা] জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারে পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ। তিনিই [কালেক্টর বাহাদুর] নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা জড়ত্ব সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। অধিন অনুসরণে নদীর জায়গা কোনো নর বা কাউকে দেয়া যায় না তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর-এর ট্রাঙ্গি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তি নামে দলিল করলেও তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে যথাক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক অসংগততার প্রমাণে ভিত্তিক [evidence on incorrectness] বাতিল করার সুশক্তি আইন বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার পবিত্র দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সঞ্চিত জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদেরকে সন্নিহিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করতেই হবে।

১০। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকায় বিআইডব্লিউটিএ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাত্র পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গারদায়িত্ব বিমোচন কর্মসূচির আওতার নিশ্চিত আহ্বান/আদর্শায়/গুচ্ছায় প্রকল্প গ্রহণ করা হবে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনার অন্তর্গত খাস ক্ষমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোনো প্রকার আশ্রয় বা গুচ্ছায় প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও কোরশোর এলাকায় বাস্তবায়নযোগ্য 'নয়' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

১১। নদীর সিকিটি ও পর্যটন কার্যে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রকল্পে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের প্রজাতন্ত্র আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকপক্ষের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আক্কেস ম্যাপেও এর কোনো স্বাভিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বসে তিনি অতিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও কোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আক্কেস ম্যাপকে বিবেচনা নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে স্বাভিক্রম প্রাপ্তা পেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায্যনুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

১২। CS পর্যায়ে অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে [জেলা কালেক্টর] পদের বিপরীতে ১ নং প্রতিবানলুক আছে এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাহাইপূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর

১৪৩ ও ১৪৪। (৪) সোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কম্পেন্ডিয়ারি অফিসার। এক্ষেত্রে সাহায্যাত্মক আইনসেক্টরের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ বোর্ডের রায়ে নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদায়তাকে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ কিসে ১৪৭-১৫১ ধারায় যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার স্বার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি তুলনামূলক তিন মালিকানায় রেকর্ডকৃত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি অফিস বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯(৪) ধারায় বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/শুদ্ধ করে দেয়া যায়, যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান হুঁজে পাওয়া যাবে।

১৩। বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা (এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি) কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিবেশিতভাবে নদীর আয়নার ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সন্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিষিক্ত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে শা' মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সীমাকা না করেই স্থানীয় বিবেচনার বিভিন্ন প্রকল্প দেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার নাব্যতা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও সুইস গেট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী বিলুপ্ত পথে ছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মুক্তধার বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। মূলতঃ তেরখানার ভূতিরার বিলের জলাবদ্ধতার কারণ ও একইরকমভাবে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর এছের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অধিবেচনায়সূত। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিবরণী সন্নিবেশিত করবে মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

১৪। চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের স্বার্থ প্রয়োগ ও সম্প্রদায়ের বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের zero tolerance নীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জালিয়া অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি সাহায্যাত্মক আইনসেক্টরের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন তারিখের রায়ে নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CEGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিজে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, SPARRSO Real Time Data নিজে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করেন। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে। Transboundary Interlink/ Uperlink বর্ণিত ভৌগোলিক বিভাজনের কারণেই পানির কাম্য প্রবাহ পাওয়া যাবে না-এটা ধরেই আমাদের নদী খননের পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা বন্ডার সময় যে পানি পাই তা Bay of Bengal-এ নেমে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে এবং বৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদেরকে Delta plan এর মধ্যে নদীর/পানির সমস্যার অনেক সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পর্যাণ্ড আলোচনা ও অনুমোদন নিতে হবে। বিজ্ঞিতভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। Basin/Catchment বিবেচনার নদী সংক্রান্ত সুখম ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে।

১৫। চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে নদী হতে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মর্মে পর্যাণ্ডে উদ্ধার কার্যে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা ফল হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসকে উদ্ধার কাজ ফল করার আহ্বান জানান। নদীর আয়না জরদখল হওয়া কান্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। স্বাভাবিক নদী খনন করে রেখেছে তাদের বিলম্বে কৌশলমূলক বাস্তবায়ন করতে হবে। জেলা প্রশাসক এক গুলি তাদের বিলম্বে ব্যবস্থা নেবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অর্ধাঙ্গনে কোনো সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান আরও বলেন যে, নদীর জমি নিরক্ষণভাবে সরকারের দখলে নিতে হবে। নদী রক্ষায় সংশ্লিষ্টদের নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে। নদীর জমি রক্ষাবেশে অর্থায়ন করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ইউনিয়ন ভূমি সর্কারী কর্মকর্তা নদী পরিদর্শন করে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট দাখিল করবে। নদী রক্ষার শিডিও সোসাইটি/সাংবাদিকসহ সরকারে ধন্যবাদ জানান।

১৬। চেয়ারম্যান বলেন যে, নদী বিষয়ে পূর্বে আমাদের তেমন কোন সচেতনতা ছিল না। নদী কবিশন গঠিত হওয়ার পর আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীর জমি কাটকে লিজ বা হস্তান্তর দেওয়া বাবে না। তিনি Integrated প্রকল্প নেওয়ার আহবান জানান। প্রকল্পের কারণে জাতিতে বাবা আছে তাদের যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য করতে হবে। উপজেলা/জেলায় জাতীয়ভাবে নদীর মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে। ভবিষ্যতে নদীর কেখার ডাঙন/চর জাগতে পারে সে বিষয়ে সর্কারী পূর্বক ব্যবস্থা নিতে হবে। বিপত ০৫/১০ বছরে নদী সংরক্ষণ এজেন্সীগুলো স্ট্যাডি করে মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনা করতে হবে এক মূল্যায়ন প্রতিবেদন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

১৭। শুধু নদী বনই যথেষ্ট নয় একই সাথে সংযোগ খালগুলো বনন করতে হবে। আমাদের সম্পদের সর্বাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আগামী ১ মাসের মধ্যে নদীর তিয়ারা জরিপ শুরু করতে হবে এবং নদীর অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। যারা সব চেয়ে বেশি ক্ষমতাসীল/প্রভাবশালী তাদেরকে অসুস্থ উচ্ছেদ করতে হবে। নদী উচ্ছেদে কোন ছাড় দেওয়া হবে না। জেলার প্রশাসনের সাথে নদী কবিশন রয়েছে। বর্তমান ১৬কোটি মানুষ থাকলেও ভবিষ্যতে ৫০কোটি মানুষ হবে। এটি বিবেচনায় রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে জনসাধারণের মতামত নেওয়ার আহবান জানান। এতে জনসাধারণের Owner Ship থাকতে হবে। ইন্টাটা আইনকে যোগ্যযোগী করার আহবান জানান। পরিবেশ অধিদপ্তরকে ছাড়পত্র দেওয়ার আগে বর্থাৎ তদন্ত করার কথা বলেন। কৃষি জমি অকৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহার না করার নির্দেশনা দেন। উপ সয়েল এর প্রকৃত তুলে ধরেন। উপ সয়েল কাটা বন্ধ করার আহবান জানান।

১৮। তিনি বর্জ্য জেলায় আয়গা নির্দিষ্ট করার আহবান জানান। সরকার/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অবিলম্বে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে আনতে হবে। কোনো ক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য তিরল কিংবা কঠিন, নর-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিষ্কাশ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এক জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে এবং নদী, খাল-বিলের বর্জ্য নিঃসরণ/নিষ্কাশ/নিষ্কাশন কার্যক্রমে বন্ধ করবে। তারা উপযুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান [সিটিকর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] যাতে আবর্জনা উপযুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ভূমিসংরক্ষণ/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি স্থানীয় পূর্বক কার্যক্রম প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যাপ্তভাবে সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্য করে তুলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে যথেষ্ট গাইড লাইন ও প্রদান করতে হবে। আইন সক্ষমকারী, নদী ও পরিবেশ সুরক্ষাকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ক্ষেত্রে শৈল্পিক প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/পৌরসভার বিষয়ে কঠোর স্তরে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটিকর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কবিশন মাসলা করবেন। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথেষ্ট কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সত্যতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে অন্যভাবে আইন প্রয়োগে যাচ্ছেতা, সন্দেহ ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, কোন মতলা-আবর্জনা কিভাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারপার আহবান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি নিষ্ক্রিয়তা ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে জেলার কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	বাহ্যিক/সর্কারী কার্যক্রম
০১।	[ক] নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোরে সকল অবৈধ স্থাপনা অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে। [খ] সিএস পর্টা ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৬] অনুসরণ ও প্রয়োগ পূর্বক এক মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট স্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। জেলা পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম]। ৪। সর্কারী কবিশন [ভূমি],

	আদালতে পক্ষভুক্ত হয়ে আইনি লড়াই স্বার্থক ও সমলভাবে করতে হবে। অনৈক্য মঞ্চ থেকে নদীকে রক্ষা করতে CJPC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	সকল কুড়িগ্রাম।
০২।	নদী সিকিউরিটি বা পয়ড্রি করণে যথাক্রমে জমির ডাঙন কিংবা লক্কে হলে ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাপিত আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নকর্তৃক উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির স্থাননাগাদ RoR প্রদত্ত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি স্থানঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুন প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সমর কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায্যানুগ ও সমন্বয়িত আবশিক/স্বার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পূর্তির নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিত্ব/ভুল-ত্রুটি সংশ্লিষ্ট তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৩। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল কুড়িগ্রাম। ৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সকল কুড়িগ্রাম।
০৩।	নদীর জাফাং বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিনাট প্রতিষ্ঠান/অবেধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবেধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম প্রকল্পপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জাফাং জনসং, রাস্তা তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮। মজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনোরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৩। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল কুড়িগ্রাম। ৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি) সকল কুড়িগ্রাম।
৪।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫ কাঠম্বর ১৪৭-১৫১ ধারার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফেরেশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ক্রয়ক্রমে শিল্প মালিকানার রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অফিসে পূর্বাধিক মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তালিকা/পূর্তি/সিএস ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সংশ্লিষ্ট বাস্তবপূর্বক রেকর্ড স্থাননাগাদ করবেন। রিজিউ/রিজিস্ট্রার/আপিল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড স্থাননাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯(৪) ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধন/শুদ্ধ করে দেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অঙ্গগণ্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান হুঁজে পাওয়া যাবে।	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা/বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৫। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল কুড়িগ্রাম। ৭। সহকারী কমিশনার (ভূমি) সকল কুড়িগ্রাম।

০৫।	<p>ক। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনারূপে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ে নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালকিলম ব্যতিক্রমে নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়সীমিত কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ মঞ্চ ও দক্ষদারদের কলম থেকে কালকিলম ব্যতিক্রমে উদ্ধার/মুক্ত করবে।</p> <p>খ। এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনীয় মৌজা ম্যাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতার পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অবৈধত্ব কেমনা অস্বাভাবিক দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধনুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ অধিদপ্তরে নিশ্চিত করবেন। এই দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ খণ্ডনুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশের জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর সঠিক আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়ালয় সীমানা/নদীর স্বত্ব একে স্বাধী নির্ধারণ করবেন।</p>	<p>১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৫। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম] ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সকল [কুড়িগ্রাম]।</p>
০৬।	<p>বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর কোরশে বে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অন্যপত্র পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর কোরশে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।</p>	<p>১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম] ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সকল [কুড়িগ্রাম]</p>
০৭।	<p>চূর্ণ পানির চাপ কমানোর জন্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর খনন করতে হবে। খাল খননে কর্মসম্বল সৃষ্টির সার্বে স্থানীয় জনসাধারণদের সম্পৃক্ততার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অস্বাভাবিক ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে প্রব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। ড্রেজকৃতপলি/মাটি নিরাপদ স্থানে মুক্তে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে স্কুল/কলেজ/ মসজিদ/মন্দিরসহ অন্যান্য জায়গার উন্নয়নের জন্য খননকৃত মাটি ব্যবহৃত করা যেতে পারে। ড্রেজকৃতপলি/মাটি ব্যবস্থাপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সুসম্পন্ন করতে হবে।</p>	<p>১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম] ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [কুড়িগ্রাম]।</p>
০৮।	<p>জেলার মধ্যে পাউরৌ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত অনেক জমি অবাধরূপে রয়েছে যথাবধ ব্যবহার না করার ফলে জমিগুলো বে-মঞ্চ হয়ে যাচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবাধরূপে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম</p>

	প্রিভিউ করা যেতে পারে। এছাড়াও কুমি জরিপ টপ সয়েল বিক্রি বন্ধ করতে হবে।	৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল কুড়িগ্রাম। ৪। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সকল কুড়িগ্রাম।
০৯।	উল্লরনের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় তরাত করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় তরাত করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম
১০।	Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সরেফার্মে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিরমিত সভার আলোচনাক্রমে/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম]। ৪। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সকল [কুড়িগ্রাম]।
১১।	নদীর বিভিন্ন জায়গার অপরিষ্কৃত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ান এবং ব্রিজের ষোলু দৈর্ঘ্যযেতু নদীর দু'পাড়ের তরাত হওয়া কিংবা চর পড়ে বাওয়া এবং নদী সঞ্চলের কারণ সৃষ্টি না হয়।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলাজিইডি, কুড়িগ্রাম ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম]। ৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সকল [কুড়িগ্রাম]।
১২।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গার দাপ্তরিক বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতার আশ্রয়/আদর্শায়ন/গুচ্ছায় বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অঙ্গশক্তি বিবেচনায় তা খাল জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম]। ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সকল [কুড়িগ্রাম]।
১৩।	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কোর্টে নদী সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান মামলাগুলি আইনি মোকাবেলা করে সফল নিষ্পত্তি করতে হবে। বিদ্যমান মামলার তাপিকা প্রণয়ন, পিসি/জিপি নিয়োগ এবং এস.এফ [Statement of Facts] যথাযথভাবে তৈরি করে মামলাগুলি মোকাবেলা করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম]। ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সকল [কুড়িগ্রাম]।
১৪।	নদীর তীরে স্থাপিত ইন্টেরভালিসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পরে প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইন্টেরভালিস ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে পড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে হানস লাইসেন্স অবিলম্বে যোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দাত্তী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও নিলামা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকাবিজ্ঞান, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৩। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম]। ৬। সহকারী কমিশনার, কুড়িগ্রাম।

১৫।	<p>অনুবোধনবিহীন বাসু মহাল হতে বাসু উন্মোচন করা বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিশিষ্ট। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙন তুরানিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাসু উন্মোচন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যিক হয়। সৃষ্টিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তিগত অন্য বাসু উন্মোচন করা যাবে না। প্রয়োজনে আইন সংশোধনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বাসু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ খাগা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।</p>	<p>১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৩। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল কুড়িগ্রাম। ৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি) সকল কুড়িগ্রাম।</p>
১৬।	<p>[ক] নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CEGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। কারণ SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। Remote Sensingগের Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological অবস্থা ও চিত্র উত্তরকরণে আহরণ করে জিওইনফরমেশন এবং ভিওমেট্রিক্যাল ম্যাপ এবং নদীর ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে। [খ] উপজেলা/জেলাসহ জাতীয়ভাবে নদীর মান্টার প্রয়োগ প্রণয়ন করতে হবে। ভবিষ্যতে নদীর কোথায় ভাঙন/চল জাগতে পারে সে বিষয়ে সমীক্ষা পূর্বক ব্যবস্থা নিতে হবে। [গ] বিগত ০৫/১০ বছরে নদী সংক্রান্ত প্রকল্পগুলো স্ট্যাটিস্টিক করে মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় উপস্থাপনা করতে হবে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম</p>
১৭।	<p>জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। সকল উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় বিত্তে কার্যক্রম সভা করতে হবে। প্রত্যেক ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা নদী পরিদর্শন করে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট দাখিল করবে। কমিটিতে বিভিন্ন সোসাইটির প্রতিনিধি, পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অধ্যক্ষিকার বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী প্রবেশকদের নদী রক্ষা কমিটিতে প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যিক।</p>	<p>১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল কুড়িগ্রাম। ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি) সকল কুড়িগ্রাম।</p>
১৮।	<p>নদীতে সরাসরি-আবর্জনা ডাম্পিং কারীদের বিরুদ্ধে কোমদারী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেবল মাত্র জরিমানা করলেই চলবে না। আইনের উপযুক্ত ও যুক্তই প্রয়োজনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-প্রধান সহকারীদের বিরুদ্ধে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া উক্ত কর্তৃপক্ষের কোনরূপ অবহেলা কিংবা শিথিলতা নদী ও নদী সম্পদ, পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষার বিরুদ্ধে প্রত্যয় ফেলতে পারে। [খ] কোনো রকমেই কোন ধরনের বর্জ্য তিরল কিংবা কঠিন, মসী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিষ্ক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিদপ্তর/ইউনিয়ন পরিদপ্তর সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিষ্ক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যক্রমের বন্ধ করবে। তারা উপযুক্তরূপে</p>	<p>১। জেলাপ্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। মেয়র পৌরসভা, কুড়িগ্রাম ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিদপ্তর, কুড়িগ্রাম ৪। পুলিশসুপার, কুড়িগ্রাম ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল কুড়িগ্রাম। ৮। সহকারী কমিশনার (ভূমি) সকল কুড়িগ্রাম।</p>

	বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/ছানীয়ালাগসই, পরিবেশ-উপযোগী এ্যুজি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [৭] আধুনিক শব্দনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈল্পিক প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে Compliance Report প্রদান করবে।	
১৯।	জেলা গণসংযোগ অফিস, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃত্ব, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বান্ধব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/গনসংযোগঅধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ও সভাপতি জেলা নদী রক্ষা কমিটি ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, কুড়িগ্রাম ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (প্রাণি), সকল কুড়িগ্রাম।
২০।	জলিপুর উপজেলায় ৩১ কি.মি. দৈর্ঘ্য বুদ্ধিভিত্তিক নদীর বর্ধ মুখ খুলে দেয়া হবে। নদীর মখে একেজো মুইস গোটটি অপসারণসহ প্রয়োজনীয় খননের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী পাটবে, কুড়িগ্রাম ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জলিপুর

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

সং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১১৫(৪১)-

তারিখঃ ০৮ জানুয়ারি, ২০১৮

সময় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

- ০১। মহাপরিচালক, নদী, বহিরাবিত্তন বিভাগ, বাংলাদেশ নদীবন্দর, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীন দপ্তর/অধিদপ্তরে আইনের মতামত/প্রয়োজন নিশ্চিত করণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বধ্যদেশ প্রদানের অনুরোধসহ।]
- ০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ফেজলাপুর, ঢাকা।
- ০৩। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়/প্রাণি মন্ত্রণালয়/পানি সলদ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ০৪। কমিশনার, চব্বিশ বিজয়, চব্বিশ
- ০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
- ০৬। চেয়ারম্যান, বিজ্ঞানপ্রকৌশল, মতিবিল, ঢাকা।
- ০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার ভবন, মতিবিল, ঢাকা-১০০০।
- ০৮। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সময় অবগতির জন্য]
- ০৯। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১০। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম
- ১১। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম
- ১২। মেম্বর, পৌরসভা, কুড়িগ্রাম
- ১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/ কল.প্র.ইতি/সড়ক ও জনপথ, কুড়িগ্রাম
- ১৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
- ১৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুড়িগ্রাম
- ১৬। সহকারী কমিশনার (প্রাণি), কুড়িগ্রাম
- ১৭। সার্বজনিক সম্পদ মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৮। অফিস কপি সংরক্ষণার্থে।

মোঃ ফরিদ আহমেদ পাটোয়ারী
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: শালমনিরহাট জেলার নদী রক্ষা কমিটির সভা একে ধরলা, স্বর্ষবতী, সাকোয়াখাল, রত্নাই পরিদর্শন প্রতিবেদন।

গত ২২/১০/২০১৮ তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, সার্বক্ষণিক সদস্য মো: আশাউদ্দিন, অবতৈরিক সদস্য মো: মুনিরুজ্জামান এবং উপপরিচালক [গবেষণা ও পরিবীক্ষণ] ড. অশোক ফুয়ারি বিশ্বাস শালমনিরহাট জেলার ধরলা, স্বর্ষবতী, সুতি, সাকোয়াখাল, মালদাহা রত্নাই এবং ছড়াবিল নদীর দক্ষ, দূষণ সরঞ্জামে পরিদর্শন এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন নিম্নে দেয়া হলো:

শালমনিরহাট জেলার নদী রক্ষা কমিটির সভায় ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মো: আশাউদ্দিন, অবতৈরিক সদস্য মো: মুনিরুজ্জামান এবং উপপরিচালক [গবেষণা ও পরিবীক্ষণ] উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শফিকুল আর্কি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। এরপর মুক্ত আলোচনায় উপস্থিত কমিটির সদস্যগণ বক্তব্য প্রদান করেন।

জেলা প্রশাসক বলেন যে, শালমনিরহাট জেলার তিস্তা, ধরলাসহ ছোট বড় ৯টি নদী রয়েছে। এ জেলায় ১৭টি খাল আছে: চেনাকটা, টেলামারী, সিনীমারী, সানিরাজান, ভাটেপুর্নী, ময়ামতী, রত্নাই, স্বর্ষবতী, সাকোয়া খাল, নতী নদী, খীরসী নদীগুলি মৌসুমে প্রবাহমান থাকে। স্বল্প প্রসঙ্গের নদীকে এ এলাকায় খাল বলা হয়, খাল বেশ প্রশস্ত ও গভীর। অত্র এলাকার নদী ধরলার শাখাভা রক্ষার্থে ৬টি নদী খননের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে: সিনীমারী, পানাকর খাল, ভাটেপুর্নী ইত্যাদি।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন শালমনিরহাট জেলার নদ-নদী নিয়ে একটি পাণ্ডুলিপি পরামর্শ উপস্থাপন করেন। প্রধান প্রধান নদী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, শালমনিরহাট জেলার প্রধান নদী ধরলা হচ্ছে ধরলা, স্বর্ষবতী, সুতি, সাকোয়াখাল, মালদাহা রত্নাই, সিনীমারী, পানাকর খাল, ভাটেপুর্নী ইত্যাদি।

জেলা সিনিয়র সাংবাদিক গকুল চন্দ্র রায় বলেন যে, অত্র এলাকার তিস্তা একটি বড় নদী হলেও বর্তমানে এটি একটি অভিশাপ স্বরূপ। তিস্তা নদীতে তখন মৌসুমে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পাওয়া যায় না। বিভিন্ন মামলা/রিট করে নদী ধরলার অবৈধ দখল স্থগিত করা হচ্ছে।

মৌসুমহাট ইউনিয়নের পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব হাবিবুর রহমান বলেন যে, রত্না নদীর অধিকাংশই বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। তিনি রত্না এবং সাকোয়াখাল উদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

নদী ঘোরাও নদী পথের আন্দোলনের প্রতিনিধি জনাব সবুজ আলী আপন পাঠ্যপুস্তকে নদীর বিষয় অঙ্করচিত্র আহ্বান জানান।

পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ভূবৈজ্ঞানিক প্রকৌশলী বলেন যে, নদী রক্ষায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন যে পরামর্শ দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করা হবে। টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। তিস্তা অঞ্চল রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দুধকড়া, ধরলা নদী খননে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে সকলের সম্মিত সহযোগিতার মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। টেকসই পানি উন্নয়ন পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন যে, শুধু নদী খননই যথেষ্ট নয়, নদীর মাটির গ্ৰ্যান গ্রহণ করতে হবে নদীর সীমানা চিহ্নিত করতে হবে। নদী সংরক্ষণ যে কোন পরিকল্পনা নদী কমিশনের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে হবে।

প্রথম আলোর সাংবাদিক জনাব আব্দুর রউফ মুন্সের নদী রক্ষার জীকীবৈজ্ঞানিক রক্ষা করার আহ্বান জানান। নদী রক্ষা মানে নদীর পলকের জনসাধারণ কে রক্ষা করা একে নদীর পাড়ে ইট ত্যাগে উচ্ছেদ করার আহ্বান জানান।

শালমনিরহাট বার্তীর সাংবাদিক জনাব সফিকুল ইসলাম খান নদী রক্ষার বিষয়গুলি নির্বাচনী ইস্যুতেহারে অন্তর্ভুক্তির আহ্বান জানান।

ক্যান্টন অফিসের হক খীর প্রতীক নদ-নদীর শাখাভা বৃদ্ধির জন্য নদী খননের আহ্বান জানান।

আজিগমারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোসাদ্দেক হোসেন বলেন যে, তিস্তা নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে। প্রতি বছর নদী ভাঙ্গনে ১০০/১৫০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

২নং কূলাঘাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বলেন যে, ধরলা নদীর ডাকনে এলাকার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি ডাকনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

নদী বাঁচাও আন্দোলনের সম্পাদক জনাব বাবুশা আলম বলেন যে, নদী না বাঁচলে ডাঙরাইড়া ও মুরশীনি গান থাকবে না। তিনি নদী রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

অবেতনিক সদস্য মোঃ মনিরুজ্জামান নদী রক্ষায় সকলকে কাজ করার আহ্বান জানান। নদী রক্ষায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের কাজকে উৎসাহিত করবে।

সার্বজনিক সদস্য বলেন যে, শালয়নিরহাট একটি সম্ভাবনাময় জেলা, কৃষি ব্যবস্থা নদ-নদী, খাল-বিল পুকুরের এর মাধ্যমে শালয়নিরহাট এর উন্নয়ন সম্ভব। নদীর সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সিঙ্গেল পর্চা/নকশাই চূড়ান্ত। নদীর সিস্টেম কে রক্ষা করতে হবে। নদীকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। রত্না নদীকে রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। ইউনিয়ন ভূমিস্বাক্ষরী কর্মকর্তাদের তাল এলাকাধীন নদ-নদীর নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে এবং কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। নদীর জমি পরবর্তন করা ও কোন প্রকার প্রেসি/সিঙ্গ/বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে না। বিরোধপূর্ণ কোন খাল খনন প্রকল্প না নেওয়ার আহ্বান জানান। বিএডিসি, BIAWTA এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ডকে নদী খননের ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে প্রকল্প গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন একে কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সন্তোষে অবহিত করেন। নদী কমিশনের সুশাসিত বিভাগ জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন এ এলাকার পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত্য বিভিন্ন প্রকল্পের যে সকল সমস্যার কথা এখানে বলা হয়েছে তা কম-বেশ দেশের সামগ্রিক চিত্র। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান যে এ সমস্যাকে হ্রদয় দিয়ে অনুধাবন করার জন্য। তিনি উল্লেখ করেন যে, জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান এর বশিত ও সাহসী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ২০ বছরের মধ্যে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা সবাই এ রত্নের স্বাধীন নাগরিক। আমরা স্বপ্ন দুর্নীতির কথা শুনি তখন আমরা লজ্জায় অবনত হয়ে যাই। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার পিছতে হবে। সন্তোষা নির্ভর মাধ্যমে তিনি কাজ করার আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সেই প্রকল্পগুলো পুনরায় বাতাই-বাছাই করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নদী সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নদী কমিশনের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। Natural Reservoir তৈরির জন্য খাল, হালাধার ও পুকুর খনন করতে হবে। তিনি নদীর ন্যায্যতা নষ্ট করে কোন ব্রিজ, কালচার্ট না করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, জনগণ এখন অনেক সচেতন। তিনি জেলা প্রশাসককে নদীর অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে দ্রুত উচ্ছেদ কার্য পরিচালনার জন্য আহ্বান জানান।

চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ। জনগণের পক্ষে রাইট, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারে পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক ও রক্ষীয়াভাবে নদী রক্ষক। তিনিই [কালেক্টর বাহাদুর] নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা করো নর বা কাউকে দেয়া যায় না তা স্বীকার্যে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রেসিট। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দখল করতেও তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে যথাক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি আধিদ বোর্ড কর্তৃক অন্তর্ভুক্ত প্রমাণে ত্রিভিক [evidence on inaccuracy] বাতিল করার জন্য সুস্পষ্ট আইন বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর স্বাধীন Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর এর উপর অর্পিত বাহাদুরী। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ ও নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডি/বিটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। দৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদেরকে সম্বলিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্য এলাকার বিআইডি/বিটিএ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর আশ্রয় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতার নির্মিত আশ্রয়/আদর্শগ্রাম/গুরুগ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনার অন্যান্য খস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easementব্যব কোর্সে প্রকার আশ্রয় বা গুরুগ্রাম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকার বাস্তবায়নযোগ্য 'দর'।

নদীর সিকিডি ও পয়স্কির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রকল্প কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাপন আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা অনুসারে নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ সলিড/পার্টসাইড সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের সার্বিক কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএল ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও ফেরেশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আরএল ম্যাপকে বিবেচনার নেরা বেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে স্বাভিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন।

CS পর্যা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে 'জেলা কালেক্টর' পরদের বিপরীতে ১ নং খতিয়ানভুক্ত রাখা হয়েছে এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ নেই। RS-এর ভিত্তিতে কোনো স্বাক্ষর বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ঘাটাই-বাহাইপূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিক পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৯ [কিসব ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফেরেশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে তির মালিকানায রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি অফিস বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bona fide mistake পন্থা সহজেই সংশোধনী/শুদ্ধ করে দেয়া যায়, যা বাস্তবে অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণকে জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/জান অধিদপ্তর] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিষ্কারভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীলম্ব মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বিশেষভাবে অনেক ক্ষেত্রে সংরক্ষণ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার লক্ষ্যতা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কানালার্ট ও দুইস পেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী বিনষ্ট পথে ছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদী ৪৬ কিমি. উদ্ধার করে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। বুলনার তেরখাদার ভূভিত্তির বিশেষ জলাবদ্ধতার কারণ ও একইরূপ বলে তিনি উল্লেখ করেন। মেঘনা-খনারসোনা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণস্থান নদীর প্রকৃষ্ণে চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনাপ্রসূত। ভবিষ্যতে বিভিন্ন স্মরণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে সে কোনো মূল্যে আইনের স্বার্থ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাহলেই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের zero tolerance নীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা স্বাবছত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার আবশ্যিক জ্ঞান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন তারিখের রায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী নব-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তিনি নদীকে পূর্বদিক্বে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CEGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উন্নয়নরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে। Transboundary Interlink/ Uperlink বর্ধিত ভৌগোলিক বিভাজনের কারণেই পানির কাছিক্ত প্রবাহ পাওয়া বাবে না এটা ঘরনে রেখে আমাদের নদী বনসের ও উন্নয়নের পরিকল্পনা করতে

হবে। আমরা বন্যার সময় যে পানি পাই তা Bay of Bengal-এ নেমে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে এবং বৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদেরকে Delta plan এর মধ্যে নদীর/পানির সমস্যার অনেক সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পর্যালোচনা ও অনুমোদন নিতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। Basin/Catchment বিবেচনায় নদী সংক্রান্ত সুস্থ ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে।

তিনি আরো বলেন যে, নদী হতে সফল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মঠ পর্যায়ে উদ্ধার কার্যে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা জরুরি হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসকে উদ্ধার কাজ জরুরি আহ্বান জানান। নদীর জায়গা ছবরদখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে তুলে বদওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে যৌক্তিক মামলা করাও প্রয়োজন হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে স্তব্ধতা নবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/স্বাস্থ্য নদীর উৎসে অর্ধায়মে কোনো সমস্যা হবে না।

নদীর জমি নিয়ন্ত্রণভাবে সরকারের দখলে দিতে হবে। নদী রক্ষার সশ্রীষ্টদের নিরাপত্তা দিতে হবে। নদীর জমি রক্ষণাবেক্ষণে অর্ধায়ম করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ইউনিয়ন জমি সহকারী কর্মকর্তা নদী পরিদর্শন করে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট দাখিল করবে। নদী রক্ষায় সশ্রীষ্ট সিন্ডিকাল সোসাইটি/সাংবাদিকসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন যে, উপজেলা/জেলাসহ জাতীয়ভাবে নদীর মান্টার গুয়ান প্রণয়ন করতে হবে। ভবিষ্যতে নদীর কোষায় ভাঙন/চর জায়গতে পারে সে বিষয়ে সতর্কতা পূর্বক ব্যবস্থা নিতে হবে। বিগত ০৫/১০ বছরে বাতাবিত্ত নদী সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহ সতর্কতা করে মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনা করতে হবে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

শুধু নদী খননই যথেষ্ট নয় একই সাথে সর্বোচ্চ খালগুলো বনন করতে হবে। আমাদের সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। নদীর অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। যারা সব চেয়ে বেশি ক্ষমতাসীল/প্রভাবশালী তাদেরকে আগে উচ্ছেদ করতে হবে। নদী উচ্ছেদে কোন হাড় দেওয়া হবে না। জেলা প্রশাসনের সকল উদ্যোগের সাথে সাথে নদী কমিশন সহযোগিতা প্রদান করবে। বর্তমান ১৭ কোটি মানুষ থাকলেও ভবিষ্যতে ৫০কোটি মানুষ হবে। এটি বিবেচনায় রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে জনসাধারণের মতামত নেওয়ার আহ্বান জানান। এতে জনসাধারণের Owner Ship বৃদ্ধি পাবে।

তিনি আরো বলেন যে, যেহেতু সাক্ষরতা খালের সাথে অনেক কৃষি জমি ও এর সেচ ব্যবস্থা জড়িত এক খাল সফল হওয়ার ধাপটি বননের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান। খালের জমি ব্যক্তি মালিকানাধীন থাকতে পারে না। খালটি পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি জানান যে, রত্নাই নদী পরিদর্শনে দেখা যায় যে, নদীর উপর ইটজাটা রয়েছে। অবিলম্বে ইটজাটা অপসারণ করার আহ্বান জানান। রত্নাই নদীর পাড় সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান। সূতি নদীর দখল এক জমি এলাকার নদী সংক্রান্ত বিষয়ে বর্তমানে মামলা/সিটি রয়েছে তার পূর্বল প্রতিবেদন/রিপোর্ট কমিশনকে দেওয়ার নির্দেশনা দেন। প্রয়োজনে নদী রক্ষা কমিশন নদী সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার সহযোগিতা করবে।

ইট পোড়ানো [নিষ্কল] আইন ১৯৮৯ যুগোপযোগী করার আহ্বান জানান। পরিবেশ অধিদপ্তরকে ছাড়পত্র দেওয়ার আগে যথাযথ তদন্ত করার কথা বলেন। কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার না করার নির্দেশনা দেন। কৃষি জমির উপরই মাটি কাটা বন্ধ করার আহ্বান জানান।

তিনি শহরায়নের বর্জ্য ফেলার জায়গা নির্দিষ্ট করার আহ্বান জানান। সরকার/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অবিলম্বে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে আনতে হবে। কোম্পানি/কোম্পানি কোম্পানির বর্জ্য [ভিতর কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-কিন কিংবা জলাশয়ে নিসারণ/নিষ্ক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সহায়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিসারণ/ নিষ্ক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যক্রমে বন্ধ করবে। তারা উপবৃত্তক্রমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাঞ্চাই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সিটি কর্পোরেশন /সৌত্রসভা/জেলা/উপজেলা/ ইউনিয়ন পরিষদ] যতে আবর্জনা উপবৃত্তক্রমে ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেদিকে যেখাল রেখে কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/স্থানীয় মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি স্থানান্তরপূর্বক কার্যক্রম প্রশিক্ষণ দিয়ে পরীক্ষণে সক্ষমতা, দক্ষতা ও বোধ্য করে তুলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে বধ্যবর্ষ গাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈক্ষিত্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্কলতার জন্য সাজা/

পরিষ্কার/ব্যক্তি/সংগঠিত বিধানে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোম্পোস্টে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মামলা করতে সিদ্ধান্ত নেবেন। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সত্যতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে যত্ন, সফলতা ও জবাবদিহিতা অত্যন্ত জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন ময়লা-আবর্জনা ফিটাতে কোথাও ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারণার আয়োজন জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট নগর যদি বিভিন্নভাবে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

সভার বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	বাহ্যাবহনকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	কি নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোরে সকল অবৈধ স্থাপনা অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে। খা সিএস পর্চা ও প্রাথমিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯] অসুস্থ ও প্রয়োগ পূর্বক এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালতে পক্ষভুক্ত হয়ে আইনি শড়াই স্বার্থক ও সফলভাবে করতে হবে। অবৈধ দখল থেকে নদীকে রক্ষা করতে CrPC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, শালমনিরহাট ২। জেলা পুলিশ সুপার, শালমনিরহাট ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [শালমনিরহাট] ৪। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সকল [শালমনিরহাট]
০২।	নদী সিক্তি বা পল্লিত কারণে স্বাভাবিক জমির ডাঙন কিংবা লক্ষ্য হলে ১৯৫০ সনের প্রজ্ঞাপন আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির স্থানাসপাদ RoR প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনস্বার্থকালীন [Right of Public Necessity] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা কলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any Time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার স্যারানুগ ও সহস্বাক্ষর আবেদন/স্বার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি কর্পোরেশনের সবে CS পর্চা নদীর মাগিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচার/ভুল-ত্রুটি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, শালমনিরহাট ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [শালমনিরহাট] ৪। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সকল [শালমনিরহাট]
০৩।	নদীর জায়গা বা নদীর তীরে যে-সময় শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করে জেলা প্রশাসকপক্ষ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবে; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাস্তা তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] মস্তিষ্ক হিসেবে লক্ষ্য করে অবিলম্বে কোম্পোস্ট অবহেলা কিংবা বিশদ ব্যক্তিক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, শালমনিরহাট ৩। পুলিশ সুপার, শালমনিরহাট ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [শালমনিরহাট] ৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সকল [শালমনিরহাট]
০৪।	জেলা প্রশাসক কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রক্ষণ আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩,	১। চেয়ারম্যান, ভূমি অধিদপ্তর বোর্ড ২। মহাপরিচালক,

	<p>১৪৪, ১৪৪ ক্র/সহ ১৪৭-১৫১ ধারার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফেরাশোর রক্ষা করার পবিত্র নদীভূমি অধিদপ্তর কর্তৃক। জরিপ বিভাগের নদীর জমি তুলনামূলক ভিন্ন মালিকানাধীন প্রকল্পভুক্ত হলে তা কলেক্টর বাহাদুর অফিসে পূর্বাধিকার মালিকানাধীন রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মালিকানাধীন/পার্শ্ব/মিঃস্বত্ব ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেকমিস যাচাইপূর্বক রেকর্ড জালমাগাদ করবেন। রিজিউ/রিজিশন/আপিল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bona fide mistake গণ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধন/শুদ্ধ করে দেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১,০০,০০০০,০৪১,৬৭,০৩১,১১,৬৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অগ্রসর। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা ক্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান ক্রমে পাওয়া যাবে।</p>	<p>ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, শালমনিরহাট ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [শালমনিরহাট] ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সকল [শালমনিরহাট]।</p>
<p>০৫।</p>	<p>[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ে নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী কালাবিলম্ব ব্যতিরেকে বাংলাদেশের মন-নদীসমূহের সীমানা নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সমরামত কর্তৃপক্ষিকল্পনা [Timebound Action Plan] প্রকল্পপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ সঞ্চল ও সঞ্চলনারদের সঞ্চল থেকে মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের ক্ষরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাস্তরোক্ত প্রয়োজনীয় নৌকা ম্যাপ/দিয়ালা জরিপের মাধ্যমে সর্বসরকারে স্বাক্ষর নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেশে কার্যদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোনো অসুস্থতা দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ জরিপ অফিসে নিশ্চয় করবেন। এই নিয়ন্ত্রণ জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কলেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফেরাশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায্যনুগ সীমানা/নদীর স্বত্ব এবং স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।</p>	<p>১। সচিব, ভূমিমন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, শালমনিরহাট ৫। পুলিশ সুপার, শালমনিরহাট ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [শালমনিরহাট] ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সকল [শালমনিরহাট]।</p>
<p>০৬।</p>	<p>বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর কোরশোরে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর কোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।</p>	<p>১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, শালমনিরহাট ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল] শালমনিরহাট</p>
<p>০৭।</p>	<p>ভূগর্ভ পানির চাপ কমানোর জন্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর খনন করতে হবে। খাল খননে কর্মসমূহের সৃষ্টির সার্বে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে</p>	<p>১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, শালমনিরহাট ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি</p>

	হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি নিয়মিত স্থানে দূরত্বে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে ডুল/কলেক্ট/মসজিদ/মন্দিরসহ অন্যান্য জায়গায় উন্নয়নের জন্য খননকৃত মাটি ব্যবহৃত করা যেতে পারে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি ব্যবস্থাপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সুসম্পন্ন করতে হবে।	উন্নয়ন বোর্ড, শালমনিরহাট ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [শালমনিরহাট]। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [শালমনিরহাট]।
০৮।	জেলার মধ্যে পাড়বো কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত অনেক জমি অস্বাবস্থ রক্তে যথাযথ ব্যবহার না করার কলে জমিদারগণ বে-সকল হয়ে যাচ্ছে। পলি উন্নয়ন বোর্ডের অধ্যবস্থিত অতিরিক্ত জমি প্রয়োজনে রিজিটম করা যেতে পারে।	১। জেলা প্রশাসক, শালমনিরহাট ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পলি উন্নয়ন বোর্ড, শালমনিরহাট ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [শালমনিরহাট]।
০৯।	উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় জরাজীর্ণ করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় জরাজীর্ণ করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, শালমনিরহাট ২। পুলিশ সুপার, শালমনিরহাট ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পলি উন্নয়ন বোর্ড, শালমনিরহাট
১০।	Pathway/Pavement তৈরিরপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/শীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে পৃথীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থানীয় সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।	১। জেলা প্রশাসক, শালমনিরহাট ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পলি উন্নয়ন বোর্ড, শালমনিরহাট ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [শালমনিরহাট]। ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [শালমনিরহাট]।
১১।	নদীর বিভিন্ন স্তরে জায়গায় জপরিকল্পিতভাবে ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না সর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর মাঝে মাঝে জরাজীর্ণ হওয়া এবং ব্রিজের ওপর সৈন্য হেড়ু নদীর দুশাপড়ের জরাজীর্ণ হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া এবং নদী সঞ্চলের কারণ সৃষ্টি না হয় সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, শালমনিরহাট ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পলি উন্নয়ন বোর্ড, শালমনিরহাট ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, শালমনিরহাট ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ৬। জেলা ত্রান ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, শালমনিরহাট
১২।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য কিম্বা অন্যান্য কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়/আদর্শগ্রাম/গুরুগ্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রাধিকার বিবেচনায় তা খাল জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, শালমনিরহাট ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [শালমনিরহাট]। ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [শালমনিরহাট]।
১৩।	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কোর্টে নদী সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান মামলাগুলি আইনি যোকাবিলা করে সড়ক নিষ্পত্তি করতে হবে। বিদ্যমান মামলার তালিকা প্রেরণ, সিপি/জিপি নিরোধ এবং এস.এফ [Statement of Facts] যথাযথভাবে তৈরি করে মামলাগুলি যোকাবিলা করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, শালমনিরহাট ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [শালমনিরহাট]।
১৪।	নদীর তীরে স্থাপিত হাটের জাটসমূহ সম্পর্কে বিদ্যমান তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক জমাগুটি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত হাটের তালিকা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, শালমনিরহাট ৩। পুলিশ সুপার, শালমনিরহাট

	নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মাফিয়া দায়েদার করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে নিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, শালমনিরহাট ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সকল [শালমনিরহাট]।
১৫।	অনুমোদনবিহীন বাস্তু মঞ্চল হতে বাস্তু উত্তোলন করা বাস্তু মঞ্চল ও যাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ডাঙন তুরাচিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাস্তু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যিক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বাস্তু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে আইন লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বাস্তু মঞ্চল ও যাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, শালমনিরহাট ৩। পুলিশ সুপার, শালমনিরহাট ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [শালমনিরহাট]। ৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি) সকল [শালমনিরহাট]।
১৬।	কি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CEGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমঝিতরূপে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কারণ SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological স্তর ও ট্রায় উন্নয়নরূপে আহরণ করে জিওস্পেসিয়াল এবং থিওমেট্রিক্যাল ম্যাপ এবং নদীর ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে। [খ] উপজেলা/জেলাসহ জাতীয়ভাবে নদীর জন্য মধ্যপরিকল্পনা মান্দিটার গ্র্যান্ড প্রণয়ন করতে হবে। তবিষয়ে নদীর কোথায় ডাঙন/চর জাগতে পারে সে বিষয়ে সমীক্ষা পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। [গ] বিগত ০৫/১০ বছরে নদী সজেন্ত প্রকল্প/উপজেলা স্বেচ্ছাচিত্তি করে মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনা করতে হবে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। জেলাপ্রশাসক, শালমনিরহাট ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, শালমনিরহাট
১৭।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। সকল উপজেলার উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় দিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। প্রত্যেক ইউনিয়ন স্থানীয় সহকারী কর্মকর্তা নদী পরিদর্শন করে প্রতি সপ্তাহে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট রিপোর্ট সাখিল করবে। জেলা কমিটিতে বিভিন্ন সোসাইটির প্রতিনিধি, পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের নদী রক্ষা কমিটিতে প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যিক।	১। জেলা প্রশাসক, শালমনিরহাট ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [শালমনিরহাট]। ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি) সকল [শালমনিরহাট]।
১৮।	কি নদীতে ময়লা-আবর্জনা ডাম্পিংকারীদের বিরুদ্ধে যৌক্তিক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ফেলমাত্র জরিমানা করলেই চলবে না। আইনের উপযুক্ত ও ফুলসই প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-প্রধানসহ নারীদের বিরুদ্ধে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া উচ্চ কর্তৃপক্ষের কোনরূপ অবহেলা কিংবা শিথিলতা নদী ও নদী সম্পদ, পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। [খ] কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য (ডবল কিংবা কাঠিনা, নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিষ্কাশ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা	১। জেলাপ্রশাসক, শালমনিরহাট ২। মেজর পৌরসভা, শালমনিরহাট ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, শালমনিরহাট ৪। পুলিশসুপার, শালমনিরহাট ৫। পরিচালক, পরিবেশঅধিদপ্তর, শালমনিরহাট

	<p>৬ উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সময়সম্মত এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য সংগ্রহ/ লিক্বেশ/ নিষ্কাশন কার্যক্রমের বন্ধ করবে। তারা উপযুক্তভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থানীয় শাপসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [গ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/ পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে Compliance Report প্রদান করবে।</p>	<p>৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [শালমনিরহাট]। ৮। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সকল [শালমনিরহাট]।</p>
<p>১৯।</p>	<p>জেলা গণসংযোগ অফিস, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বাস্তব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা হেতে পারে।</p>	<p>১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/গণসংযোগ অধিদপ্তর ২। জেলাশাসক, শালমনিরহাট ও সভাপতি জেলা নদী রক্ষা কমিটি ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি উপজেলা নদীরক্ষা কমিটি, শালমনিরহাট ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার ভূমি, সকল [শালমনিরহাট]।</p>

ড. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ায় হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫[৪১]-

তারিখ: ৩১ অক্টোবর, ২০১৮

সময় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [স্বাক্ষরিত] জি.ডি.তে করা:

- ০১। মহাপরিচালক সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীন সচিব/অতিরিক্ত সচিব/সহকারী সচিব/সিনিয়র সচিব/নির্দিষ্ট কর্মকর্তার পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির অনুরোধসহ]।
- ০২। মুবা সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৩। সচিব, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর/ভূমি অধিদপ্তর/পানি সম্পদ অধিদপ্তর/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন/অনুশাসন অধিদপ্তর বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। কমিশনার, রংপুর বিভাগ, ঢাকা।
- ০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আদারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
- ০৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জয়পুরা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
- ০৭। চেয়ারম্যান, বিসিআইসিটিসি, মতিঝিল, ঢাকা।
- ০৮। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ০৯। জেলা প্রশাসক, শালমনিরহাট।
- ১০। মাননীয় স্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন অধিদপ্তর [মাননীয় স্ত্রী মহোদয়ের সময় অবগতির জন্য]।
- ১১। পুলিশ সুপার, শালমনিরহাট।
- ১২। মেম্বর, পৌরসভা, শালমনিরহাট।
- ১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/এল.ডি.ইউ/সড়ক ও জনপথ, শালমনিরহাট।
- ১৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শালমনিরহাট।
- ১৬। সর্বাধিকার সঙ্গী মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ১৭। অফিস কপি [সংরক্ষণার্থে]।

কবির আহমেদ গাওঁদার
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয় : ময়মনসিংহ বিভাগের ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা জেলা সফর প্রতিবেদন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. হুজিভূয় রহমান হাওলাদার এবং সার্বজনিক সদস্য জনাব মো: আশাউদ্দিন ২৪-০৪-২০১৮ থেকে ২৬/০৪/২০১৮ পর্যন্ত নেত্রকোণা ও ময়মনসিংহ জেলা সফর করেন। সফর প্রতিবেদন নিম্নে দেয়া হলো:

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত সমূহ	বাস্তবায়নে
০১।	নেত্রকোণা জেলাধীন দুর্গাপুর উপজেলার সোমেশ্বরী নদীর স্রোত, ডাউন স্রোত চলমান। জলকৃষি ভিত্তিতে নদীর সীমানা নির্ধারণ করে নদী শাসনের আওতায় আনতে হবে। নদীর প্রশস্ততা নিয়ন্ত্রণে রেখে নদীর প্রবাহ বাড়তে হবে। নদীর প্রশস্ততা এবং বর্ধা ও বৃষ্টির পানি ধরে রাখা/সংরক্ষণ করার উপযোগী কামা মাঝতীর [প্রশস্ততা/সাব্যক্ত] উপযুক্ত ও প্রকৃত অনুপাত নির্ধারণসূর্বক এ নদী বাসন ও খননসহ পানি সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ অত্যাাবশ্যিক হলে পড়েছে। এজন্য বাংলাদেশে এই নদীর প্রবেশ মুখ হতে কংশ নদী পর্যন্ত অর্ধাৎ পতিত মুখ পর্যন্ত খনন করা অত্যাাবশ্যিক।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দুর্গাপুর এবং পাউবো, নেত্রকোণা/ মহাপরিচালক, পাউবো/সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
০২।	দুর্গাপুর উপজেলার নদী, খাল ও জলাশয় সমন্বয়ে নদী সিস্টেম সৃষ্টি হয়েছে। নদী-জলাশয়গুলোতে বৎসরের ৪ মাস নাচ বা পানি থাকে। এসকল নদী ও খালগুলি নান্য রাখা অত্যন্ত জরুরি। প্রাকৃতিক জলাধার নদী, খাল ও জলাশয় সবেজমিনে জরিপ করে Common Area'র প্রয়োজনমত নাব্যতা সৃষ্টির প্রস্তাব/পেশ করা অত্যাাবশ্যিক। এই বিষয়গুলো উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিতে আলোচনা করে সফর সমন্বিতক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের প্রস্তাব পেশের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও আহবায়ক, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা/ জেলা নদী রক্ষা কমিটি/জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ড। মহাপরিচালক, পাউবো, অবিলম্বে একটি বিশেষজ্ঞ দল নিয়োগ করে শাশনই/বুতনই প্রস্তাব চূড়ান্ত করবে।
০৩।	সোমেশ্বরী নদীকে দুর্গাপুরের ভাণ্ড ও কলা হয়, আবার দুর্গ ও বলা হয়। এই নদীতে একই সাথে উন্নতমানের বাসু, পাখর ও কফলাও পাওয়া যায়। বর্তমানে এই নদীতে ৫টি এলাকায় [১,২,৩,৪ ও ৫নং] বাসু মহাল ইজারা দেয়া হয়েছে। পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, নদী হতে নির্বিচারে বাসু উত্তোলন করা হয়েছে। প্রক্ষেপে বাসু মহাল ব্যবস্থাপনা বিধি অনুসারণ করা হচ্ছে না। নদীর স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য বাসুমহাল আইন, ২০১০ একই বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থাপনার কার্যকর পদক্ষেপ বাসুমহাল ইজারাদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা অবিলম্বে তা নিশ্চিত করবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে জানাবে।	জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দুর্গাপুর। ঢাকা বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটি কিংবাটি অবিলম্বে পরিদর্শন ও পরিবীক্ষনসূর্বক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।
০৪।	২৪/০৪/২০১৮ দুর্গাপুর উপজেলার নদী রক্ষা কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত তিন বৎসর ছয় মাসে কমিটির একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়নি। উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা কমপক্ষে ০৩ মাসে ১টি সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কমিটির সভায় নদীর সমস্যা, সমস্যা সমাধানের কর্মসূচীপত্র ও নদী রক্ষার সকল	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও আহবায়ক, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, দুর্গাপুর ও কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ।

	সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্পের সময় করা আবশ্যিক। এছাড়া গুল্ল বেসুয়ে নদীর যত্নকরণ আবার বর্ষাকালে উজানের ঢল/প্রাবনে ভাঙন, নদীর তীরভূমি ও অভয়ঙ্গর দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণসহ সঠিক বাস্তব বিষয়াদি/অবস্থা কমিটিতে আলোচনা করে সমাধানের কার্যকর উদ্যোগ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিশ্চিত করবে।	
০৫।	উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিতে বেসরকারি সদস্যের সংখ্যা কম। কমিটির কার্যক্রম ও দায়িত্বাবলি কে আরো কার্যকর করার জন্য বে সকল প্রতিষ্ঠান প্রকৃতি, পানি, পরিবেশ ও নদী নিয়ে কাজ করেন তাঁদের অঙ্গভুক্তি প্রয়োজন। বাংলাদেশ পরিবেশ অ্যাম্পলন [বাংপা], পরিবেশ বাচিও অ্যাম্পলন [পবা], ওয়ার্ল্ড ডিভন, কারিতাস, সংবাদ মাধ্যম, শিক্া প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান হাতে কমিটিতে সদস্য নিয়োগ করা আবশ্যিক।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও আববায়ক, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা
০৬।	২৫/৪/১৮ তারিখ সন্ধ্যা ১০ টায় নেত্রকোণা শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত মগড়া নদী পরিদর্শন করা হয়। এই নদীর দৈর্ঘ্য ৪.৫০ কিলোমিটার। মদীর উপর শহরের মধ্যে ৬টি ব্রিজ স্থাপন করা হয়েছে। এই নদীতে দখল, দূষণ ও ভরাট চরম মাত্রায় রয়েছে। পরিদর্শনকালে অভিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নেত্রকোণা ও এপি ল্যান্ড মিনর) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উচ্চ পরিদর্শনে সাথে থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, নেত্রকোণা জেলায়টি স্থলের সাক্ষে ময়লা-আবর্জনা নদীতে ডাম্পিং করা হচ্ছে। নদীর বেশ কয়েকটি স্থানে ময়লা-আবর্জনা ডাম্পিং করা হচ্ছে। অবিলম্বে ঐ অবৈধ ডাম্পিং বন্ধ করতে হবে। পৌর কর্তৃপক্ষকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ময়লা-আবর্জনা নদী, খাল ও জলাশয়ে জেলা যাবে না।	জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা, পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ এবং মেয়র, নেত্রকোণা পৌরসভা
০৭।	শহরের মধ্যে নাগড়া পূর্ব পাড়ার নদীর জমিতে বন্ধা করলি মন্দির, চৌধুরী মার্কেটসহ আরও কয়েকটি অবৈধ কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। নদী গর্ভে বা নদীর তীরভূমিতে কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাবেনা। মন্দিরের পাশেই নদীতে নতুন করে কাঠামো নির্মাণ লক্ষ্য করা গেছে। অনতিবিলম্বে সকল অবৈধ দখল উচ্ছেদ করতে হবে। নদীর জমির উপর ইতিপূর্বে কোন ইজারা বা পত্তন দেয়া হলে তা অকিলম্বে বাতিল করার জন্য সুপারিশ করা হলো।	জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), নেত্রকোণা
০৮।	মালিনী রোড, গাট গরি, কল্লীপীঠে নদীর মধ্যে শও অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে অবৈধ দখলদার এবং প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন করে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করার জন্য সুপারিশ করা হলো। সভায় বে ডাপিঅটি উপস্থাপিত হয়েছে তার বাস্তব পরীক্ষা/যাচাইকৃত্তে চূড়ান্ত করেই অভিযান চলতে হবে। এই উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে দায়িত্ব নির্বাহ করবে।	জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা, পুলিশ সুপার, নেত্রকোণা এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি), নেত্রকোণা সদর উপজেলা
০৯।	স্থানীয় হিলাব মোতাবেক নেত্রকোণা জেলায় ০৮টি উপজেলায় ৫১টি নদী রয়েছে। সভায় নদীগুলো সম্পর্কে আরো বাস্তব তথ্যাদি জানা প্রয়োজন। সত্বেই উপজেলাওয়ারী নদীর অবস্থা/সমস্যা, সমস্যা সমাধানের জন্য গৃহীতব্য কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। সমস্যা সমাধানের কর্তৃকৌশল কমিটিতে আলোচনা	জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা এবং সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নেত্রকোণা।

	করে নির্বাচন করতে হবে। এজন্য এছাড়া উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তাদের নদ-নদীর অবস্থা ও করণীয় সম্পর্কে পেশ করতে পারবে। প্রতিমাসে একটি উপজেলায় নদ-নদীর উপর বিস্তারিত আলোচনা করার পরামর্শ দেয়া হলে। সম্ভব যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার বাস্তবায়ন প্রতিবেদন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।	
১০।	নেত্রকোণা জেলায় এ যাবৎ দুইটি নদী রক্ষা কমিটি সভা হয়েছে। প্রতিবেদন ও বিবরণী পাওয়া গেছে মাত্র একটি। নদী রক্ষার জন্য বিনামূল্যে আইনে জেলা প্রশাসক ও প্রশাসন সন্ত্রিষ্ট কর্মকর্তাগণ দক্ষিণপ্রান্ত। এছাড়া যন্ত্রপরিবহন বিভাগ কর্তৃকও নদী কমিটি গঠন পূর্বে ঐ দায়িত্ব পালনের পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেজন্য নদী দখল, দূষণ ও ভরাট প্রতিরোধে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা ও কর্মসূচি কাশবিশেষ না করে আন্তরিকভাবে সম্পাদনের নির্দেশনা দেয়া হলো।	জেলা প্রশাসক ও আহ্বায়ক, জেলা নদী রক্ষা কমিটি, নেত্রকোণা।
১১।	জানা গেছে যে, অধিকাংশ উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠিত হয়নি। কোথায়ও কোথায়ও কমিটি হয়েছে তাও কার্যকর হচ্ছে না। কমিটিতে যারা উপজেলা পর্যায়ের কয়েকজন কর্মকর্তাকে সদস্য রাখা হয়েছে। কমিটিতে কেসরকারি প্রতিনিধি, সংবাদ মাধ্যম, পরিবেশ কর্মী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সদস্য হিসেবে অঙ্গভুক্তির জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।	সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও আহ্বায়ক, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, নেত্রকোণা/ জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।
১২।	ব্রহ্মপুত্র নদের ত্রিভুজের পূর্ব পার্শ্বে নদী ভরাট করে বাসটার্মিনাল করা হচ্ছে। নদীর কূপে বা নদীর জমিতে স্থাপিত অবৈধ বাস টার্মিনাল অন্যত্র স্থানান্তরের কর্তব্যকর বাস্তবায়ন জেলা নদী রক্ষা কমিটি নিশ্চিত করবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে জানাবে।	জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ এবং মেয়র, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।
১৩।	বাংলাদেশের ষাটটি প্রকার নদীর সীমানা শক্তকৃত হয়ে পড়েছে। নদীতে অপরিস্রবিতভাবে বাস উত্তোলন করা হচ্ছে। বাস উত্তোলনকারীগণ নদীর তীরে বাস জমিয়ে জমিয়ে নদীকে নিজেদের দখলে নিচ্ছে। নদীর সীমানা সিএন মোতাবেক ঠিক করতে হবে। নদীর তীরে অবৈধ কাটি বেঙ্কন ভাবেই গড়তে দেয়া যাবে না। নদীর তীরে বা নদী পার্শ্বে স্থাপিত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।	জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ এবং সফরকারী কমিশনার (ডুমি), ময়মনসিংহ সদর।
১৪।	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান নদী রক্ষার জন্য সক্রিয় ও সচেতন হবার জন্য ময়মনসিংহের সকল মানুষকে আহ্বান জানান। তিনি নদী রক্ষায় সাংগঠনিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের আহ্বান জানান। এ লক্ষ্যে বিভাগীয়/জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি অব্যাহতভাবে র্যালি, সভা-সমাবেশসহ কুল-কলস ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পেশের জনগণ, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীগণকে সচেতন করে তোলার কর্তব্যকর বাস্তবায়ন করবে।	বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ এবং সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ময়মনসিংহ।

সকল ১১টার ময়মনসিংহ বিভাগের নদ-নদীর সমস্যা ও সমস্যা সমাধানে করণীয় শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে জাতীয় নদী রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান প্রধান অতিথি এবং সার্বজনিক সদস্য বিশেষ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর ও আমালপুর জেলার জেলা প্রশাসকদের উপস্থিত থাকার কথা ছিল। পরবর্তীতে ময়মনসিংহ

জেলায় জেলা প্রশাসক উপস্থিত ছিলেন। নেত্রকোণা ও জামালপুর জেলা হতে এডিএম ও এডিসি উপস্থিত ছিলেন। সভায় ২টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধ দুটি হলো:

[১] ময়মনসিংহ বিভাগীয় নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, বিদ্যমান সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানে করণীয়। উপস্থাপক : জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ।

[২] ময়মনসিংহ বিভাগে নদী ভাঙন, নাব্যতা, হাইড্রোলজিক্যাল মডেলিং/জিক্যাল, কমিশরি বিষয়াদি এবং সমস্যা সমাধানের উপায়।

উপস্থাপিত প্রবন্ধ দুটির উপর বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। আলোচনার সূত্রে চেয়ারম্যান তার বক্তব্য পেশ করেন। অংশকারীগণ অনেক মূল্যবান সাঙ্কেশন ও পরামর্শ দিয়েছে। সেমিনার রিপোর্টে তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিকাল ২টার বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগান করা। ময়মনসিংহে বিভাগে জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম। প্রাক্তন তথ্যানুসারে ময়মনসিংহে একটি, নেত্রকোণা ২টি, জামালপুর আদৌ কোন সভা হয়নি এবং শেরপুরে মাত্র ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চেয়ারম্যান সভার প্রধান অতিথির বক্তব্য এগান করেন। তিনি একমাসের মধ্যে সিএস এবং আরএস মোতাবেক নদী সীমা নির্ধারণ করার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে নদীর অবৈধ দখল অবশ্যই উচ্ছেদ করতে হবে।

ক্রমিক নং	নির্দেশনাসমূহ	বাহ্যিকায়নে
১৫।	আগামী একমাসের মধ্যে সিএস এবং আরএস মোতাবেক নদীর তীরভূমিতে অবৈধ দখল উচ্ছেদ করার জন্য সকল জেলা প্রশাসককে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও আহ্বায়ক/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, ময়মনসিংহ।
১৬।	যে সকল অধিগ্রহণকৃত জমি এখন ব্যবহার করা হচ্ছে তা বিধি মোতাবেক রিমানশন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা।	জেলা প্রশাসক ও আহ্বায়ক, জেলা নদী রক্ষা কমিটি, ময়মনসিংহ।
১৭।	নদীর উচ্চায়কৃত জমিতে ওয়াকওরে, বন-বনানী সৃষ্টির জন্য নদীর তীরে গাছ লাগানোর সুপারিশ করেন। এক্ষেত্রে ময়মনসিংহে বিভাগীয় বন বিভাগ গাছের চারা সরবরাহ করবে।	বন বিভাগ, ময়মনসিংহ/ জেলা ও উপজেলার নদী রক্ষা কমিটি।
১৮।	নদীভিত্তিক কোন প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে বাডে বৈধতা পরিষ্কার করা যায় এবং নদীর প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন না করার জন্য নদী কমিশনের যত্নসহ এফের শর্ত আরোপ করার জন্য পরিকল্পনা কমিশন-কে অনুরোধ করা হলো।	পরিকল্পনা কমিশন।
১৯।	নদী বেধানে খনন করা হবে তার খননকৃত মাটি কোথায় ফিডাবে রাখা হবে তার ব্যবস্থাপনা পূর্বেই ভূমি মন্ত্রণালয়/জেলা প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারণপূর্বক নদী ধ্বংসের জন্য বিআইডব্লিউটিএ, বিডব্লিউডিবি ও অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ দেয়া হলো।	
২০।	ময়মনসিংহ বিভাগে কতটি নদী, বাস, বিল, ভলাশয়ের সংখ্যা নির্ণয়ের মাধ্যমে একটি ডাটাবেজ করার পরামর্শ প্রদান করেন।	
২১।	ত্রিশাল উপজেলা পরিষদের পূর্ব পার্শে ত্রিশাল ধানার উত্তরে ব্রিজের পশ্চিম পার্শে নদীর উপর অবৈধভাবে গড়ে ওঠা বাজারের অবৈধ সোকানপাট/ স্থাপনা করা হয়েছে। নির্মানাধীন দুটি ভবনই অবৈধ। এছাড়াও নদীর তীর ও অভ্যন্তরে করাট করে অনেকগুলি সোকানপাট/ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান/ বসতি অবৈধভাবে নদীকে ধ্বংস করে গড়ে ওঠেছে। এসব অবৈধ স্থাপনা বাসের হটক না কেন তারা যত বড় শক্তিশালী হটক না কেন তা আগামী এক মাসের মধ্যে অপসারণ/ উচ্ছেদপূর্বক প্রাথমিক নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report এগান করবে। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ রিট পিটিশনের রায়ের বাস্তবায়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিকে এক্ষেত্রে বর্ধিত ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ত্রিশাল

ড. মুজিবুর রহমান হাফিজাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০২৯.০০১.১৬-০১৪

তারিখ: ২৪ মে, ২০১৮

অনুলিপি : [সময় অবশিষ্ট ও কার্যার্থে সেরেব করা হলো:]

- ০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৩। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্থানীয় প্রশাসন/সৌপরিবেশ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়/ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। কমিশনার, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।
- ০৫। মজীর একান্ত সচিব, সৌ-পরিবেশ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সাম্মুখ্য মজীর শপথ অবশিষ্ট জন্ম]।
- ০৬। সচিব (মুখ্যসচিব), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
- ০৭। জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ/নেত্রকোণা।
- ০৮। পুলিশ সুপার, ময়মনসিংহ/নেত্রকোণা।
- ০৯। মেয়র, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন/নেত্রকোণা পৌরসভা।
- ১০। উপজেলা চেয়ারম্যান, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা।
- ১১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দুর্গাপুর/সদর, নেত্রকোণা/ময়মনসিংহ সদর।
- ১২। চেয়ারম্যানের মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
- ১৩। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
- ১৪। দপ্তর কপি।

মোঃ সইদুল মছদুম
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: আঞ্চলিক নদ-নদীর স্ফূর্তি নিয়ন্ত্রণ, স্ফূর্তি ব্যবস্থাপনা ও বক্ষণাবেক্ষণে বিষয়ে আঞ্চলিক স্তরের সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : ড. মুজিবুর রহমান হাফিজাদার
চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
তারিখ : ২৭/০৬/২০১৮।
সময় : বিকাল ৩.০০ ঘটিকা।
সভার স্থান : জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সন্দেশন কক্ষ।

পত ২৭/০৬/২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ-ভারত-মায়ানমারের সাথে আঞ্চলিক [Trans-boundary] নদীর ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, খনন ও পানিসিঞ্চ সচল রাখার বিষয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন [পরিষ্টিত-ক]। সভাপতি উপস্থিত সবাইকে যাপন জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্যকে আহ্বান জানান। সভার প্রারম্ভে পরিচিতির পর পরই কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য সভা আহ্বানের প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি আঞ্চলিক নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নদ-নদীতে বিভিন্ন প্রকার প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে স্ফূর্তি নদী, শাখা নদী, উপনদীতে বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভাপতি সমগ্র বাংলাদেশের নদ-নদীর সাথে উজানের আঞ্চলিক নদ-নদী ব্যবস্থার [Upper River System] ভৌত সংশ্লিষ্টতা নৌপথের সরেক্ষণ ও বৌধ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

সভায় উপস্থিত সকল সদস্য আঞ্চলিক নদ-নদী সফূর্তির গতি-প্রকৃতি, ব্যবস্থাপনা, আঞ্চলিক নদীর ওপর উজানের পানি প্রবাহ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার প্রবণতাবূদ্ধ আইজারলনসহ নদী ব্যবস্থাপনার পরিবর্তনশীল তথ্যাদি সংগ্রহ ও ডাটাবেজ তৈরির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

৫৮৪

বার্ষিক প্রতিবেদন ১৮ ১ নদীরক্ষা কমিশন

বিদ্যমান আশোচনার পর শিল্পবর্জিত সিঙ্কার গৃহীত হবে:

১। আন্তর্দেশীয় নদ-নদীর ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য নদ-নদীর সংখ্যা নির্ধারণ, অবস্থান চিহ্নিত করা, বৌধ ব্যবস্থাপনা এবং পরিপ্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনজনিত তথ্যাদি নিয়মিত যোগাযোগ সময়ে প্রাক্তির জন্য বৌধ নদী কমিশন [Joint River Commission] এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা আবশ্যিক।

বাহ্যবাহন: বৌধ নদী কমিশন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২। আন্তর্দেশীয় নদীতে কোনো বঁধ বা প্রকল্প গ্রহণ বা পানির স্ফূ প্রবাহের গতি পরিবর্তন, উত্তোলন ও অপসারণ করলে বাংলাদেশে বিদ্যমান এই নদীর অবশিষ্টাংশের ওপর কি প্রভাব পড়বে তা জানা ও তদানুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি [RS/GIS/GPS/IT based Technology] ব্যবহার/অ্যয়োগ করে [web based/online] স্ববস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হলো।

বাহ্যবাহন: বৌধ নদী কমিশন, পাটবো, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩। ভারত, চীন ও মায়ানমারের সঙ্গে আন্তর্দেশীয় নদ-নদী সম্পর্কে পুরো তথ্যাদি সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বহুপাক্ষীয় [জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, জেআরসি, পাটবো, বিজিবি] কমিটি গঠন করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ আবশ্যিক।

বাহ্যবাহন: বৌধ নদী কমিশন, পাটবো, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

৪। আন্তর্দেশীয় নদীসমূহের সার্বিক তথ্যাদি, বর্তমান জৌত অবস্থা, নদীর পানি ধারণ ও প্রবাহ, জেলিডারি ইত্যাদি সম্পর্কে যথাযথ তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্ট তৈরি করার জন্য বাংলাদেশের পক্ষে এককভাবে এবং সংশ্লিষ্ট দেশ/দেশগুলির সঙ্গে বৌধভাবে সমীক্ষা করা প্রয়োজন।

বাহ্যবাহন: বৌধ নদী কমিশন, বিআইডব্লিউটিএ, বিজিবি, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।

৫। আন্তর্দেশীয় নদ-নদীর সুশাসন, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও পাহাড়ি ঢাল, বন্যার পূর্বাভাস দেয়ার জন্য বৌধ তথ্যভান্ডার/তথ্যকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাহ্যবাহন: বৌধ নদী কমিশন, পাটবো, বিআইডব্লিউটিএ, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

৬। আন্তর্দেশীয় নদীর বর্তমান সংখ্যা ৫৭টি। এই নদীর সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মতভেদ রয়েছে। এ বিষয়ে বৌধ নদী কমিশন [জেআরসি, পানি উন্নয়ন বোর্ড [পাটবো], স্পেস রিসার্চ অ্যান্ড রিমোট সেন্সিং অরগানাইজেশন [স্পারসো], নদী পরিবেশনা ইনস্টিটিউট ও নদী রক্ষা কমিশন বৌধভাবে hydro-morphological এবং geo-physical সমীক্ষা/পরিবেশার মাধ্যমে নদীর সংখ্যা, বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান চূড়ান্ত করবে। এ সকল নদী পক্ষে পূর্ণাঙ্গ প্রযুক্তিগত ও শিমিতিক মাপ তৈরি করবে।

বাহ্যবাহন: বৌধ নদী কমিশন, পাটবো।

৭। বাংলাদেশে বিদ্যমান আন্তর্দেশীয় নদীর বে-অংশ ভারতীয় অংশের নদ-নদীর পলি, বালু, সূক্ষিত ময়লা আবর্জনা ছত্র উন্নয়ন হয়ে যাচ্ছে সেগুলো খনন করার জন্য ভারতীয় সহযোগিতা আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা [Partnership] চাওয়া যেতে পারে এবং বৌধ ব্যবস্থার জন্য বিশেষজ্ঞ ফোরাম গঠন করা যেতে পারে।

বাহ্যবাহন: পাটবো, বৌধবিবেচন মন্ত্রণালয়, বিআইডব্লিউটিএ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৮। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সীমান নদী সমূহের নিয়মিত জরিপ করবে এবং জরিপ বিবরণী জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অবহিত করবে।

বাহ্যবাহন: ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, বিজিবি।

৯। পাটবো ১৫টি নদীর উপর যে প্রকল্প গ্রহণ করেছে সেগুলির নদীভিত্তিক কর্মসূচির চলমান প্রকল্পের বিবরণী ও বাহ্যবাহন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও বৌধ নদী কমিশন-কে অবহিত রাখবে।

বাহ্যবাহন: পাটবো, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

১০। আন্তর্দেশীয় যে-সকল নদীর উপর প্রকল্প চলমান সেই সকল প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে জেলা নদী রক্ষা কমিটিকে অবহিত রাখতে হবে।

বাক্যবান: পাটবো, সফ্রিট জেলা নদী রক্ষা কমিটি, সফ্রিট একত্র পরিচালক, পাটবো সিংপ্রিট জেলা।

সভার আর বিশেষ কোনো আলোচনা না থাকার সভাপতি দবাইকে হন্যবান ঝানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মুছিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০২৯.০০১.১৬/৭২৬/ক

তারিখ: ১৪ অক্টোবর, ২০১৮

সময় অবসতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি:

- ১। সিংপ্রিট সচিব/সচিব, নৌপরিবহন অধিদপ্তর/পানি সম্পদ অধিদপ্তর/পরিষ্কৃত অধিদপ্তর/সরকারি অধিদপ্তর
- ২। মহাপরিচালক, বিজিবি, সিলেট, সিংপ্রিট, ঢাকা
- ৩। চেয়ারম্যান, বিজিবি/সিংপ্রিট, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
- ৪। মহাপরিচালক, পাটবো, ঢাকা
- ৫। মাননীয় স্থায়ী এলাকা সচিব, নৌপরিবহন অধিদপ্তর
- ৬। সচিব, নৌপ নদী কমিশন, ৭২, গ্রীষ্ম রোড, ঢাকা
- ৭। মাননীয় চেয়ারম্যানের এলাকা সচিব, স্থায়ী নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা [যেহেতু সময় অবসতির জন্য]
- ৮। সার্বজনিক সম্পদের ব্যক্তিগত সংরক্ষণ, স্থায়ী নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা [যেহেতু সময় অবসতির জন্য]
- ৯। মজুর কপি।

ইকরাফুল হক
পরিচালক (সিংপ্রিট)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নদী রক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সংগঠনগুলির তালিকাভুক্তি বিষয়ক সভার আলোচনার জন্য কার্যপত্র।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন ২০১৩ এর ২৯ নং আইনের ধারা ৩ অনুযায়ী জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। নদী সফ্রিট সরকারি-বেসরকারি, আধা সরকারি, সংস্থা/দপ্তর, প্রকল্প/সমূহের সহযোগিতার বাংলাদেশের নদীগুলির অবস্থা দর্শন, দূষণ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ দেশের খাল-বিল, জলাশয়, সমুদ্র উপকূল রক্ষা ও দূষণমুক্ত রাখা ও নদীর প্রবাহ সঙ্গ ও স্বাভাবিক রাখার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও নথি-উল্লেখ ও দূষণমুক্ত রাখতে সামাজিক আন্দোলন পড়ে তোলা, কমিশনের সমগ্র বাংলাদেশের নদীসমূহের অবস্থিতির ইত্যাদি শঙ্ক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বাংলাদেশের নদী রক্ষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত সংগঠনগুলিকে তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে এ সভা আহ্বান করেছে।

সভার আলোচ্য বিষয়:

১। কমিশনের তালিকাভুক্তির মানদণ্ড নির্ধারণ

বাংলাদেশের নদী রক্ষা, পরিবেশ রক্ষা, পানি ও পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রায় শতাধিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের বিভিন্ন নদী রক্ষামূলক কাজ ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে নদীভিত্তিক বা জেলাভিত্তিক/বিভাগভিত্তিক ও বাংলাদেশব্যাপী কর্মকাণ্ড পরিচালনার তারা সহযোগিতা প্রদান করেছে। এই সমস্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দপ্তর/সংস্থা, এনজিও, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা কোনো একক বা যৌথ ব্যক্তিকে নদী রক্ষায় সহযোগিতা বৃদ্ধি করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টার সমর্থন আবশ্যিক। তরুণ প্রজন্মকে আকর্ষণ করে তুলতে, নদী বিষয়ক জ্ঞানভিত্তিক চর্চার মাধ্যমে নদী সুরক্ষার সামাজিক আন্দোলন ত্বরান্বিত করার জন্য একক বিভিন্ন দিবস [পানি দিবস, বিহু নদী দিবস] একক বা যৌথভাবে পালনের কার্যক্রম উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত কমিশনের কার্যক্রম যোগাযোগ স্থাপন ও রাখা আবশ্যিক। একন্য সভায় কার্যক্রম প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার একটি তালিকা প্রদান করা কর্তব্য।

৫৮৬

বার্ষিক প্রতিবেদন '১৮ ১ নদীরক্ষা কমিশন

কমিশনে তালিকাভুক্তির শর্তাবলি:

ক) সংগঠনগুলির নদী রক্ষা, দখল, দূষণ মুক্তির বিষয়ে কাজ করতে হবে।

খ) সংগঠনগুলির জনসচেতনতা নির্দিষ্ট এলাকাজৈত্রিক/নদীজৈত্রিক/জেলাজৈত্রিক/বিভাগজৈত্রিক/বাংলাদেশ ব্যাপী দখল ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে হবে।

গ) সংগঠনটি কৌজদারি মাফলয় দক্ষিত হলে কমিশন তালিকায় অন্তর্ভুক্তি করা যাবে না।

ঘ) কোনরূপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংগঠনকে পরিচিত করা যাবে না। নদ-নদী রক্ষার সংক্রান্ত দেশের ও জনগনের কুজের দ্বাৰা বিবেচনায় কমিশনের জনসচেতনতা সৃষ্টি কার্যক্রম সম্পর্কে সহায়তাকরণ।

ঙ) সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দপ্তর, সংস্থা, এনজিও, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা কোনো একক বা বৌধ ব্যক্তিকে নদী দখলের সহযোগিতা প্রদান বা পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না।

চ) সংগঠন কর্তৃক বা সংগঠনের কোনো সদস্য অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে নদী দখল করে কোনো কর্মক্রম পরিচালনা করতে পারবে না।

ছ) নদী বিষয়ক জ্ঞানজৈত্রিক চর্চার মাধ্যমে নদী সুরক্ষার নিয়ন্ত্রিত সামাজিক আন্দোলন ত্বরান্বিত করতে হবে।

জ) বিশ্ব নদী বিষয় একক বা বৌধভাবে পালনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ বা উদ্যোগে শক্ত প্রদান করতে হবে।

ঝ) সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদের সংগঠনিক প্যাতে দরখাস্তের মাধ্যমে তালিকাভুক্তির আবেদন করতে হবে।

ঞ) সংগঠনের নিবন্ধন প্রদানের ক্ষেত্রে- [১] প্রাথমিকভাবে তিন বছরের জন্য নিবন্ধন প্রদান করা হবে; [২] সংগঠনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে পুনরায় তিন বছরের জন্য নবায়ন করা যাবে; [৩] সংগঠনের নদী আন্দোলন কর্মক্রম অব্যাহত না থাকলে নবায়ন করা যাবে না।

ট) সংগঠনের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে- [১] নদী রক্ষার কোনো সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা পাওয়া গেলে তালিকাভুক্ত সংগঠনগুলির মধ্যে মুক্তিসমতভাবে তা বণ্টন করা যেতে পারে; [২] নদী রক্ষা কেন্দ্রিক সভা, সেমিনার, সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টিতে বিভিন্ন কর্মক্রমের ক্ষেত্রে মুক্তিসমতভাবে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান বৌধ উদ্যোগে পবেষণা, জরিপ ইত্যাদি।

২। কমিশনে অন্তর্ভুক্তির পদ্ধতি ও নীতি নির্ধারণ

নদী রক্ষার কোনো বেসরকারি সহযোগিতা পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করা, কোনো কর্মসূচি আয়োজনের ক্ষেত্রে তাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ, নির্ভরতা ইত্যাদির জন্য নদী সৃষ্টি আন্দোলন/কার্যক্রম সম্পৃক্ত সংগঠনগুলির একটি তালিকা রাখা প্রয়োজন। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর মানদণ্ড যাচাই ও বিবেচনার জন্য সমাহারসেবা দপ্তর, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কোম্পানি আইন ইত্যাদির আওতার রেঞ্জিত্রিকৃত সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মানদণ্ড ব্যবহার করা যার। অন্যকার সভায় আলোচনা করে প্রতিষ্ঠানের নাম মনোনয়নের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রধানত করেকটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা যেতে পারে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের কর্মকর্তাদের ও সংগঠনের অন্যান্য সৃষ্টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাছাই কমিটি গঠন করা যেতে পারে। কমিটিও প্রান্ত কাপলপ্রদাদি পরীক্ষা করে সুপারিশ করবে।

[৩] কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি:

কমিটির গঠন : [১] সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন-----আস্থায়ক
[২-৫] নৌপরিবহন/পানি সম্পদ/পল্লিবিশ্ব/স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি---সদস্য
[৬] সৃষ্টি জেলা উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির প্রতিনিধি ---সদস্য
[৭] সমাহারসেবা দপ্তরের প্রতিনিধি----- সদস্য
[৮] এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রতিনিধি-----সদস্য
[৯] যুব উন্নয়ন/মহিলা বিষয়ক দপ্তরের প্রতিনিধি-----সদস্য
[১০] সদস্য/সচিব-উপপরিচালক [পরিবীক্ষণ]-----সদস্য
কমিশন প্রয়োজন অনুযায়ী সদস্য কে-অন্ট করতে পারবে।

কার্যপরিধি : [১] দরখাস্ত আহ্বান করা
[২] যাচাই বাছাই করা
[৩] তালিকাভুক্তির জন্য সুপারিশ করা

৩। তালিকাভুক্তির জন্য নদী-সৃষ্টি সংগঠনের প্রধান কার্যক্রম নির্ধারণ

নদী রক্ষা, নদীর অবৈধ দখল রোধ ও উচ্ছেদ, দূষণ প্রতিরোধ, জনসচেতনতা সৃষ্টি, নদীর তীরবর্তী অঞ্চল বা নদীপার্শ্ব সুরাট প্রতিরোধ এবং নদীর নানারকম অপব্যবহার বিষয়ে কার্যক্রম নদী রক্ষার মুখ্য [core] কাজ বিবেচনা করা যেতে পারে।

একইসঙ্গে নদী শিক্ষা, নদী এচায়ঞ্জ, নদী গবেষণা, নদী জরিপ ও নদীর ইতিহাস সংরক্ষণও প্রধান কার্যাবলি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সংগঠনের কার্যাবলি বা দায়িত্বাবলি নিম্নরূপ:

ক। স্ব স্ব অঞ্চলের নদী সমস্যা চিহ্নিত করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সবিভাগ সমস্যা লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

খ। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নদীস্বাতি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রতিরোধকল্পে আয়কল্পি প্রদান, বাচ্যায় কেম্বুটনের মাধ্যমে নদীস্বাতি সিদ্ধান্ত পরিহারকরণে বহুমুখী পনক্ষেপ গ্রহণ, জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সতা, সমাবেশ করতে হবে।

ড. আশোক কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমে নদী রক্ষা ও এর সার্বিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং লিআইনি ও নিম্নোক্ত কর্তৃক পরিচালিত সকল প্রসিক্ষে আবশ্যিকভাবে নদী রক্ষা ও এতনুক্ষেপে জনসচেতনতা সৃষ্টিকল্পে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. মুক্তিুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
সভার স্থান : জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের মহলায় কক্ষ।
সভার তারিখ ও সময় : ২৮/০৬/২০১৮ সন্ধ্যা ১১.০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা:

- ১। জনাব মো: আলাউদ্দিন, সার্বিকবিক সদস্য, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা
- ২। জনাব ইকরামুল হক, উপসচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা
- ৩। জনাব মো: ইলিয়াস ভূঁইয়, পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
- ৪। মোসাম্মত জোহরা খাতুন, উপসচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়
- ৫। মোহাম্মদ আবু সাদেক, উপপরিচালক, জাতীয় গবেষণায় ইনস্টিটিউট
- ৬। মো: ফুজুবউল আলম, সহকারী সচিব, নৌসমিবেষণ মন্ত্রণালয়
- ৭। ফকির মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, সহকারী পরিচালক, ডিটিই, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
- ৮। প্রফেসর মো: ফয়হাদুল ইসলাম, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি

সভাপতি প্রায়শ্চে সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে উপস্থিত কর্মকর্তাদের সাথে পরিচিত হন। সভাপতি অন্যকার সভাটি কোর সভা হিসাবে উল্লেখ করে আপামীতে শিক্ষা পাঠ্যক্রমে নদ-নদী রক্ষা ও এর সার্বিক উন্নয়ন বিষয়ে, বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকবৃন্দ, কোকাল গয়েট কর্মকর্তাদের সাথে ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে বৃহৎ পরিসরে মতবিনিময় সভা ও জ্ঞার্কণ করা হবে মর্মে সভায় অবহিত করেন। এ বিষয়ে খ্রিট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া সমূহকে সম্পৃক্ত করা হবে বলে তিনি সভায় উল্লেখ করেন।

নদীকে বিশাল ও অক্ষুন্ন সম্পদ হিসাবে আখ্যাতিত করে নদ-নদীর দক্ষণ, মুষণ, নদীর নাযাত ইত্যাদি বিষয়ে পাঠ্যপুঙ্কে অন্তর্ভুক্ত করে আপামী প্রেজনমূহে নদী রক্ষার ও এর সার্বিক উন্নয়নে সচেতন করার লক্ষে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। একেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তর, সংস্থাসমূহ তাদের নিজস্ব বাজেটে নদ-নদী রক্ষাও এর সার্বিক উন্নয়নে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন।

এ প্রসঙ্গে গত ২৭/১১/২০১৬ খ্রি: তারিখে সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়ে সভাপতিকে নদ-নদী রক্ষায় দেশব্যাপী জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে অনুষ্ঠিত সভার ও গত ১৫/০২/২০১৮ খ্রি: তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান এর সভাপতিতে এতদবিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় উল্লেখিত সিদ্ধান্ত পৃষ্ঠিত হয়েছিল মর্মে সভাপতি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশকে নদীর দেশ এবং নদীকে

বিশেষে এদেশের সত্যতা ও নগর গড়ে উঠেছে ও এই নদীই হয়ে উঠতে পারে আমাদের অর্থনীতি, পর্যটন ও বিনোদনের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। আমাদের কৃষি, অর্থনীতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা বাণিজ্য ও নদীর উপর অনেকাংশে নির্ভর করে বলে তিনি উল্লেখ করেন। দীর্ঘদিনের অবহেলা ও উদাসীনতার কারণে আমাদের নদীগুলো বর্তমানে দক্ষল দৃশ্যে বিষপর্ষিত ও অধিকাংশ নদী নাব্যতা হারিয়ে ফেলেছে। অবৈয়ং প্রকল্পের স্বার্থে এখনই এই সমস্ত নদী রক্ষার জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল প্রকার কার্যক্রম গ্রহণের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এ বিষয়ে আমাদের সকল ছরের শিক্ষা কার্যক্রমের পাঠ্যসূচিতে নদীরক্ষা, নদী ব্যবস্থাপনা ও এর সার্বিক উন্নয়ন সংক্রান্ত নিয়মালী অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে মর্মে সভাপতি তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করেন এবং সার্বিকভাবে বাংলাদেশের নদ-নদীর উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অর্থ সামাজিক উন্নয়নের নিমিত্ত নদী সম্পর্কে সার্বিক ধারণা লাভ, নদীর প্রতি দার দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যবই গুলিকে বাংলাদেশের নদ-নদী এবং এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ অঙ্গুষ্ঠিত বিধানে তাঁর বক্তব্য প্রদানের জন্য আহ্বান জানান।

সার্বিকভাবে নদীকে জাতীয় সম্পদ হিসাবে উল্লেখ করত: আমাদের সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস ও জাতীয় চেতনার মূল ভিত্তি হিসাবে নদ-নদীকে অতিহিত করেন। এই নদী সম্পর্কে দেশের সকল শিক্ষার্থীদের সত্যকভাবে অবহিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। জাতীয়ভাবে নদী রক্ষায় জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে না পারলে কোন একক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির পক্ষে নদী রক্ষা করা সম্ভব নয়। এজন্য দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে নদ-নদীর সরল্যা ও সমাধান, নদীর গুরুত্ব, নদী সংরক্ষণ পদ্ধতি ও প্রতিরূপা এবং নদীর টেকসই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিভিন্ন কারিকুলাম অন্তর্ভুক্ত করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণি হতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ষয় পরিলারে পাঠ্যপুস্তকে 'নদী পাঠ' বা অন্য কোন শিরোনামে একটি চাপ্টার বা অধ্যায় রাখার প্রস্তাব করেন। এতদবিষয়ে একটি খসড়া ধারণা পর সভার জাতাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয়ে স্খা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সোসাম্ব কোছরা খাতুন Preparatory Stage বা একদম প্রাথমিক ছর থেকে নদ-নদী বিষয়ক ধারণালাভের উদ্দেশ্যে পাঠ্যসূচী গ্রহণন করার পর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রয়োজনে ছবির মাধ্যমে এক বর্ষের আদ্যাক্ষর দিয়ে নদী সম্পর্কে শিশুদের মধ্যে ধারণা প্রদান করা যেতে পারে। নদীর পরিবেশ দূষণরোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা আবশ্যিক। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে শাকা বাড়ির তৈরি হচ্ছে অঞ্চ পরিনিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা রাখা হচ্ছেনা। নদ-নদী ও খালে ময়লা আবর্জনা, বর্জ্য কোষ হচ্ছে ও পরনিষ্কাশন করা হচ্ছে। এতে প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। এতদবিষয়াদি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির, কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি তাঁর বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় ও অদ্যায় প্রশিক্ষণ কোর্সে নদ-নদী, ব্যবস্থাপনা ও নদী সংরক্ষণ ও অর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুবিক ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব রাখেন।

এফের মো: ফরহাদুল ইসলাম, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, এনসিটিবি তে কারিকুলাম রিভিশন হয় ৬/৭ বছর অন্তর অন্তর। ২০১২ সালে ৩২টি মন্ত্রণালয়ের চাহিদার ভিত্তিতে কারিকুলাম রিভিশন করা হয়েছিল। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর হতে কারিকুলাম অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে চাহিদা পাওয়া গেলে তা প্রয়োজনীয়তা নিরূপন করে বিষয়ভিত্তিক কমিটির কাছে প্রেরণ করা হয়। এই সমস্ত কমিটি প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সংশোধন করে বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় কারিকুলাম প্রণয়ন করে থাকে। অন্তর্ভুক্তকালীন সময়ে কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে গঠিত এনসিসি কমিটি তা পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয়তা নিরূপন করে এবং এনসিটিবির নিকট বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রেরণ করে। আধামী জুলাই ১৮তে কারিকুলাম রিভিশন করা হবে। তাই নদীর দক্ষল-দূষণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হলে এখনই তা উপযুক্ত সময় বলে তিনি উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন থেকে উপস্থাপিত কারিকুলামটি প্রয়োজনীয় সংশোধন পরিমার্জন করে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর নিকট মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ছরে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব প্রেরণ করা যেতে পারে। এনসিসি কমিটি এর মাধ্যমে এনসিটিবির নিকট তা প্রেরণ করা হলে এনসিটিবি এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

সভার এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনার বাংলাদেশের নদ-নদীর দক্ষল-দূষণ প্রতিরোধ, নাব্যতা, সংরক্ষণ ও অর্থসামাজিক উন্নয়ন নিমিত্ত নদীর প্রতি দায়দায়িত্ব বিষয়ে বিভিন্ন বক্তাব্যের বক্তব্যে নিম্নোক্ত মতামতসূহ জানা যায়।

- ১। সভায় উপস্থাপিত খসড়া পাঠ্যক্রমটি প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ছরে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির নিমিত্তে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাদ্দ প্রেরণ করা যেতে পারে।
- ২। নদ-নদীর দক্ষল, দূষণ, নদী নাব্যতা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয় পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে আধামী প্রকল্পকে নদী রক্ষা ও এর সার্বিক উন্নয়নে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কারিকুলাম প্রণয়ন করা যেতে পারে।

৩। কারিকুলাম প্রণয়নকালে নদ-নদীর সাথে দেশের নদ-নদী, খালকিল, হাওড়-বাওড়, গুল্ম, সীমিত সফল প্রকার জলাধার অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস করা হবে।

৪। ঐতিহাসিক পাঠ্যসূচিতে নদ-নদী ও জলাধার সংরক্ষণ ও দখল, দূষণমুক্ত রাখার বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫। এজন্য দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে নদ-নদীর সমস্যা ও সমাধান, নদীর গুল্ম, নদী সংরক্ষণ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এবং নদীর টেকসই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিভিন্ন কারিকুলাম অন্তর্ভুক্ত করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৬। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্সে নদ-নদী, ব্যবস্থাপনা ও নদী সংরক্ষণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর অর্থনৈতিক ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির প্রয়াস করা হবে।

৭। বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট ও প্রিন্ট মিডিয়াতে নদ-নদী দখল ও দূষণ প্রতিরোধ, নাব্যতা বজায় ও নদী রক্ষার বিষয়ে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বিদ্যমান আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

[১] ১ম শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে বাংলাদেশের নদ-নদী, নদীর সমস্যা, সমাধান, সম্ভাবনা ও ছাত্র-ছাত্রীদের সক্রিয় ও কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত করে খসড়া পাঠ্যসূচি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রণয়ন করবে।

[২] আগামী জুলাই মাসের মধ্যে খসড়া পাঠ্যসূচি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক তৈরিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে যার উপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এমসিসিসি-তে প্রেরণের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম যাবতীয় গ্রহণ করবে।

[৩] খসড়াটি চূড়ান্তভাবে প্রেরণের পূর্বে পুনরায় আরও একবার এরূপ সভায় আলোচনা করা হবে যেখানে। বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রধানসহ শিক্ষা পাঠ্যক্রম বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং তাঁদের মতামতের উপর তিনটি করেই পাঠ্যসূচিতে উক্ত নদ-নদী বিষয়ক পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্তির চূড়ান্তপ/সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

[৪] আগামী জুলাই '১৮ মাসের মধ্যেই খসড়া পাঠ্যসূচি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

[৫] মূল পাঠ্যসূচিকে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব না হলে নদী সংরক্ষণ বিষয়ে সাপ্তাহিক/মাসিক বই পাঠ্যসূচিসেবে প্রণয়ন করা হবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করা হয়।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান